□ প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১৮ আগষ্ট ১৯৫৭

□ প্রকাশক : প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

□ মুদ্রক : বি. এন. শীল

ইম্প্রেসন কনসালট্যান্ট

৩২/ই জয় মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৫

□ প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

ভূমিকা

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় দণ্ডীপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। দণ্ডীপর্ব্ব ভগবান্ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মধুরলেখনীলতিকার সুমধুর সুস্বাদু ফল। গ্রহ-কোপে পড়িলে যে মনুষ্য অবিষহ্য শারীরিক ও মানসিক প্রভৃতি সংসার-যতনা প্রাপ্ত হয়, গ্রহপীড়নে ব্রহ্মর্ষি বা রাজর্ষিগণও যে দুঃখ সাগরে নিপতিত হইয়া সুচিরকাল হাবুডুবু খাইয়া থাকেন, গ্রহের ক্রোধ বহ্নিতে পড়িলে যে জীবের দুর্গতির পরিসীমা থাকে না, এই পবিত্র গ্রন্থে দণ্ডী-চরিত ও শ্রীবৎস-চরিত-প্রসঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইহাতে অনেক তত্ত্বকথা, নীতিকথা, যোগ্যাদির কথা ও অন্যান্য বহুতর পুণ্যকথা বিবৃত আছে। ফলকথা, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক পদেই ভগবান্ শ্রীহরির গুণগৌরব সমুজ্জ্বলরূপে বিভাসিত।

এই দণ্ডীপর্ব্বই মহাভারতের আদি দণ্ডীপর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ ভিন্ন ভারত-পাঠ বা শ্রবণের পূর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দণ্ডীপর্ব্ব শ্রবণ করিয়াই পাণ্ডুবংশাবতংশ মহারাজ পরীক্ষিত ভারত পাঠের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অভিশপ্ত হইয়া যে মহাভারত শ্রবণপিপাসু হইয়াছিলেন এবং এই দণ্ডীপর্ব্ব ও এতদ্‌গর্ভস্থ ভারতাংশ শ্রবণপূর্ব্বক ভারতপাঠের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ কথা শুনিয়া হয়ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন; কিন্তু দণ্ডীপর্ব্বেই ঐ গূঢ়-রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ হইয়াছে। ইহার সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ

"অংশাংশশ্রুতিমাত্রেণ ভারতস্য চ ভারত।
অধ্যায়ানাং গরিষ্ঠানাং পূর্ণং ফলমবাপ্স্যসি॥"

অর্থাৎ শুকদেব বলিলেন, হে ভারত। মহাভারতের প্রধান প্রধান কতিপয় অধ্যায়ের প্রধান প্রধান অংশ শ্রবণ করাতেই তোমার পূর্ণভারতসংহিতা-শ্রবণের পূর্ণফল লাভ হইবে। সুতরাং পরীক্ষিৎ কৃষ্ণযুধিষ্ঠির সংবাদে শ্রীবৎসচরিত শুনিবার সময় মহাভারতের সার গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

এই জন্যই বোধহয়, দণ্ডীপর্ব্বকে মহাভারতের আদি বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহার চতুঃপঞ্চাশধ্যায়ে মদন-কুন্তী-সংবাদে ভগবান্ কৃষ্ণের উক্তিতে প্রকাশিত আছে।

"লীলয়া পরমেশানি পাণ্ডবৈর্বিজিতে ময়ি।
প্রিয়াণাং পাণ্ডুপুত্রাণাং গৌরবং কীর্ত্তিরিষ্যতি॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিয়াছিলেন, দেবি। আমি লীলাবশে বা স্বেচ্ছাবশে পাণ্ডবদিগের নিকট পরাজিত হইলে জগতে তাঁহাদিগের গৌরব বিঘোষিত হইবে। সুতরাং ইহা দ্বারাও একপ্রকার সপ্রমাণ হইতেছে যে,

ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ঘটিবে, পূর্ব্ব হইতে পাণ্ডবদিগের গৌরব, কীর্ত্তি ও পরাক্রম ত্রিভুবনে বিঘোষিত হইলে সেই কুরুক্ষেত্ররণে মহা মহা বীরগণ ইহাদের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, এই আশাতেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। বোধহয়, দণ্ডীপর্ব্বকে মহাভারতের আদি বলার ইহাও একটি প্রধান কারণ। তৃতীয়তঃ বিংশোধ্যায়ে বেদব্যাসের উক্তি আছে ঃ

"মা চিন্তয় ক্ষণং তিষ্ঠ হৃদ্‌গ্রন্থিং ধৈর্য্যরঞ্জুনা।
বক্তা তে শ্রেয়সে বৎস শুকোঽত্র চাগমিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ হে বৎস! তুমি চিন্তা করিও না, ধৈর্য্যধারণ কর, তোমার মঙ্গলার্থ শুকদেব এখানে আসিবেন, আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেছি। ইহার পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথমেই লিখিত আছে যে, পিতার আদেশে শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহা দ্বারাও একপ্রকার বুঝা যাইতেছে যে, যখন বেদব্যাস পুত্রকে পরীক্ষিতের নিকট প্রেরণ করেন, তখন রাজার পরিত্রাণার্থ দণ্ডীপর্ব্ব কীর্ত্তন করিতেও তিনি পুত্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং মহাভারত প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশিত বলিয়াও ইহাকে ভারতের আদি বলা যায়। চতুর্থতঃ মহাভারতের প্রথমোক্ত প্রধান প্রধান অংশই যখন এতদ্‌-গর্ভে সুবিন্যস্ত, তখন ইহাকে ভারতের আদি বলিলেই বা দোষ কি? ফলতঃ, এইরূপ নানা কারণে ইহার নামকরণও "মহাভারত দণ্ডীপর্ব্ব" হইয়াছে বোধ হয়। তবে দুঃখের বিষয়, কোন্‌ সময়ে দণ্ডী প্রসঙ্গে যাদব পাণ্ডবে যুদ্ধ ঘটে বা ব্যাসদেব ইহার রচনা করেন, অবলম্বিত পুঁথিতে তাহার উল্লেখ নাই।

যাহা হউক, এই গ্রন্থের সারবত্তা, মোক্ষদাতৃ-শক্তিমত্তা ও পরমপাবণতা দেখিয়া ইহা প্রকাশে আমার ইচ্ছা হয়। পরমকল্যাণীয় ভগবদ্ভক্ত দ্বিজাতি-পরায়ণ এইচ. তি. মান্না এণ্ড কোম্পানী স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাহিতার বশবর্তী হইয়া বহুযত্নে ও বহুব্যয়ে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ পূর্ব্বক আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করত সাধারণের আশীর্ব্বাদ, অভিনন্দন ও সুখ্যাতির ভাজন হইলেন।

এই দণ্ডীপর্ব্বের পুঁথি এদেশে অতি বিরল। কয়েক বৎসর হইল, আমার সহাধ্যায়ী কর্ণাট-নিবাসী তারাচরণ বেদরত্ন মহাশয় একখানি অতি জীর্ণ গলিত-প্রায় ভ্রমপূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন; অতিকষ্টে ঐ একমাত্র পুঁথি অবলম্বনে যথামতি পাঠসামঞ্জস্য করিয়া সাধ্যমত সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। এখন সাধারণে ইহা আদরে গ্রহণ করিলেই অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইব, কিমধিকমিতি।

দণ্ডীপর্ব্ব প্রসঙ্গে

মহাভারতের উপসংহার-রূপে পরিচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বৃত্তান্তেই সন্নিবেশিত। ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম—এই চারখণ্ডে বিবৃত আধুনিক পুরাণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এ উপাখ্যান হরিবংশেও পাওয়া যায়।

আমাদের গ্রন্থকার কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তব্য। তাঁর গ্রন্থের প্রকাশকাল শকাব্দ ১৮২২—১৯০০ খৃীস্টাব্দ।

দণ্ডীপর্ব্ব আখ্যানের সঙ্গে বাঙালী পরিচয় মধ্যযুগীয় রচনা দণ্ডীপর্ব্ব থেকে। উল্লেখযোগ্য পুঁথি রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব পুঁথি—দণ্ডীপর্ব্ব। দীনেশচন্দ্র সেন সবিস্তারে তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এর যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন।

মূল দণ্ডীপর্ব্বের আখ্যান অতি চমকপ্রদ। ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতের মধ্যে এর যাবতীয় আখ্যানভাগ রচিত ও পরিবেশিত। বাংলা ভাষার গদ্য-পদ্য-নাটকের মধ্যে এর নানা রূপান্তর ঘটেছে। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের গদ্যগ্রন্থ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের "পাণ্ডব গৌরব" নাটক একই বছরে অর্থাৎ ১৯০০ খৃীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির মধ্যে পরিবেশিত সংলাপ ও তার গতি-প্রকৃতি একটি বিশেষ পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ভক্তের আকুতি তার আন্তরিক ভক্তিরসেই জয়লাভ করেছে। সেজন্য এর নামকরণ হয়েছে—"পাণ্ডব গৌরব।"

প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের এই গ্রন্থও আমাদের মুগ্ধ করবে তার বিশেষ পরিবেশণার বৈচিত্র্যে। এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থটি বর্তমান পাঠক সমাজে প্রচার করলেন—নবপত্র প্রকাশন। পাঠকগণ মহাভারতের এক বিশেষ বৈচিত্র্যময় ঘটনা-পরম্পরার রসগ্রহণে আনন্দিত হবেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দণ্ডীপর্ব্বে'র পশ্চাৎপটে রচিত 'পাণ্ডব গৌরব'-এর অভিনয় কাল ও নাটক রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে দুটি মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন যথাক্রমে—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র' ও সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়'। দণ্ডীপর্ব্বের বৈচিত্র্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে এই দুটি গ্রন্থ পড়তে পাঠকদের অনুরোধ করি।

সনৎকুমার গুপ্ত

সূচীপত্র

অনুক্রমণিকা/ মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থমাহাত্ম্য ১
১. যে ভাল কথা বলিতে না জানে, সেই মূক ৩
২. কথারম্ভ ৫
৩ কর্ম্মোচিত ফল ৭
৪. পাপের পরিণাম—নারকী গতি ৮
৫. মনুষ্যের কিছুই ভাল নয় ১৩
৬. পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ ১৭
৭. রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ২১
৮. আপদ্ধর্ম্ম ২৫
৯. কাঞ্চনত্যাগ ও সৎসঙ্গ ২৬
১০. মোক্ষ ধর্ম্ম ৩০
১১. নরকবর্ণন ও ব্রহ্মতত্ত্ব ৩৪
১২. বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য ৩৯
১৩ দান ধর্ম্ম ৪৪
১৪. পরীক্ষিতের মৃগয়া ৪৭
১৫. তপোবনই স্বর্গ ৫০
১৬. পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ৫২
১৭. অহিংসাই পরমধর্ম্ম ৫৬
১৮. শুক-সমাগম ৫৮
১৯. শৌনক-প্রশ্ন ৬২
২০. ব্যাস-পরীক্ষিৎ-সংবাদ ৬৩
২১. শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ ৬৫
২২. উর্ব্বশীর প্রতি দুর্ব্বাশার অভিশাপ ৬৮
২৩. দণ্ডীরাজ ৭৭
২৪. দণ্ডীরাজের মৃগয়া যাত্রা ও অশ্বিনী-দর্শন ৭৯
২৫. উর্ব্বশীর রূপ ৮৮
২৬. অপালনে লক্ষ্মী ভ্রংশ ৯৬
২৭. চিন্তাশূন্য কে ৯৯
২৮. শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ ১০২
২৯. ঈশ্বরের সহিত বিরোধ ভাল নয় ১১২

৩০. মিথ্যা সর্ব্বনাশের মূল ১১৫
৩১. আত্মা সর্ব্বথা রক্ষণীয় ১১৭
৩২ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনীয় ১২৩
৩৩. অবন্তীপতির পলায়ন ১৩০
৩৪. ঈশ্বর হীনই অসহায় ১৩৩
৩৫. দণ্ডীর পুনঃ প্রত্যাখ্যান ১৩৮
৩৬. দুর্য্যোধন-দণ্ডী-সংবাদ ১৪৩
৩৭. দণ্ডীর নির্ব্বেদ ১৪৬
৩৮. পুরুবংশ কীর্ত্তন ১৪৯
৩৯. পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম ১৫৪
৪০. পাণ্ডুর মৃত্যু ও পঞ্চ পাণ্ডবের কীর্ত্তি ১৫৮
৪১ খাণ্ডব দাহ ১৬০
৪২. রাজসূয় যজ্ঞের উদ্যোগ ১৬৪
৪৩ জরাসন্ধবধ ১৬৯
৪৪. শিশুপালবধ ১৭৩
৪৫. পাণ্ডবগণের বনবাস ১৭৭
৪৬. শ্রীবৎস-চরিত ১৮১
৪৭. মৃত্যু ও শারীরবিজ্ঞান ১৯৬
৪৮ গঙ্গা-মাহাত্ম্য ২০৮
৪৯. দণ্ডীর আশ্রয় ২১১
৫০. আত্মীয়বিরোধ অনুচিত ২১৫
৫১ পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিবে ২১৯
৫২ কুন্তী-মদন-সংবাদ ২২১
৫৩. সংগ্রাম ঘোষণা ২২৫
৫৪. ঈশ্বর যাহা করেন তাহাতেই মঙ্গল ২২৯
৫৫ বাসুদেবের রণসজ্জা ২৩৫
৫৬. পাণ্ডবদিগের রণসজ্জা ২৩৭
৫৭. যাদব পাণ্ডব যুদ্ধ ২৪০
৫৮. উর্ব্বশীর উদ্ধার ২৪৫
৫৯. ভবিষ্য কীর্ত্তন ২৫০
৬০. তীর্থ ও দান-মাহাত্ম্য ২৫৭
৬১. পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ ও জন্মেজয়ের রাজ্যাভিষেক ২৫৯
৬২. ফলশ্রুতি ২৬২

অনুক্রমণিকা

যিনি সর্ব্বময়, শব্দমাত্রই যাঁহার প্রতিপাদক, যিনি ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে অভিহিত, যিনি এক হইয়াও পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত এবং যিনি ক্ষিতিতে গন্ধ, জলে রস, তেজঃপদার্থে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে শব্দরূপে বিদ্যমান, সেই প্রণবরূপী চিদানন্দময় পরব্রহ্মকে ধ্যান করি।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থমাহাত্ম্য

রে মন! তুমি ভাগ্যবশে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধরূপে নরদেহ লাভ করিয়াছ। অলীক বিষয়ামোদে উন্মত্ত হইয়া, পরমার্থ পথ ভুলিয়া বিপথে পদার্পণ করিও না। ঐ দেখ, ভীষণাকার মৃত্যু তোমার অপেক্ষা করিয়া শিরোদেশে বসিয়া রহিয়াছে। কোন্ দিন কোন্ সময় চতুরচটুল জম্বুকের ন্যায় তোমাকে নিঃসহায় মেষবৎ কোথায় লইয়া যাইবে, জানিতে পারিবে না, নিবারণ করিতেও সমর্থ হইবে না। বল দেখি, তখন তোমার গতি কি হইবে? যে দিন তুমি অসহায় হইয়া—নিরাশ্রয় হইয়া দীন-হীন অনাথের ন্যায় সবলে মৃত্যুকর্ত্তৃক নীয়মান হইবে, সেই ভয়ঙ্কর দিন স্মরণ কর। পিতামাতা পুত্র কলত্র, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহই তোমাকে সে দিন রক্ষা করিতে পারিবেন না; অগত্যা সকলেই সে দিন তোমাকে ত্যাগ করিবেন। তবে তুমি কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া, কি আশয়ে ও কি বিশ্বাসে নিশ্চিন্তহৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছ? কিরূপে অসার সংসারের অসার স্নেহমমতায় বিহ্বল ও বিবশ হইয়া পাপ-জীবনকে আরও কলুষিত ও ভারাক্রান্ত করিতেছ? স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখ, সংসারে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহই প্রকৃত বন্ধু বা সহায় নাই; ধর্ম্মই একমাত্র প্রিয়সুহৃদ্—হিতৈষী বন্ধু।

এই সুপবিত্র দণ্ডীপর্ব্বে সেই সূক্ষ্মতম ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা আছে। কিরূপে দেহশুদ্ধি, ভাবশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়া চরমে পরমপাদ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, কিরূপে সংসারে অসার জ্ঞান জন্মিয়া, পুত্র-কলত্রাদিকে বিষমবন্ধন বোধ করিয়া ভগবানের পরমপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অপবর্গ লাভ করিতে পারে, কিরূপে "আমি, তুমি, তোমার, আমার" এইরূপ ভেদজ্ঞানের পরিহার হইয়া প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে পরমাত্মসাক্ষাৎকার

সংঘটিত হইয়া থাকে প্রভৃতি বাস্তব বিষয়-সমূহ এই পর্ব্বে সম্যকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে ইহাতে নানারূপ যোগের বর্ণনা আছে, নানারূপ তত্ত্বের কথা আছে, দেহতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম মীমাংসা আছে, স্বর্গাদিপ্রাপ্তির সুষ্ঠু উপায় বিবৃত আছে, সৌভাগ্যের সাধন ও দুর্ভাগ্যের দমনবিধি যথাযথ কীর্ত্তিত আছে এবং ইহলোকের ও পরলোকের মীমাংসাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। ফল কথা, এই দণ্ডীপর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিলে, ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শোকরাশি হইতে পরিমুক্ত হইয়া আত্মপ্রসাদরূপ সুখ সলিলে ভাসমান হইতে পারে।

সংসার অলীক, সংসার বিফল, সংসার অসার, সংসার বিষময়, সংসার অনিত্য ছায়াবাজীমাত্র। বাস্তবিক, সংসারে প্রকৃত সুখ কোথায়? একে তো উদরের চিন্তা, তাহার উপর ইন্দ্রিয়গ্রামের দারুণ উপদ্রব, কামের দুঃসহ তাড়না, তৃষ্ণার গুরুতর আঘাত, ক্রোধের বিষম শাসন ও লোভের অবিষহ্য পরাক্রম প্রভৃতি দুর্নিবার্য্য উপদ্রবে গৃহীর সুখ স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার হইয়া উঠিয়াছে। সকলকেই সুখের জন্য লালায়িত ও সুখলাভের জন্য অহরহ যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কাহারও ভাগ্যে তো সুখ প্রসন্ন নহে। দৈবাৎ প্রসন্ন হইলে ক্ষণকালের জন্য তাহাকে মত্ত, প্রমত্ত ও উন্মত্ত করিয়া থাকে মাত্র। এই সমস্ত ঘটনার কারণ কি এবং কি কারণে ও কি প্রকারে সংসারে রোগ, শোক, তাপ, পরিতাপ, নিধন, বন্ধন, ভয়, শংকা, সন্দেহ, মোহ ও ব্যামোহ প্রভৃতি দুঃখপরম্পরার সৃষ্টি ও বিস্তার হইল, তাহারও গূঢ়তত্ত্ব এই দণ্ডীপর্ব্বে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকন্তু যাহা শ্রুতিবিবরে প্রবেশমাত্র পাতকবিমোচন ও দুঃখরেচন হইয়া থাকে, ভগবান্ আদিদেব বাসুদেবের সেই পরমপুণ্যজননী, ত্রিলোকসাধনী ও ত্রিতাপনাশিনী পবিত্র চরিতকথাও ইহাতে সবিস্তার বিবৃত আছে।

এই দণ্ডীপর্ব্বই মহাভারতের আদি। ইহা পাঠ ও শ্রবণ ব্যতীত ভারতপাঠের সম্পূর্ণতা বা সার্থকতা সাধিত হয় না। মহামনা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহাকে সর্ব্বশাস্ত্রের সংগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কলিযুগে মানুষ অল্পায়ু ও অল্পবীর্য্য হইবে; তাহাদের সুখবোধার্থই সংক্ষেপে নিখিল বেদ, উপনিষদ ও মোক্ষশাস্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক ইহা রচিত হইয়াছে। অতএব আমুক্তিকাল এই ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করা ভক্তরসিকগণের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

প্রথম অধ্যায়

যে ভাল কথা বলিতে না জানে, সেই মূক

সমস্ত দেবতার মধ্যে যেমন বাসুদেব, সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে যেমন তুলসীবৃক্ষ, সমস্ত ধাতুর মধ্যে যেমন স্বর্ণ, সমস্ত তেজঃপদার্থের মধ্যে যেমন সূর্য, সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন দান ও সমস্ত গুণের মধ্যে যেমন বিনয় শ্রেষ্ঠ, সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সেইরূপ নৈমিষারণ্য এবং সমস্ত মহর্ষির মধ্যে সেইরূপ কুলপতি শৌনক শ্রেষ্ঠ। সমস্ত যোগের মধ্যে যেমন বৈরাগ্যযোগ, সমস্ত প্রিয়পদার্থের মধ্যে যেমন আত্মা এবং সমস্ত ক্রিয়াযোগের মধ্যে যেমন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, সমস্ত বক্তার মধ্যে সেইরূপ মহামতি সূত বরিষ্ঠ। যেখানে এইরূপ শ্রেষ্ঠ আশ্রম, শ্রেষ্ঠ শ্রোতা ও শ্রেষ্ঠ বক্তার সমাগম, সেই স্থানই প্রকৃত স্বর্গ ও সেই স্থানই প্রকৃত তীর্থ এবং সেই স্থানই শান্তির নিলয় ও নির্ব্বাণের জন্মভূমি। কোন্ বিবেচক ঈদৃশ স্বর্গসম সুখময় স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা না করে?

কোন সময়ে শৌনকাদি জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী তাপসবৃন্দ সেই পুণ্যময় আশ্রমে সমবেত হইয়া দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আহা! সুরকল্প ঋষিগণের পবিত্র-সমাগমে আশ্রমের স্বর্গাতিশায়িনী সুষমার আবির্ভাব হইয়াছে! ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গও স্বর্গ পরিহার করিয়া তথায় সমবেত হইয়াছেন। অহো! তপস্যার কি অনভিভবনীয় প্রভাব! তপোবলে বিষও অমৃত এবং অমৃতও বিষ হইয়া থাকে! দেখ, ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রসঙ্গে বহ্নিমুখে যে হবিঃ দান করিতেছেন, ইন্দ্রাদি সুরসমাজ অমৃতকে বিষজ্ঞানে যেন উহাই অমৃতবোধে ভক্ষণ করিতেছেন!

ঈদৃশ সত্ত্বময়, পুণ্যময় ও সত্যময় তপোবনে অদ্য সর্ব্বজনবিরামদায়িনী সুখময়ী সন্ধ্যা সমাগত। প্রিয়তম তনয়রত্নকে অংকে লইলে, পতিপরায়ণা ললনাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে, অথবা অভীষ্ট পদার্থকে স্পর্শ করিলে অঙ্গযষ্টি যেমন স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ সান্ধ্যসমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিবৃন্দের দেহ ও মন প্রফুল্ল করিয়া তুলিতেছে। সমীরণের চিত্তরঞ্জন হিল্লোললীলাসুখে সমস্ত তপোবন যেন নবীভূত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

যজ্ঞবেদীর অপর দিকে সুপবিত্র কুশাসনে মহামতি পুরাণবিৎ সূত সাক্ষাৎ বিনয়গুণের ন্যায়, অথবা মূর্ত্তিমান, শমগুণের ন্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তাপস-

প্রবর শৌনকের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ হরিপদধ্যানে সংযুক্ত, অন্তর ভাগবতরসে দ্রবীভূত এবং হৃদয় ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত। তাঁহার আর মনুষ্যত্ব নাই। বস্তুতঃ নিরন্তর পরমতত্ত্বের অনুশীলন ও ও পরিচর্য্যা করিলে, মানুষের মনুষ্যত্ব দূর হইয়া দেবত্ব উপস্থিত হয়। এবিষয়ে উচ্চ নীচ, প্রধান নিকৃষ্ট অথবা উত্তম অধম প্রভেদ নাই। হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সূত আজি এই কারণেই উৎকৃষ্টেরও উৎকৃষ্ট ও উত্তমেরও উত্তম হইয়াছেন। ভাগ্যবশে সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তৎপ্রসাদে অতি নীচেরও পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কীট অপেক্ষা অতিনীচ বা অতিতুচ্ছ কেহ নাই; কিন্তু সেই কীটও কুসুমসংসর্গে দেবশিরে অধিষ্ঠান করে। হীনকুলসম্ভূত হইয়াও সূত আজি এই কারণে তাপসসমাজে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুলপতি ধীমান্ তাপসপ্রবর শৌনক যথাবিধি সায়ন্তনবিধি সম্পাদন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ বেদবাক্যের ন্যায়, দৈববাক্যের ন্যায় কিংবা অভীষ্টবরের ন্যায় মধুরোদার মনোহারী সুখাবহ-বচনে সূতকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থম্মন্য করিয়া কহিলেন, হে মহামতে! পাতিব্রত্যই যেমন রমণীজাতির সার্থকতা, পিতৃ-মাতৃভক্তিই যেমন পুত্রের সার্থকতা এবং ভগবদ্‌ভক্তিই যেমন আত্মার সার্থকতা ও সরলতাই যেমন অন্তকরণের সার্থকতা, একমাত্র সৎকথাই সেইরূপ রসনার প্রকৃত সার্থকতা। যে রসনার সৎকথা কীর্ত্তিত না হয়, পশুজিহ্বার সহিত সে রসনার প্রভেদ কি? যে কথা উচ্চারণ করিলে আত্মা ও মন পবিত্র না হয়, ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত না হয়, সে কথাকে কে প্রকৃত কথা বলিয়া গ্রহণ করে? যে ব্যক্তি তাদৃশ কথা বলে ও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করে, তাহারা কদাচ মনুষ্য-নামের যোগ্য নহে। যেস্থলে সৎকথার অনুশীলন না হয়, তাহা ভূতাদি উপদেবতার স্থান বলিয়া পরিগণিত; তথায় কোন্ বুদ্ধিমান্ অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে? যদি সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা না থাকে, কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া বসিয়া থাকিবে অথবা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একমনে ভগবদ্ধ্যানে চিত্তনিবেশ করিবে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি সৎকথা বলিতে না জানে ও সৎকথার আদর করিতে না পারে, তাহাকেই মূক (বোবা) বলা যায়, তাহার কথা বলা আর না বলা উভয়ই সমান। তাহার উচ্চারিত বাক্য পশুপক্ষ্যাদির অব্যক্ত-ধ্বনিবৎ সর্ব্বথা নিরর্থক জ্ঞান করিয়া, কদাচ শ্রুতিবিবরে স্থান প্রদান করিবে না। আহার-বিহারের কথা ভিন্ন মানুষের মুখে আর কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না। সে অষ্টপ্রহর কেবল ঐ লইয়াই বিব্রত; সে জন্মিয়া অবধি

মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ কথা ভিন্ন আর কিছুই জানে না ; সুতরাং পুনরায় আহার-বিহারের জন্যই এই সংসারে আগমন করে, জন্মজন্মান্তরেও তাহার মুক্তিলাভের আশা থাকে না ।

হায় ! ভগবৎকথা ভিন্ন সময় যে বিফলে অতিবাহিত হয়, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না ; সেই জন্যই কেবল আপনার কথা এবং আপনার পুত্র-কলত্রের কথা লইয়া সমস্ত জীবন বৃথা করিয়া থাকে । পরিণামে সমস্তের আদি ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুই থাকিবে না । মহাপ্রলয়ে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং পুত্রকলত্রাদির কথা লইয়া থাকিলে মানুষের মুক্তি-সম্ভাবনা কোথায় ? ঐ দেখ, মহাভীম কলিযুগের সমাগমে সকলই যেন ঘোরান্বিত ও মহাতিমিরে আবৃত হইয়াছে ! তুমি পুনর্ব্বার ভগবৎকথা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও । তাপসবৃন্দ সকলেই সায়ংকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক তোমার অপেক্ষা করিতেছেন ; সকলেই ভগবৎকথাশ্রবণে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন । তুমি এই সুযোগ্য অবসরে সর্ব্বযোগেশ্বর বাসুদেবের পরমযোগ্য পবিত্র কথার অবতারণা কর । সূত ! তুমিই সার্থকজন্মা । যেহেতু, তুমি নিরন্তর ভগবৎকথার অনুশীলন দ্বারা দিন-যাপন করিয়া থাক । যাঁহার কথা কহিলে অন্তর পবিত্র হয়, আত্মপ্রসাদ জন্মে এবং সকল-পুরুষার্থ-ফল-প্রাপ্তি হয়, সেই ভগবানের চরিত-কাহিনী কাহার মন হরণ না করে ? যাহার আত্মা নাই, যাহার হৃদয়ে হৃদয় নাই, যে মূর্খ নররূপী পশুস্বরূপ, কেবল সেই পাষণ্ডই ভগবৎকথা-শ্রবণে বীতরাগ ও বীতচিত্ত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কথারম্ভ

শৌনকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগবত সূত আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন । তাঁহার নয়নদ্বয় ভগবৎ-প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল ; তিনি ভক্তিগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, হে মহর্ষে ! যিনি আমাদিগকে বুঝিবার ও বলিবার শক্তি প্রদানপূর্ব্বক সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় পরমশক্তিকে নমস্কার । যাঁহাদের জীবন পরোপকারের জন্য উৎসর্গীকৃত, যাঁহাদের কথাই বেদবাক্য স্বরূপ প্রামাণ্য, যাঁহাদের সংসর্গই স্বর্গ এবং যাঁহাদের উপদেশই প্রত্যাদেশ, ভবাদৃশ সেই সাধুগণের পদে নমস্কার ।

যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকাসহায়ে অজ্ঞানান্ধ মূঢ়মতি আমাদের দৃষ্টি বিকসিত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুদেব ব্যাস দেবকে নমস্কার। যাঁহার কৃপায় মনুষ্যের কণ্ঠে শুভকরী সংস্কৃতা বাণী সমুচ্চারিত হয়, সেই বীণাপুস্তকধারিণী, শ্বেতসরোজবাসিনী বাগ্‌দেবীকে নমস্কার করি।

হে তাপসবৃন্দ! সংসাররূপ বিষবৃক্ষ অবিদ্যা কর্ত্তৃক আরোপিত হইয়াছে। ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সন্তাপ-নিবৃত্তির সম্ভব নাই, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। পরিতাপ এই বৃক্ষের মূলস্বরূপ। ইহার ছায়া নাই। পাপরূপ-সূর্য্য-কিরণে ইহার আপাদমস্তক অনবরত দগ্ধ হইতেছে। বিধাতা কর্ত্তৃক ইহাতে দুইটিমাত্র অমৃতফল সংযোজিত হইয়াছে; প্রথম—সাধুসঙ্গ, দ্বিতীয়—সৎকথার আলোচনা। সৌভাগ্যবশে দ্বিবিধ ফলই আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনারা যেমন পরম সাধু, সেইরূপ সৎকথার অনুশীলনার্থ আমায় নিয়োগ করিতেছেন। নিতান্ত মূঢ় না হইলে কে এই শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করে? হে পরমভাগবতগণ! শ্রবণ করুন; আমি সর্ব্বলোকসাধনী পরমপাবনী ভগবৎকথার পুনরায় অবতারণা করি।

পাপ যেমন বিনা অগ্নিতে অন্তরাত্মাকে অহরহ দগ্ধ করে, এমন আর কিছুতেই করে না। অনুতাপই এই পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত। যদি এই প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই পাপের অনুষ্ঠান করিত; কেহই আর পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত না। পরের দুঃখ-বিমোচন করিতে পারিলে মনে যেমন আনন্দ জন্মে, পরের দুঃখ উৎপাদন ও সুখনাশ করিলেও সেইরূপ অপ্রীতি সঞ্চার হয়। অনবরত পাপ করিয়া যাহাদের হৃদয় পশুবৎ স্তব্ধ ও পাষাণবৎ কঠোর হইয়াছে, তাহাদের এইপ্রকার অপ্রীতি ও অনুতাপের সঞ্চার না হইতে পারে, কিন্তু পাছে কেহ দেখিয়া থাকিবে, এইপ্রকার সম্ভাবনায় অন্তরে অন্তরে যে ভয় সঞ্চারিত হয়, তাহা ঐ অপ্রীতি অপেক্ষাও অধিকতর যন্ত্রণাপ্রদ, সন্দেহ নাই। পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিৎ পরীক্ষা না করিয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। এই সংসার অতীব গহন-স্থান। এখানে যাহা করিব না মনে করা যায়, তাহাই যেন অগ্রে করা হইয়া থাকে। ইহারই নাম দুর্জ্ঞেয় দৈবদুর্ব্বিপাক বা গ্রহ-বৈগুণ্য। পরীক্ষিৎ এই দুষ্পরিহর গ্রহ-বৈগুণ্যে বিলুপ্তমতি ও সন্নচেতা হইয়া, অকৃতাপরাধে ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া, যে গুরুতর পাপ করিয়াছেন, অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ঐ প্রকার অনুতাপ ও অপ্রীতি যুগপৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায়, ব্যাধবাগুরা-বদ্ধ নিঃসহায় পশুর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল ও বিপন্ন করিয়াছে।

আমোদে আর আমোদ নাই, প্রমোদে আর প্রমোদ নাই, সুখে আর সুখ নাই, অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও সামান্য দীনদুঃখীর ন্যায় তাঁহার শোচনীয়-দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে ! ফল কথা, পাপ করিলে এই প্রকার বিষময়ী দশারই আবির্ভাব হয় এবং হৃদয়, মন, আত্মা, দেহ, সকলই মলিন হইয়া পড়ে। ভুবনভূষণ সর্ব্বজনরঞ্জন রোহিণীরমণ চন্দ্রমা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পাপ করিয়া তাহার ফলেই তিনি ঐরূপ চিরকলঙ্কে কলঙ্কী হইয়া রহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মোচিত ফল

মহর্ষি শৌনক কহিলেন, সূত ! পাণ্ডুকুলভূষণ পরীক্ষিৎ জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী রাজর্ষি ছিলেন। যে বংশে তাঁহার জন্ম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি পারমার্থিক গুণ-গরিমার জন্য সেই পবিত্র পাণ্ডববংশ সকল ভুবনে বিখ্যাত ও স্মরণীয় হইয়াছে। পাপ হইতে দূরে রাখিয়া সর্ব্বথা পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করাই জ্ঞানের স্বভাব এবং হিংসাদ্বেষাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সমদর্শী ও বৈরাগ্যের অনুসারী হইয়া পরমার্থ পথের পথিক করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। লৌকিক বিষয় সমূহ সাক্ষাৎ অনর্থ বা মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বনাশ-স্বরূপ। তাহার উপর হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে যে কোনরূপেই মঙ্গলের আশা নাই, ইহা কি আর বলিতে হয় ? এই কারণে জ্ঞানকোবিদ্ পুরুষগণ পাপের ছন্দাংশেও পদার্পণ করেন না। তবে মহামতি পরীক্ষিৎ জানিয়া শুনিয়াও কি জন্য গুরুতর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা জানিবার জন্য আমাদের নিরতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। দেখ, লোকের উপকারসাধনোদ্দেশেই আমাদের এই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি। যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে শুদ্ধ লোকহিতকামনায় কার্য্য করেন, তাঁহারাই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ। কারণ, স্বার্থের জন্য কার্য্য করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সংসারীমাত্রেই স্বার্থের অনুজীবী। তাহারা স্বীয় দগ্ধোদর-পূরণার্থ পরের উদর শূন্য করিতে যত্ন করে এবং নিজের শোণিত বর্দ্ধনার্থ পরের শোণিত-শোষণ করিতে প্রয়াস পায়। অতএব স্বার্থ অপেক্ষা ঘোরতর মহাপাপ আর কি হইতে পারে ?

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ফল কার্য্যের অনুগামী ; যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হয় ; বিধাতৃবিহিত নিয়তির এইপ্রকার দুষ্পরিহর

বিধির বিসংবাদ বা ব্যভিচারঘটনা কখনই সম্ভবপর নহে। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হইবে, বৃষ্টি হইলেই রস-সঞ্চার হইবে এবং রসসঞ্চার হইলেই উৎপাদিকা-শক্তি জন্মিবে, ইহা চিরনির্দ্দিষ্ট। এইরূপ, পাপ করিলে দুঃখ ও পুণ্য করিলে সুখ এবং পাপ পুণ্য উভয়ের অনুষ্ঠান করিলে সুখদুঃখের সমবায়রূপ মিশ্রদশা উপস্থিত হইবে, তাহাতেও কোনরূপ অন্যথা নাই। যে কারণের যে কার্য্য বিলম্বে বা সত্বরে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। ইহারই নাম নিয়তি। কেহই এ পর্য্যন্ত নিয়তি-পরিহারে সক্ষম হয় নাই. ভবিষ্যতে হইবেও না। মৃত্যু এই নিয়তির অধীন, জন্মও এই নিয়তির অধীন। প্রবোধ বা বিশিষ্টরূপ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, এই নিয়তি-পরিহারে সমর্থ হওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানবলে ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব জন্মে। ব্রহ্মস্বরূপের আবার নিয়তি কি? বন্ধনই বা কি? সুখ-দুঃখই বা কি?

রাজা পরীক্ষিৎ জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী রাজর্ষি হইলেও তাঁহার সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্যক্ পরিপাকদশা প্রাপ্ত হয় নাই। মহর্ষি পর্ব্বতের অভিশাপ এ বিষয়ের মূলীভূত কারণ। তিনি যে কারণে অভিশাপ দেন, তাহা শ্রবণ করুন্।

চতুর্থ অধ্যায়

পাপের পরিণাম—নারকী গতি

পুরাণবিৎ সূত কহিলেন, হে ঋষে! পরীক্ষিৎ পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধরনামা গন্ধর্ব্ব ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় প্রতিদিন তাঁহাকে গান করিতে হইত। তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল; চতুঃষষ্টি কলাতে তিনি সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিলেন। সুরসমাজ তাঁহার অনন্যসাধারণ কলকণ্ঠের একান্ত পক্ষপাতী হওয়াতে অহঙ্কার তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সেই অভিমানে ও অহঙ্কারে গন্ধর্ব্বপ্রবর ক্রমে ক্রমে এ প্রকার উদ্ধত ও উদ্দাম হইয়া উঠেন যে, গুরু-লঘু-গণনা একবারেই পরিহার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র-মনের স্বভাবই এই, উহা আপনা আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া মত্তপ্রায় ও গুরু-লঘুগণনাপরিশূন্য হয়। ইহারই নাম মতিচ্ছন্নতা। এই প্রকার মতিচ্ছন্নতাই রাবণের সর্ব্বনাশ এবং বলির বন্ধনদশার কারণ। তদ্ব্যতীত সংসারে আরও কত লোকের কত কি ঘটিয়াছে, বলিবার নহে। অধিকন্তু, এই মতিচ্ছন্নতাই

যন্ত্রণাময় নরকের মূল এবং বিষময়ী দুর্দ্দশার জন্মভূমি। গন্ধর্ব্বপ্রবর বিদ্যাধরের অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল।

ঋতুরাজ বসন্তের অভ্যুদয়। পৃথিবীর যেন নবযৌবন উপস্থিত! যেদিকে চাও, সেই দিক্ই শোভাময়, সৌন্দর্য্যময়, লাবণ্যময়, বিকাশময়, বিচিত্রতাময়, মহোৎসবময় ও শান্তিময়। উপবন ও উদ্যানরাজি কুসুমময়, সুষমাময়, আলোকময়, আমোদময় ও সুগন্ধময়। সরোবরসকল বিবিধ জলজ পুষ্পে পুষ্পময়, শৈত্যময়, স্নিগ্ধতাময় ও প্রীতিময়। দিক্সকল কাকলীময় গুঞ্জনময় ও হিল্লোল-লীলাময়। যুবক-যুবতী বা প্রণয়ী-প্রণয়িণীগণ আনন্দময়, প্রীতিময়, বিহারময় ও বিবিধ বিচিত্র কল্পনাময়। এ সময় ভগবদ্রসিকের মন বিপুল শান্তিসুখ অনুভব করে; কিন্তু যাহাদের বিষয়-পিপাসা বলবতী, যাহারা লৌকিক-স্বভাবে ভ্রষ্টমতি ও হৃতজ্ঞান, তাহারা বিপরীত বোধ করিয়া বৃথা বিষাদ অনুভব করে। অধিকন্তু, বিরহ-বিধুর কামুকের নিকট এই সুখময় শান্তিময় বসন্তকাল সাক্ষাৎ কালস্বরূপ অনুভূত হয়। সে সুধাময় চন্দ্রমাকে বিষময়, প্রাণময় বায়ুকে মৃত্যুময়, প্রমোদময় কুসুমরাশিকে বিষাদময় এবং স্নিগ্ধতাময় চন্দনকে বহ্নিময় জ্ঞান করে। জিহ্বারোগ হইলে রসনায় যেমন মিষ্টরসও কটু বোধ হয়, মন কামাদিবিকারে আচ্ছন্ন হইলে হিতকর বিষয়ও সেইরূপ অহিতকর জ্ঞান হইয়া থাকে।

বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্বের নবীন বয়স, নবীন মনোগতি, নবীন প্রণয়। তাহাতে বসন্তকাল, সংসারীর পক্ষে নিতান্ত উন্মাদকর ও অবসাদকর। যৌবনসময়ে মনের গতি স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন বন্ধনস্তম্ভ ভগ্ন করে, যৌবনে মন তেমনি মর্য্যাদাভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। এই বসন্তকাল যৌবনের উত্তেজক ও উদ্দীপক সহায়। অশিক্ষিত যে যুবা কামিনীকেই স্বর্গ ও অপবর্গস্বরূপ ভাবিয়া কায়মনে তাহার সেবা করে, কামিনীর সহবাসকেই স্বর্গবাস ভাবিয়া স্বতঃ পরতঃ তাহা অধিকারের চেষ্টা করে, কামিনীর কলকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুরধ্বনিই বাস্তবিক বেদবাক্য বা দৈববাণী ভাবিয়া তাহা শুনিবার জন্য সতত ইচ্ছা প্রকাশ করে, কামিনীর প্রেমগর্ভ কটাক্ষ বা আলিঙ্গনকেই অভীষ্টসিদ্ধি বা সাক্ষাৎ বরস্বরূপ ভাবিরা তাহার লাভে যত্ন করে, অথবা যে যুবা পুরুষ কামিনীর কুপিত বাক্যকেই মূর্ত্তিমান্ অভিশাপ ভাবিয়া প্রাণপণে তাহাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পায়, তাদৃশ অজ্ঞানী ব্যক্তি ঈদৃশ বসন্তকালে যে অতিমাত্র উদ্দাম, উদ্ধত ও উৎপথগামী হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ফলতঃ সৎশিক্ষায় মনের বেগ উপশমিত ও শান্তি সমাহিত করে। মানবজন্ম

লাভ করিয়া দুর্ভাগ্যবশে যে সৎশিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, সে নররূপী পশু সন্দেহ নাই।

একে অশিক্ষিত, তাহাতে যৌবনের অভ্যুদয়, তদুপরি বসন্তাগম; সুতরাং বিদ্যাধর ঘৃতাহুত হুতাশনবৎ কামরাগে সহসা যেন প্রদীপিত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে নবপ্রণয়িনী ভার্য্যা, রূপের সীমা নাই, সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, হাবভাব-বিলাসমাধুর্য্যের উপমা নাই। তাঁহার শ্রোত্র, নেত্র, নাসিকা, ওষ্ঠাধর—সকল অঙ্গই সাক্ষাৎ বশীকরণ, মারণ বা উচ্চাটনস্বরূপ; তাহার কথাগুলি যেন কুহকস্বরূপ; লোকমোহকর হাস্য যুগপৎ অমৃত ও বিষময়; সকটাক্ষ দৃষ্টি পূর্ণকলায় বিভূষিত ও হৃদয়-হরণের মহামন্ত্র। নিতান্ত ধৈর্য্যবল সহায় না হইলে আর পরিহার নাই। অজ্ঞানচিত্তে তাদৃশ ধৈর্য্যবল সম্ভব নহে; তজ্জন্য উহা সহজেই বিকৃত ও বশীকৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, মাংসপিণ্ড রমণী-শরীরে কোন সৌন্দর্য্যই নাই। অজ্ঞানই কামরাগে মিলিত হইয়া ঐ প্রকার অলীক সৌন্দর্য্য কল্পনা করে এবং তাহাতে মোহিত ও বশীভূত হইয়া থাকে। জ্ঞানীর বিশুদ্ধ চক্ষু রমণীশরীরে কেবল কুৎসা, বিষ ও উপদ্রবই অবলোকন করে এবং উহাকে প্রজ্জলিত বহ্নি বা জ্বলন্ত চিতা ভাবিয়া দূর হইতে পরিহার করে। বস্তুতঃ জ্ঞানের স্বভাবই এই। উহা গুণদোষের প্রকৃত বিচার করিয়া মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে; কিন্তু অজ্ঞানের স্বভাব ইহার বিপরীত।

অজ্ঞানী বিদ্যাধর অজ্ঞানবশেই আপনার স্ত্রীর প্রতি পরমপ্রীতিমান্ ও তাঁহার সৌন্দর্য্যে নিরতিশয় লোলুপ,—একান্ত মুগ্ধ; এইজন্যই রমণীর ক্রীড়া-মৃগস্বরূপ হইয়াছিলেন। না হইবেন কেন, স্ত্রীর বশীভূত হওয়াই মূর্খের অন্যতর স্বভাব ও লক্ষণ। মূর্খ বিদ্যাধর জানিতেন না যে, নবযৌবনের সহায় কুসুমশর ও কুসুমশরের সহায় বসন্তকাল। যেখানে এই তিন একত্র, সেখানে মহাপ্রলয় উপস্থিত, ইহা বিদ্যাধরের বিদিত ছিল না। অজ্ঞানবশতঃ যৌবন ও বসন্তকে তাঁহার পরমসুখের সময় এবং এবং কামকে পরমসুহৃৎ জ্ঞান হইল। স্ত্রীসহায় হইয়া তিনি বিহারমানসে নন্দনবনোদ্দেশে গমন করিলেন। একে স্বভাবতঃ মদমত্ত, তাহার উপর মধুপান করাতে চিত্ত আরও উন্মত্ত হইল; গমন-সময়ে পদে পদেই তাঁহার পদদ্বয় স্খলিত হইতে লাগিল। অনুরূপা স্ত্রীগণ তাঁহার অনুগামিনী হইল। তিনি করিণীসহস্রের মধ্যবর্ত্তী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় উদ্দামগতিতে নন্দনকাননে প্রবেশ করিলেন। অহো! নন্দনের শোভার সীমা নাই। উহাতে যুগপৎ শান্তি ও অশান্তি, বিষাদ ও হর্ষ এবং উন্মাদ ও অবসাদাদি যেন মূর্ত্তিমানরূপে বিদ্যমান। তন্মধ্যে জ্ঞানীরা শান্তি লাভ করেন, অজ্ঞানীরা

উন্মাদ ও প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নন্দনে প্রবেশ করিবামাত্র বিদ্যাধরের মন আরও মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিল। মনীষিগণ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করেন, যেখানে থাকিলে মন বিকৃত হয়, সে স্থান সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ফলতঃ বিকারের কারণ-মাত্রকেই পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং যৌবনে অতি সাবধানে স্ত্রীসঙ্গাদি করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী ও মদ্য বিকারের প্রধান কারণ; বিদ্যাধর ইহা গণনা না করিয়া, নন্দনে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্নিবার মনোবেগের বশবর্ত্তী হইয়া, তানলয়মিলিত বিশুদ্ধ-স্বরসংযোগে সুমধুর কাম-সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজ্বলিত-পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল, সুতরাং তিনি দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া যুবকযুবতীর বিরহবিষয়ক কুৎসিত গানে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবর্ষি নারদের সহচর মহাভাগ মহর্ষি পর্ব্বত তৎকালে নন্দনবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ছন্নমতি বিদ্যাধর কাল-প্রেরিত হইয়া তাঁহারই অত্যাসন্ন প্রদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক তারস্বরে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে উল্লিখিত প্রকারে কুৎসিত সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। ঋষিপ্রবর পর্ব্বত শিষ্যদিগের সহিত পরমার্থ-বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রকার জঘন্য-ব্যাঘাতযোগবশতঃ চলিতমনস্কের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সঙ্গীতধ্বনির অনুসরণক্রমে বিদ্যাধরের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রিয় বাক্যে কহিলেন, "তাত! মনকে প্রকৃতিস্থ কর। সকল বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানেরা সেই সীমা অতিক্রম করিতে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ করেন; তাঁহাদের আনুষঙ্গিক ক্লেশও অনুভব হইয়া থাকে। আমরা শান্তিপ্রিয় ঋষি। তুমি না জানিয়াই বোধহয়, আমাদের শান্তিভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এখন সাবধান করিতেছি, পুনরায় এ প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিও না। বৃথা তর্ক-বিতর্কে কেবল বিবাদেরই বৃদ্ধি হয়; মিষ্টবাক্যেই জয়সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য মিষ্টকথায় বলিতেছি, তুমি এরূপ সঙ্গীত হইতে নিবৃত্ত হও। শান্তি অপেক্ষা পরম সুখ আর নাই। ইচ্ছা করি, তুমি সেই শান্তি অবলম্বন কর।"

সূত কহিলেন, ভগবন্! আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি আলোককেও অন্ধকার দেখে, হিতকেও অহিত বোধ করে এবং পরমমিত্রকেও পরমশত্রু জ্ঞান করিয়া থাকে। সেইজন্য বিশ্ব-সুহৃৎ মহর্ষি প্রবরের হিতবাক্য বিদ্যাধরের কোনমতেই সহ্য হইল না; তাহার হৃদয়ে উহা কশাঘাতবৎ অসহ্য যাতনাপ্রদ বোধ হইল। সে নিতান্ত অসহমান হইয়া, একান্ত উদ্ধতবাক্যে কহিল, "ঋষে! এই নন্দনকানন আমাদেরই ন্যায় বিলাসীজনের বিহারভূমি; ইহা আপনার ন্যায় ফলমূলাশী অরণ্যবাসী ঋষির বাসযোগ্য নহে। এখানে আমরা নিত্য আসিয়া এইরূপে গান করি এবং

আমাদের প্রভু দেবরাজ তাহা শুনিয়া থাকেন। আপনার সহ্য না হয়, যদি ইহাতে বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে, আপনি স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে পারেন।”

সূত কহিলেন, হে তাপসবৃন্দ! ঋষির মন স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল ও শান্তির আধার এবং অনুকম্পার ও দয়ার উদ্ভবক্ষেত্র। সহসা উহাতে ক্রোধ-হিংসার সঞ্চার হয় না। এই জন্য মহাভাগ পর্ব্বত বিদ্যাধরের ঈদৃশ সমুদ্ধতবাক্যেও ইতরজনের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; বরং অনুকম্পাপরবশ হইয়া ধীরোদার-মধুরবাক্যে কহিলেন, “বৎস! তুমি যদি মধুপানে মত্ত না হইতে, তাহা হইলে কখনই এরূপ কথা মুখে আনিতে না। কোন্ সময়ে কিরূপ কথা বলিতে হয়, তাহা না জানা অতীব দুঃখের বিষয়। সঙ্গে তোমার কেহ উপ-দেষ্টা নাই; অতএব আমার কথায় কর্ণপাত কর। বাস্তবিকই তুমি অত্যাচার করিতেছ; মত্ত হইয়াছ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। পরিণামে যেন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে না হয়।”

মদোন্মত্ত বিদ্যাধর কহিল, “আপনার ন্যায় শত সহস্র মহাভাগ মহর্ষি নিত্য যাঁহার উপাসনা করেন, আমরা সেই দেবরাজ ইন্দ্রের পারিপার্শ্বিক; আমরা দেবরাজ ব্যতিরেকে আর কাহারই রোষতোষের অপেক্ষী বা আয়ত্ত নহি। অতএব আপনি যথেচ্ছ অনুষ্ঠান্ করুন।

সূত কহিলেন, ঋষে! দুরাচার বিদ্যাধর এই কথা বলিয়া, আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্ববৎ সমুচ্চরবে অতি জঘন্য কামসঙ্গীত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সহচারিণী স্ত্রীগণও তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া মহর্ষির অবমাননা করিতে লাগিল। সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প মহর্ষি তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এখন কি করি? যদি অভিশাপ দিই, তপঃক্ষয়জনিত দারুণ অত্যাহিত ঘটিবে; অভিশাপ না দিলেও এই দুর্ব্বৃত্তকে প্রশ্রয় প্রদান করা হয়, তাহাতেও অতিমাত্র অধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে; অতএব এখন কি করি? কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

ঋষিপ্রবর এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তদীয় প্রিয়তম শিষ্য মহামতি শতপাদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপনপূর্ব্বক সংসারের স্থিতিবিধানার্থই আপনাদিগের ন্যায় মহাত্মগণের উদ্ভব হইয়াছে। অতএব দুরাত্মার সমুচিত শাস্তিবিধানে দোলায়মানচিত্ত হইতেছেন কেন? তপস্যা আপনাদিগের দ্বারাই অর্জ্জিত, ইচ্ছা করিলেই পুনরায় আবার তাহার বৃদ্ধিসাধন করিতে পারিবেন।”

সূত কহিলেন, মহাভাগ ঋষিপ্রবর পর্ব্বত শিষ্যের এই বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্ষুভিত হইয়া কহিলেন, "বৎস। যথার্থ বলিয়াছ। ধর্ম্মের রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম না থাকিলে কিছুই থাকিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ মহেশ্বর; তাহার রক্ষা করিলে, তপস্যাও সুরক্ষিত হয়।" এই বলিয়াই তিনি কুপিতের ন্যায় কষায়িতনয়নে উন্মত্ত বিদ্যাধরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্ত। যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার অনুরূপ ফল ভোগ করা তাহার সমুচিত। অতএব তুমি যেমন আমার অবমাননা করিলে, তেমনি তোমাকে নরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না।"

সূত কহিলেন, হে তাপস! দেখিতে দেখিতে সর্পদষ্টবৎ বিদ্যাধরের দর্পসহ অবসাদ উপস্থিত হইল, কান্তিও মসীমলিনবৎ কলুষিত হইয়া পড়িল। তখন আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া, ভয়ে, মোহে ও সন্দেহে জড়ীভূত হইয়া, ঋষির পদতলে সহসা পতিত হইল এবং ভয়বিজড়িত-স্খলিতবচনে কহিতে লাগিল, "প্রভো! পাপ করিলে তাহার নারকী গতি হয়, সন্দেহ নাই; তথাপি আর্ত্তের রক্ষা করাই ভবাদৃশ মহাত্মগণের ব্রত। অপরাধই মূঢ়ের স্বভাব এবং ক্ষমাই ভবাদৃশ জ্ঞানীর প্রকৃতি। বিবেচনা করিলে আমা অপেক্ষা যেমন অপরাধী নাই, তেমনি আমা অপেক্ষা ক্ষমার পাত্রও আর নাই। যাহা হউক্, যদি নিতান্তই ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপুরঃসর অন্য কোনরূপ দণ্ড-বিধান করুন্। পাপময়, যন্ত্রণাময় ও অবিরাম দুঃখময় মনুষ্যযোনিতে গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিলাষ নাই।"

পঞ্চম অধ্যায়

মনুষ্যের কিছুই ভাল নয়

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূত! মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বিদ্যাধরের ইচ্ছা হইল না কেন? মনুষ্য কি এতই নিকৃষ্ট ও এতই ঘৃণিত?"

সূত কহিলেন, "ভগবন্। বিদ্যাধরের ঐরূপ অনিচ্ছার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিদ্যাধর কহিল, 'ব্রহ্মন্। মনুষ্যের কিছুই ভাল নহে। মানবজাতি অল্পায়ু, অল্পভাগ্য, অল্পাহারী ও অল্পবুদ্ধি। জ্ঞানসত্ত্বেও তাহার জ্ঞান নাই, বুদ্ধিসত্ত্বেও বুদ্ধি নাই, বিদ্যাসত্ত্বেও বিদ্যা নাই এবং বিবেক

সত্ত্বেও বিবেক নাই। উহারা পূর্ব্বাপর ভাবিয়া কার্য্য করিতে জানে না। কেননা, তাহারা ভবিষ্যদ্‌জ্ঞানবিরহিত; সুতরাং পশু অপেক্ষাও অধম। দেখুন, পিপীলিকারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী; কিন্তু তাহারাও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য ও তজ্জন্য স্ত্রীপুত্র লইয়া পরম সুখস্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করে। হতভাগ্য মানুষের সে প্রকার সুখস্বচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্যজাতি স্ত্রীপুত্র লইয়া সর্ব্বদাই যেন শশব্যস্ত। কি হইবে, কি করিব, কিরূপে দিন যাইবে, এই প্রকার ভাবনায় মনুষ্যলোক দিবারাত্র বিব্রত। দিবসে যেমন এক দণ্ড বিশ্রাম নাই, রাত্রিতেও তেমনি নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় মানুষের সুখ নিদ্রা হয় না: বিবিধ দুঃস্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। মনুষ্যেরা ঘুমাইয়াও মধ্যে মধ্যে চমকিয়া চমকিয়া উঠে, অনেক সময় কান্দিয়াও ফেলে। হে ব্রহ্মন্! এই সকলকে মহাপাপের কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?'

বিদ্যাধর এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার বলিল, "ব্রহ্মন্! নানাপ্রকার রোগ, শোক, ভয়, সংশয়, সন্দেহ, মোহ, ব্যামোহ, শঙ্কা, বধ, বন্ধন, পরিতাপ, অনুতাপ, সন্তাপ, তাপ, বিষাদ, অবসাদ, প্রমাদ, হাহাকার,, অহঙ্কার, অভিমান, অতিমান, শ্লাঘা, আত্মম্মন্যতা ইত্যাদি উপদ্রব ও অত্যাচারের মানুষের সুখের পথ ও সন্তোষের দ্বার রোধ করিয়াছে। অর্থ অর্থ করিয়াই মনুষ্যেরা পরমার্থ ভ্রষ্ট এবং স্বার্থ স্বার্থ করিয়া পুরুষার্থ নষ্ট করিয়াছে। সুতরাং মুক্তিমার্গ মনুষ্যজাতির সুদূরপরাহত; কোন কালেই উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মানবজাতির মন অতি সঙ্কুচিত ও হৃদয় অতি অপ্রশস্ত; সুতরাং ধর্ম্মাদি সৎপ্রবৃত্তি তাহাতে বাস করিতে পারে না। দুই এক জনকে ধার্ম্মিক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বকধার্ম্মিকের মধ্যেই পরিগণিত। কেননা, তাহারা কেবল স্বার্থানুরোধেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। যে ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা অধর্ম্মের নামান্তরমাত্র। মনুষ্য অনেক সময় দান করে বটে, কিন্তু সে দানে কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা, পরজন্মে অধিক পাইবার আশাতেই দান করে। এইজন্য সেরূপ দান ভ্রষ্ট হইয়া যায়। অথবা যাহাতে কামনা আছে, তাদৃশ কর্ম্মমাত্রই পণ্ড। এ সকল কথা আপনাকে বলা আমার বাচালতামাত্র; আপনি সকলই বিদিত আছেন। ঐ দেখুন, মর্ত্ত্যলোকে চাহিয়া দেখুন, কাহারও গৃহে সুখ নাই। সকলেই সুখের জন্য লালায়িত; কিন্তু সুখ কাহারও প্রতি প্রসন্ন নহে।

মহর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, "বিদ্যাধর! কিজন্য প্রসন্ন নহে?"

বিদ্যাধর বিনয়গর্ভ-মধুরবাক্যে কহিল, "ব্রহ্মন্! বিষ যেমন সর্ব্বশরীরে

সঞ্চারিত হইয়া অভিভূত করে, আপনার অভিশাপ তেমনি আমাকে বিহ্বল ও অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বোধ হইতেছে, আমি যেন গভীর মহান্ধকারগর্ত্তে নীয়মান হইতেছি। আমার দৃষ্টিশক্তি ও বাক্‌শক্তি যুগপৎ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; সুতরাং কিছু দেখিবার বা কিছু বলিবার আর শক্তি নাই। হায়! পাপ করিলে, কি ভীষণ অধম গতি ও দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হয়! লোকে যেন আমার দৃষ্টান্তে আর কখনও পাপপথে পদার্পণ না করে। পাপ মূর্ত্তিমান্ বন্ধন, মূর্ত্তিমান্ সান্নিপাতিক বিকার এবং মূর্ত্তিমান্ জ্বলন্ত হুতাশন স্বরূপ। হায়! আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে! অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিতেছে! প্রাণের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছে! হৃদয় দহ্যমান হইতেছে! হায়! আমি বিনা অনলে দগ্ধ হইলাম! ভগবন্! আমারে রক্ষা করুন্। আর্ত্ত বলিয়া, অনুগত বলিয়া, কাতর ভাবিয়া ও অসহায় ভাবিয়া আমারে পদতলে স্থান প্রদান করুন্! হায়! কি বিষম বিকার উপস্থিত! আর আমি দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছি না! ভগবন্! মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে বলিয়া আমার আরও ভয়, মোহ ও অবসাদ উপস্থিত হইতেছে। মনুষ্যলোকের প্রধান দোষ এই,—অন্যকে সুখী না করিলে সুখী হওয়া যায় না, এই সনাতন সিদ্ধান্ত বা আপ্তবাক্য মনুষ্যের বিদিত নাই। এইজন্য সে কোন কালেই সুখী হয় না। অধিক কি বলিব. মানুষ পরের সুখ হরণ করিয়া আপনি সুখী হইতে যত্নবান্ হয়; সেইজন্য তাহার ভাগ্যে প্রকৃত সুখ ঘটে না। প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আমি নরলোকে যাইতে পারিব না। লঘুপাপে গুরুদণ্ড প্রয়োগ করিবেন না। অন্যের দুঃখ-মোচনই দয়ার কার্য্য; আপনারা সেই দয়ার মহাসাগর। আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি; মদে লোককে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। হায়! মদ্যপান ধিক্! দুঃসাহসে ধিক্! না বুঝিয়া কার্য্য করাকে ধিক্! আমার ন্যায় লঘুচেতাকে ধিক্! সর্ব্বথা আমি অনাথ হইলাম! বিনষ্ট হইলাম! হত হইলাম! হায়! আমার এ কি ঘটিল! ব্রহ্মন্! রক্ষা করুন।” এই বলিয়া বিদ্যাধর দৃঢ়করে ঋষির চরণযুগল ধারণ করিল।

সুত কহিলেন, “গন্ধর্ব্বের সহচারিণী রমণীগণ এই লোমহর্ষণ ঘটনা দর্শনে, ‘প্রভো! রোষ সংবরণ করুন্’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃতকরুণধ্বনির প্রতিধ্বনি দশদিক্ প্রতিনাদিত করিয়া পরমপ্রশান্ত নন্দনকাননের যেন অপবিত্রতা-সাধন করিল। সুরপতির বজ্রধ্বনিতেও যাহা হয় নাই, অদ্য রমণীকণ্ঠনাদে তাহা সংঘটিত হইল। ঋষির মন স্বভাবতঃ

কোমল অথবা জলের স্বভাব স্বতই বিশুদ্ধ। উহা কোন কারণে উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় শীতল হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ঋষি সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, কিয়ৎকাল মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। দুরত্যয় ব্রহ্মদণ্ডের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নাই; তথাপি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'বৎস গন্ধর্ব্ব! কাপুরুষেরাই মৃতের উপর খড়্গাঘাত করে। তোমার ন্যায় ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ অনুগ্রহের পাত্র; কিন্তু স্বর্গের অপবিত্রতা সাধন হয়, ইহা আমাদের একান্ত অবিসহ্য। পুণ্যশীল মহাত্মগণের সুখবাসার্থই পিতামহ স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেখানে পাপ, সেইখানেই অসংখ্য অসংখ্য পরিতাপ দৃষ্ট হইতে থাকে। স্বর্গে পাপ নাই, সুতরাং পরিতাপও দৃষ্ট হয় না। তোমার ন্যায় অপবিত্রস্বভাব পাপপ্রবৃত্তি পুরুষের সংসর্গে স্বর্গে নিশ্চয়ই পরিতাপ সংঘটিত হইতে পারে; সুতরাং তোমার স্বভাবের সংশোধন হওয়াও একান্ত বিধেয়; অতএব তুমি অবিশঙ্কিতহৃদয়ে মর্ত্ত্যে প্রস্থান কর। যথাকালে পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। পৃথিবীতে পাণ্ডববংশ পরম-পবিত্র ও প্রশস্তভাবাপন্ন; সর্ব্বলোকেই সেই মহাবংশের খ্যাতি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তুমি সেই বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মহাভাগ শৃঙ্গীর শাপানলে দগ্ধ ও সর্ব্বথা নিষ্কলুষ হইয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ সম্বন্ধে তুমি আর কোনরূপ বাদানুবাদ করিও না; আমার এ বাক্য কোনমতেই অন্যথা হইবার নহে'।

সূত কহিলেন, "ঋষে! সর্ব্বথা ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া পুণ্যানুষ্ঠান করিলে দেহে অভূতপূর্ব্ব দুরত্যয় তেজের আবির্ভাব হয়, সে তেজ ইন্দ্রের বজ্রেও কুণ্ঠিত হয় না; ইহাকেই ব্রহ্মতেজ বলে। মহর্ষি পর্ব্বত সেইরূপ ব্রহ্মতেজে সমুদ্ভাসিত, সুতরাং ঋষিসমাজের বরিষ্ঠ। তাদৃশ বরিষ্ঠ পুরুষের উক্তি মিথ্যা হইবার নহে। কোন কালেই তাঁহাদের মুখে অযথাবাণী সমুচ্চারিত হয় না। দেবরাজের পার্ষদ বিদ্যাধর এ সকল বিষয় জ্ঞাত ছিল; সুতরাং আর কোন উচ্চবাচ্যই করিল না। মহামনা পর্ব্বতও আর কোন কথা না বলিয়াই তথা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। কেননা, শোকস্থান, ভয়স্থান ও তৎসদৃশ অন্যান্য স্থান ঝটিতি পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। হে ঋষিবৃন্দ! আঘাত করিলেই প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম; কোনমতেই উহা ব্যতিক্রান্ত বা ব্যাহত হয় না। বিদ্যাধরকে শাপ দিয়া ঋষির মন প্রতিশপ্তের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তপস্যার ক্ষয় হইল ভাবিয়াও তিনি অনুতপ্ত

হইলেন। অনন্তর দিব্যজ্ঞানযোগসহায়ে আপাতত মনোবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ-পূর্ব্বক স্বর্গলোকপ্রবাহিণী তাপত্রয়বিনাশিনী জহ্নুনন্দিনীর পবিত্রসলিলে যথাবিধি অবগাহন ও অঘমর্ষণ জপ দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া পূর্ব্ববৎ তপস্যায় বিনিবিষ্ট হইলেন। এদিকে বিদ্যাধরও অবশ্যম্ভাবিনী ভবিতব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া পরীক্ষিৎরূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই আমি আপনাদের নিকট পরীক্ষিতের উৎপত্তিকাহিনী বর্ণন করিলাম। এখন আর কি শ্রবণে অভিলাষ হয়, অনুমতি করুন্।”

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ

মহর্ষি শৌনক কহিলেন, “সূত! ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ভক্তচরিত উভয়ই পরমপবিত্রতা-সাধন করে। ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা সংসারে যেমন মুক্তির সহজ উপায় নাই, সেইরূপ যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহাদেরও চরিত্রকথা শ্রবণ অপেক্ষা সুখজনক পবিত্র বিষয় আর কিছুই দৃষ্ট হয় না; অতএব তুমি পরীক্ষিতের রাজ্যলাভাদি সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর। উহা শুনিবার জন্য আমরা সাতিশয় কৌতূহলী হইয়াছি। সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে সময় যেমন সুখে ও অতর্কিতভাবে অতিবাহিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ভগবৎপ্রসাদে তোমার পবিত্র হৃদয়ভাণ্ডার সদ্ভাবরূপ অমূল্যরত্নে পরিপূর্ণ; তোমার রসনাও পীযূষবাহিনী কথার জন্মভূমি; তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি, ভবাদৃশ পূতাত্মা মহাপুরুষগণ সদা সর্ব্বদা প্রাদুর্ভূত হইয়া মর্ত্ত্যলোকের পবিত্রতা সম্পাদন করুন্।”

সূত কহিলেন, “ঋষিবৃন্দ! অদ্য আমার সূতরূপ হীনকুলে জন্ম সার্থক হইল। কেননা, আমি ভবাদৃশ মহাত্মগণের আদর, স্নেহ, কৃপা ও অনুগ্রহভাজন হইলাম। আপনারা স্ব স্ব অলৌকিক গুণগ্রামে ও দিব্য তপোযোগপ্রভাবে সকলের অভীষ্টদেবতাস্বরূপ। যাহার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহদৃষ্টি নিপতিত হয়, সেই ব্যক্তিই ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য! সাধুগণের অনুগ্রহই সাক্ষাৎ বরস্বরূপ। আপনারা আমার অভীষ্টগুরু; আপনাদের আদেশে আমি যথাজ্ঞানসাধ্য পরীক্ষিৎ-চরিত্র বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন্।”

শুভ-ক্ষণে ও শুভ-নক্ষত্রে রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম হইল। বিমল

পূর্ণচন্দ্রমা যেমন রজনীর শোভা বর্দ্ধিত করেন, পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মষণ্ড যেমন সরসীর সুষমা সমুদ্ভাসিত করে সর্ব্বজনপ্রীতিকর বসন্ত যেমন পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করে, পরীক্ষিৎও তদ্রূপ জননীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিলেন। সূর্য্যোদয়ে যেমন তিমিররাশি বিনষ্ট হয়, জ্ঞানোদয়ে যেমন অজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ হৃদয়ানন্দন প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া পতিবিরহবিধুরা উত্তরারও সুদুঃসহ পতিশোক বিনষ্ট হইল। তিনি অতিমাত্র পিপাসিত-নেত্রে পুত্রের শরদিন্দুবিনিন্দিত মুখসুধা নির্ভর পান করিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা-লাভে সক্ষম হইলেন না! বস্তুতঃ জননীর স্নেহের সীমা নাই। পূর্ণচন্দ্রমাদর্শনে সরিৎপতি যেমন সবেগে সমুচ্ছ্বসিত হয়, জননীর হৃদয়ে অপার স্নেহ-রসও সেইরূপ নিরন্তর সমুচ্ছ্বলিত হইতে থাকে। দেখুন, পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ড নির্ভেদ না করিয়া অতি-যত্নে রক্ষা করে; বিহঙ্গমগণ স্বয়ং না খাইয়াও শাবকগুলিকে আহার করায়; স্বভাবতঃ অতিহিংস্রপ্রকৃতি ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণও স্ব স্ব সন্তানদিগকে সমধিকযত্নে লালনপালন করে; মার্জ্জারের অপত্যস্নেহও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

এইরূপে অপার অপত্যস্নেহ দশদিক্ যেন পূর্ণ করিয়া অখিলসংসারে ধাবমান হইতেছে; তাহাতেই যেন সংসারের স্থিতিবিহিত হইয়াছে। ইহাই ভাগবতী মায়ার সুদৃঢ় পাশ; এ পাশ ছেদন করা সামান্যজ্ঞানের সাধ্য নহে। এই পাশ সংসারের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া জীবমাত্রকেই সমানভাবে বদ্ধ রাখিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পদমাত্রও চলিবার শক্তি নাই। বিস্ময়ের বিষয়, সকলেই ইহা পরিজ্ঞাত আছে; কিন্তু কেহই ঐ পাশ ছেদন করিতে যত্নবান বা অগ্রসর হয় না। পুত্রস্নেহে বদ্ধ নহে, এরূপ ব্যক্তিই দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং কিরূপে মুক্তিলাভ হইবে? হে ঋষিবৃন্দ! এই স্নেহ হইতে মমতা জন্মে, মমতা হইতে অজ্ঞানের উদয় হয় এবং অজ্ঞান হইতেই সাক্ষাৎ বন্ধন ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই মনীষিগণ পুনঃপুনঃ স্নেহপরিহারের উপদেশ করিয়াছেন। স্নেহ বিদ্যমানে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। স্নেহে অন্ধ হইয়া মানুষ অনেক সময় যে সকল কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার পরিণাম অতীব ভীষণ।

পরীক্ষিৎ-জননী উত্তরা তনয়রত্নকে অঙ্কে লইয়া পতির ছায়াবোধে পুন পুনঃ স্নেহভরে প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত-ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া অঙ্গযষ্টি প্লাবিত করিল। তিনি স্নেহপূর্ণহৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! দীর্ঘজীবী হও;

কুলগৌরব রক্ষা কর; সহস্রপোষী হও; মাতার হর্ষবর্দ্ধন কর; পৃথিবীর সৌভাগ্য সাধন কর; নিরন্তর প্রজারঞ্জন করিতে থাক; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর; দানধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সতত পুণ্য উপার্জ্জন কর এবং পিতার ন্যায় মহাপরাক্রমে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া অজাতশত্রু হও,—নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্যভোগ কর।"

উত্তরা সুকুমার-কুমারের জননী হইয়াছেন শুনিয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি স্বীয় বংশমর্য্যাদা ও পদমর্য্যাদার অনুরূপে পরীক্ষিতের জাতকর্ম্ম সমাধা করিলেন। তিনি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণমণ্ডলী, মন্ত্রিমণ্ডলী ও সুহৃদ্দমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এই প্রসিদ্ধ পাণ্ডবকুল নির্ম্মূলপ্রায় হইতেছিল, এমন সময়ে এই পুত্রের জন্ম হইয়াছে; সুতরাং ইহার নাম পরীক্ষিৎ রাখা হউক্। তদনুসারে পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ হইল। কেহ কেহ বলেন, উত্তরানন্দন যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতেন, তাহাকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতেন, এই কারণেই তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছে। ভগবন্! সুনীতিসহযোগে লোকের সমৃদ্ধি যেমন উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়, মহাভাগ পরীক্ষিৎ সেইরূপ পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গের আনন্দসহকারে অনুদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। হেমন্ত-বিগমে যেমন বসন্তের আগম হয়, বাল্যাবস্থার পর তাঁহারও সেইরূপ যৌবন সমাগত হইল। যামিনীনাথ শশধর ষোলকলায় পূর্ণ হইলে যেমন নিরতিশয় শোভা ধারণ করেন, যৌবনের অভ্যুদয়ে তাঁহারও সেইরূপ অতুলনীয় শোভাবিভবের আবির্ভাব হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যবৎ তাঁহার অপার তেজঃসমৃদ্ধিরও আবিষ্কার হইল। তিনি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উদ্দাম এবং সযৌবন সিংহের ন্যায় সমুদ্দৃপ্ত ও উদ্রিক্ত হইয়া উঠিলেও বিনয়গুণে বেতসীলতার ন্যায় অতিমাত্র বিনম্রপ্রকৃতি, বসন্তকালীন-প্রভাত-বায়ুর ন্যায় কোমলস্বভাব ও ধৈর্য্যাদি সদ্‌গুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। যাহার যেরূপ অংশে জন্ম ও যেরূপ সংসর্গে অবস্থিতি হয়, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপেই গঠিত হইয়া থাকে। পরীক্ষিতের মাতৃকুল ও পিতৃকুল, উভয়ই ধন, মান, কুল, শীল, রূপ, গুণ, বীর্য্য, শৌর্য্য, বিভব, প্রভাব, পরাক্রম, যশ, কীর্ত্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, দান, ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি, ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি সর্ব্বাংশেই সুপ্রশস্ত; সুতরাং তিনিও তদনুরূপ গুণরাশিতে বিভূষিত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে বিবিধগুণে সমলঙ্কৃত দর্শন করিয়া, ইন্দ্র যেমন জয়ন্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেইরূপ তাঁহাকেও যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমান্ পরীক্ষিতের অভিষেককার্য্য যথাবিধি সমাহিত করিলেন। হে তাপসবৃন্দ! এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবর্গ তৎকালে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষিতের আভ্যুদয়িক বিধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ফল কথা, যেখানে সর্ব্বদেবেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, তথায় অন্যান্য দেববৃন্দের পদার্পণ কদাচ অসম্ভব নহে। ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। না হইবেই বা কেন? ভক্তের প্রতি ভগবানের দয়া ও অনুকম্পা প্রকৃতিসিদ্ধ। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ, অম্বরীষ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পরীক্ষিৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুণের পুরস্কার ও দোষের তিরস্কার হইত। তিনি এইরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন যে অল্পকালমধ্যেই ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মশীল রাজর্ষিগণের কীর্ত্তি বিলোপিত প্রায় করিয়া সকলভুবন-ভূষণ চন্দ্রমার ন্যায় সকললোকের নয়ন-মন হরণ করিলেন। পূর্ণচন্দ্রমা দেখিলে সর্ব্বলোকের যেমন আনন্দোদয় হয়, তাঁহাকে দর্শন করিয়াও প্রজাপুঞ্জের সেইরূপ আহ্লাদ উপজাত হইল। তিনি নিখিল রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; সুতরাং অচিরে সমুদায় লোকেরই প্রীতিভাজন হইলেন। আশু তাঁহার সমগ্র বিপক্ষপক্ষ নির্ম্মূল ও মিত্রপক্ষ অতিমাত্র সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। প্রজারা তাঁহাকে স্ব স্ব পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি অটলা অকপট-ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রও পরীক্ষিতের সদ্গুণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমুচিত পুরস্কারপ্রদানে অভিলাষী হইলেন। তিনি তদীয় রাজ্যমধ্যে এরূপ পরিমাণে জলবর্ষণ করিলেন যে, তদ্দ্বারা রাজ্যে প্রয়োজনমত সকল কার্য্যই সুসম্পাদিত হয়; সুতরাং পরীক্ষিতের অধিকার হইতে দুর্ভিক্ষ দিবাকর-তাড়িত তিমিরের ন্যায় একবারেই দূর হইল। সঙ্গে সঙ্গে রোগ, শোক, পরিতাপ ও অন্যান্য উপদ্রবসকলও অন্তর্দ্ধান করিল। তাঁহার রাজত্বকালে কেহ অকালে বা কৃচ্ছ্র-রোগে কিংবা অপঘাতে বা তৎসদৃশ অন্য কোন বিধানে প্রাণত্যাগ করে নাই। জনপদমাত্রেই সুখী, সুভিক্ষ ও সচ্ছন্দ; লোকমাত্রেই প্রীতচিত্ত ও সমৃদ্ধিশালী; গৃহমাত্রেই ধনরত্নাদিতে পূর্ণ; স্ত্রীপুরুষমাত্রেই প্রফুল্লচিত্ত; বর্ণমাত্রেই স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎপর; সুতরাং নিত্যসুখসম্পদে সমলঙ্কৃত; বিদ্বান্মাত্রেই জ্ঞানবিশিষ্ট; ধনীমাত্রেই দানপরায়ণ; পরাক্রমশালীমাত্রেই রক্ষাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট এবং প্রজামাত্রেই ইষ্টনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শিষ্টবর্গের প্রতাপবৃদ্ধি ও দুষ্টগণের নিরতিশয় অসমৃদ্ধি সংঘটিত হইল। নষ্টলোকের একান্ত কষ্ট ও

ভ্রষ্টবর্গের হীনদশার শেষদশা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধর্ম্ম ও সত্যের পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবনিবন্ধন লোকের অভীষ্টসিদ্ধির কোনরূপ বিঘ্ন থাকিল না। এই প্রকারে নরপতি মহামতি পরীক্ষিতের রাজ্যে পার্থিবভাব অপগত হইয়া যেন দিব্য স্বর্গীয় ভাব সংবর্দ্ধিত হইল। তিনি শনৈঃ শনৈঃ কীর্ত্তিমান্ রাজর্ষি-বৃন্দের মধ্যে বরিষ্ঠ-পদে সমাসীন হইয়া প্রথিত লাভ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি

শৌনক কহিলেন, "হে সূত! তুমি দীর্ঘজীবী হও। যখনই তোমার মুখ-পদ্মবিনির্গত পবিত্রকথা আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, তখনই আমাদের মন আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকে। হে সৌম্য! মহাভাগ ধৌম্য ও যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মগণ পরীক্ষিৎকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, অধুনা তৎসমুদয় বর্ণন কর। প্রসিদ্ধি আছে, ঐ সমস্ত উপদেশের তুল্য নাই, মূল্য নাই, সুখোদ্ভাবকতারও পরিসীমা নাই।"

সূত কহিলেন, "হে মহর্ষিগণ! আপনাদের অভীপ্সিতবিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। পরীক্ষিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পাণ্ডবগণের প্রিয়-পুরোহিত ধীমান্ ধৌম্য তাঁহাকে যথাযোগ্য আশীঃপ্রয়োগপুরঃসর মধুরোদার চিত্তরঞ্জন-বাক্যে কহিলেন, 'রাজন্! তুমি যতই কেন বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান্ হও না, আমরা তোমাকে সেই বালক বলিয়াই বিবেচনা করি; এইজন্য যাহা বলিতেছি, প্রণিধানসহকারে তাহা আকর্ণন কর। ভগবৎপ্রসাদে তুমি যে পদের অধিকারী হইয়াছ, ইহাতে পদে পদেই নানা বিপদ্, নানা বিঘ্ন ও নানারূপ অবমাননা ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব নিরন্তর সতর্কভাবে অবস্থিতি করিবে। উদ্‌যোগই লক্ষ্মীর ও উন্নতির মূল; উদ্‌যোগী ব্যক্তিই পুরুষসিংহ নামে পরিকীর্ত্তিত হইবার যোগ্য; অতএব সতত উদ্‌যোগশীল হইয়া থাকিবে। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন, গুরু বা পুত্র অপরাধী হইলে তাহাদেরও প্রতি যথাযথ দণ্ডবিধান করা উচিত এবং নিরপরাধ শত্রুকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, ইহাই পরম রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। বলবানের সহিত সন্ধি ও দুর্ব্বলের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিবে; দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রীতিবিধান করিবে; পুরুষকারসহকারে কার্য্যসাধন করিবে এবং কোন কার্য্যই দৈবের উপর নির্ভর

করিবে না ; কারণ, দৈব অপেক্ষাও পুরুষকার বলবান্ ও প্রত্যক্ষফলদাতা। একবার কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলে ভগ্নহৃদয় বা পশ্চাৎপদ হইতে নাই ; পুনঃপুনঃ তাহার সাধনে যত্ন করিবে। যেহেতু, সংসার অতি বিষম স্থান। ইহাতে মানুষের সংকল্প অনায়াসে বা সহসা সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এই কারণেই কার্য্যসাধনবিষয়ে পুনঃপুনঃ যত্ন করা কর্ত্তব্য। মার্জ্জারেরা জাগরিত থাকিয়াই মূষিক শিকার করে ; এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সতত উদ্‌যোগী হইবে। উদ্‌যোগী না হইলে অলক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করে।

'রাজন্! সত্য ও সরলতা রাজার দুইটি মহাভূষণস্বরূপ ; তুমি এ উভয়কে আশ্রয় করিবে ; মিথ্যা ক্রূরতা পরিত্যাগ করিবে, ইন্দ্রিয়গ্রামকে সর্ব্বথা নিগৃহীত রাখিবে ; তাহা হইলেই অটলা শ্রী ও উভয় লোকে পরম আনন্দলাভ করিবে। অত্যন্ত মৃদুতা বা অত্যন্ত উগ্রতাও রাজার পক্ষে শোভনীয় নহে। ধার্ম্মিক রাজাই প্রজারঞ্জনে সমর্থ, ইহা অবগত হইয়া ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিবে ; বাসনা এবং কপট বা অসরল ব্যবহার বিসর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; ক্ষমা, ক্রোধ, মৃদুতা ও উগ্রতা এই চারিটি যে পরিমাণে থাকিলে প্রয়োজন সাধিত হয়, সেই পরিমাণে উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কেননা ক্ষমাশীল যেমন সামান্য শত্রুর নিকটেও পরাজিত হয়, ক্রোধপরায়ণ সেইরূপ উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে।

'ধৈর্য্য একটি প্রধান রাজগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তুমি ধৈর্য্য-সহকারে চতুরঙ্গবল রক্ষা করিবে ; নিরন্তর গাম্ভীর্য্যসহকারে ভৃত্যাদির সহিত ব্যবহার করিবে ; তাহাদের সহিত হাস্য-পরিহাস করিলে, তাহাদের নিকট চাঞ্চল্য বা প্রাগল্‌ভ্যপ্রদর্শন করিলে তাহারা তোমাকে আপনাদের ক্রীড়ামৃগ বা ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় জ্ঞান করিবে। তুমি আত্মসুখের চেষ্টায় নিরত না হইয়া প্রজাপুঞ্জের সুখসাধনে যত্নবান্ হইবে। অলীক আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইও না ; কাহারও বৃত্তিলোপ করিও না ; যাহাকে যাহা দিতে হইবে, অযথা বিলম্ব না করিয়া যথাকালেই তাহাকে তাহা প্রদান করিবে।

'যে নরপতি মূঢ়বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাবর্গের রক্ষাবিধানে অলস ও পরাঙ্মুখ থাকেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নরককূপে নিপতিত হইতে হয়, ইহা অবধারণপূর্ব্বক স্বতঃ-পরতঃ যথাবিধি প্রজাপুঞ্জের রক্ষা করিবে ; পরের কথায় নির্ভর না করিয়া রাজ্যের আয়-ব্যয় নিজ-চক্ষে দর্শন করিবে ; উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ভূদ্‌ভার ন্যস্ত করাই কর্ত্তব্য ; শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যে গুণে

গুণবান্ হওয়া মন্ত্রীর উচিত, যাঁহাকে তাদৃশ-গুণোপেত দেখিবে, তাঁহাকেই পরীক্ষাপূর্ব্বক মন্ত্রিপদে নির্ব্বাচন করিবে ; সাবধানের বিনাশ নাই, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া নিরন্তর অবধান সহকারে রাজ্য রক্ষা করিবে ; বায়ুর ন্যায় সকল অংশে বিচরণ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাব-বিস্তার, কুবেরের ন্যায় কোষসঞ্চয়, যমের ন্যায় দণ্ডবিধান, মেঘের ন্যায় অজস্র দান এবং সূর্য্যের ন্যায় অজস্র আদান করা কর্ত্তব্য ; তুমিও এই ভাবে রাজ্যশাসন পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে কর গ্রহণ করিবে ; যাহাতে প্রজালোকের সুখে বিঘ্ন না ঘটে, এরূপে আত্মসুখে নির্ভর করিবে ; পিতার ন্যায় সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবে ; মাতার ন্যায় ধারণ করিবে ; ভ্রাতার ন্যায় আদর করিবে ; পুত্রের ন্যায় মমতা প্রদর্শন করিবে এবং বন্ধুর ন্যায় তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিবে। হে ভারত ! প্রজার সহিত এইরূপ সুনিয়মে সদ্ব্যবহার করিলেই রাজপদে চিরকাল সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

'রাজন্ ! আর একটি কথা যেন অনুক্ষণ তোমার স্মৃতিপথে সমুদিত থাকে। লোভ পরমশত্রু ; কদাচ ইহাকে অন্তরে স্থান প্রদান করিও না। লোভের বশবর্ত্তী হইলে আশু স্বজনগণকর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইতে হয়। যাহাতে প্রজার ধন-প্রাণ উভয়ই রক্ষিত হয়, সর্ব্বথা তাহাতে যত্ন করিবে ; স্বকীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে কেহই পরাভূত বা পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, সূর্য্যদেব স্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই কোন কালে তাঁহার ক্ষয় নাই, এই সকল বিবেচনা করিয়া তুমি স্বকীয় পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবে ; যথাকালে শষ্যাদি সংগ্রহ করিবে ; পণ্ডিত ও বহুদর্শী ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করিবে ; যাহাদিগকে লইয়া রাজ্য করিতে হয়, সেই সৈন্যাদির চিত্তরঞ্জনে যত্নবান্ হইবে ; সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের তিরস্কার করিবে এবং মিষ্টকথায় কার্য্যসাধন করিতে যত্নবান্ থাকিবে ; অসত্য বা কটুবাক্য যেন তোমার মুখ হইতে উচ্চারিত না হয় ; রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে কোষবৃদ্ধি করা, সৈন্যাদির মনোরঞ্জন করা ও শত্রুপক্ষের ভেদসাধন করা কর্ত্তব্য ; তুমি এই সকল বিষয় বিদিত থাকিয়া সর্ব্বদা পুরুষকার-প্রদর্শনে ত্রুটি করিও না ; সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই নরপতির পরম ধর্ম্ম'। যে নরপতি ঐরূপে প্রজাপালনে তৎপর থাকেন, তাঁহার অক্ষয়লোক-লাভ হয়। অত্যাচারী রাজার কোন কালেই শ্রেয়োলাভ হয় না। পৃথিবী অরাজক হইলে যেমন বহুবিধ দোষ ও উপদ্রবের আবির্ভাব হয়, রাজা অত্যাচারী হইলে সেইরূপ মহাপ্রলয়

ঘটিয়া থাকে। অধর্ম্মপরায়ণ দুর্ব্বৃত্ত রাজা বেণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাপুঞ্জের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। বস্তুতঃ নরপতিগণ সর্ব্বদেবেশ্বর বিষ্ণুর অংশ। রাজার দণ্ডেই নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে হে তাত! বিধাতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপাদন করিয়া তাহাদের অনন্যসাধারণ কতিপয় বিশেষ ধর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে ইন্দ্রিয়দমন ও স্বাধ্যায় দ্বিজাতির দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন ও পশুপালন বৈশ্যের এবং দান, অধ্যয়ন, যজন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের; আর বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই শূদ্রের একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। রাগদ্বেষাদিত্যাগ, সত্যভাষিতা, ন্যায়ানুসারে ধনবিভাগ, ক্ষমা, সরলতা, পোষ্যবর্গের পোষণ, পবিত্রতা ও বিবাহিতা ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন—এই কয়টি সকল বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম।

'রাজপদ দেবপদের সদৃশ; উহাকে সামান্য বিবেচনা করিও না। সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যিনি ধর্ম্মতৎ-পর হইয়া প্রজাপালন ও বিপক্ষদলন করেন, তিনিই যথার্থ রাজপদের উপযুক্ত ও তিনিই ক্ষত্রিয়নামের যোগ্যপাত্র। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে, বান-প্রস্থবিধানে ব্রহ্মসাধন করিলে দ্বিজাতির, যথানিয়মে স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্য ও শূদ্রের এবং সংগ্রামে শত্রুজয় ও তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জের রক্ষা করিলে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বধর্ম্মপরি-পালন করা বর্ণমাত্রেরই যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। যে ব্যক্তি তাহা না করে, তাহাকে অবশ্যম্ভাবী প্রত্যবায়ে বিজড়িত হইতে হয় এবং অন্তিমে তাহার জন্য নরকদ্বার উদ্ঘাটিত থাকে, সন্দেহ নাই। প্রথমেই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, এই কারণেই বিধাতা ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দেখ, রাজা না থাকিলে অথবা যথাবিধানে প্রজাশাসন না হইলে দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে নিখিল জনপদ রসাতলগামী হইবার উপক্রম হয়। নৃপতির দণ্ডভয়েই পাপ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ রাজা মূর্ত্তিমান্ মহাদেবের ন্যায় লোকমর্য্যাদা-রক্ষা ও ধর্ম্মস্থিতি বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার গুণেই নানারূপ মঙ্গল সমুদ্ভূত হয় ও পৃথিবী সুরক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার ধন নাই, সে জীবন্মৃত; যাহার ধন আছে, সেই জীবিত। রাজারা ধনবান্, ধনের সাহায্যে ধর্ম্মসঞ্চয় করেন; সুতরাং তাঁহারাই জীবিত। বিশেষতঃ যাহার ধন নাই, তাহার কিছুই নাই; যাহার ধন আছে, তাহার বল, বুদ্ধি সকলই আছে। এই জন্যই রাজারা সর্ব্বাপেক্ষা

বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমত্তায় গরিষ্ঠ। ইহলোকে তো তাঁহাদের কোন বিপদেরই সম্ভাবনা নাই! পরলোকেও তাঁহাদের জন্য মুক্তিদ্বার সমুদ্ঘাটিত থাকে'।"

সূত কহিলেন, "হে তাপসগণ! মহাভাগ ধৌম্য এই বলিয়া মুহূর্ত্ত-কাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, 'তাত! সংক্ষেপে সকল বিষয় বলিলাম বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সকল তত্ত্বই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিহিত আছে। তুমি এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া তদনুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও। তুমি বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্ ও তত্ত্বদর্শী। সুতরাং তোমার নিকট বুদ্ধিযোগ, জ্ঞানযোগ ও তত্ত্বযোগের কথা আর অধিক কি বর্ণন করিব? তুমি যখন স্বয়ং অন্যকে উপদেশ-প্রদানে সমর্থ, তখন তোমাকে আর অধিক উপদেশ দেওয়া বাহুল্যমাত্র।"

অষ্টম অধ্যায়

আপদ্ধর্ম্ম

সূত কহিলেন, "পুরোহিত মহামতি ধৌম্য এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে মহাভাগ দেবর্ষি নারদ সহাস্যবদনে মধুরবাক্যে পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার পিতা অভিমন্যু ভগবান্ বাসুদেবের ভাগিনেয়। তুমি পিতার অনুরূপ গুণবান্ পুত্র। সুতরাং তুমি আমাদের বিশেষ স্নেহ ও আদরের পাত্র। অধিকন্তু আমরা সত্য ও ধর্ম্মের চির-বন্ধন। সেই সত্য ও ধর্ম্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু তুমি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আধার। এই সকল কারণে আমি তোমারে কতিপয় উপদেশ-কথা বলিতেছি, মনোযোগসহকারে অবধান কর। আপদকালে এই সমস্ত উপদেশ বিশেষ ফল প্রদর্শন করে।

"বৎস! কৃতঘ্ন, পাপাত্মা ও মিত্রদ্রোহী, এই ত্রিবিধ লোক যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থান অপবিত্র হয়। সুতরাং তাদৃশ দুরাচারগণ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য! আপৎকাল সমাগত হইলে সর্ব্বপ্রকার অপকর্ম্ম করিয়াও আত্মার রক্ষা করিবে। কারণ, আত্মা রক্ষিত হইলে সমস্তই সুরক্ষিত হয়। একটি দেশ ত্যাগ্ করিলে যদি বহুদেশের রক্ষা হয়, তাহা হইলে তাহাই করা কর্ত্তব্য। দেশ, কাল, পাত্র ও স্বীয় বলাবল, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। প্রবল শত্রুকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অবহিত হইয়া তাহার

সহিত ব্যবহার করিবে। দীর্ঘসূত্রিতা রাজ্যধ্বংসের অন্যতম কারণ। সকল কার্য্যেই সত্বরতা অবলম্বন করিবে। সত্যধর্ম্মের রক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধন একাকী ভোগ করিতে নাই। উহা বিভাগপূর্ব্বক ভোগ করিতে হয়। সংসারে আপদ্‌ঘটনা সহজেই হইতে পারে, রাজপদও বিপদের আস্পদ, ইহা বিবেচনা করিয়া সতত স্বতঃ-পরতঃ সাবধানে অবস্থান করিবে; বৎস! বিধাতার অনুগ্রহে তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, তাঁহারই কৃপায় ধন-প্রাণের প্রভু হইয়াছ, এ কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা বিধাতার প্রতি আত্মসমর্পণ করিবে। এরূপভাবে কর গ্রহণ করিবে যেন, প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত না হয়। তাহা হইলেই চিরদিন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। কোষ, বল ও মিত্রপক্ষের বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবে। কারণ, ধনহীন, বলহীন, মিত্রহীন রাজার শ্রী আশু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। প্রজা নির্ধন হইলে রাজাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা প্রজার ধনরক্ষণের চেষ্টা করিবে। কেবল স্বরাজ্য নহে, পররাষ্ট্র হইতেও অর্থ আহরণ করিবে। কোষ-সংগ্রহকালে অত্যন্ত দয়াপর হইবে না, নৃশংসবৃত্তিও অবলম্বন করিবে না, মধ্যমভাব অবলম্বন করিবে। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। সূক্ষ্মবিচার করিয়া দণ্ডার্হের দণ্ডবিধান করিবে। যেন বিনা অপরাধে কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়। ব্রহ্মস্বহরণ-প্রবৃত্তি যেন তোমার অন্তরে উদিত না হয়। আপনাকে দুর্ব্বল বোধ হইলে বেতসলতিকাবৎ বিনম্রভাব ধারণপূর্ব্বক বলবান্ শত্রুকে বশ করিবে। আর যদি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, পরাক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুজয়ে চেষ্টা করিবে। যে রাজার প্রকৃতি স্বভাবতঃ লোভের বশবর্ত্তী, তাহাকে আপনার অপেক্ষা প্রবল বোধ হইলে গ্রামাদি প্রদান পূর্ব্বক তৎসহ সন্ধি ও সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিবে। আপৎকালে কদাচ বিকলহৃদয় বা ব্যাকুলচিত্ত হইবে না। বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যসহকারে হৃদয়কে দৃঢ়ীভূত করিয়া উপস্থিত আপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে যত্নবান্ হইবে।"

নবম অধ্যায়

কামনাত্যাগ ও সৎসঙ্গ

সূত কহিলেন, "দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশপ্রদানপূর্ব্বক বিনিবৃত্ত হইলে তপোনিধি কণ্ব স্নেহগর্ভবচনে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎস! রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও আপদ্ধর্ম্মের ন্যায় কামনাত্যাগ

ও সৎসঙ্গেও অভিজ্ঞতালাভ করা তোমার ন্যায় মহতের অবশ্য কর্ত্তব্য ; অতএব আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি।

'বৎস! কাল অনন্ত। একশত বর্ষ সেই অনন্তকালের অত্যল্প ও অতিতুচ্ছ অংশ ; সেই একশত বৎসরমাত্র যাহার পরমায়ু, সেই মানুষ আবার তাহাতে কি আস্থা করিবে? অতএব অন্তঃকরণ হইতে চিন্তাময়ী আস্থা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ হয়, তুমি তদ্রূপ হইয়া জগতীতলে বিহার কর। তাত! যেমন "আমি দীপ্তি প্রকাশ করি" এতাদৃশী বাসনা না থাকিলেও রত্ন হইতে জ্যোতির প্রকাশ হয়, সেইরূপ ইচ্ছা না থাকিলেও পরব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব ইচ্ছার অভাবহেতু আত্মা কর্ত্তা নহেন। তাঁহার সন্নিধানমাত্রে জগতের স্থিতি হয়, এজন্য আমরা তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া থাকি। এইপ্রকারে আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব-অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহাতে তোমার ইচ্ছা হয়, তন্মাত্র আশ্রয় করিয়া সুস্থির হও!

'রাজন্! সকল কর্ম্মে "আমি অকর্ত্তা" এইরূপ দৃঢ়ভাবনা করিও। তাহা হইলেও প্রবাহবৎ সমাগত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হইবে না। চিত্তশূন্য ও প্রকৃতিহীন জীব বিষয়রসবিহীন হইয়া থাকে। সুতরাং অকর্ত্তা এইরূপ দৃঢ়ভাবনা দ্বারা পরম অমৃত নামক সৎকে গ্রহণ কর। "ব্রহ্মাদি দেবগণ যেখানে যে কর্ম্ম করেন, আমিও সেই সকল কর্ম্ম করি" এইরূপ দৃঢ়জ্ঞানে যদি কর্ত্তৃত্বরূপে স্থিতি ইচ্ছা কর, তাহাও উত্তম। তাহাতেও মুক্তি হইতে পারে। বৎস! যদি এইরূপ নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আর রাগ-দ্বেষাদির সম্ভাবনা কোথায়?

'হে ভারত! এই শরীর এক ব্যক্তি পালন করিয়াছে, অন্য ব্যক্তি ইহা দগ্ধ করিবে, স্বাভাবিক পদার্থের গতিই এই। ইহাতে খেদ বা হর্ষ হয় কেন? আত্মাকে কর্ত্তা বোধ করিয়া হর্ষবিষাদাদিতে যে সঙ্কল্প, তাহার ক্ষয় করাই কর্ত্তব্য। এইরূপে সঙ্কল্প ক্ষয় হইলেই সমতা অবশিষ্ট থাকে। সর্ব্ব-পদার্থে যে সমতারূপে স্থিতি, তাহাকেই সত্য ব্রহ্মপরা স্থিতি কহে। যাহার চিত্ত সাদৃশ সমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তাহাকে পুনরায় দুশ্ছেদ্য ভববন্ধনে বন্দী হইতে হয় না।

রাজন্! "সেই আমি এই, এই আমি নহি, আমি এই কর্ম্ম করি, আমি ইহা করি না" এইরূপ কর্ত্তৃত্ব-অকর্ত্তৃত্বাদি-ভাবানুসন্ধানরূপ যে দৃষ্টি, তাহা কদাচ কোনকালেই পরিতুষ্টির কারণ হইতে পারে না। "আমি দেহরূপী" এই প্রকার যে স্থিতি তাহাই কালসূত্র, মারীচ ও অসিপত্রবনাদি ঘোরতর

নরকের কারণ হয়। অতএব সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলেও দেহে আত্মবুদ্ধি করিও না। কুক্কুরমাংসহস্তা চাণ্ডালীকে যেমন কেহ স্পর্শ করে না, সেই প্রকার দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্থিতিকে স্পর্শ করাও কল্যাণকামীর কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ স্থিতি শুভনাশিনী, উহাকে দৃষ্টির দূরে নিক্ষেপ করিলে পরমদৃষ্টি সমুদিত হইয়া থাকে। হে বৎস! তোমার যখন তাদৃশী দৃষ্টি সমুদিত হইবে, তখনই তুমি সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে। "আমি কর্ত্তা নহি, এই দেহও আমি নহি" এইরূপ জানিয়া তুমি সর্ব্বাশ্রমপদে অবস্থিতি কর। অথবা "সকল কর্ত্তা আমি, সকল জগৎও আমি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বোত্তমপদেই অধিষ্ঠান কর। সেই সর্ব্বোত্তমপদেই ব্রহ্মবেত্তা সাধুগণ ও শিবাদি অমরবৃন্দ অবস্থিতি করিতেছেন।

'মহাতপা কণ্ব এই বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, বৎস! বাসনা দ্বারা যে বন্ধন, তাহাই প্রকৃত বন্ধন এবং বাসনাক্ষয়ই মোক্ষ বলিয়া অভিহিত; অতএব তুমি বাসনাত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থী হও। প্রথমতঃ বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া মৈত্র-দয়াদিরূপ অমলবাসনা গ্রহণ কর। পরে সেই অমলবাসনা দ্বারা ব্যবহারিক কর্ম্ম করিয়াও অন্তরে সেই অমলবাসনা ত্যাগ করিবে; অবশেষে শান্ত ও সমস্নেহ হইয়া কেবল চিন্মাত্র-বাসনাযুক্ত হইবে। তৎপরে মন ও বুদ্ধির সহিত চিদ্বাসনাকেও ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পদার্থে অবস্থিতি করিও এবং মনের দ্বারা সমস্ত পরিত্যক্ত হইলে পরে সে মনকেও পরিত্যাগ করিবে।

'তাত! চিৎ, মন, সঙ্কল্প প্রভৃতির বাসনা ও প্রাণাদির স্পন্দন পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশবৎ নির্ম্মল ও শান্তবুদ্ধি হইয়া সকলের সৎকৃত হইবে। যে মহাবুদ্ধি ব্যক্তি মনের দ্বারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্য-বিরহিত হন, তিনিই মুক্তপুরুষ সন্দেহ নাই। যাঁহার হৃদয়ে কোন বাসনাই নাই, সেই সচ্চিত্ত ব্যক্তিই মুক্তপুরুষ বলিয়া অভিহিত; তাদৃশ ব্যক্তির সমাধি করা বা না করা উভয়ই সমান; কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তাঁহার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন মনীষিগণ শাস্ত্র বিচার দ্বারা একমত হইয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, বাসনা-বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে কদাচ পরমপদলাভ করিতে পারা যায় না। অনেকানেক প্রাচীন বহুদর্শী ঋষিগণ যাবতীয় দ্রষ্টব্য দর্শন ও দশদিক্ পরি-ভ্রমণপূর্ব্বক এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, পরিণামে প্রকৃত পরমবস্তু দর্শন করেন, তাদৃশ মহাত্মা পুরুষ সংসারে অতি বিরল। বৎস! দেখ, সংসারে যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই কেবল দেহভরণার্থ; তাহাতে পরমার্থ

কিছুই নাই। ভূতলে, পাতালে, স্বর্গে সর্ব্বত্রই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত বিদ্যমান, কুত্রাপি ষষ্ঠবস্তু দৃষ্ট হয় না; সুতরাং এই পঞ্চভূতে যে ব্যক্তি উত্তমবস্তু কল্পনা করিয়া রতি করে, তাহার ন্যায় কুবুদ্ধি মূর্খ আর কে আছে। এই জন্যই জ্ঞানীপুরুষ যত্নসহকারে এই সংসারে সমস্ত আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার নিকট এই সংসার গোষ্পদবৎ অতি ক্ষুদ্র ও অনায়াসে লঙ্ঘনীয় হইয়া থাকে। পরন্তু তাহাই করিয়া সংসারে আচরণ করিতে গেলে এই সংসার মহা আবর্ত্তশীল ভীষণ সমুদ্রবৎ হয়। বৎস! এই জগতের কোন বস্তুই তত্ত্ব-জ্ঞানীর মনোরঞ্জন করিতে পারে না।

'হে ভারত! কোন সময়ে মহাতপা জৈগীষব্য নির্জ্জনে সমাধিনিষ্ঠ ছিলেন। সমাধিভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি কি কর্ম্ম করিব, কোথায় যাইব, কোন্ বস্তুই বা গ্রহণ করিব, কি ত্যাগ করিব? মহাপ্রলয়কালীন জলধির ন্যায় পরমাত্মাই সর্ব্বত্র বিশ্বমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; বাহ্যে, অভ্যন্তরে, এদিকে, ওদিকে, সর্ব্বত্রই আত্মাকে দেখিতে পাইতেছি। আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই তো দৃষ্ট হয় না; আর আমিও তো সর্ব্বত্র স্থিত রহিয়াছি; যে স্থানে আমি নাই, এমন স্থানও তো পরিদৃষ্ট হয় না। আমাতে যাহা নাই, এমন বস্তুই বা কৈ? অতএব আমি অন্য কি বস্তুই বা বাঞ্ছা করিব? সকল বস্তুই আত্মস্বরূপ।" বৎস! জৈগীষব্যের এই বাক্যগুলির গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে, তাহা হইলেই তুমি কামনারহিত হইয়া আত্মাতে পরমবস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে।

'রাজন্! সাধুসঙ্গই পরম কল্যাণলাভের কারণ। জগতে যে সকল সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মাকে নেত্রগোচর কর, তাঁহারা সকলেই নিত্য হর্ষযুক্ত ও ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ। স্বর্ণকমল যেমন রাজনীযোগেও মলিন হয় না, তাহার ন্যায় সেই সমস্ত সাধুপুরুষ কখনও ম্লানভাব ধারণ করেন না। তাঁহাদের দ্বারা সৎকর্ম্ম ব্যতীত অসৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণে যে সুধাময়ী পূর্ণতা আছে, চন্দ্রের শীতলতার ন্যায় কখনই তাহার পরিহার হয় না। সেই সমস্ত পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী; তাঁহারা মৈত্রী, করুণা, শান্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

'বৎস! সাধুপুরুষেরা যদিও সর্ব্বত্র সমদর্শী, তথাপি তাঁহারা বেদবিহিত সীমা অতিক্রম করেন না; সুতরাং কস্মিন্ কালেও তাঁহাদের বিপদ আপদের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সাধুপুরুষের ন্যায় এই সংসারে বিচরণ করিবেন, সাধুসঙ্গলাভে যত্নবান্ হইবেন, সাধুসঙ্গকেই পরমার্থলাভের মূল কারণ বলিয়া

জ্ঞান করিবেন, কদাপি তাঁহাকে নিরয়ে নিপতিত হইতে হইবে না। অতএব সাধুসঙ্গে রত হওয়াই বুদ্ধিমান লোকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রাজ্ঞব্যক্তি কখনও কর্ম্মত্যাগ করিবেন না এবং সর্ব্বতোভাবে অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। বৎস! সংক্ষেপে তোমার নিকট কামনাত্যাগ ও সৎসঙ্গের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, তুমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনাপুরঃসর তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া পরমসুখে রাজ্যপালন কর'।"

দশম অধ্যায়

মোক্ষ-ধর্ম্ম

সূত কহিলেন, "তপোনিধি কণ্ব এইপ্রকার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে মহাতপা লোমপাদ আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগপুরঃসর পরীক্ষিৎকে কহিলেন, বৎস! মোক্ষধর্ম্ম কি, তাহার-গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়াও তোমার ন্যায় রাজকুমারের অবশ্যকর্ত্তব্য। তুমি এখন যে পদ লাভ করিলে, ইহাতে প্রলোভন অনেক। সেই প্রলোভনেই হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজবুদ্ধির কর্ম্ম নহে। এইজন্য নিবৃত্তিধর্ম্মের সেবা করা উচিত; তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।

'বৎস! অনিত্য সংসারের যেখানে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, কিছুই কিছু নহে। কালে অনন্ত কালগর্ভে সমস্তই বিলীন হইয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে না। তুমি আমি, রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, দুর্ব্বল সবল, উচ্চ নীচ—সকলই নামমাত্র। একজন দীন-দরিদ্রের অতিতুচ্ছ জঘন্য ও অতীব হীনাবস্থ পর্ণকুটীর যেমন, তোমার এই অত্যুন্নত রাজপদ ও এই অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদও সেইরূপ;—সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। তোমার এই সমস্ত অগণিত হয়-হস্তী মুহূর্ত্তমধ্যে লয় পাইতে পারে; তোমার এই অসংখ্য দাস-দাসী ক্ষণকালমধ্যেই ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে; তোমার এই অগণিত যান-বাহন নিমেষমধ্যেই বিনষ্ট হইতে পারে; তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য আশু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে এবং তুমিও দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যেই বিনাশ পাইতে পার। যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তুমি অবশ্য মরিবে; ইহা যেমন স্থিরনিশ্চয়, এমন আর কিছুই নহে।

'হে ভারত! সংসারে সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ। রাজা বল, প্রজা বল, কোন অবস্থাই

স্থির নহে। সংসার অস্থির, সংসারের সকলই অস্থির। বাল্যের পর কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যু; এই নিয়মে সংসার অহরহ পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইতেছে। ইচ্ছা কর, বল প্রকাশ কর, মিনতি কর, রোদন কর, করুণা প্রকাশ কর, কিছুতেই এই নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবে না। পিতা-মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করুন্—অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দিউন, পুত্র-কলত্র সহস্র সহস্র বিলাপ করুক্, আত্মীয়-স্বজন শোক করুন্ বন্ধুবান্ধবেরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরিতাপ করুন্, মৃত্যু কিছুতেই ভুলিবার বা ছাড়িবার নহে। তুমি একাকী নিভৃতেই লুক্কায়িত থাক, অথবা শত শত প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া সশস্ত্রে বাস কর, মৃত্যুর হস্ত হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। তোমার পিতা মহাবীর অভিমন্যু স্বয়ং দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়; মূর্ত্তিমান্ অনন্তরূপী বলদেবের পরমস্নেহাস্পদ; ভুবনে অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয়ের প্রাণাধার পুত্র; সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার যুধিষ্ঠিরের জীবন অপেক্ষাও প্রিয়পাত্র এবং স্বয়ং বীর-রসের অবতার; তথাপি তিনি মৃত্যুর করালকবল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অথবা বীর হউক্ বা না হউক্, যোদ্ধা হউক্ বা না হউক, সসহায় হউক্ বা না হউক্, স্নেহাস্পদ হউক্ বা না হউক্, সকলেরই সমান দশা। আজি হউক্, দশদিন পরেই হউক্, করালরূপী মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করিতেছে; বিধিনির্দ্দিষ্ট এই অখণ্ড নিয়ম স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনে কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না।

'বৎস। আমি যাহা যাহা বলিলাম, তুমি এইগুলি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্ম-পদলাভের অভিলাষ করিবে। ব্রহ্মই সত্য, আর কিছুই সত্য নহে। ব্রহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নিত্য নহে। সংসারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ কর, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত! আবার পরিণামে সমস্ত ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। আবহমানকাল এই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে, চলিয়াছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। প্রাচীন মনীষিগণ এই সম্বন্ধে যাহা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি, অবধান কর।

'বৎস! অহরহ কি চিন্তা করা জীবের কর্ত্তব্য? আমি কে, কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছি, আবার কোন্ স্থানেই বা গমন করিব? আমি কি চিরদিনই এইরূপ আমি থাকিব, আমার এই ধন-জন, বিষয়-বিভব, ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি কোথা হইতে কিরূপে হস্তগত হইল, পুনরায় কোথায়ই বা যাইবে, চিরদিনই কি এই-রূপ থাকিবে? ইহারা কি লয়প্রাপ্ত হইবে না? আমার পূর্ব্বে আর কত

ব্যক্তি সংসারের উপস্থিত হইয়াছে ? তাহাদের কি সকলেই আছে না গিয়াছে ? অহো ! এইরূপে চিরকালই যাতায়াত করিতেছে ; যে যাইতেছে, সে আর ফিরিতেছে না। কোন্ স্থানে যাইতেছে ? আমিও কি আরও এইরূপে থাকিব ? আমাকেও কি যাইতে হইবে না ? সকলের প্রতি যে নিয়ম। নির্দ্ধারিত আছে, সে নিয়ম আমারও প্রতি। সুতরাং সকলকেই যদি মরিতে হয়, আমাকেও তবে অবশ্য মরিতে হইবে। আমার সম্মুখে প্রত্যহ তো শত শত ব্যক্তি মরিতেছে, মরিয়াছে এইরূপে অবশ্যই মরিবে। আমিই বা না মরিব কেন ?—অবশ্যই 'মরিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাত ! প্রত্যহ এইরূপ আলোচনা করা ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এইরূপ আলোচনার নামই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

'রাজন্ ! নিরন্তর এই সমস্ত অনুশীলন পূর্ব্বক তুমি অবহিত ও নিরলস হইয়া অবস্থিতি করিবে। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ ভাবিয়া, অন্ধ অভিমান যেন তোমার অন্তরকে কলুষিত না করে ; অভিমানের বশবর্ত্তী হইলেই লোক উন্মার্গগামী হয়। তুমি রাজা হইয়াছ সত্য, কিন্তু মৃত্যুকে জয় করিয়াছ, ইহা বিবেচনা করিও না। প্রত্যুত, রাজা হইলে বলিয়া, অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা মৃত্যুর অধিক বশতাপন্ন হইলে, বিবেচনা করিবে। পদে পদেই রাজাদিগের শত্রু। অশন, উপবেশন, শয়ন, গমন—সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে সাবধানে থাকিতে হয়। অতএব যাহাতে বিপক্ষ-পক্ষের হ্রাস হইয়া মিত্রপক্ষের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ থাকিবে। রাজা প্রজা সকলই সমান, এই জ্ঞানে পরের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিবে। আপনার দুঃখে অন্যের দুঃখ অনুভব করিয়া, নিরন্তর পরের সুখোৎপাদনের চেষ্টা করিবে এবং ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব ও উপাস্য ভাবিয়া, সর্ব্বথা তাঁহার শরণাগত থাকিবে।

বৎস ! আজি তুমি সসগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলে ; কিন্তু তোমারও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা একজন আছেন, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। তুমি যে ভাবে ও যে প্রকারে লোকের দণ্ডমুখের বিধান করিবে, তিনিও সেই প্রকারে তোমার দণ্ডমুণ্ডের বিধান করিবেন। তুমি যদি বৃথা অভিমানমদে মত্ত হইয়া, অকারণ প্রজাবর্গকে পীড়ন কর, তিনিও তোমাকে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পীড়ন করিবেন। এইরূপে পরের প্রতি আঘাত দিলেই আঘাত পাইতে হয় ; ইহাকই ঘাতপ্রতিঘাত কহে। সাবধান, যেন এইরূপ দুর্ব্বিষহ ঘাতপ্রতিঘাতে পতিত হইয়া, তুমি চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইও না।

'তাত ! যাহাতে বিষয়পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তাহার উপায়বিধান করিয়া

অধ্যাত্মজ্ঞানযোগে ব্রহ্ম-পদলাভে যত্নবান্ হইও। এই ব্রহ্মপদই প্রত্যক্ষ নির্ব্বাণমুক্তি। তুমি মনে মনে কুরুপাণ্ডব-সমরের কথা ভাবিয়া দেখ। কত সম্রাট্, কত রাজচক্রবর্ত্তী, কত মহারাজ, কত রাজর্ষি, কত রাজা, কত মহারাণী, কত রাণী, কত বীর প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। সুতরাং মৃত্যু স্থিরনিশ্চয় এবং ব্রহ্মই সত্য, ইহা বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বদা সেই ব্রহ্মলাভেই যত্ন কর। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এ উভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; এই উভয়কে এক ভাবিয়া, বৈরাগ্যযোগসহকারে মনকে অটল ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া, অলীক বিষয়বাসনা পরিহাস পূর্ব্বক আত্মাকে সেই ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত কর। আত্মায় আত্মার যোগ হইলেই আত্মভাব সমুদিত হইবে ; তাহা হইলেই মুক্তিপদ নিঃসন্দেহ তোমার করতলগত হইবে, তখন আর তোমাকে পুনঃ পুন সংসারে যাতায়াত করিয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

'সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সত্যই পরম পুণ্য, সত্যই পরম বন্ধু, সত্যই স্বর্গাপবর্গের উপায় এবং সত্যই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মস্বরূপ। বৎস ! মিথ্যা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মিথ্যাই মহাপাপ, মিথ্যাই মহা সন্তাপ, মিথ্যাই মহাক্লেশ, মিথ্যাই মহান্ অনর্থ এবং মিথ্যাই মহাভীষণ নরকের দ্বারস্বরূপ। মিথ্যা হইতেই মহা মহা দুশ্ছেদ্য বন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বিচারবলে এই মহান্ধকারস্বরূপ মিথ্যাকে দূরে পরিহার করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ ও নির্ব্বাণসুখস্বরূপ সত্যের শরণগ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই রাজাধিরাজ হইয়া সকলের সম্মানভাজন হইবে এবং চিরদিন অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারিবে।

'মনীষিগণ বলিয়াছেন, দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি দ্বারা বহু বিলম্বে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে আশু মোক্ষলাভ ঘটে। এই দেহ মূত্রপুরীষে পরিপূর্ণ, পূয়শ্লেষ্মার আধার ও কৃমিকীটে পরিব্যাপ্ত। ইহাতে কিছুই সার লক্ষিত হয় না, সুখেরও কিছু নাই। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারা যায়, ততদিন মোক্ষলাভের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব তাবৎকাল পুনঃ পুনঃ এই দেহযোগ ভোগ ও তজ্জন্য মহতী যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। অখিল লোককে নরক ভাবিয়া, সংসারিক সুখকে অসুখ ভাবিয়া পুত্রকলত্রাদিকে যন্ত্রণাময় বন্ধন ভাবিয়া, বিষয়বিভবকে মুক্তির মহাবিঘ্ন ভাবিয়া এই দেহকে দুর্ব্বিষহ ভার ভাবিয়া, মমতা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্র বীতরাগ হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মের চিন্তা করিবে এবং রাগদ্বেষাদিকে পরম শত্রু ভাবিয়া, অহঙ্কার ও অভিমানাদিকে দুর্দ্ধর্ষ শত্রু ভাবিয়া, বিষয়-পিপাসাকে ঐকান্তিক অন্তরায়

ভাবিয়া, পরিব্রাজকবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মোদ্দেশে নিরন্তর পর্য্যটন ও আচরণ করিবে। কর্ম্মই কামের আত্মা ও জ্ঞানই মুক্তির মূল। কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে, পুনঃ পুনঃ ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মীর মুক্তি নাই। কর্ম্মের ফলস্বরূপ জন্ম জন্ম সুকৃতি ও দুষ্কৃতিজন্য সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ জাত ও উপরত হইতে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইষ্টানিষ্ট বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, আর তদ্বিপরীত হইলেই বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় ও নিরয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে তাত! তোমার নিকট এই আমি সংক্ষেপে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিলাম। তুমি এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া বন্ধন, কলঙ্ক, ভয় ও নরক হইতে দূরে অবস্থান কর। যে নরকের নাম শ্রবণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এই পবিত্র পাণ্ডুবংশের কেহ যেন সেই মহাভীষণ স্থানের সীমান্তেও পদার্পণ না করে'।"

একাদশ অধ্যায়

নরকবর্ণন ও ব্রহ্মতত্ত্ব

সূত কহিলেন, "হে তাপসবৃন্দ! মহাতপা লোমপাদ এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তপোনিধি বিভাণ্ড স্নেহগর্ভ বচনে পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! দীর্ঘজীবী হও; নিষ্কলঙ্কী হইয়া দশদিকে সুকীর্ত্তি ঘোষণা কর। আমি তোমার নিকট সম্প্রতি ভয়াবহ নরকের বিষয় বর্ণন করিতেছি। ইহা অবগত থাকা লোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। নরকসমূহের ভীষণ ভীষণ যাতনার কথা শ্রবণ করিলে পাপপ্রবৃত্তি মোহান্ধগণ অবশ্য পাপের অনুষ্ঠান হইতে নিজ নিজ মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবে।

'ভূমির এবং অন্ধকারময় গর্ত্তস্থ জলের অধোভাগে যে সকল নরক আছে, পাপীগণ তাহাতে নিপতিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। যমরাজের অধিকারে অসংখ্য নরক বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিলোহিত, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, ক্রিমিভোজন, কালসূত্র, অসিপত্র, মহারৌরব, কুম্ভ, লালাভক্ষ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, তামস, অবীচি, শ্বভোজন, লোহকুম্ভ, মহালোহ, বিমোহন, অপ্রতিষ্ঠ—এই সকল প্রধান; এই সমস্ত নরক শস্ত্র ও অগ্নি অপেক্ষাও ভয়প্রদ।

'যে ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় অথবা সাক্ষ্য দিতে গিয়া পক্ষপাত করে কিংবা

যে অন্যপ্রকারে মিথ্যা বলে, তাহারা রৌরবনরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ভ্রূণহত্যা, পরস্বলুণ্ঠক ও গোঘাতক ব্যক্তি রোধনামক নরকে পতিত হয়; যমদূতগণ নিশ্বাসরোধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করে। মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতী ও সুবর্ণহারীর শূকরনরকে গতি হয়; যাহারা উহাদের সংসর্গ করে, তাহারাও ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের প্রাণবধ করে, যে ব্যক্তি গুরুদারা, ভগিনী ও বারাঙ্গনা গমন করে, তপ্তকুম্ভ নরকে যাতনা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি কারাগৃহের রক্ষক, অশ্ববিক্রয় যাহার জীবিকা এবং যে অনুগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে তপ্তলোহ নরকে নিমগ্ন হইতে হয়। পুত্রবধূ বা পুত্রীগমনকারী পাপী মহাকাল নরকে পতিত হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নরাধম গুরুর অবমাননা বা গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ করে এবং যে ব্যক্তি অগম্যাগামী, লবণ নামক মহানরকে তাহাদিগকে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অথবা যে শিষ্টাচারের নিন্দাকারী, সে বিমোহন নামক নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতার প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করে, অদুষ্টরত্নের প্রতি যে দোষারোপ করে, কৃমিভক্ষ নরকে পতিত হইয়া তাহাকে ভীষণ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হয়। অভিচারী এবং বিদ্বেষণ বা উচ্চাটন-কারী পাতকী ব্যক্তি কৃমীশ নরকে যন্ত্রণাভোগ করে।

'যে নরাধম পিতা, মাতা, দেবতা ও অতিথিগণের সেবা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে ভয়ানক লালাভক্ষ নরকে নিপতিত হয় এবং যে ব্যক্তি শরপ্রয়োগ দ্বারা অন্যের দেহবেধ করে, বেধকনরকে পতিত হইয়া সে দারুণ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ অসৎপ্রতিগ্রহজীবী, অযাজ্যযাজক এবং নক্ষত্রগণক অধোমুখনরকে তাহার গতি হয়। পুত্রাদিকে বঞ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, সে কৃমীপূয়বহ নরকে পতিত হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হইয়া লাক্ষা, মাংস, রস ও লবণ বিক্রয় করিলে পূয়শোণিত-পূরিত নরকে তাহার গতি হয়। যাহারা মার্জ্জার, কুক্কুর, ছাগ ও বিহঙ্গাদিকে আবদ্ধ রাখিয়া পোষণ করে, রুধিরান্ধ নরকে পতিত হইয়া তাহারা যন্ত্রণাভোগ করে।

'যাহারা অগ্নি দ্বারা অপরের গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়, মিত্রের প্রতি হিংসা করে, পক্ষি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অথবা যে ব্রাহ্মণ গ্রামযাজী, রুধিরান্ধ নরকে তাহাদের গতি হয়। গ্রামহন্তা পাপী বৈতরণী নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। যাহার মূত্র বা রেতঃ পান করে, নক্ষত্রাদির সীমা লঙ্ঘন করে,

পরবঞ্চনাই যাহাদের বৃত্তি, তাহারা কালসূত্র নরক প্রাপ্ত হয়। বৃথা বনচ্ছেদ করিলে অসিপত্র নরকে যাতনাভোগ করিতে হইয়া থাকে। যাহারা মেষোপজীবী এবং মৃগবেধক, তাহারা বহ্নিজ্বাল নামক মহানরকে পতিত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয়।

'হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি দাহ্য মৃদ্ভাণ্ডাদিতে অগ্নি প্রদান করে, তাহারা বহ্নিজ্বাল নরকে যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। যাহারা ব্রতলোপকারী ও আশ্রমভ্রষ্ট, তাহারা সন্দংশ নরকে গমন করে। ব্রহ্মচারী হইয়া যাহারা দিবাভাগে রেতস্খলন করে, যাহারা পুত্র কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হয়, শবভোজন নরকে তাহাদের গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কূটসাক্ষ্য বা পক্ষপাত করিয়া সাক্ষ্য দেয়, অথবা সাক্ষ্যপ্রদানকালে মিথ্যা বলে, তাহারা রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া অশেষ যাতনা প্রাপ্ত হয়। যাহারা বেদনিন্দক, বেদবিক্রয়ী ও মর্য্যাদাদূষক, ভয়ঙ্কর মহাজ্বাল নরকে তাহাদের গতি হয়।

'হে রাজন্! উল্লিখিত নরকসমূহ ব্যতীত আরও শত শত সহস্র সহস্র নরক বিদ্যমান আছে। দুষ্কৃতকারীরা তাহাতে নিপতিত হইয়া ঘোর যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা কায়মনোবাক্যে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা অধঃশিরা নরকে অধঃশিরা হইয়া পড়িয়া থাকে; দেবতারা স্বর্গ হইতে তাহাদের কর্ম্মফল দর্শন পূর্ব্বক কৌতুক করেন।

'হে বৎস! স্বর্গে যত প্রাণী অনুষ্ঠান করেন, নরকেও তত প্রাণী বিদ্যমান। ফলতঃ পাপী ব্যক্তিরা প্রায়শ্চিত্তকরণে, বিমুখ হইলেই তাহাদিগকে নরকভোগ করিতে হয়।

তপস্যা ও কর্ম্মাত্মক প্রায়শ্চিত্ত বহুবিধ। কিন্তু সকল প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রীহরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ। যে পুরুষের পাপ করিবামাত্র অনুতাপ হয়, তাহার হরিস্মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। যিনি ত্রিসন্ধ্য হরিস্মরণ করেন, তিনি সদ্যঃ ক্ষীণপাপ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন। হরিস্মরণ দ্বারা যাহার পাপরাশি বিদূরিত হয়, মুক্তি তাহার করগত হইয়া থাকে; স্বর্গ তাহার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। হোম, জপ, তপ, পূজা প্রভৃতি সময়ে ভগবান্ বাসুদেবে যাহার মতি হয়, তাহার নিকট ইন্দ্রপদাদিও অকিঞ্চিৎকর; কেননা, স্বর্গগমন কোথায় আর অপুনর্ভবই বা কোথায়? এই উভয় কদাচ সমান হইতে পারে না। ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণপ্রসাদে সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; অতএব অহর্নিশ হরিস্মরণ করা সর্ব্বথা বিধেয়। তাহা হইলেই ক্ষীণপাপ হইয়া নরকপাত হইতে নিবারিত ও মুক্তিপদে স্থাপিত হইয়া যাইতে পারে।

'হে রাজন্। মনের প্রীতির নাম স্বর্গ; তাহার বিপরীতই নরক।

পরিণামে পাপ-পুণ্যের নাম নরক ও স্বর্গ নহে। কারণ, যে বস্তু এক সময়ের দুঃখের কারণ হয়, তাহাই সময়ান্তরে সুখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক কোন বস্তু নাই। লোকে যে সুখ-দুঃখ বিভাগ করে, তাহা মনের পরিণামমাত্র। এই জন্যই জ্ঞানীগণ জ্ঞানকেই সার বলিয়া থাকেন। ফলতঃ তাহাই পরব্রহ্ম এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই জ্ঞানাত্মক ব্রহ্ম। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব বৎস! জ্ঞানযোগের বিষয় ও ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।

'রাজন্! সকল বস্তুর যাহা কারণ, তাহাই সাধন বলিয়া কথিত আর যাহা আপনার প্রয়োজনার্থ অভিমত, তাহার নাম সাধ্য। প্রস্তাবিত বিষয়ে মুক্তিকামী যোগীর দেহাত্মবিবেক মুক্তির সাধন। কারণ, ত্বংপদার্থ-শুদ্ধি ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভবে না এবং সাধ্য তৎপদলক্ষ্য পরব্রহ্ম। যেহেতু, তিনি নিত্য সুখস্বরূপ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আবৃত্তি হয় না। বৎস! দেহাত্মবিবেকরূপ যে সাধন, যাহা দ্বারা ত্বংপদার্থ-শোধন হয়, তাহার অবলম্বন-রূপ যে শুদ্ধ ত্বংপদার্থবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই যোগীর মুক্তির হেতু হইয়া থাকে; তাহাই চতুর্ভেদভূত ব্রহ্মের প্রথম অংশ। সংসারক্লেশ-মোচনার্থ যোগাভ্যাসকারী যোগীর সাধনীয় যে ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ক "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই তৎপদ-লক্ষ্যার্থের যে বিশেষরূপ জ্ঞান, তাহাই উহার দ্বিতীয় অংশ। সাধ্য ও সাধন এই উভয়ের পরস্পর ঐক্য দ্বারা "ব্রহ্ম আমি আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান যাহাতে জন্মে, তাহা উহার তৃতীয় অংশ। এই যে জ্ঞানত্রয়—অর্থাৎ ত্বংপদার্থ, তৎপদার্থ ও তদ্দ্বয়ের ঐক্যবিষয়ক এই তিনটি জ্ঞান, ইহার যে বিশেষ, ("আমি দেহাদিবিলক্ষণ বা সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম" এইরূপ যে ভেদ), তৎপরিত্যাগ দ্বারা দর্শিত যে নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপ, তাহার ন্যায় জ্ঞানময় হরির পরমপদ নামে সমাধি অব-স্থার যে জ্ঞান, তাহাই চতুর্ভেদভূত ব্রহ্মের চতুর্থ অংশ। ঐ জ্ঞান ধ্যানাদি সর্ব্বব্যাপারশূন্য, কেবল ব্যাপ্তিমাত্র। এই প্রকার জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে যে ব্যক্তি অবিদ্যানিরাস দ্বারা লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে জ্ঞানোত্তরকালীন নিরহঙ্কারকর্ম্ম ও ভোগ দ্বারা আর সংসারী হইতে হয় না। সেই ব্যক্তিই উক্তপ্রকার নির্ম্মল, নিত্য, সত্য, ব্যাপক, অক্ষর, অজর, লেপশূন্য পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুণ্য-পাপের উপযম ও ক্লেশক্ষয় হওয়াতে তিনি অতি নির্ম্মল ও অতি তেজস্বী হইয়া সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'বৎস! যে উপাসনা ঐ প্রকার ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন, সেই উপাসনার নিমিত্ত ঐ ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দুই রূপ কল্পনা করা যায়। ঐ দুই রূপ ক্ষর

ও অক্ষরস্বরূপ ; ঐ দুই রূপ সর্ব্বভূতেই অবস্থিত আছে ; তন্মধ্যে অক্ষর পরব্রহ্ম, আর ক্ষর এই সমস্ত জগৎ। যেমন অগ্নি একদেশস্থ হইলেও তাহার প্রভা সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ হয়, তাহার ন্যায় এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মের শক্তির বিস্তার-স্বরূপ। অগ্নিতে যেমন নৈকট্যহেতু প্রভার বহুত্ব ও দূরত্বহেতু অল্পত্ব এইরূপ তারতম্য বোধ হয়, তেমনি ব্রহ্মশক্তিরও ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে অবিদ্যারূপ আবরণের তারতম্য বশতঃ তারতম্য বিদ্যমান আছে। এই কারণেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন প্রধান ব্রহ্মশক্তি ; দেবগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন ব্রহ্মশক্তি, দক্ষাদি প্রজাপতি তদপেক্ষা ন্যূন, মনুষ্যগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, পশুপক্ষী-সরীসৃপাদি তদপেক্ষা হীন এবং বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদি তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র ব্রহ্মশক্তি। তাত ! এইরূপে অখিল জগৎ সেই অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। তাঁহার শক্তি-বশতঃ ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং জন্ম ও নাশ হয়।

'রাজন্ ! স্রষ্টৃত্বাদি সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয় বিষ্ণুই ব্রহ্মের বিশুদ্ধ উর্জ্জিত সত্ত্বাত্মক পরমমূর্ত্তি। যোগীরা সমাধির পূর্ব্বে যোগারম্ভে ঐ মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া থাকেন। তাত ! যোগীদের ঐরূপ মূর্ত্তি চিন্তার প্রয়োজন এই যে, মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মে মন একাগ্র হইলে অবলম্বন ও মন্ত্রজপাদি সহিত মহাযোগ সুস্থির হইবে, তাহাতে সমাধি পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। যে বিষ্ণুর উল্লেখ করিলাম, তিনি ব্রহ্মের যাবতীয় শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি কৃৎস্ন ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মাদি যেমন ব্রহ্মের অংশ, তিনি তদ্রূপ অংশ নহেন : তাঁহাতেই এই জগৎ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। তিনি এই জগতে বিদ্যমান এবং জগৎও তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ; ক্ষয় ও অক্ষররূপী সেই বিষ্ণু প্রকৃত্যাত্মক এই জগৎকে ভূষণ বা অস্ত্রস্বরূপে প্রতিপালন করেন। যিনি এই জগতের আত্মা বিশুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ: বিষ্ণু তাঁহাকে কৌস্তুভমণির তুল্য ধারণ করিতেছেন আর প্রধান শ্রীবৎস নামক স্থানে স্থিত হইয়া অনন্তে অধিষ্ঠিত আছেন। অধিকন্তু, বুদ্ধিসহিত যে প্রধান, তাহা গদারূপে সেই মাধবে নিরন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। তামস ভূতাদি ও রাজস ইন্দ্রিয়াদি এই দ্বিবিধ অহঙ্কার শঙ্খ ও শার্ঙ্গরূপে সংস্থিত। বায়ুবৎ বেগগামী অথচ বায়ুরও অতিক্রমকারী সাত্ত্বিক অহঙ্কারাত্মক মন চক্রস্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। হে রাজন্ ! বিষ্ণুর মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও বজ্র—এই পঞ্চরূপ যে বৈজয়ন্তীমালা, তাহাই পঞ্চতন্মাত্রপংক্তি এবং মহাভূতপুঞ্জ। জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষ ইন্দ্রিয়, ভগবান্ সে সমস্তকে অশেষ শররূপে ধারণ করিতেছেন। তিনি যে সুবিমল অসিরত্ন ধারণ করিতেছেন, তাহাই বিদ্যাময় জ্ঞান ; ঐ জ্ঞান অবিদ্যারূপ কোশে সংস্থিত। এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণুতে পুরুষ,

প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, স্থূল-সূক্ষ্ম ভূত, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম, বিদ্যা ও অবিদ্যা সকলই আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও তিনি রূপবিহীন, তথাপি মায়ারূপ হইয়া প্রাণিগণের কল্যাণার্থ অস্ত্রভূষণসংস্থান স্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বিকারসহিত প্রধান ও পুরুষ এবং অখিল জগৎ ধারণ করেন। বিদ্যা, অবিদ্যা, সৎ, অসৎ সমস্তই সেই সর্ব্বভূতেশ ভগবান্ বাসুদেবে বর্ত্তমান। অব্যয়, অপার, ভগবান্ হরি কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, দিন, ঋতু, অয়ন ও বৎসর প্রভৃতি কালস্বরূপ। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক—এই সপ্তলোকও সেই ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ। তিনি লোকস্বরূপ, পূর্ব্বতন পুরুষদিগেরও পূর্ব্বজ এবং সকল বিদ্যার আধার। তিনি দেব, মানুষ, পশু পক্ষী প্রভৃতিরূপে অবস্থিত, অতএব সকলের ঈশ্বর, অনন্ত, ভূতমূর্ত্তি অথচ মূর্ত্তিবিহীন। ইতিহাস, উপবেদ, বেদাঙ্গ, মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, অশেষ পুরাণ, কল্পসূত্র, কাব্য, সঙ্গীতশাস্ত্র এ সমস্তই শব্দমূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর অংশ। মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত এবং এখানে বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ঐ ভগবান্ বিষ্ণুর শরীর। "আমিই হরি এবং এই সমস্তই হরি, তাঁহা ব্যতীত অন্য কারণ অথবা কার্য্য কিছুই নাই" যে ব্যক্তির মন এইরূপ হয়, রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্ব পদসকল তাহার উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয় না।

'হে বৎস! সংক্ষেপে তোমার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পবিত্র পিতৃকুল সমুজ্জ্বল কর'।"

দ্বাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য

সূত কহিলেন, "ঋষিপ্রবর বিভাণ্ড এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে তপোনিধি কৃশাশ্ব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য পরিজ্ঞাত থাকা নরপতিগণের অবশ্য উচিত; কেননা, তাঁহারা রাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জকে স্ব স্ব আশ্রমবিহিত ধর্ম্মে সংস্থাপিত রাখিতে যত্নবান্ থাকিবেন। এই হেতু আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর।

'দান, বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ—এই তিনটি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; এতদ্ব্যতীত তাঁহার চতুর্থ ধর্ম্ম নাই আর যাজন, অধ্যাপন ও পবিত্র ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ এই

তিনটি ব্রাহ্মণজাতির জীবিকা। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ—এই তিনটি ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম এবং পৃথিবীপালন ও শস্ত্রবিদ্যা তাঁহাদের জীবিকা? দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটি বৈশ্যজাতির ধর্ম্ম এবং বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিনটি উহাদের জীবিকা। হে বৎস! দান, যজ্ঞ ও দ্বিজসেবা শূদ্রজাতির ধর্ম্ম এবং দ্বিজসেবা ও ক্রয়-বিক্রয় উহাদের জীবিকা।

'মনুষ্যগণ স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মে অবিচ্যুত হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; পরন্তু নিষিদ্ধনিষেবনে তাহাদের নরকপাত হইয়া থাকে। যতদিন উপনয়ন না হয়, তাবৎকাল ব্রাহ্মণজাতি যথারুচি কর্ম্ম ও আহার করিবে, কিন্তু উপনয়ন হইলে তৎপর হইতে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিতে হয়।

'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিপ্রজাতির যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসেবা, স্নান, ভিক্ষার্থ পর্য্যটন, গুরুর প্রতি নিবেদন পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন-ভোজন গুরুর কর্ম্মে উদ্‌যোগী থাকা, তৎপ্রীতি উৎপাদন, গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া অনন্যমধ্যে অধ্যয়ন, এই সমস্ত ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। হে বৎস! ব্রহ্মচারী এক, দুই অথবা সমস্ত বেদ গুরুসকাশে অধ্যয়ন করিবে; তৎপরে তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান ও সমাবর্ত্তন-পূর্ব্বক গার্হস্থ্যকামনায় গৃহস্থাশ্রমে কিংবা ইচ্ছা হইলে চতুর্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবে। পরন্তু যদি ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অন্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন গুরুগৃহেই ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবে। যদি গুরুদেব জীবিত না থাকেন, তদীয় পুত্র, তদভাবে তদীয় স্ত্রীর প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিয়া কালযাপন করিবে।

'গৃহস্থাশ্রম কামনা করিয়া যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনি যথাবিধি সমাবর্ত্তন করিয়া অসমানগোত্রপ্রবরা সুলক্ষণলক্ষিতা আরোগিণী ভার্য্যা গ্রহণ করিবেন। পরে অগর্হিত কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পিতৃ, দেব ও অতিথিপূজা এবং আশ্রিতজনের ভরণপোষণ করিবেন। ভৃত্য, পুত্র, দাস, অন্ধ, পতিত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে যথাশক্তি অন্নাদি দ্বারা পালন করিবেন। হে বৎস! পশুপক্ষ্যাদিকেও যথাশক্তি অন্ন-দান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য; এই সকলই গৃহস্থের ধর্ম্ম; এতদ্ব্যতীত ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমনও তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

'গৃহস্থ ব্যক্তি আপনার শক্ত্যনুসারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। পিতৃ, দেব, অতিথি, জ্ঞাতি ইঁহাদের ভোজন সমাপন হইলে স্বয়ং ভোজন করিবে; প্রাজ্ঞপুরুষ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যখন আপনার পুত্রকন্যার সন্ততি দেখিবেন এবং

স্বীয় দেহ পরিণত হইয়াছে জানিতে পারিবেন, তখন আপনার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বানপ্রস্থাশ্রমে প্রস্থান করিবেন। তথায় গিয়া আরণ্যফলমূলাদি ভক্ষণ ও তপস্যা দ্বারা দেহ শোষণ করিতে থাকিবেন। প্রত্যহ ভূমিশয্যায় শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং পিতৃ, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিবেন। সায়ং-প্রাতঃ হোম, ত্রিসন্ধ্যানুষ্ঠান এবং জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক কালাতিপাত করাই বানপ্রস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য; এতদ্ব্যতীত আপনার পাতকশোধনার্থ সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিতে যত্ন করিবেন এবং বন্যস্নেহসেবায় রত হইবেন।

'বানপ্রস্থাশ্রমের পর চতুর্থাশ্রম, ইহাকেই ভিক্ষুকাশ্রম বা যত্যাশ্রম বলে। যে পুরুষ আশ্রম-চতুষ্টয়ার্থী, তাঁহার পক্ষে এই আশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বকামবর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য, অকোপিতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, এক গৃহে বহুদিন অনবস্থিতি, ক্রিয়ার অননুষ্ঠান, একবারমাত্র ভৈক্ষ্যান্ন ভোজন, আত্মজ্ঞানেচ্ছা, আত্মদর্শন, এই সমস্তই চতুর্থাশ্রমের ধর্ম্ম।

'সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অকার্পণ্য, সন্তোষ—এই অষ্টবিধ ধর্ম্ম সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের সাধারণ। এই সকল সাধারণ ধর্ম্মে এবং সকল বর্ণ ও আশ্রমের অসাধারণ ধর্ম্মে সদা বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আপনার বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান হয়, রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে নরপতির ইষ্টাপূর্ত্ত সমুদয় ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকল বর্ণ ও আশ্রমিদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত রাখা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতিগণ যথাযথ দণ্ডপ্রদান পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জকে স্ব স্ব ধর্ম্মে ও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে স্থাপিত রাখিবেন।

'হে রাজন্! গার্হস্থ্যাশ্রমের অনুবর্ত্তী ব্যক্তির যাহা যাহা কর্ত্তব্য, যে যে কর্ম্ম করিলে উন্নতি হয়, যে যে কর্ম্ম মানবগণের উপকারার্থ হইয়া থাকে, যাহা যাহা গৃহস্থের বর্জ্জনীয় এবং যে যে প্রকারে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

'গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়াই মানবগণ এই সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং তদ্দ্বারাই তাঁহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত লোক জয় করা হয়। পিতৃগণ, মুনিগণ, দেবগণ, ভূতবর্গ, মানববৃন্দ, কৃমি-কীট, পশু, পক্ষী, অসুর, সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনধারণ করে ও পরমা তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় এবং "বোধ হয় আমাদিগকে কিছু দিবেন" ইহা ভাবিয়া গৃহস্থের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

'বৎস! বেদময়ী ধেনু সকলের আধারভূতা, তাঁহাতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত

আছে। সেই ধেনু বিশ্বের হেতুভূতা ; ঋগ্বেদ তাঁহার পৃষ্ঠ, যজুঃ তাঁহার মধ্য সামবেদ মুখ ও মস্তক, ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম তাঁহার বিষাণ, সাধু ও সদুক্তি তাঁহার রোম, শান্তি ও পুষ্টি তাঁহার বিষ্ঠা-মূত্র। ঐ ধেনু বর্ণপাদে প্রতিষ্ঠিতা, তিনিই জগতের আজীব্য, তাঁহার ক্ষয় বা অপচয় নাই। সেই ত্রয়ীময়ী ধেনুর চারিটি স্তন,—স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্কার ও হন্তকার। তন্মধ্যে স্বাহা-কার স্তন দেবতারা পান করেন, স্বধাকার স্তনে পিতৃলোক আসক্ত, বষট্কার স্তন মুনিদিগের প্রিয় এবং হন্তকার স্তন মনুষ্যগণ নিরন্তর পান করিয়া থাকে। হে বৎস! ত্রয়ীময়ী ধেনু এই প্রকারে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সকল স্তনের উচ্ছেদকারী, তাহার তুল্য পাপাত্মা আর নাই। সে তজ্জনিত পাপে তামস, অন্ধতামিস্র ও তামিস্র নরকে নিমগ্ন হয়। যিনি যথা-যোগ্য সময়ে অমরাদি পৃথক পৃথক বৎস দ্বারা ঐ ধেনুর পৃথক্ পৃথক্ স্তন পান করান তিনি স্বর্গবাসী হইয়া থাকেন। অতএব হে তাত! দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীকে প্রত্যহ স্বদেহবৎ পোষণ করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এই কারণেই স্নানান্তে শুচি হইয়া সমাহিতচিত্তে জল প্রদান পূর্ব্বক দেব, ঋষি এবং পিতৃগণের ও প্রজাপতিদিগের তর্পণ করিবে। গৃহী ব্যক্তিরা গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা দেবপূজা করিয়া অগ্নিতর্পণ ও যথাবিধি বৈশ্বদেববলি প্রদান করিবে। তদনন্তর পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নাদি দান ও পশুপক্ষ্যাদির উদ্দেশে ভূতবলি প্রদান করিতে হয়।

'তদনন্তর হস্তপ্রক্ষালন করিয়া দ্বারের দিকে অবলোকন করিয়া থাকিবে। অষ্টমমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিথি ও অভ্যাগতের আগমনকাল। যদি সেই সময়ের মধ্যে অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যথাশক্তি গন্ধপুষ্প ও অন্নাদি দ্বারা সৎকার করিবে। বৎস! মিত্র ব্যক্তিকে অথবা একগ্রামনিবাসী ব্যক্তিকে অতিথি জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, মধ্যাহ্নসময়ে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিই অতিথি বলিয়া পরিগণিত। অকিঞ্চন, ভিক্ষু, শ্রান্ত ও বুভুক্ষু ব্রাহ্মণকেও অতিথি জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ অতিথি সমাগত হইলে যথাশক্তি পূজা করিবে। বিজ্ঞ গৃহী ঐ প্রকার অতিথির গোত্র বা কুল কিংবা অধ্যয়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না। তাহার আকৃতি শোভনই হউক বা অশোভনই হউক্, তাহাকে প্রজাপতিসম জ্ঞানে মান্য করিতে হয়। অতিথির পরিতোষ হইলে গৃহী ব্যক্তি নৃ-যজ্ঞার্থ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অতিথিকে না দিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে কেবল কিল্বিষভোজী। সে নিরন্তর পাপই ভোজন করে এবং অন্যজন্মে তাহাকে বিষ্ঠাভোজী হইয়া জন্ম-

গ্রহণ করিতে হয়। হে তাত ! অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার যাহার গৃহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই সেই গৃহস্থকে স্বীয় দুষ্কৃত দিয়া তাহাদের পুণ্য লইয়া গমন করে। অতএব অতিথি উপস্থিত হইলে জলমাত্র দান অথবা আপনি যাহা ভোজন করে, তাবন্মাত্র অর্পণ করিয়া তদ্দ্বারাই আদর পূর্ব্বক সেবা করা কর্ত্তব্য'।"

'গৃহস্থ ব্যক্তি অহরহ অন্নাদি উদকমাত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে অশক্ত হইলে একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। যে অন্ন দিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার অগ্রভাগ উদ্ধার পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। পরিব্রাজক, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইয়া যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। ভিক্ষার প্রমাণ এক গ্রাস মাত্র। চারি গ্রাস পরিমাণে ভিক্ষা দিলে তাহার নাম অগ্রভিক্ষা ; ঐ অগ্রভিক্ষা চতুর্গুণ হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে হন্তকার বলিয়া থাকেন। বৎস' গৃহীপুরুষ কদাপি হন্তকার ভোজন বা ভিক্ষা না দিয়া ভক্ষণ করিবে না। অভ্যাগত, অতিথি, জ্ঞাতি, বন্ধু, যাচক, বিকল, আতুর, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতিকেও আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু অকিঞ্চন যে কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন বাঞ্ছা করে, বিভব থাকিলে, সমর্থ হইলে, তাহাকেই ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের সর্ব্বথা উচিত'।

রাজন্ ! সায়ংকালে যদি কোন অথিতি আগমন করে, তাহারও প্রতি পূর্ব্ববৎ আতিথ্য করিবে, অর্থাৎ শয়ন, আসন ও ভোজনাদি দ্বারা যথোচিত পূজা করিবে। হে তাত ! এই প্রকারে যে পুরুষ গার্হস্থ্যভার স্কন্ধে করিয়া যথাবিধি বহন করেন, দেবতা, পিতৃলোক এবং ঋষিগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা কল্যাণবর্ষী হইয়া থাকেন। গৃহস্থপ্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পশুপক্ষীগণ, অধিক কি, অতি ক্ষুদ্র কীট-সকলও পরিতৃপ্ত হয় ; অতএব মহর্ষি অত্রি গৃহস্থাশ্রম-সংক্রান্ত একটি গাথা গান করিয়া থাকেন ; তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। "গৃহস্থ পুরুষ যথাশক্তি দেব, পিতৃ, অতিথি, বন্ধু-বান্ধব, কন্যা, পুত্রবধূ ও গুরুজনের পূজা করিয়া অনায়াসে স্বর্গবাসী হন। বিভব থাকিলে অহরহ কুক্কুর, চাণ্ডাল ও পক্ষী প্রভৃতির জন্যও ভূমিতে অন্ন নির্ব্বপণ করিবে। গৃহে মাংস, অন্ন, শাক প্রভৃতি কোন প্রকার সামগ্রী উপস্থিত হইলে যতক্ষণ যথাবিধি পিতৃ ও অতিথির উদ্দেশে প্রদত্ত না হয়, তাবৎ ঐ সমস্ত স্বয়ং ভোজন করিবে না'।"

'হে রাজন্ ! সংক্ষেপে তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তিত হইল, তুমি এই সকল বিধি পালনপূর্ব্বক যথানিয়মে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দান ধর্ম্ম

সূত কহিলেন, 'ভগবন্ ! মহামনা ও মহাতপা কৃশাশ্ব এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহর্ষি দেবল যথাবিধি আশীর্ব্বাদ, সমুচিত অভিনন্দন ও সভাজনপুরঃসর পরীক্ষিৎকে প্রীতিপূর্ণবাক্যে কহিলেন, বৎস ! যে বংশে তোমার জন্ম, সেই পবিত্র পাণ্ডুবংশ ধর্ম্ম ও অন্যান্য নানাকারণে ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আশা করি, তুমিও সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক, তোমার গুণে বংশগৌরব আরও সমুজ্জ্বলতর দীপ্তি ধারণ করুক। সেই পুত্রই সৎপুত্র, যাহা দ্বারা পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল হয়। সেই দানই দান, যাহাতে স্বার্থের লেশমাত্রও থাকে না। সেই বিদ্যাই বিদ্যা, যাহা দ্বারা প্রকৃতজ্ঞানলাভ হয় এবং সেই রাজাই রাজা, যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন। প্রার্থনা করি, আশীর্ব্বাদ করি, আশা করি, তোমাতে যেন কোন কালেই কোনরূপে এই সকলের অন্যথা দৃষ্ট হয় না।

'তাত ! তুমি আজি সৌভাগ্যবশে বহুপুণ্যফলে এই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ। সচরাচর সকলের ভাগ্যে ইহা ঘটে না। এই পদ অসংখ্য দায়িত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। এইজন্যই দানাদি ধর্ম্মের বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি, স্থিরচিত্তে অবধান কর।

'বৎস ! উপযুক্ত পাত্রে দান করাই শাস্ত্রের বিধি। ব্রাহ্মণ, স্বজন, অভ্যাগত, রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ হৃতদার, হৃতসর্ব্বস্ব, ব্রতী, উপদ্রুত, শত্রুভীত, ধার্ম্মিক, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও দরিদ্র, সচরাচর এই সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করিবে। অথবা, দয়া হইলে, যাহাকে তাহাকে দান করিতে পারে, তাহাতে পাত্রাপাত্র বিচার করিবার আবশ্যক নাই। অশন, বসন, শয়ন, আসন, পান, ভূমি এই কয়টিই উৎকৃষ্ট দানমধ্যে পরিগণিত। বিদ্যাদান সর্ব্বদানের শ্রেষ্ঠ। তাত ! উপযুক্ত অবসর পাইলেই তুমি দান করিবে। দান অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর নাই। গয়, অম্বরীষ, উশীনর, মান্ধাতা প্রভৃতি মহাধুরন্ধরগণ বিধানানুসারে দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, শ্রেষ্ঠপদে অধিরোহণ করিয়াছেন। সুরগণও তাঁহাদের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। চণ্ডালও দানধর্ম্মনিরত হইলে, পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। দানের ফল প্রত্যক্ষ। যাহাকে দান করা যায়,

সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করে এবং আন্তরিক প্রীতিদর্শন করিতে থাকে। তাহাতে দাতার চিত্ত নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ইহাই প্রত্যক্ষ ফল। পরোক্ষ-ফলের তো কথাই নাই! পরলোকে সুখবাস—স্বর্গ-বাস হয়।

'রাজন্! যাহাতে লোক মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হয়, ভ্রমেও তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। কাহারও বৃত্তিচ্ছেদ করিবে না, বন্ধুবিচ্ছেদ বা স্ত্রীবিচ্ছেদ করিবে না এবং আশা দিয়া কাহাকেও নিরাশ করিবে না। ঔদ্ধত্যপ্রকাশ ও অপ্রিয়বাক্য-প্রয়োগ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে। কদাচ কোন কারণে যেন দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি না জন্মে। বেদ বিক্রয় করিবে না। ক্ষমতা বিদ্যমানে দান করিতে কুণ্ঠিত বা কৃপণ হইও না। বিনাপরাধে উপাধ্যায় বা ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করিবে না। আপনা অপেক্ষা হীনবলকে উৎপীড়িত করিবে না। আপনা অপেক্ষা বলিষ্ঠের সঙ্গেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে নাই। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, আতুর এবং তৎসদৃশ অন্যান্য ব্যক্তি আদরের পাত্র। তাহাদিগকে সাদরে ভরণ পোষণ করিবে। ব্রাহ্মণের ও দরিদ্রের উপর পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করত দান করিবে না। পিষ্টের পেষণ ও মৃতের উপর খড়্গাঘাত করিবে না। লঘুপাপে গুরুদণ্ড-বিধান শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অভ্যাগত ও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয়-দান করিবে, প্রাণান্তে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না। আত্মশ্লাঘা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

'পাপ ত্রিবিধ;—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাগমন এই তিনটি কায়িক; অসদালাপ, নিষ্ঠুরবাদিতা, মিথ্যাভাষণ ও পরপরিবাদ এই কয়টি বাচিক এবং পরদ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্টচেষ্টা ও বেদে অশ্রদ্ধা প্রভৃতিই মানসিক পাপ বলিয়া অভিহিত। এই ত্রিবিধ পাপ পরিহাস করাই সর্ব্বথা বিধেয়। তাহা হইলেই ইহ পর উভয়ত্র সুখসমৃদ্ধি লাভ করা যায়।

'পবিত্রতার আস্পদ হইতে হইলে অন্তরে শ্রদ্ধাকে আশ্রয় প্রদান করিবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ক্ষমা, আনৃশংস্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সারল্য—এই কয়টিই ধর্ম্মের লক্ষণ। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি ও পত্নীপ্রণয় প্রভৃতিও ধর্ম্মনামের যোগ্য। কারণ, এইগুলিই লৌকিক যাত্রার উপায় এবং পরলোকেও ইহা দ্বারা শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাণ্ডকারীকে দান, শঠকে আশ্রয়-প্রদান ও অসতের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। চোরের প্রতি দয়া-প্রদর্শন নীতিবিরুদ্ধ। হে বৎস! তুমি

দয়ালু হইবে, ক্ষমাশীল হইবে, সহিষ্ণু হইবে, মিতাচারী হইবে এবং সত্যনিষ্ঠ হইবে। যাহা কিছু ভাল, তাহারই সমাদর করিবে এবং যাহা কিছু মন্দ, তাহাও দূরে বর্জ্জন করিবে। ভাল ক্ষুদ্র হইলেও মহান্ এবং মন্দ মহান্ হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবহিত হইয়া উভয়ের পরিগ্রহ ও অপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে। বিষয়বৈরাগ্যই মূর্ত্তিমতী পরিত্রতা এবং বাক্শুদ্ধিই সাক্ষাৎ বশীকরণস্বরূপ।

রাজন্! সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত সময় আছে। অতএব পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে সঞ্চয় ও অপরাহ্নে ভোগ করিবে। যথান্যায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গেরই সেবা করিতে হয়। ভিক্ষুককে আহ্বান করিয়া শক্ত্যনুসারে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে, কদাচ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা দিও না। রহস্যভেদ, মর্ম্মচ্ছেদ, অথবা প্রাণান্তেও সৎকার্য্যের ব্যাঘাত করিবে না। অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে উত্তেজনা করিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনাকে বলবান্ ভাবিয়া দুর্ব্বলের প্রতি কদাচ পীড়ন করিবে না। অন্ধ, পঙ্গু ও জড়ের সর্ব্বস্ব-হরণে যেন কদাচ তোমার মতি না হয়! বালক, বিধবা ও আশ্রিতের শোষণ করিবে না। পরিজন ও ভৃত্যদিগকে ক্লেশপ্রদান করিবে না; যাহাতে তাহারা সুখে থাকে, সর্ব্বোতাভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। ক্ষুধাতুরের খাদ্য হরণ বা পিপাসাতুরের জলপান রোধ করিবে না।

'বৎস! একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিও। স্ত্রী ও মদ্য অপেক্ষা মোহজনকতা জগতের অন্য কোন পদার্থেই নাই; সুতরাং মদ্যপান, মদ্যদান ও মদ্যগ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। বিবাহিতা স্ত্রী আদরের পাত্রী, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী মনে করিও না। কাম চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে উপভোগ করিবে না। একমাত্র ঋতুকালেই পুত্রোৎপাদনার্থ যথাবিধি তৎসঙ্গ করিবে।

বৎস! অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রকৃতি বন্ধু আর নাই এবং সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সহায় ও আশ্রয়ও আর দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। অতএব তুমি স্বতঃ-পরতঃ ধর্ম্মের ও সত্যের সেবা করিবে। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় এবং যেখানে সত্য, সেইখানেই সদ্গতি। এবিষয়ে তোমার জ্যেষ্ঠ পিতামহ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুধিষ্ঠির অপেক্ষা দুর্য্যোধন অনেকাংশে সহায়সম্পন্ন হইয়াও পাপবশতঃ কুরুক্ষেত্র-সমরে পরাজিত হইয়াছেন।* অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বথা ব্রহ্মমার্গে

মোক্ষমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিবে। সাবধান, কোনরূপে যেন তোমা হইতে এই পবিত্র রাজপদ কলঙ্কিত ও সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডববংশ কলুষিত না হয়'।"

পরীক্ষিতের মৃগয়া

শৌনক কহিলেন, "হে মহামতে সূত! তুমি জন্মজন্মে বহু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ। সেই পুণ্যফলেই শুভক্ষণে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সকাশে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার মুখপদ্মবিনির্গত বাণী সুধাধারা অপেক্ষাও আনন্দকরী ও প্রীতিসাধিনী। উহা আত্মা ও অন্তরাত্মার পূর্ণসুখ উৎপাদন করে। এই জন্যই পুনঃ পুনঃ উহা শ্রবণ করিতে আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। অতএব তুমি পুনরায় পবিত্র হরিগুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর।"

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! তাপসগণ এইরূপ উপদেশ ও সভাজনাদি করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রতিপ্রস্থিত হইলে এবং পাণ্ডবকুলধুরন্ধর ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরও উপযুক্ত পৌত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্তহৃদয়ে ব্রহ্মপথের অনুসরণ করিলে, মহামনা পরীক্ষিৎ যথাবিধানে উপদেশমতে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুন্দর শাসনগুণে সমগ্র বসুন্ধরা অচিরকালমধ্যেই সুখসৌভাগ্য সুশোভিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মশীল রাজা পরীক্ষিতের ভয়ে কলি তৎকালে রাজ্যসীমায় পদার্পণ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং পুণ্যশীল রাজার গুণে লোকের মুক্তিমার্গ পরিষ্কৃত হইল। ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হইয়া তদীয় রাজ্যে সতত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

'এদিকে ঋষিপ্রহর পর্ব্বতের শাপমোচনের সময় উপস্থিত হইল। একান্তচিত্তে নিরন্তর ব্রহ্মবিষয়ের আলোচনায় যাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, ধর্ম্মই যাঁহাদের সহায়সম্পদ্, তাদৃশ মহানুভব পুরুষগণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুগৃহীত। হে তাপসবৃন্দ! তাঁহাদের বাক্য অথবা তাঁহাদের চিন্তনীয় বিষয় কেহই কোনকালে অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। অধিক কি, ইন্দ্রের বজ্রও ব্রহ্মদণ্ডের নিকট পরাভূত হয়। দেখুন, সামান্যপ্রাণ পরীক্ষিতের কথা দূরে থাকুক, মহর্ষির বাক্যমাত্রে সুরপতির বজ্রসহিত হস্তও স্তম্ভিত

হইয়াছিল।* ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানেরা অব্যর্থ ব্রহ্মদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াই বহুদিন যাবৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। সৌভাগ্যবশে ভগীরথ বহুকষ্টে তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। ফল কথা, যে সময়ের যে ঘটনা, তাঁহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। কিছুতেই তাহার লঙ্ঘন হইবে না।

"হরিপরায়ণ মহামনা পরীক্ষিৎ কিছুদিন সুখস্বচ্ছন্দে নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা সকল ভুবনে সমুচ্চ হইল। একদা ঋষিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্ত, নিয়তির অপরিহার্য্যতাবশতঃ, ভবিতব্যতার দুরতিক্রমণীয়তা নিবন্ধন, তত্তদ্-ঘটনার অনভিভাব্যতাপ্রযুক্ত অথবা অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তাবশতঃ তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বনমধ্যে গমন করিলেন। অহো! মানুষের অসারতা, ক্ষুদ্রতা ও জঘন্যতা কি ভয়ঙ্কর! সে কোন সময়ে কি প্রকারে মরিবে, তাহা বুঝিতে পারে না, বলিতেও পারে না! অধিক কি, সেই এক মুহূর্ত্তে মরিবে। কিন্তু ক্ষণপূর্ব্বেও তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। অনেকে কথা কহিতে কহিতে বা এই বসিয়া আছে, মরিয়া গেল। কিন্তু অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। মানুষ যে পশুর সমান, ইহাই তাহার প্রমাণ। অথবা মানুষ পশু অপেক্ষাও অধম। কারণ পশু অপেক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানাদিসম্পন্ন হইলেও সে মৃত্যুবিষয়ে পশুর ন্যায় অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মন্! অদ্য ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইতে হইবে, ইহা যদি রাজা পরীক্ষিতের বিদিত থাকিত, তাহা হইলে সেদিন কদাচ তিনি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন না। না জানিয়াই ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নির সম্মুখে গমন করে; না জানিয়াই সেই বহ্নিমুখে নিপতিত হইয়া আত্মপ্রাণ হারায়। মানুষও সেইরূপ অনেক সময় না জানিয়াই বিপদের মুখে গমন করে; না জানিয়াই বিপদ্‌সাগরে ঝম্প দেয়। অগত্যা আত্মপ্রাণকে ভীষণ সংকটে নিপাতিত করে। হায়! পাণ্ডুকুলতিলক পরীক্ষিতের তাহাই ঘটিয়াছিল।

"বনভূভাগের অভ্যন্তরে তপোনিধি শমীকের শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ বিরাজিত। সেই মহর্ষি সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগবিশিষ্ট, শিষ্টপ্রধান ও

---

* পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে, কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মাল্য স্বীয় মস্তকে ধারণ না করিয়া সবজ্র হস্ত দ্বারা তাহা ঐরাবতবাহনের গলদেশে নিক্ষেপ করিলে, ঋষিপ্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপপ্রভাবে সুরপতির হস্ত স্তম্ভিত হয়। পরিশেষে ইন্দ্র বহু স্তবস্তুতি দ্বারা তাপসের প্রীতি উৎপাদন করিয়া শাপবিমুক্ত হন।

প্রধানপুরুষবিশেষজ্ঞ। রাজা পরীক্ষিৎ সেই তপোবনের অনতিদূরে কোন অরণ্যানীতে গমন করিয়া অতিমাত্র উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে নানাবিধ মৃগ, মহিষ এবং বৃক-সিংহাদি অসংখ্য অসংখ্য পশুবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা পরীক্ষিতের নিশিত শরনিকর চতুর্দিক সমাকীর্ণ করিয়া প্রচণ্ডবজ্রখণ্ডবৎ পতিত হওয়াতে তদ্বনবিহারী জন্তুগণ নিতান্তই অস্ত ভাবিয়া উদভ্রান্ত ও অত্যন্ত অশান্ত অন্তঃকরণে চীৎকার পুরঃসর ইতস্ততঃ সবেগে পলায়নপরায়ণ হইল। তদ্দর্শনে নরপতির অন্তর আগ্রহে ও উৎসাহে, পূর্ণচন্দ্রমা দর্শনে জলধির ন্যায় এবং প্রবাসাগত পতিসন্দর্শনে পতিপরায়ণা স্বামীগতৈকপ্রাণা সতীর চিত্তের ন্যায়, আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ, অধিকতর উৎসাহ ও অধিকতর পুরুষকারপ্রদর্শনপূর্ব্বক পশুবধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসংখ্য অসংখ্য মৃগ তাঁহার শরসম্পাতে সংবিদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ সমতীত হইলে একটি সুদৃশ্য মৃগ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতি অব্যর্থ শরসন্ধান করিলেন। হায়! ঐ মৃগই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইল: সে শরবিদ্ধ হইয়াও তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তাহার প্রাণের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, সুতরাং সে নিমেষমধ্যেই নৃপতির, দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। রাজারও অতিমাত্র আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনিও প্রাণপণে দ্রুতগতি তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কোনমতেই তাহার পদবী পরিহার করিলেন না। তাহাকে দেখিতে না পাইলেও সে যেদিকে ধাবমান হইয়াছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া তদনুবর্তী হইলেন। কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার অনুচরবৃন্দ কে কোথায় রহিল, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি একাকীই দ্রুতপদে গমন করিলেন।

"ব্রহ্মন্! আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধি ঘটে। অধঃপতনের পূর্ব্বক্ষণে লোকের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া বিপরীতচরণে প্রবৃত্ত হয়। রাজর্ষি পাণ্ডুর ন্যায় পরীক্ষিতের অধঃপতন আসন্ন হইয়াছিল। অথবা ভ্রমতমসান্ধ নর-জগতে এরূপ উপমার অভাব নাই। যাহা হউক, মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগলালসা পরিহারে অসংযতচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পরিণামবিবেকবিহীন সামান্য মানবের ন্যায় পূর্ব্বাপর বিবেচনা পরিহারপূর্ব্বক সামান্য মৃগের জন্য একাকী সেই গহনবনমধ্যে ধাবমান হইলেন! কি আশ্চর্য্য! সেই ক্ষুদ্র একটি মৃগ লইয়া তাঁহার কি হইবে? তিনি মনে করিলে গৃহে বসিয়াই তাদৃশ শত শত মৃগ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলে অনুচরবর্গসহায়েই

তাহাকে ধৃত করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় অতুলপরাক্রমশালী রাজর্ষি'র পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু কালের আসন্নতানিবন্ধন তাঁহার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য যেন কোন প্রাণাধিক অভীষ্টপদার্থ অপহৃত হইয়াছে, এই জ্ঞানে তিনি একাকী মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। হস্তে সশর-শরাসন, পৃষ্ঠে তূণীর, তদ্ব্যতিরেকে অন্য সহায়মাত্র নাই। তাদৃশ বেশে ঈদৃশ গমনবনে একাকী প্রবিষ্ট হওয়া, একাকী ধাবমান হওয়া, তাঁহার ন্যায় রাজার পক্ষে কতদূর সঙ্গত, তিনি তাহা আদৌ কিছুমাত্র আলোচনা করিলেন না।

"হে মহাভাগ! দুঃসহ পরিশ্রম ও আনুষঙ্গিক দারুণ পিপাসাবশে কণ্ঠশোষ উপস্থিত, বদনমণ্ডল মলিন, নয়নকমল প্রতিভাহীন, দেহ অবসন্ন, গতি শিথিলভাবাপন্ন, তেজ বিগলিত, উৎসাহ স্খলিত, আগ্রহ মন্দীভূত ও আবেগ খর্ব্বিত হইয়া আসিল। তদবস্থায় নরপতি মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে শমীক-ঋষির তপোবনে সমাগত হইলেন। দুরন্ত কাল যেন ভবিতব্যতারূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক তথায় উপনীত করিল।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

তপোবনই স্বর্গ

সূত কহিলেন, "ঋষে! অভিমনু্যনন্দন পরীক্ষিৎ শমীকাশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বসন্তকালীন সুখস্পর্শ স্নিগ্ধ সমীরণ একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, তত্রত্য তাপসগণের পরিচর্য্যা করত সমন্তাৎ প্রবাহিত হইতেছে। তত্রত্য উদ্যান ও উপবনরাজি ষড়ঋতু-সুলভ ফলকুসুমে সুশোভিত, সরোবরসমূহ নিত্যই কমলকুমুদ ও কুবলয়াদি নানারূপ জলজ পুষ্পে অলঙ্কৃত এবং হংস, কারণ্ডব, প্লব ও জলকুক্কুটাদি জলচর বিহঙ্গকুলের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুর নাদে প্রতিনাদিত। চন্দ্রমা নিত্য সেই আশ্রমে সমুদিত থাকিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করেন। সুরগণ প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করেন, লক্ষ্মী নিরন্তর বিরাজমান থাকেন এবং সরস্বতী তথায় নিত্য অধিষ্ঠান করেন। তথায় দুঃখ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই, সংশয় নাই, মোহ নাই, [illegible]াই, বিষাদ, অবসাদ নাই, প্রমাদ নাই, উন্মাদ নাই, ক্লেশ নাই, দ্বেষ [illegible]া নাই, বিভীষিকা নাই। মানুষ যেমন কখন ক্ষুধায়, কখন পিপা-

সায়, কখন চিন্তায়, কখন বা ভাবনায় অভিভূত হয়, এই পবিত্র তপোবনে কখনও সে প্রকার ঘটনা দৃষ্ট হয় না। মানুষ যেমন শৈশবে স্বভাবতঃ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, যৌবনে বিষয়ে লিপ্ত হয় ও বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত হয়, এ আশ্রমের কাহারও সহিত কখনও সে সম্বন্ধ নাই।

"তাপসবটুগণ তথায় দেববালকের ন্যায় চারিদিকে দলে দলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিংহশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। কেহ বা বৃদ্ধ সিংহ-সিংহীর কেশরসটা ধারণ পূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করিয়া কৌতুক করিতেছেন। কেহ বা মৃগশিশুর সহিত মৃগীর স্তনাপান করিতেছেন। কেহ বা ব্যাঘ্রশাবকের সহিত একত্র হইয়া, ব্যাঘ্রীর পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন। কেহ বা করিণীর শুণ্ডাদণ্ডে বসিয়া দোলায়মান গমন করিতেছেন। ফলতঃ নরলোকের ন্যায় তথায় হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, রাগ নাই, ক্রোধ নাই, পরস্পর বাদ নাই, বিবাদ নাই, বিসংবাদ নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, কলহ নাই, বিগ্রহ নাই এবং আগ্রহ নাই, নিগ্রহও নাই। সকলেই ভ্রাতৃ-ভাবে, বন্ধুভাবে, সখিভাবে ও পরম আত্মীয়ভাবে সম্বন্ধ ও সমবেত। এই পবিত্র তপোবন নেত্রগোচর করিলে বিধাতার আদিসৃষ্টি বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কাহার প্রতি কাহারও আক্রোশ বা রোষ নাই। অভিমান বা অতিমান নাই। সকলের চিত্তই বালকের ন্যায় সরল, সকলের হৃদয়-ভাবই সরলতায় পূর্ণ। সকলেই সরস্বতীর অনুগৃহীত, বিদ্যা ও জ্ঞানের বরপুত্র এবং শান্তির পরম প্রণয়াস্পদ বয়স্যস্বরূপ। এইজন্য সর্পে ও নকুলে এমন কি, জলে ও অনলেও পরম সম্প্রীতি বা একতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা চিরশত্রুও চিরমিত্র হয়, তাহারই নাম তপস্যার দিব্যপ্রভাব, তাহারই নাম তপস্যার অতুল বিক্রম, তাহারই নাম তপস্যার অনন্ত মহিমা।

"হে তাপসবৃন্দ! আপনাদিগের নিকট এ সকল বিষয় অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। আপনারা যেখানে অধিষ্ঠান করেন, সেই স্থানই স্বর্গ বা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টভাবাপন্ন সন্দেহ নাই। কারণ, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রও আপনাদের আনুগত্য করিয়া থাকেন। আপনাদের তপস্যার এরূপ প্রভাব যে, আপনারা মনে করিলে বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ এবং বরকে শাপ ও শাপকেও বর করিতে পারেন। আপনাদের প্রভাবে সুকঠিন বজ্রও কুসুমবৎ কোমল ও কুসুমও বজ্রবৎ কঠিনভাবে পরিণত হয়। ইহাকেই তপোবল কহে। আমি গুরুদেবপ্রমুখাৎ শ্রুত আছি, যাহা চিন্তা করা যায়, তপোবলে তাহাই সিদ্ধ করা যাইতে পারে। তপস্যার অসাধ্য জগৎ-সংসারে

কিছুই নাই। দানবপতি বিপ্রচিত্তি ব্রহ্মদত্ত বরে সমৃদ্ধত হইয়া যখন স্বর্গ-রাজ্য আক্রমণ করে, দেবরাজ তখন বজ্রপ্রহারেও তাহার প্রতিকারে সমর্থ হইলেন না। অগত্যা ভয়ে মহর্ষি শততপার শরণাগত হইলেন। দুর্ম্মতি দানব-পতি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দেবরাজের বিনাশ-কামনায় ঋষির আশ্রমপদে উপস্থিত হইল। ঋষিপ্রবর ধ্যানে মগ্ন ও মৌনী ছিলেন, তাহা দেখিয়াও সে সগর্বে কহিল, 'আমি ত্রিলোকপতি দানবকুলধুরন্ধর বিপ্রচিত্তি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। আপনার ন্যায়, অসংখ্য অসংখ্য ঋষি আমার দ্বারস্থ। তবে আপনি আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না কেন? ইচ্ছা করিলে, এখনই আমি আপনার তপোবন বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারি।' দুর্বৃত্তকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, বিবেচনা করিয়া মহর্ষি অগত্যা ধ্যান হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, ঈষৎ রুষ্টবাক্যে কহিলেন, 'রে দুরাত্মন! তোমার অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। কিছুই অত্যন্ত ভাল নহে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রের অশনিপাতেও তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, এই কারণে যদি তোমার এইরূপ গর্ব্বসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সামান্য কোমল পুষ্পই তোমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া ফেলিবে'।"

সূত কহিলেন, "ঋষে! ভগবান মহাতপা শততপা এই বলিয়া স্বীয় পূজাদ্রব্যের মধ্য হইতে একটি সামান্য পুষ্পগ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রচিত্তির বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্বৃত্ত দানব ইতিপূর্ব্বে কোন আঘাতেই আঘাত বোধ করে নাই। কিন্তু সেই সুকোমল কুসুমাঘাতেই আশু বজ্রাহত পর্ব্বত-শৃঙ্গবৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদবধি বুঝিতে পারিল, তপস্যার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। উহা রাত্রিতে দিন, দিনকে রাত্রি, সূর্য্যকে চন্দ্র ও চন্দ্রকে সূর্য্য করিতে পারে।"

ষোড়শ অধ্যায়

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ

সূত কহিলেন, "ভগবন্! রাজা পরীক্ষিৎ আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার মতিগতির কিছুই স্থিরতা ছিল না। সেইজন্য তাদৃশ শান্তিরসাস্পদ আশ্রমপদে উপস্থিত হইয়াও তাহার হৃদয়ে শান্তিলাভ হইল না। সেই শরবিদ্ধ মৃগই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। এদিকে

ক্ষুৎপিপাসাও বলবতী হইয়া তাঁহার চৈতন্য আচ্ছন্ন করিতেছিল। ক্ষীণপ্রাণ মানুষ সহজেই কাতর ও বিহ্বল হইয়া পড়ে। অথবা বিষয়সেবার দোষই এই, উহা অনুদিন দেহ মন উভয়কেই ক্ষীণ ও তেজোহীন করিয়া থাকে; এবিষয়ে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই। মানুষ অল্পেই রুষ্ট ও অল্পেই তুষ্ট হয়। পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিতেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।

"নরপতি ত্বরিতপদে আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, মহর্ষি মহাতপা তেজঃপুঞ্জকলেবরে যোগাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। ঋষির দর্শনই তখন তাঁহার কাল হইল। অথবা প্রবৃত্তিভেদে মানুষের গতিভেদ হয়; কেহ সুরদর্শনে অমরত্ব লাভ করে, কাহারও ভাগ্যে তদ্বিপরীত ঘটিয়া থাকে। কাহারও শাপে বর হয়, কাহারও বা বরে শাপ হইয়া থাকে। পরীক্ষিতের বরে শাপ ঘটিল। মৃগয়াকালে তাঁহার মন হিংসায় কুটিল ও দূষিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন মৃগলাভই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। তিনি মহামনা শমীককে দর্শনমাত্র সামান্য ঋষি জ্ঞানে কহিলেন, 'অহে তাপস! আমি একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছি, সে পলায়ন করিয়াছে; এইখান দিয়া মৃগ গিয়াছে কি? তুমি কি দেখিয়াছ'?"

শৌনক কহিলেন, "সূত! পরীক্ষিৎ কি এতই অবিবেচক ও এতই হীনপ্রাণ যে, ঋষিকে চিনিতে পারিলেন না?"

সূত কহিলেন, "ভগবন্! আমি পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধি ঘটে। তখন লোকে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণকেও বহ্নিতাপ জ্ঞান করে এবং প্রাণকেও মহাভারস্বরূপ বোধ করিয়া থাকে। অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানিলে পতঙ্গ কখনই ইচ্ছা করিয়া তাহাতে পতিত হইত না। পরীক্ষিতেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি একান্ত বিহ্বল ও বিকলচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্ষুৎপিপাসা, পরিশ্রম, অবসাদ এবং মৃগের অপ্রাপ্তিহেতু নৈরাশ্য ও নিৰ্ব্বেদ প্রভৃতি নানাকারণে তাঁহার ঐরূপ বিহ্বলদশা ঘটে। কাজেই তিনি ঋষিকে চিনিতে না পারিয়া ঐ প্রকার অসাধুজনোচিত উক্তিতে বলিলেন, "অহে তাপস! আমি একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছি, সে পলায়ন করিয়াছে; এইখান দিয়া গিয়াছে কি? তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ?"

শমীক ঋষি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ নিৰ্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয়নিবন্ধন তৎকালে তাঁহার নিৰ্ব্বাণাখ্য মুক্তিদশার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই কারণেই তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন; জড়ের সহিত তাঁহার তখন কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। তখন তিনি মৃত কি জীবিত, চেতন

কি জড়, তাহাই বা কে বুঝিবে ? এই জন্য, তিনি রাজাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। যে ব্যক্তি দেখিতে ও শুনিতে না পায়, সে কি প্রকারে কাহার উত্তর প্রদান করিবে ? এই জন্য রাজার কথায় ঋষি কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না ; যেমন ছিলেন, সেইরূপ যোগাসনেই বসিয়া রহিলেন। ব্রহ্মন্। যাঁহাদের মন পরমানন্দ-সুধা-পানে উন্মত্ত, তাঁহারা কি বাহ্যবিষয়ে আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ?—কখনই না। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বা সমস্ত জগতের একচ্ছত্রত্ব প্রদান করিলেও তাঁহারা ভস্মবৎ, তৃণবৎ, পুরীষবৎ, ন্যক্কারবৎ, তাহা দূরে পরিহার করেন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদাদি মহাপুরুষগণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পূর্ণব্রহ্ম দেবদেব রামচন্দ্র সমস্ত লঙ্কার আধিপত্য প্রদানে প্রলোভিত করিলেও পরমানন্দসুধাপানে পরিতৃপ্ত পরমভাগবত বিভীষণ বঞ্চনাজ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই।

"উত্তর না পাইয়া রাজা পরীক্ষিৎ ক্রোধে অন্ধীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রোষকষায়িত নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা পরুষাক্ষরে গর্ব্বিতবাক্যে কহিলেন, 'রে মূঢ় তাপস ! আমি পাণ্ডুকুলোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিৎ ; আমার প্রতাপে বহ্নি ও ভাস্করদেবেরও সন্তাপ জন্মে। তোমার ন্যায় সামান্য তপস্বীর কথা দূরে থাকুক্, প্রধান প্রধান মহর্ষিগণও আমার আরাধনা করেন। অধিক কি, আমি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ। পৃথিবী ন্যায়ানুসারে শাসন করিতেছি বলিয়াই তোমরা নির্ব্বিঘ্নে তপস্যাচারণ করিতেছ। অতএব শীঘ্র বল, রাজা পরীক্ষিৎ আমি তোমার নিকট স্বরং সমাগত হইয়াছি। রাজাজ্ঞা-পালন সকলের পক্ষেই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য'।"

সূত কহিলেন, "ভগবন্ ! সুবুদ্ধি হইয়াও পরীক্ষিতের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি এই বলিয়া তাপসবরের সমক্ষে শরাসনে ভর দিয়া দন্ডায়মান রহিলেন। ঋষি ত্রিলোকীতলের সমস্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছজ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার তৎকালীন মূর্ত্তি দর্শন করিলে বোধ হয়, স্বয়ং তপস্যাই যেন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। এইরূপে যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবন পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞানে পরিহার করিয়াছেন, সামান্য রাজা পরীক্ষিৎকে তিনি গ্রাহ্য করিবেন কেন ? সুতরাং তিনি কোন কথাই বলিলেন না। সত্য বটে, পরীক্ষিৎ রাজা। কিন্তু যাঁহারা সংসারের কিছুতেই কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারা রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধনী সমস্তই সমান জ্ঞান করেন। কাচ কাঞ্চন, ভস্ম চন্দন তাঁহাদের নিকট সমান। অধিকন্তু নিরন্তর পরব্রহ্মের ধ্যানধারণা দ্বারা যাঁহাদের ভয় নাই, প্রত্যুত যমও যাঁহাদিগকে ভয় করেন, তাঁহারা

সামান্য নরপতি পরীক্ষিৎকে ভয় করিবেন কেন ? অনুগ্রহই করিবেন। কাজে কাজেই মহাতপা শমীক, রাজা পরীক্ষিৎকে আগ্রহ্য করিয়া তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করিলেন না।

মহর্ষির মুখে উত্তর না পাইয়া পরীক্ষিতের অপমান বোধ হইল। সে অবমাননা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। নিরন্তর বিষয়ের সেবা করিলে মনে এক প্রকার অভিমান ও অহঙ্কারের উদয় হয়। সেই অহঙ্কার ও অভিমান হইতেই মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। রাজা পরীক্ষিৎ তাদৃশ অন্ধঅভিমানে অন্ধ হইয়া ঋষিকে সমুচিত প্রতিফল-প্রদানে ইচ্ছা করিলেন। ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ হইল! আর পরিত্রাণের উপায় নাই। তিনি এতকাল যে সমস্ত পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং এতদিন আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমান্যজ্ঞানে যে অপার গর্ব্ব সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আজি তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্তসহকৃত শেষদশা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃসহ রোগামর্ষে যেন শত-বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, বিবেকিতা সমস্তই তাঁহার অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়া গেল। তিনি আত্মহারা হইয়া, কি করিলে ঋষির উপযুক্ত শাস্তি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না সম্মুখে একটা মৃত সর্প পতিত ছিল, ধনুষ্কোটি দ্বারা তাহাই উত্তোলনপূর্ব্বক ঋষির গলদেশে লম্বিত করিয়া দিয়া কহিলেন, 'রে দুর্দ্বিজ! তোমার ন্যায় রাজাবমানকারী পুরুষদিগের পক্ষে এইরূপ শাস্তিই নীতিবিহিত ও উপযুক্ত।' এই বলিয়াই রাজা যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন এবং অচিরে স্বীয় সৈন্যসহ মিলিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। বনমধ্যে যে এই সকল ঘটনা ঘটিল, কাহারও নিকটে তাহা প্রকাশ করিলেন না।

"ঋষে! বহ্নিতে দগ্ধ হইলে স্বর্ণের মলিনত্ব পরিহৃত হইয়া যেমন প্রকৃত স্বরূপলাভ হয়, বিশুদ্ধ তপোযোগোবলে মহামনা শমীকের মন সেইরূপ অভিমানাদি মলভার পরিহার পূর্ব্বক নিরতিশয় নির্ম্মল হইয়া ছিল। সুতরাং তিনি উত্তরাকুমার পরীক্ষিতের এইপ্রকার অসদাচরণে ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ, রুষ্ট বা অমর্ষবিশিষ্ট হইলেন না।—যেমন, তেমনই রহিলেন। অধিকন্তু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। তিনি এই ঘটনা জানিতেই পারিলেন না। কিন্তু সংসারে যে যেমন, তামার তেমন প্রত্যুপযুক্ত শাস্তা আছে। বহ্নি যতই দাহক ও উষ্ণভাবাপন্ন হউক, জলে নির্ব্বাণ ও শীতল হইতেই হইবে। এইপ্রকার দুষ্টের দমনকর্ত্তা আছেন। পরীক্ষিৎ যেমন দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাচারের ন্যায় কার্য্য করিলেন, মহাতপা শমীকের উপযুক্ত পুত্র মহাপ্রতাপ শৃঙ্গী হইতে তাহার উপযুক্ত

প্রায়শ্চিত্ত হইল। তিনি অন্যান্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অগ্নিবৎ উষ্ণ ও জলবৎ সুশীতল এবং যাহার পর নাই কঠিন ও কোমলভাবাপন্ন। উহাতে বিষ আছে, আবার অমৃত আছে এবং ভয়ঙ্করতা আছে, আবার মনোহারিতাও বিদ্যমান। এই প্রকারে তিনি সমস্ত বিরোধি-গণের আধার। তিনি যেমন বিনীত, তেমনই সমুদ্ধত। যেমন অভিমানী, তেমনই নিরীহ। যেমন সহিষ্ণু, তেমনই অসহমান। তিনি পিতার অনুরূপ পুত্র। জনকের প্রতি তাঁমার অকপট ও অটলা ভক্তি। ক্রীড়া করিতে করিতে কোন বয়স্যমুখে তিনি শুনিলেন, পরমারাধ্যতম পিতৃদেবের এইপ্রকার অসম্মাননা হইয়াছে। শ্রবণমাত্র তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে, অন্তরে তন্তরে এবং প্রাণে প্রাণে অতিমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। রোষবেগ কোনমতেই সহ্য করিতে না পারিয়া, কোনরূপে অন্তরে ধৈর্য্যধারণে সমর্থ না হইয়া তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক দুরত্যয় বাগ্‌বজ্রপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন, 'আমার পিতা আজন্মতপস্বী। যাহার পর নাই নিরীহপ্রকৃতি। ভ্রমেও কাহার অনিষ্টচেষ্টা বা অহিতচিন্তা করেন না। তাঁহার অন্তর বাহির সমস্তই নির্ম্মল। যে পাপিষ্ঠ জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ তাঁহার এরূপ অবমাননা করিয়াছে, সে রাজাই হউক বা প্রজাই হউক, সপ্তাহমধ্যে কূট-বিধ সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইবে'।"

সপ্তদশ অধ্যায়

অহিংসাই পরমধর্ম্ম

সূত "কহিলেন, হে তাপস বৃন্দ! ঋষিকুমার শৃঙ্গী এইরূপে রোষবশে অসহিষ্ণু হইয়া রাজা পরীক্ষিতের প্রতি অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ব্যাকুল ও বিষন্ন অন্তরে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তদীয় পিতা ঋষিপ্রবর শমীক যোগাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে মৃতসর্প বিলম্বিত রহিয়াছে, ঋষিপ্রবরের কিছুমাত্র বিকার লক্ষিত হইতেছে না। প্রগাঢ় ধ্যানযোগে তদীয় নয়ন মুকুলিত, দেহস্পন্দিত ও জড়িত, চেতনা আছে কি নাই, তুরীয়দশার উদয় নিবন্ধন কিছুতেই আর তাঁহার মন বা দৃষ্টি নাই। পুত্র—প্রিয়তম স্নেহাস্পদ পুত্র, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রীতি করেন, তিনি সমীপে দণ্ডায়মান; তাঁহা-কেও সম্ভাষণ বা ভ্রূক্ষেপ নাই। শৃঙ্গী বহুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাপি পিতার সম্ভাষণ বা স্নেহদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না। এই কারণে তাঁহার

পিতৃপদগত তন্ময় প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, পিতৃদেব আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন। কেননা, আমি তাঁহার এই ঘটনার কোন সংবাদ রাখি নাই। আবার ভাবিলেন, পিতৃদেব তো ক্রোধরহিত ও মোহবর্জ্জিত। তবে তিনি অপবিত্র হইয়াছেন, সেইজন্য বোধ হয়, আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন না। এই প্রকার চিন্তায় শৃঙ্গীর বালকহৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সূত কহিলেন, "ভগবন্! তখন ধ্যানভঙ্গে মহর্ষিপ্রবর শমীক ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, স্নেহাস্পদ পুত্র তারস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। দিব্যজ্ঞানযোগে সমস্ত ঘটনাই মহামনা শমীকের পরিজ্ঞাত হইল। তখন তিনি গলদেশ হইতে মৃতসর্প দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে স্নেহাধার পুত্রকে আলিঙ্গন ও অশ্রুমার্জ্জনপুরঃসর মধুরবচনে কহিলেন, 'বৎস! ক্রন্দন সংবরণ কর; আমি তোমার প্রতি রুষ্ট বা তুষ্ট কিছুই হই নাই। কারণ, তুমি রোষের কোন কর্ম্ম কর নাই, তোষের কার্য্যও কর নাই; তোমার এরূপ বিদগ্ধভাবের কারণ কি, বল।'

সূত কহিলেন, "পিতার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহার উদাসীনভাব বুঝিতে পারিয়া শৃঙ্গী বিনম্রস্বরে কহিলেন, 'পিতঃ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া সর্ব্বথা উচিত; নচেৎ লোকস্থিতি বিহিত হওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু রাজার পাপই রাজ্যবিনাশের কারণ। সেই দুর্ব্বৃত্ত রাজ-কিল্বিষীর সমুচিত দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য। অধিক কি, যে পুত্র হইয়া পিতার অবমান সহ্য করে, তাহাকে প্রকৃত পুত্র বলিয়া গণনা করা যায় না। এই সকল কারণেই আমি সহ্য করিতে না পারিয়া যাহা বলিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। কেননা, আমি ভ্রমেও বা স্বপ্নেও কিংবা ক্রীড়াকৌতুকাদিচ্ছলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি না। এক্ষণে যাহা আপনার অভিরুচি হয়, করুন ' এই বলিয়া শৃঙ্গী মৌনাবলম্বন করিলেন।

শমীক কহিলেন, 'তাত! ক্ষমা যেমন লোককে অলঙ্কৃত করে, ক্রোধ সেইরূপ কলুষিত করিয়া থাকে। ক্ষমা অপেক্ষা যেমন মিত্র নাই, ক্রোধ অপেক্ষা সেইরূপ শত্রুও নাই! ক্ষমাই তাপসজনের পরম ধর্ম্ম! তুমি সেই মহান্ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ।

"বৎস! আর একটি কথা বলি, শ্রবণ কর। হিংসা একটি মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত। হিংসাই সাক্ষাৎ নরক ও অহিংসাই মূর্ত্তিমান্ স্বর্গস্বরূপ। মানুষের স্বভাব অপরাধ ও তপস্বীর স্বভাব ক্ষমা। ভাবিয়া

দেখ, যদি তুমি রাজাকে ক্ষমা করিতে, তাহা হইলে কি সুখের হইত! তাহা হইলে একজন ভূস্বামীর জীবন অকালে ইহলোক হইতে বিদায় হইত না। অতএব যাহারা ক্ষমাশীল নহে, তাহাদের সহিত ঘাতকাদির প্রভেদ কি? তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আর কখনও কাহারও হিংসা করিও না। হিংসা তপঃক্ষয়, পুণ্যাপচয় ও আত্মমালিন্যের মূল কারণ: হিংসাই পরমপ্রাপ্তির মহান্ অন্তরায়স্বরূপ। রাজার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলে মহাপাতক-সঞ্চার হয়; কেননা, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকারী রাজা সাক্ষাৎ মনুষ্যরূপী দেবতা। দেবতার বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ ঘটে। কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধান করিতে হইলে অগ্রে বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত যে, সে ব্যক্তির অসদাচরণে আমার কি ইষ্টহানি হইয়াছে? যদি ইষ্টহানি না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। দেখ, রাজা পরীক্ষিৎ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমার গলদেশে যে মৃতসর্প লম্বিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে?—কিছুই না। আমি যেমন, তেমনই আছি। অভিশাপ প্রদান করাতে তোমারই অসদ্রাচরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার পুত্রের অনুরূপ কার্য্য কর নাই। এখনও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিতেছি আর কখনও কাহারও প্রতি হিংসা করিও না: অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

শুক-সমাগম

সূত কহিলেন, "হে শৌনক! মহাচেতা তাপসপ্রবর শমীকের এইরূপ মিষ্টভর্ৎসনায় কুপিত পুত্রের রোষশান্তি হইল। তখন শমীক গৌরমুখনামা প্রিয়তম শিষ্যকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, 'সৌম্য! আমার আদেশে তুমি এই মুহূর্ত্তেই রাজা পরীক্ষিতের নিকট গমন কর। আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া তাঁহাকে বলিও, মহারাজ! বালক শৃঙ্গী না জানিয়া বালকস্বভাব-সুলভ চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে। অভিশাপের মর্ম্ম এই, সপ্তাহমধ্যে নাগরাজ তক্ষক আপনাকে দংশন করিবে। সেই কাল দংশনেই আপনাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

আপনি অবহিত হইয়া ইতিকৰ্ত্তব্যতা বিধান করুন্। সুরগণ আপনার মঙ্গল করিবেন। সে সুপবিত্র বংশে আপনার উদ্ভব, তাহাতে স্বৰ্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ বা বিষন্ন হইবেন না। আপনি অজ্ঞানতঃ আমার গলদেশে মৃতসর্প লম্বিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার অপরাধ হয় নাই। বালক শৃঙ্গীও অজ্ঞানবশে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে। তজ্জন্য আপনিও তাহার অপরাধ লইবেন না। আমরা আপনার রাজ্যে বাস করি, সুতরাং প্রজাস্বরূপ। প্রজা সৰ্ব্বথা রক্ষণীয়।'

সূত কহিলেন, "গুরুর আদেশ প্রাপ্তমাত্র মহামতি গৌরমুখ তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন এবং রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করিলেন। হে ঋষে! সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া নৃপতির অন্তরাত্মা একান্ত মলিন ও ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি ইতিপূৰ্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই কোন অত্যাহিত ঘটিবে। সুতরাং তিনি সবিশেষ ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষাকৃত অবহিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এইজন্য গৌরমুখপ্রমুখাৎ অভিশাপকথা শ্রবণ করিয়াও তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল না। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, জানিতে পারিলে বিপদাগমের পূৰ্ব্বেই সাধ্যানুসারে সাবধান থাকা কৰ্ত্তব্য। তাহাতে বিপদের অনেক পরিহাস হইতে পারে। উত্তরাকুমার পরীক্ষিৎও এই কারণে অবহিত হইয়া অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তিনি ব্যাকুল ও অস্থিরচিত্ত না হইয়া, যথাবিধি গৌরমুখের অৰ্চ্চনাদি করিয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি আপনার গুরুদেবকে আমার বিনয় ও অকৃত্রিম প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, পাপের যেমন গতিফল হওয়া উচিত, আমার তদনুরূপই হইয়াছে। আমি তাহাতে দুঃখবোধ করি না। এক্ষণে যাহাতে আমি কল্যাণভাজন হই, তিনি যেন কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করেন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। অপরাধীর প্রতি আপনাদের ক্ষমা ও দয়ার পরিসীমা নাই। ঋষিবাক্য সৰ্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য। অতএব মহর্ষি যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিতে যত্নবান্ হইব।' রাজা এই বলিলে, গৌরমুখ তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূৰ্ব্বক আশ্রমোদ্দেশে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

সূত কহিলেন, "ঋষে! ইতিপূৰ্ব্বেই রাজার অন্তঃকরণে নিৰ্ব্বেদসঞ্চার হইয়াছিল। প্রকৃতঘটনা শ্রবণমাত্র তিনি দ্বিগুণতর নির্ব্বিণ্ণ হইয়া উঠিলেন। ধনজন, বিষয়বিভব, রাজ্যৈশ্বৰ্য্য সকলই তখন তাঁহার নিকট বিষবৎ ও বিষ্ঠাবৎ বোধ হইল। প্রাণকেও তিনি অসার ও ভারময় বলিয়া জ্ঞান করিতে

লাগিলেন। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন এই সকল ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়, তখন আর ইহাঁতে মায়া কি, মমতা কি, আগ্রহই বা কি? আজি হইতেই এই সমস্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া, যিনি এই সকলের দাতা ও কর্ত্তা, সেই দেবদেব বাসুদেবে আত্মসমর্পণ করত নিরন্তর হৃদয়ে তৎপদ চিন্তা করিব। পুণ্য-সলিলা পুণ্যবতী ভাগীরথীই সেই বাসুদেবের চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সুরধুনীই এখন আমার প্রকৃত গতি ও একমাত্র আশ্রয়। আমি এখন তাঁহারই পবিত্র তীরভূমে অবস্থানপূর্ব্বক এই ভারময়, অবসাদময়, চিন্তাময়, যন্ত্রণাময় পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব।'

সূত কহিলেন, "ভগবন্! এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি পরীক্ষিৎ মরণেই কৃতসংকল্প হইলেন এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভাগীরথীর পবিত্র তীরপ্রদেশ আশ্রয় করিলেন। কেননা, জীবনের শেষদিনে—সেই ভয়ংকর দিনে যখন মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিতে হয়, তখন ভাগীরথীর ক্রোড়ই একমাত্র আশ্রয় হইয়া থাকে। অবশ্যম্ভাবিনী ভবিতব্যতাবশে যাহাই ঘটুক্, পরীক্ষিৎ নিজগুণে আপামর সাধারণেরই প্রীতিভাজন ছিলেন; সুতরাং এই ঘটনা রাজ্যমধ্যে প্রচার হইবামাত্র সকলেরই যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ পরীক্ষিৎ পরমভাগবত ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন; এইজন্য প্রধান প্রধান দ্বিজাতিবৃন্দ ও ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সুরনদীতটে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পবিত্র পদার্পণে সুরধুনীর পবিত্র তীর আরও পবিত্র হইল। পরীক্ষিৎ আসন্নকালে তাপসমণ্ডলীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আপনার অতুলিত সৌভাগ্যজ্ঞানে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন; দুর্ব্বার ব্রহ্মশাপের যেন পরিহার হইল ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় পরম শান্তিলাভ করিল। তিনি সমাগত জনগণের যথাযথ সভাজন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে সত্তমবৃন্দ! পাপীর প্রতি, অধমের প্রতি ও পামরের প্রতি যাঁহাদের প্রীতির, কৃপার ও অনুগ্রহের সীমা নাই, তাঁহারাই সাক্ষাৎ বাসুদেবের অংশ। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার অধমতা ও পাপস্বরূপতা আর কি হইতে পারে? আপনারা অনুগ্রহ করিয়াই এই পাপীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়াই এই পাপীরে দর্শন দিলেন। অহো! ভাগ্যবশে আপনাদের সহিত যাহার সহবাস হয় এবং আপনাদের সহিত যে ব্যক্তি সম্ভাষণ করে, জগতে তাহার আর কোন্ বস্তুলাভে অভিলাষ হইয়া থাকে? তথাপি, আপনাদিগের নিকট আমার একটি অভিলাষ আছে। অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি-

বশে আমায় যদি আপনাদের এই আনন্দময় সহবাস ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে যেখানে যাইব, সেইখানেই যেন আপনাদের প্রসাদে ও অনুগ্রহে নির্ব্বিবাদ শান্তি-সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি। আর, যেন কদাচ কুত্রাপি আমার এ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি-সঞ্চার না হয়। মানবজীবন যার-পর-নাই অসার ও ক্ষণভঙ্গুর। ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণের অবমাননা করাতে, তাদৃশ গুরুতর পাপ করাতে, আমার পক্ষে সেই জীবন আরও অসার ও ক্ষণভঙ্গুর হইয়াছে। আমার কি হইবে! হায়, আমি কি করিলাম! স্বহস্তেই শান্তি বিনাশ করিলাম! কিংবা যাহারা পাপাচরণে সংলিপ্ত, তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হায়, আমার অন্তরাত্মা বিনা অগ্নিতে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেছে! আমার প্রাণ, মন, দেহ—সমস্তই যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে! হায়, আমার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন শতবৃশ্চিক দংশন করিতেছে! হায়, আমি যেন দুঃসহ বহ্নিকুণ্ডমধ্যে নিপতিত রহিয়াছি! হায়, আমার কি হইল! হায়, আমার কি হইল! হায়, পাপের যাতনা কি ভীষণ! আমার দৃষ্টান্তে, আমায় দুর্দ্দশা দেখিয়া, কেহ যেন কখনও পাপপথের পথিক না হয়। হায়! যেন ঘোরা তামসীমূর্ত্তি প্রলয়াকারে আমার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। হায়, আমি যেন অত্যুচ্চ হইতে নিপতিত হইয়া ঘোর গভীর গহ্বরগর্ভে পতিত হইতেছি! কে যেন আমাকে নভস্থল হইতে পাতালতলে অধঃপাতিত করিতেছে! আমি জানি, পাপ করিলে এইরূপ বিষময়ী বিকৃতদশার সঞ্চার হয়। কিন্তু হায়! জানিয়া শুনিয়াও আমার মতি-চ্ছন্ন ঘটিল! বিবিধ বিপদের আস্পদ এই রাজপদই আমার ঐরূপ মতিচ্ছন্ন-তার কারণ। হায়, কেন আমি মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলাম? কেন আমি তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম এবং কেনই বা পবিত্রদর্শন ঋষিপ্রবর আমার নয়ন-পথে নিপতিত হইয়াছিলেন? হে সত্তমবৃন্দ! হে তাপসগণ! আমায় রক্ষা করুন! আমার অন্তরাত্মা মুহুর্মুহু দগ্ধ হইতেছে; আপনারা উহাতে শান্তি-বারি সেচন করুন। সর্পরাজ তক্ষকের বিষে আমার ভয় নাই; বরং উহাই আমার শান্তিলাভের উপায় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কারণ, বিষের ঔষধ বিষ, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। অতএব আশু তক্ষক আসিয়া আমারে দংশন করুক। তাহা হইলেই আমার বিষের জ্বালা ও মহতী যন্ত্রণার উপশম হইবে, সমস্ত শোকের ও সন্তাপের নিবৃত্তি এবং অখিল দুঃখের ও নিখিল বিষাদের অবসান হইবে। তাহা হইলেই আমি প্রকৃত জীবন ও প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। হায়, আমি যেরূপ গর্হিত মহাপাপের আচরণ করিয়াছি,

তাহাতে আমার পরলোক হইবে, ইহাও অসম্ভব। হে সত্তমগণ! যদি পরলোক হয়, তাহা হইলে যেন আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আপনাদের কৃপায়, আপনাদের প্রসাদে আমি সদ্গতি লাভ করিতে পারি'।”

সূত কহিলেন, “ঋষে! রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণের নিকট এইরূপে আত্মদুঃখ নিবেদন করিতেছেন, তাঁহার লোচন অবিরল-বিগলিত অশ্রুসলিলে পরিপূর্ণ, হৃদয় দুর্ব্বহ শোকভারে আচ্ছন্ন, প্রাণ অনুতাপাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধভাবাপন্ন এবং অন্তরাত্মা নিরতিশয় নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, ইত্যবসরে মহাভাগ মহামতি মহাভাগবত মহাত্মা শুকদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি রাজা প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তদীয় শান্তিসম্পাদনার্থ ভগবান্ বাসুদেবের মহিমাবর্ণনপ্রসঙ্গে রাজা দণ্ডীর পবিত্র চরিত্রকথা কীর্ত্তন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শৌনক-প্রশ্ন

শৌনক কহিলেন, “সূত! তোমাকে দেখিলে যেমন নয়নের প্রীতি জন্মে, তোমার মুখে পবিত্র মধুরকথা শুনিলে সেইরূপ আনন্দের সঞ্চার হয়। সংসারে যদি কিছু শুনিবার ও বলিবার থাকে, তবে তাহা বাসুদেবের পবিত্র চরিত্রকথা। সুতরাং উহা সংক্ষেপে শুনিয়া আমাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সঞ্চার হইতেছে না। যে কথায় প্রাণ-মন শীতল হয়, আত্মা-অন্তরাত্মা পবিত্র হয়, ইহলোক-পরলোক সাধিত হয়, ইহকাল-পরকাল সুসিদ্ধ হয়, ভুক্তি-মুক্তি সমাগত হয় এবং স্বর্গ-অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পবিত্র-কথা শ্রবণ করিতে আমাদের নিরতিশয় কৌতূহল ও একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি উহা সবিস্তার কীর্ত্তন কর।

“মহামতে! রাজা দণ্ডী কে, কাহার পুত্র, কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ ও রাজ্যশাসন করেন? যিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা, যিনি সকলের মূল ও আদি, যিনি আছেন বলিয়া আমরা বিদ্যমান আছি, যাঁহার সত্তাই সংসার, দণ্ডীর প্রতি সেই বাসুদেবেরই বা অপ্রীতিসঞ্চারের কারণ কি? দণ্ডী এমন কি পাপ করেন যে, তজ্জন্য স্বয়ং দেবাদিদেব বাসুদেব স্বহস্তে তাঁহার শাস্তি-বিধানে সমুদ্যত হন? পরমযোগী শুকদেবই বা কখন কিরূপে কোন্

স্থান হইতে উপস্থিত হইয়া রাজা পরীক্ষিতের নিকট সেই দণ্ডীচরিত কীর্ত্তন করিলেন ? এই সমস্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর। হে মহাভাগ সূত! আমরা মানবগণের হিতার্থ সম্প্রতি দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দেখ, লোক-মাত্রেরই জীবন আছে। কিন্তু যে জীবনে পরের উপকার করা না যায়, সে জীবন পশুজীবনের সমান। পশুর সহিত তাহার কি প্রভেদ আছে ? বলিতে কি, শুদ্ধ নিশ্বাসপ্রশ্বাস-পরিত্যাগই যদি জীবন হয়, তাহা হইলে ভস্ত্রারও (কামারের জাঁতা) জীবন আছে। কেননা, উহা নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৃক্ষ, লতা, তৃণ, প্রস্তর, অথবা অন্য যাহা কিছু দৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে এমন পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা কোন না কোনরূপে পৃথিবীর উপকার সাধিত হয় না। এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই বায়ু, এই অগ্নি কেবল লোকের উপকারার্থই অহোরাত্র উদিত, বাহির ও প্রজ্বলিত হইতেছে। এই প্রকারে সামান্য অসামান্য পদার্থমাত্রেই লোকোপকার-সাধনে যথাযথ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দর্শনপূর্ব্বক লোকোপকারসাধনে যত্নবান্ হইবে।

'জগৎ-সংসার পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ। এই বিষমস্থানে পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত কোনমতেই চলিবার সম্ভাবনা নাই। পরস্পর পরস্পরের উপকার না করিয়া নিরন্তর বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইলে বিধাতৃবিহিত সৃষ্টিস্থিতির বিধান হওয়া একান্তই দুর্ঘট। যাহাতে লোকের মতিগতি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে, একমাত্র হরিচরিত্রকাহিনীই তাহার উপায়। তুমি উহা কীর্ত্তন কর। বাসুদেবের পবিত্র চরিত্রকথা কলিকলুষনাশিনী। উহা শ্রবণ করিলে বুদ্ধির নিৰ্ম্মলতা সাধিত হয় এবং বিগ্রহবোধ দূর হইয়া যায়'।"

বিংশ অধ্যায়

ব্যাস-পরীক্ষিৎ-সংবাদ

সূত কহিলেন, "ভগবন্! পরীক্ষিৎ যথাকালে ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়া ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিলে, মহামুনি ব্যাসদেব তখন আপনার শম্যাপ্রাসনামক সুপ্রশস্ত ও সুমনোহর তপোবনে একমনে ও একধ্যানে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। সহসা তাঁহার তপোভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি করিলেন। অনন্তর তপোভঙ্গের কারণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়া

একাগ্রচিত্তে ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন। তৎক্ষণাৎ দিব্যজ্ঞানযোগে সমস্ত ঘটনা তাঁহার মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইল। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অনুগত প্রিয় বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজা পরীক্ষিতের প্রবোধ ও আশ্বাসজন্য ভাগীরথীতীরে ঋষিসমাজ-মধ্যে পদার্পণ করিলেন। বোধ হইল যেন, পূর্ণিমার সুবিমল গগনে তারকা-পুঞ্জমধ্যে ভগবান্ রোহিণীরমণ সমুদিত হইলেন। ফলতঃ তিনি ঋষিসংসারের পূর্ণচন্দ্রমা। তাঁহার উদয়সম্পর্কমাত্রে লোকের হৃদয়ান্ধকার আশু পলায়ন করে।

হরিপরায়ণ রাজা পরীক্ষিৎ আপনাদের বংশবিধাতা, বেদপ্রবর্ত্তক, সত্যবতী-নন্দন, ভারতপ্রণেতা মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিহিত ভক্তিভরে প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় পুত্তলিবৎ পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। আত্মীয়দর্শনে যেন শোকের দ্বার শতধা সমুদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, পরীক্ষিতেরও সেইরূপ হইল। পরমাত্মীয় ঋষিপ্রবর দ্বৈপায়নকে দেখিয়া তাঁহার শোকসাগর শতমুখে সমুচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি যার-পর নাই অসহমান হইয়া, দুর্নিবার মনোবেগের আধিক্যনিবন্ধন পিতার নিকট অপরাধী বালক-পুত্রের ন্যায়, মহর্ষির সমীপে তৎক্ষণাৎ তারস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং 'ভগবন্! আমার গতি কি হইবে? মহাপাপী নরাধম আমি অসহনীয় অপরাধ করিয়াছি' কম্পিতাধরে গদ্গদস্বরে এই কথা কহিয়া দ্বৈপায়নের পাদমূলে নিপতিত হইলেন।

ঋষিদেব ব্যাসদেব ভূদেব পরীক্ষিৎকে স্নেহভরে সমুত্থাপিত করিয়া মিষ্ট-বাক্যে কহিলেন, 'তাত! তুমি যে বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছ, সেই মহদ্বংশীয় মহাত্ম-গণের মুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থলাভ নিজগৃহে যাইবার পথের ন্যায় অথবা বেদ-দর্শীর নিকট বেদার্থজ্ঞানের ন্যায় অতীব সহজ ও সরল। বৎস! তুমি অজ্ঞানতাবশতই ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছ। এই প্রকার অজ্ঞানকৃত অপরাধ তাদৃশ দারুণ পাপের বা দোষের কারণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তুমি সে সময়ে ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কাতর ও রুষ্ট হইয়াছিলে। আতুরের আবার অপরাধ কি? মর্য্যাদাপালন কি? এবং নিয়মরক্ষাই বা কি? অতএব তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না, ভীত হইও না। অবশ্যই পরিত্রাণের কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেব পরমদেব হরি তোমাদের নিজস্বীকৃত এবং একমাত্র স্বত্বাস্পদীভূত। তাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই পাপী পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। তুমি যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পার, তাহার উপায় বিধান করিব। তুমি যে সমস্ত সদ্গুণের আধার, অন্য কাহাকেও তাদৃশ-গুণসম্পন্ন দেখি না। সেই

সকল গুণের তুলনায় ব্রাহ্মণের প্রতি অজ্ঞানকৃত অবমাননারূপ সামান্য দোষ দোষমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে না। মনীষিগণের নিকট তাহা কদাচ দোষ ধর্ত্তব্য নহে। আমরা তপস্বী, গুণের পক্ষপাতী হওয়াই আমাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি। অপরাধীর দণ্ডবিধানে আমরা একান্তই পরাঙ্মুখ। কারণ, আমাদের মতে অপরাধীর দণ্ড না করিয়া নানারূপ সদুপদেশ দ্বারা তাহার চরিত্রশোধন করাই বিশিষ্ট কল্প ও প্রকৃত দণ্ড। যাহা হউক তাত! আমার তাদৃশ অবসর নাই। আমি তোমার মঙ্গলার্থ স্বয়ং শুকদেবকে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, চিন্তা করিও না'।

সূত কহিলেন, "রাজা পরীক্ষিৎকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহামতি ব্যাস প্রস্থান করিলে, যোগীপ্রবর শুক অচিরে তথায় সমাগত হইলেন।"

একবিংশ অধ্যায়

শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ

সূত কহিলেন, "জীবন্মুক্ত আপ্তকাম মহাভাগ শুকদেব পিতৃদেব দেবকল্প কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশে ভাগীরথীতীরে রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মযোগ নিবন্ধন হ্রাসবৃদ্ধি ও ক্ষয়োদয়-বিহিত এবং চিরদিন সর্ব্বলোকরমণীয় ও সর্ব্বলোকশোভনীয় তেজঃ, প্রতাপ, শৌর্য্য, বীর্য্য কান্তি, শ্রী, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যবিশিষ্ট ষোড়শবর্ষীয় যুবা। তাঁহার পবিত্র চিত্ত সর্ব্বদাই আনন্দ-প্রফুল্ল। তাঁহার ভালতট পৌর্ণমাসী আকাশপদবীর ন্যায়, পরম প্রশস্ত, পরম উজ্জ্বল, পরম বিকসিত, পরম বিচিত্র ও পরম মনোহর। তদীয় মুখমণ্ডল প্রীতি ও বিশ্বাস-পূর্ণ, প্রেম ও শ্রদ্ধালালিত এবং পরম আত্মীয়ভাবে সমলঙ্কৃত। নিরন্তর ধর্ম্মের, ঈশ্বরের, ভক্তির ও প্রেমের অনুশীলন এবং জ্ঞানের ও বিবেকের সেবা করিলে, যেরূপ অলৌকিক-শান্তিপূর্ণ জ্যোতির্ব্বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাঁহার সুকোমল বদনকমল সেইরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত। দেখিলেই পরম আত্মীয়ও পরম সুহৃদ্‌জ্ঞানে তৎক্ষণে আত্মদান করিতে ইচ্ছা হয়।

মহাভাগ! শুকদেব উপস্থিত হইলে অভিমন্যুনন্দন রাজা পরীক্ষিৎ সাক্ষাৎ অভীষ্ট-দেবতার আবির্ভাব জ্ঞানে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। তাঁহার শান্তিময়ী দিব্যমূর্ত্তি দেখিবামাত্র রাজার সমস্ত হৃদয়সন্তাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইল। না হইবে কেন? তাপ, সন্তাপ ও পরিতাপ প্রভৃতি ক্ষয় করাই ধর্ম্ম

ও তপস্যার স্বভাব ও প্রভাব। বিষের ঔষধ বিষ, ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। দুঃসহ ভবসন্তাপ দূর করিবার উদ্দেশেই ঋষিরা পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জলেই যেমন জলের নিবৃত্তি, তাপেই সেইরূপ তাপের পর্য্যবসান। এই কারণেই তপস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং মহাত্মা শুকদেবকে দেখিয়া রাজার তাপশান্তি হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। নরপতি এতক্ষণ যেন তুষানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন, শুকদেবকে দেখিবামাত্র যেন তাঁহার হৃদয়ে সুধা সিঞ্চিত হইতে লাগিল। তাঁহার ম্লান ও বিষন্নভাব বিদূরিত হইল। ইহারই নাম তপস্যার দিব্যপ্রভাব।

"তখন শান্তচিত্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ মহাভাগ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক করযোড়ে সবিনয়ে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি অন্তর্য্যামী, দিব্যজ্ঞানবলে সংসারের সকল ঘটনাই আপনি বিদিত আছেন। দিব্যশক্তি-প্রভাবে কোন কার্য্যই আপনার অসাধ্য নাই। অতএব যাহাতে আমার আপ-তিত বিপদ্ দূর হইয়া যায়, কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন্। মরণে আমার ভয় বা দুঃখ নাই, তক্ষকের বিষানলপ্রবলজ্বালাও আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি। পাছে পরলোকে আমার স্থান না হয়, পাছে আমার নারকী গতি ঘটে, এই ভয়ে ও এই আশঙ্কায় আমি একান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক, বিষের জ্বালা অপেক্ষাও পাপের জ্বালা তীব্রতর যাতনাপ্রদ। হে যোগিন্! আপনি কলি-কল্মষহারিণী, মোক্ষরূপ-সুধারস-নিস্যন্দিনী, অন্তরতাপনাশিনী, পরলোকসাধিনী হরিগুণবাণী বর্ণন করুন্। উহা শান্তি-রসের তরঙ্গিণী, ভক্তিরসের প্রবাহিণী এবং প্রাণমনের চরমবিরামদায়িনী। অধি-কন্তু উহা অপেক্ষা পাপীর দুঃসহ যন্ত্রণানিবারণের পরম মহৌষধ আর দৃষ্ট হয় না।'

শুকদেব কহিলেন, 'নৃপতে! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা জিজ্ঞাসার উপযুক্ত, আপনি তাহাই প্রশ্ন করিয়াছেন। এইরূপ জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিবিদ্যার সার্থকতা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ চরমফল। দেখুন্, বাসুদেবই পরব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া, তাঁহার তত্ত্ব বিদিত থাকা এবং তাঁহার চরিতাদি শ্রবণ করাই লোকের একমাত্র অবশ্যকর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। যাঁহা হইতে প্রেম আসিয়াছে, দয়া আসিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়াছে ও সত্য আসিয়াছে। যে প্রেম, দয়া, ধর্ম্ম ও সত্যের অভাব হইলে সংসার বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেই সত্যস্বরূপ, ধর্ম্মস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও করুণাস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব ব্যতিরেকে জানিবার, শুনিবার ও ভাবিবার বস্তু আর কি

হইতে পারে? লোকে জানে না, লোকে বুঝিতে পারে না, লোকে মোহে অন্ধীভূত থাকে, তাই অন্য বিষয় জানিতে প্রয়াস পায়, অন্য বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করে এবং অন্য বিষয় ভাবিয়া আকুল হয়। কিন্তু জানে না যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়মাত্রই অসার, অশ্রদ্ধেয়, অবাস্তব ও অগ্রাহ্য।

রাজন্! ভাবিয়া দেখুন, যখন ইহলোক হইতে বিদায় হইয়া পরলোকে গমন করিতে হইবে, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, তাহার নির্ণয় নাই। কারণ, পরলোকে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বিদ্যমান। তন্মধ্যে কোন্ স্থানে কাহার গতি হইবে, যখন তাহার কোনরূপ স্থিরতা নাই, তখন ভগবান্ বাসুদেবের চরিতকথা আকর্ষন করাই অবশ্যকর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। কেননা, উহা অপেক্ষা আর কাহার ভয়নিবারকতাশক্তি আছে? অতএব রাজন্! বলুন, তাঁহার চরিতসম্বন্ধিনী কোন্ কথা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়াছে? আপনি অজ্ঞানে ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছেন। যাঁহারা কায়-মনে ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিপ্রপদবাচ্য, তাদৃশ দ্বি-জাতিকে অমৃত ও বিষ উভয়-স্বরূপ বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ তাঁহারা অভিশাপ দ্বারা যেমন বিনাশ করেন, বর দিয়াও সেইরূপ অমর করিয়া থাকেন। আমরা যাঁহার আরাধনা করি, আপনি সেই ভগবান্ শ্রীহরির পরমভক্ত। সুতরাং আমাদের পরম প্রীতি ও স্নেহের আস্পদ। এইজন্য আমরা সকলেই আনন্দসহকারে প্রফুল্লচিত্তে বর প্রদান করিতেছি, আপনি কদাচ অপমৃত্যু-জনিত অধমা গতি প্রাপ্ত হইবেন না।'

সূত কহিলেন, "মহাযোগী বাদরায়ণির এইরূপ শান্ত, মধুর, সরলোদার, রমণীয়, নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণমাত্র পবিত্রাত্মা রাজা পরীক্ষিৎ পরম আশ্বস্ত হইলেন এবং আপনাকে যেন ব্রহ্মশাপ হইতে পরিমুক্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিনয়নম্রস্বরে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা সাক্ষাৎ লোকগুরু ভগবানের অংশ। আপনাদের মুখে যে কথা বহির্গত হয়, কোন কালে কোন-রূপেই তাহার অন্যথা হয় না। আপনার পাদপদ্ম দেখিবামাত্রই আমার শান্তিলাভ হইয়াছে। এখন এই কথা শুনিয়া প্রকৃতপক্ষেই আমি মুক্ত হইলাম। আপনার মধুরবাণী-সমূহ শান্তিরসের আধার। কোন্ ব্যক্তি উহা শুনিতে ইচ্ছা না করে? অতএব কৃপাপুরঃসর কীর্ত্তন করুন, ভগবান্ বাসুদেব কি কারণে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? পাণ্ডব অপেক্ষা যেমন ভগবানের ভক্ত ও প্রিয়পাত্র নাই, ভগবান্ অপেক্ষাও সেইরূপ পাণ্ডবদিগের সখা বা প্রিয়মিত্র নাই। অতএব পরস্পরের বিগ্রহপ্রসঙ্গে বিপক্ষে

অভ্যুত্থান যে অগ্নির শৈত্যোৎপত্তিবৎ যার-পার-নাই বিস্ময়কর ও সন্দেহোৎপাদক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

শুকদেব কহিলেন, 'রাজন্! দেবদেব ভগবান্ বাসুদেবের মহিমার সীমা নির্ণয় কে করিতে পারে? ভগবান্ অনুক্ষণ ভক্তের জন্য চিন্তিত, ভক্তের জন্য ব্যগ্র, ভক্তের জন্য পাগল। যে কোনরূপে হউক্, ভক্তের সম্মানবৃদ্ধি, ভক্তের মহিমাবৃদ্ধি ও ভক্তের গৌরববৃদ্ধি করাই তাঁহার নিত্যব্রত। এই জন্যই তিনি কখন বিপক্ষ ও কখন বা স্বপক্ষরূপে ভক্তের গৌরববর্দ্ধন, মহিমাবর্দ্ধন ও সম্মানবর্দ্ধন করেন। পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামও তদ্রূপ। ফলতঃ ভক্তের প্রতি ভগবানের কখনও বিনতিতা নাই। যিনি গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন গুণের পক্ষপাতী, রক্ষাকর্ত্তা ও বর্দ্ধয়িতা আর কে হইতে পারে? যাহা হউক, এখন প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন্'।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়

উর্ব্বশীর প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ

বাদরায়ণি কহিলেন, "যিনি মাতা, ভ্রাতা, সখা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বরূপ। যিনি গুরুরও গুরু, সেই জগদ্গুরু বিশ্বদেব বাসুদেবকে নমস্কার। যিনি জ্ঞানদান দ্বারা অন্তরের অন্ধকার দূর দিয়াছেন, সেই আত্মদেব গুরুদেবকে নমস্কার করি।

"হে নরদেব! শ্রবণ করুন্। কোন সময়ে সাক্ষাৎ মহাদেবের অংশ মহাতপা দুর্ব্বাসা দূর্ব্বাপত্রমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক সুদুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদীয় কঠোর তপস্যাদি দর্শনে তাপসকুল, গরুড়দর্শনে পন্নগকুলের ন্যায় এবং দাবাগ্নিদর্শনে অরণ্যচারী জীবকুলের ন্যায় নিরতিশয় ভীত ও বিস্মিত হইলেন। ইন্দ্রিয়-সকল মহামুনি দুর্ব্বাসার দুরন্তশাসনে নিজ নিজ ক্রিয়া বিসর্জ্জন করত স্থিরীভাব অবলম্বন করিল। ক্ষুধা ও পিপাসাও তৎসান্নিধানে উপস্থিত হইতে সাহসী হইল না। বিষয়-পিপাসাও নিতান্ত শঙ্কিতা হইয়া তাঁহার সান্নিধান পরিত্যাগ করিল। এই প্রকারে তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া একচিত্তে একধ্যানে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সমন্তাৎ প্রচণ্ড বহ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত এবং শিরোদেশের উপরিভাগে সূর্য্যদেব প্রখর করনিকরবর্ষণে মহর্ষিকে নিরন্তর অনুতপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই,

ক্ষণমাত্র বিশ্রাম বা বিরাম নাই। কেবলমাত্র মুক্তিবাসনায় ধ্যানযোগে হৃদয়পটে অহর্নিশ পরমপদ-ভাবনায় প্রবৃত্ত।

"এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সহস্রবর্ষ সমতীত হইল। তাপস-প্রবরের ইন্দ্রিয়-গ্রাম দুঃসহ তপস্তাপে সন্তাপিত ও একান্ত অসহমান হইয়া সবিনয়ে ঋষি-পদে প্রণামপূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! ক্ষান্ত হউন, আপনি তো সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন! আর এরূপ কঠোর তপে প্রয়োজন কি? পরের দুঃখবিদূরণ ও সুখসমুৎপাদন করাই আপনার ন্যায় মহানুভবের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি ও নিত্যব্রত। অতএব আমাদের দুঃখে একবার করুণ-দৃষ্টিপাত করুন্। আমরা আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করি। কিন্তু এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিলাম না। দেখুন, আমাদের মধ্যে মন আমাদের সহায়তায় নানাবিধ বিষয়ভোগে নিরন্তর অভিলাষী। রসনা সুরস-দ্রব্য-পানে, শ্রুতি-মনোহর ধ্বনি-শ্রবণে, নাসা সুখদ গন্ধঘ্রাণে, চক্ষু রমণীয়বস্তু সন্দর্শনে এবং ত্বক্ মনোজ্ঞ-স্পর্শনে সর্ব্বদাই লালসাপর। কিন্তু সহস্রবর্ষ অতীত হইল, আমরা এ সমস্তের কিছুই উপভোগ করি নাই। আমরা এতদিন কেবল ক্লেশ-রাশিই ভোগ করিয়াছি। আজি আপনার কৃপায় সুখী হইতে অভিলাষ করি। অধুনা আপনি জীবন্মুক্ত সিদ্ধযোগী, ইচ্ছা করিলেই আত্মার অব্যাঘাতে আমাদের প্রীতিসাধন করিতে পারেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখুন, সুখী হইবার আশাতেই লোকে মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান। তদনুসারে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী হয়। কেহ স্বীয় দোষে দুঃখ পায় এবং কেহ স্বীয় গুণে সুখভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহারা নিজদোষনিবন্ধন ক্লেশ পায়, তাহারা নিশ্চয়ই তজ্জন্য দণ্ডার্হ হইতে পারে। কিন্তু যাহারা বিনা অপরাধে দুঃখ ভোগ করে, তাহাদের সেই দুঃখমোচন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আমরা নিরপরাধী, তথাপি আমরা ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতেছি। আপনার তপস্যাই এ বিষয়ের মূল কারণ। অথবা ভবাদৃশ জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী মহর্ষিকে উপদেশ করা, আর খদ্যোত হইয়া চন্দ্রমার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা উভয়ই সমান।"

ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপে বিলাপোক্তি প্রকাশ করিবামাত্র মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক সমন্তাৎ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিখিল সৃষ্টি তখন তাঁহার নিকট যেন নূতন বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। তৎকালে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব। নবযৌবনের উদয়ে দেহের যেমন শোভা

দুষ্ট হয়, বহুদিনের পর পর গৃহাগত প্রবাসী-পতির প্রথমস্বর শ্রবণমাত্র বিরহিণী রমণীর মুখকান্তি যেমন সহসা সমুল্লাসিনী হইয়া উঠে, বসন্তলক্ষ্মীর শুভসমাগমে অবনীসুন্দরীর সর্ব্বস্থান সেইরূপ সুশোভিত ও সমুল্লসিত হইয়াছে। উদ্যানরাজি কুসুমময়, কুসুমরাজি মধুকরময়, মধুকরপংক্তি গুঞ্জন-ময় এবং গুঞ্জনসকল মাধুর্য্যময়। সুতরাং নিখিল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিকর-শক্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। ফল কথা, যাহা কিছু দর্শন করা যায়, শ্রবণ করা যায়, ঘ্রাণ করা বা স্পর্শ করা যায়, তাহাই তৃপ্তি ও তুষ্টি সম্পাদন করে। কোকিলাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মদকল মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া কেহ দুর্ব্বিষহ মদনদহনে অনুদিন দহ্যমান এবং কেহ বা ব্রহ্মানন্দরসানুভবে মুহুর্মুহুঃ আপ্যায্যমান হইতেছে। সংসারে গতি দ্বিবিধ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা-বলে প্রকৃত বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, আর অবিদ্যাবলে অমৃতও বিষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সংসারে অবিদ্যাই বলবতী। এই অবিদ্যা স্ত্রীরূপে, মদ্যরূপে, দ্যূতরূপে, মৃগয়ারূপে, কাম ও কামনারূপে সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহার প্রভাবই লোকের মতিগতির বৈপরীত্যের একমাত্র কারণ, সন্দেহ নাই। এই কারণেই সে সুখের বসন্তকেও অসুখের বিবেচনা করে। এই কারণেই প্রকৃত সুখও তাহার নিকট দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধহয়, পুত্র অপেক্ষা পরম আত্মীয় আর কেহ নাই। কিন্তু সেই পুত্র হইতেও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা কি?—ইহা একমাত্র অবিদ্যার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এদিকে ঋতুরাজ বসন্তের অভ্যুদয়ে মহাতপা দুর্ব্বাসার চিত্ত আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়গণের সন্তুষ্টিবিধানে তিনি অভিলাষ করিলেন। তখন তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধরণীর সর্ব্বত্র পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যেখানে গমন করেন, কুত্রাপি প্রীতিসম্পাদনের উপায় দেখিতে পাইলেন না। এই প্রকারে মর্ত্ত্যলোকে ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রীতিসাধনে সক্ষম না হইয়া, তিনি সুর-পতিরক্ষিত অমরনগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনমাত্র তাঁহার পরম হর্ষ ও প্রীতিসঞ্চার হইল। অহো! সেই অমরাবতীতে মলয়সমীরণ মৃদুমন্দগতিতে সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহার সুখময় শীতল-স্পর্শে মর্ত্ত্যলোকের ন্যায়, কামের আবির্ভাব হয় না। বরং নিরুপম ব্রহ্মানন্দেরই সঞ্চার হইয়া থাকে। মহাতপা দুর্ব্বাসা উহার পবিত্রস্পর্শে পরম প্রফুল্ল হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। তাঁহার চিত্ত অনুপম ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন হইয়া গেল। বস্তুতঃ

যে ব্যক্তি যেরূপ, তাহার প্রবৃত্তি সেইরূপই হইয়া থাকে। কলঙ্কী ব্যক্তিই সুবিমল পূর্ণচন্দ্রমাতে কলঙ্ক দর্শন করে। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ নিৰ্ম্মল, তাঁহারা ঐ কলঙ্ককে সৌভাগ্যের ছায়া বলিয়া বিবেচনা করেন। ঋষির স্বভাব পরম পবিত্র, উহাতে বিন্দুমাত্রও দোষের স্পর্শ লক্ষিত হয় না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সমস্তই পবিত্র। পবিত্রস্বভাব ব্যক্তি এই কারণেই সুখী হইয়া থাকে। মনীষিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন যে, বিধাতার সৃষ্টিতে দোষের লেশমাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা নিজে সর্ব্বদোষ-বিহীন। মানুষ কেবল বুঝিতে না পারিয়া, দোষ আনয়ন করিয়াছে। যে স্থানে এইরূপ দোষের অধিষ্ঠান বা সন্নিধান, তাহারই নাম পৃথিবী আর যেখানে দোষের অধিষ্ঠান বা সন্নিধান নাই, তাহাকেই স্বর্গ বলে। দুর্ব্বাসা দেখিলেন, স্বর্গপুরী জরা, ব্যাধি ও আধি প্রভৃতি দোষ-পরিশূন্য। সত্য-ধৰ্ম্মের নিত্য-সান্নিধ্যনিবন্ধন অভয় ও অমৃত সে স্থানে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছে। এই কারণেই তথাকার অধিবাসীবৃন্দ অমর, নির্জ্জর ও দেব নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মানুষ এই স্বর্গীয়সুখবার্ত্তার লেশমাত্রও পরি-জ্ঞাত নহে। সে দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করে। দৈববশে যদি কখনও সুখের মুখ দেখিতে পায়, তাহাও দুঃখরূপ কুজ্ঝটিকা বা ভ্রান্তিসঙ্কুল মোহ-ব্যামোহে নিবিড়-আবৃত। এই জন্য সুখেও সে সুখ অনুভব করিতে পারে না, হর্ষেও প্রকৃত হর্ষলাভ করে না এবং আমোদেও তাহার আমোদ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বর্গে এই প্রকার ঘটনার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। তথায় নিত্যসুখ, নিত্যহর্ষ ও নিত্য-আমোদ বিরাজিত।

এইরূপ সর্ব্বলোকোত্তর অপার স্বর্গীয় বিভব দর্শন করিতে করিতে ঋষিকুলাগ্রণী মহাতপা দুর্ব্বাসা যার-পর-নাই প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সহস্রনেত্র সুররাজ দেবগণের সহিত সমাসীন হইয়া, নানারূপ কথাপ্রসঙ্গে যে স্থানে সুখময় সময় যাপন করিতেছেন, অল্পক্ষণমধ্যেই তাপসপ্রবর সেই সুধর্ম্মানামক সুপ্রথিত সুরসভায় সমাগত হইলেন। সভা স্বীয় মহিমায় শূন্যভরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহা পাপীর পদার্পণমাত্রেই পতিত হইয়া থাকে এবং পুণ্যাত্মার সমাগমে আরও উর্দ্ধে সমুত্থিত হয়। পবিত্রচরিত তাপসপ্রবর দুর্ব্বাসার পবিত্র পদার্পণে সেই সুপবিত্র সভা তৎক্ষণাৎ আরও উর্দ্ধভাগে সমুত্থিত হইল। শচী-পতি সহসা এই ঘটনা দর্শনমাত্র চকিতনয়নে যেমন দৃষ্টিপাত করিবেন, অমনি মহাভাগ মহর্ষি তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। মানী ব্যক্তিই মানীর মান জানে এবং গুণী ব্যক্তিই গুণের আদর করিতে পারে। আবার, সলিল সলিলেই

মিলিত হইয়া থাকে। এইজন্য মহামানী ও মহাগুণী সুরপতি মহামান্য মহাগণ্য তাপসপ্রবরকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রম ও সমাদরসহকারে আশু গাত্রোত্থান করত তদীয় সমুচিত ও আপনার পদোচিত সভাজনকৃত পূজাবিধি যথাবিধানে সমাহিত করিলন এবং উপবেশনার্থ স্বহস্তে দিব্য আসন প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং তাপসপ্রবরের সমক্ষে চিরকিঙ্করবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহাকেই প্রকৃত বিনয় ও প্রকৃত শিষ্টাচারসহকৃত মহানুভাবতা বলা গিয়া থাকে।

দেবরাজের মহানুভাবতা সন্দর্শনে মহর্ষিপ্রবর যার-পর-নাই বিমোহিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভূয়োভূয়ঃ সুরপতির গুণগান করিয়া, পরমপ্রীতিভরে ও সমাদরসহকারে আসন-পরিগ্রহপুরঃসর সস্নেহে-মধুরোদারবচনে কহিলেন, "সুরপতে! যেখানে বিনয়, সেইখানেই উন্নতি এবং যেখানে শিষ্টতা, সেইখানেই সম্পদ্। ইহা অদ্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর করিলাম। ফলতঃ তুমি এই প্রকার পূজ্যপূজা, এই প্রকার বিনয়, এই প্রকার মহানুভবতা ও এই প্রকার শিষ্টাচার দ্বারাই ঈদৃশী স্বর্গীয়সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছ। আমি আর তোমাকে অন্য আশীর্বাদ কি করিব? যাহা প্রার্থনা করিতে হয়, যাহা বর দিতে হয় এবং যাহা আশীর্ব্বাদ করিতে হয়, তৎসমস্তই তোমাতে বিদ্যমান। তথাপি প্রার্থনা করি, আশীর্ব্বাদ করি ও বরদান করি, তোমার এই সমৃদ্ধি চিরস্থায়িনী এবং উত্তরোত্তর আধিক্যশালিনী হউক্।"

তাপসপ্রবর দুর্ব্বাসা এইরূপ মধুরোক্তি করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সুরপতি শতক্রতু যথাযোগ্য প্রতিবাচন প্রদান পুরঃসর বলিলেন, "ব্রহ্মন্! অধীনের প্রতি, কিঙ্করের প্রতি, ভৃত্যের প্রতি ও অনুগতের প্রতি যেরূপ বলিতে হয়, তাহাই আপনি বলিয়াছেন। ঋষিবাক্য, বিশেষতঃ ভবাদৃশ মহর্ষিজনের সমুচ্চারিত বাক্য কদাচ মিথ্যা বা অন্যথা হইবার নহে। অতএব যাঁহা আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে এবং আমিও অকপট ভক্তিসহকারে উহা শিরোধার্য্য করিলাম। অধুনা যে জন্য শুভপদার্পণপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে আত্মাকে বিশেষ অনুগৃহীত ও কৃতকৃত্য বোধ করিব। প্রভুর আদেশপালন করাই ভৃত্যের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। অধিকন্তু, ভবাদৃশে পরম-পবিত্রস্বভাব প্রভু, যে ভৃত্যকে ঐ প্রকার আজ্ঞা করিয়া অনুগৃহীত করেন, সেই ভৃত্যই সার্থকজন্মা এবং তাহার জীবনধারণই সফল। অদ্য আমি ভবদীয় আজ্ঞানুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব আশু আদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করুন্।"

দুর্ব্বাসা কহিলেন, "হে শচীপতে। আমি তোমার এই অমৃতায়মান মধুরবচনে যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। বলিতে কি, আমি যে কারণে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তোমার এই প্রকার সমাদরেই তাহা আমার সুসম্পন্ন হইল। তথাপি তোমার ন্যায় মহানুভবের অনুরোধ-রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ। তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, আমি ব্রহ্মসাধনকামনায় সহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তোমাদের কল্যাণে আমার অভিলষিতসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে এযাবৎ সমর্থ হইতে পারি নাই। সেই কারণেই তোমার সাহায্য গ্রহণ বাসনায় এই সুরপুরে উপস্থিত হইয়াছি। তোমাতে দিব্যশক্তি বিদ্যমান। সেই দিব্যশক্তিপ্রভাবে তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই। পার্থিব সকল বিষয়ই মৎকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে। অধুনা স্বর্গীয় কৌতুকাদি বিষয়-ভোগ হইলেই ইন্দ্রিয়-গ্রামের চরম তৃপ্তিসাধন হয়। স্বর্গের পর ব্রহ্মধাম এবং ব্রহ্মধামের পর বৈকুণ্ঠধাম। ঐ সমস্ত-লোকে আর কোনরূপ ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সম্পর্ক নাই। এই হেতু তত্তৎস্থানে গমনে কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।"

সূত কহিলেন, ভগবন্। মহর্ষির এইরূপ মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া দেবরাজ আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিনয়-গর্ভবচনে কহিলেন, "ব্রহ্মন্। আপনার প্রসাদেই আমার এই স্বর্গরাজ্য লাভ হইয়াছে। অতএব যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই সম্পন্ন হইয়াছে, বিবেচনা করুন্।" এই বলিয়া সুররাজ সবিশেষ পর্য্যালোচনা পুরঃসর অন্যতর দূতকে সম্বোধন করিয়া আজ্ঞা করিলেন, "তুমি অচিরে আমার আদেশে উর্ব্বশীকে এইখানে আনয়ন কর। সাবধান, ক্ষণমাত্রও যেন বিলম্ব না হয়। এই উর্ব্বশী অপ্সরাকুলের প্রধান, নর্ত্তকী-বৃন্দের প্রধান, গায়িকা-সমূহের প্রধান, রমণীজাতির প্রধান ও বিলাসিনীবর্গের প্রধান। অধিক কি, বিধাতার রমণী-সৃষ্টির প্রধান। তাঁহার রূপের তুলনা জগতে দ্বিতীয় নাই, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। তাঁহার বদনে কমলগন্ধ, দৃষ্টিতে কমলবিকাশ, দেহে কমল-সৌকুমার্য ও বাক্যে কমলমাধুর্য্য। অথবা তাঁহার মুখমণ্ডলে চন্দ্রপ্রকাশ, দেহে চন্দ্রকান্তি, দৃষ্টিতে চন্দ্রবিকাশ ও বদনে চন্দ্রমাধুর্য্য। অহো। সেই সুন্দরী যেন পদ্ম ও চন্দ্রমার উপাদানে নিম্মিত হইয়াছেন। বিধাতা যেন তাঁহাকেই প্রথমে রমণীসৃষ্টির আদর্শ করিয়া নির্ম্মাণ করেন। পরে তাঁহার অনুকরণে অন্যান্য নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি লাবণ্যের প্রথম উৎস এবং সৌন্দর্যের আদ্য

সৃষ্টি। সুতরাং উর্ব্বশী সৃষ্টির একটি বিচিত্র বিস্ময়কর সামগ্রী, সন্দেহ নাই।”

সূত কহিলেন, “দূতপ্রমুখাৎ প্রভু সুরপতির আদেশ শ্রবণ-মাত্র উর্ব্বশীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি আপনাকে অতিমাত্র সমাদৃত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং তৎকালোচিত বেশভূষা-বিভূষিতা হইয়া দ্বিতীয়া কমলা ও দ্বিতীয়া শচীর ন্যায় ইন্দ্রসভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, যেন সাক্ষাৎ স্বর্গলক্ষ্মীর শুভ-সমাগম হইল। দেবরাজ পুরন্দর অনুগতা উর্ব্বশীকে সমাগত দর্শনপূর্ব্বক মৃদুমধুর উদার বচনে কহিলেন, “অয়ি কল্যাণি! এই মহাতপা মহর্ষি দুর্ব্বাসা আজি আমাদিগকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি সদৃশ বিধানে নৃত্য দ্বারা ইহাঁর চিত্তবিনোদন করত উপযুক্ত বর গ্রহণ কর।”

সূত কহিলেন, “হে তাপসবৃন্দ! অজ্ঞানবশতই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়। না জানিয়াই লোকে অহঙ্কারভরে বহ্নিমুখে হস্তক্ষেপ করে। অহঙ্কারবশেই লোকে আপনা আপনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। সুতরাং পতিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার অপেক্ষা শত্রু ও বিনাশের সাক্ষাৎ সাধক আর দ্বিতীয় নাই। বিশ্ববিজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণ এই অহঙ্কারবশেই হৃতদর্প ও চূর্ণ-গর্ব্ব হইয়া বানরের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছে। কুরুনাথ দুর্য্যোধনেরও অহঙ্কারবশে মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য আশু বিনাশ সংঘটিত হয়। উর্ব্বশীরও আজি অহঙ্কারবশে মতিচ্ছন্ন ও তজ্জন্য পতনসংঘটন হইল। তপোনিধি দুর্ব্বাসা স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ ও রুক্ষাঙ্গ। তদুপরি তাঁহার শিরোদেশে কপিশবর্ণ মলিন জটাজূট বিদ্যমান। গাত্রে উৎকট গন্ধ, স্বর অতীব গম্ভীর এবং দৃষ্টি অতি তীব্র। দেব-রাজের আদেশ শ্রবণমাত্র মন্দভাগিনী উর্ব্বশী সেই মহাতপা তপোনিধির প্রতি অশুভদৃষ্টি নিপাতিত করিয়া অতি অশুভক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “সুরপতির ভদ্রাভদ্রবোধ কিছুমাত্র নাই বলিয়াই তিনি ঈদৃশ পশুমূর্ত্তি ব্যক্তির নিকট আমারে নৃত্য করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। একে এই ব্যক্তি ফলমূলাশী তাপস ব্রাহ্মণ, তাহার উপর ইহার যেরূপ পশুর ন্যায় আকার-প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমার নৃত্যের বিষয় এ ব্যক্তি কি বুঝিবে? আমিই বা কি প্রকারে ইহার সম্মুখে নৃত্য করিব? ইহার নিকট নৃত্য করিয়া আমার মনে কি আনন্দোদয় হইবে?

সূত কহিলেন, ঋষে! অজ্ঞানতিমিরাবৃত ও অবিদ্যার বশতাপন্ন ব্যক্তিগণ

ক্ষুদ্র ও মহানের প্রভেদ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের নিকট কাচ কাঞ্চন তুল্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার. যখন অজ্ঞানের অতিমাত্র প্রাবল্য ঘটে, তখন লোকে কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচেরই সমাদর করে। উর্ব্বশী স্বভাবতঃ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ও পশুভাবাপন্ন। সুতরাং বুঝিতে পারিল না যে, মহামনা মহাবীর্য্য দুর্ব্বাসা ভস্মাচ্ছাদিত প্রলয়বহ্নি। স্পর্শমাত্র অতিক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ আশু বিনষ্ট হইতে হয়। এই হেতু মন্দভাগিনী উর্ব্বশী তাঁহারে দলিত করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ মানীর মান ও মহতের গৌরব রক্ষা করেন। এইজন্য লোকে মহতের গৌরবহানি করিয়া সহজে পরিহার বা পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। উর্ব্বশী কি প্রকারে এই নিয়মের বহির্ভূত হইবে? তাহার মনে যেমন ঐ প্রকার চিন্তার উদয় হইল, মহাচেতা তাপসপ্রবর দুর্ব্বাসা তৎক্ষণাৎ তাহার মুখভঙ্গীদর্শনে দিব্যজ্ঞানযোগে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন ক্রোধানলে তাঁহার হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষকষায়িতলোচনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'রে পাপীয়সি! আমি দুর্ব্বাসা। সাক্ষাৎ রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোর ন্যায় মহাগর্ব্বিতা দুরাচারা পাপীয়সীদের নিধন ও পতন-সাধন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। বস্তুতঃ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া কদাচ বিধেয় নহে। অতএব আজি তুই তোর কর্ম্মের অনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি। কোন মতেই আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না। তুই অকারণ আমাকে পশুবৎ বিবেচনা করিলি। সুতরাং তোর পশুযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই স্বর্গভূমি স্বভাবতঃ পরমপবিত্র। তোর ন্যায় অপবিত্রা পাপীয়সীর এ স্থানে অবস্থিতি করা কদাচ বিধেয় বা উপযুক্ত হইতে পারে না। রে আত্মভ্রংশকারিণি! এই মুহূর্ত্তেই তুই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া ঘোটকীরূপে জন্মগ্রহণ কর! যাহারা পরকে পশুজ্ঞান করে, পশুযোনিতে জন্মধারণই তাহাদের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা এইরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোদের ন্যায় পাপাত্মারা এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিবে বলিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব এখন নিজকৃত পাপের যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর! এবিষয়ে আর এখন দ্বিরুক্তি করিস্ না। দেখ, যতদিন না পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, ততদিন বিষম ক্লেশপরম্পরা ভোগ হইয়া থাকে। এই ক্লেশকেই অনুতাপ, অন্তর্দ্দাহ, আত্মগ্লানি, অনুশয়, অন্তরানল ও হৃদয়-বেদনা নামে অভিহিত করা যায়। এই ক্লেশ জীবকে অন্তর্দ্দগ্ধ, মর্ম্মে মর্ম্মে প্রপীড়িত ও অনুতাপানলে ভস্মীভূত করে'।"

সূত কহিলেন, "দুর্ব্বাসা এইরূপ দুরত্যয় বাগ্‌বজ্র প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উর্ব্বশীর অতিমাত্র অবসাদদশার আবির্ভাব হইল। সে যে দিকে নেত্রপাত করে, সেই দিকই যেন অন্ধকার দেখিতে পায়। তখন সে স্বীয় অবশ্যম্ভাবিনী পতনদশা বুঝিতে পারিয়া এবং মহর্ষির প্রতাপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণমূলে ছিন্নমূল লতার ন্যায় পতিত হইল। তখন তাহার আর চৈতন্য রহিল না। এই অবস্থায় ক্ষণকাল অতীত হইলে, হতভাগিনী শনৈঃ শনৈঃ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিতবচনে ও শুষ্কনেত্রে কহিল, 'প্রভো। যেরূপ গর্হিত পাপ করিয়াছি, তাহার আর পরিহার নাই। তবে রমণীজাতি, স্বভাবতঃ দয়ার ও স্নেহের পাত্রী। সুতরাং মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। ক্ষুদ্রের প্রতি ক্ষমাই মহাত্মগণের প্রকৃতিসিদ্ধ মহাগুণ। বিশেষতঃ ক্ষমাই তপস্বীর ভূষণ। অতএব আমারে একান্ত অনুগতা ও অনাথা ভাবিয়া ক্ষমা করুন্। আপনার ন্যায়, মহাচেতা সাধুগণ যাহা বলেন, কদাচ কেহ তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আমি নিশ্চয়ই অশ্বিনীরূপ প্রাপ্ত হইব।—আপনার আদেশে শিরোধার্য্য। কিন্তু কৃপাপুরঃসর এই বিধান করিতে হইবে, আমি যেন কালে পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইতে পারি।'

সূত কহিলেন, "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উর্ব্বশী এইরূপ বিনয়বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর রমণীস্বভাব-সুলভ-কারুণ্য-প্রকাশ করিয়া সমস্ত সভামণ্ডলী ব্যথিত করত তারস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সুরসমাজও ব্যথিত হইয়া সমস্বরে "রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্" বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রার্থনায় দুর্ব্বাসার হৃদয় করুণরসে আদ্রীভূত হইল। প্রজ্বলিত বহ্নি যেন সহসা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তখন তিনি মধুরবচনে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'অয়ি ভদ্রে! সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি আর কখনও আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া, সাধুজনের মর্য্যাদাভঙ্গরূপ গুরুতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইও না। তোমার তুল্য ক্ষুদ্রপ্রাণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ সদৃশ মহোচ্চ ব্যক্তিগণকেও এইরূপ সাধুমর্য্যাদাভঙ্গরূপ অপরাধবশতঃ পতিত হইতে হয়। অতএব তুমি স্বীয় অধঃপতন জন্য ক্ষুন্ন বা বিষন্ন হইও না। দৈন্যপ্রকাশে কিছুমাত্র ফল নাই। দেখ জগতে সকলই অনিত্য, সম্পদ্ বা বিপদ্ কোন অবস্থাই চিরস্থায়িনী হয় না। অতএব তুমি অবিশঙ্কিতহৃদয়ে অবনীতলে প্রস্থান কর। তথায় অশ্বিনী হইলেও, দণ্ডী নৃপতির সহবাসে অবন্তীরাজ্যে পরম আনন্দে কালাতিপাত করিয়া পুনরায় শাপাবসানে স্বপদে

আরোহণ করিতে পারিবে। হে কল্যাণি! দুঃখ-নিশার অবসানে অষ্টবজ্র একত্র মিলিত হইলেই তোমার শাপবিমোচন হইবে। তখন তুমি পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গধামে প্রত্যাগত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিও না। অচিরে মর্ত্তলোকে অবতরণ কর।'

সূত কহিলেন, "মহাভাগ দুর্ব্বাসা এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া যথেচ্ছ স্থলে প্রস্থান করিলে, উর্ব্বশী সকলের সমক্ষেই স্বর্গভ্রষ্ট ও ধরাতলে পতিত হইল। ব্রহ্মশাপের অবশ্যম্ভাবিতানিবন্ধন আশু তাহাকে দিব্য অশ্বিনীরূপ ধারণ করিতে হইল। অহো! ব্রহ্মশাপের অতুলনীয় প্রভাব যেন সকলের স্মরণ থাকে।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দণ্ডীরাজ

সূত কহিলেন, "হে তাপসবৃন্দ! দণ্ডীর অপূর্ব্ব বিবরণ বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। সুরপুরে যেমন অমরাবতী বিরাজিত, অবনীতলে সেইরূপ অবন্তী-নগরী পরম শোভাময়ী। শান্তির সমুদয় সাধুহৃদয়ের যেমন শোভা হয়, অবন্তীর সান্নিধ্যে পৃথিবীতলের সেইরূপ চিত্তহারিণী শোভা হইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দ হৃষ্টপুষ্ট, নিরন্তর সমৃদ্ধিবিশিষ্ট এবং শিষ্ট, শান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। অবন্তীবাসীগণের মধ্যে কাহাকেও নষ্টচরিত বা ভ্রষ্টচরিত বা ভ্রষ্টপ্রকৃতি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জীবনে কাহাকেও কখন ক্লেশভোগ করিতে হয় না। সকলেই শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন এবং ভগবানে নিষ্ঠাশীল। তাহাদের তেজ, সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য, উৎসাহ ও কার্য্যশক্তি অতুলনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা বিবিধবিদ্যায় পারদর্শী, নানাশাস্ত্রবিশারদ, বেদবেদাঙ্গে সম্যক্-প্রকারে জ্ঞানবান্, চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ এবং সকলেই পরস্পরের সাহায্যে প্রাণপণে যত্নবান্

"অবন্তীনগরী সর্ব্বদাই কোলাহলময়ী।—আনন্দ-কলরবে সমাকুলা! তথায় সর্ব্বদাই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সর্ব্বদা নানারূপ মহামহোৎসবসমাধান এবং সর্ব্বদা বিবিধ বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ ক্রিয়মাণ হইত। কাহারও ক্লেশ ছিল না, দারিদ্র্য ছিল না, শোক ছিল না, বিপদ ছিল না, অবসাদ ছিল না, অভাব ছিল না, পাপও ছিল না। সকলেই সাধু, সচ্চরিত্র, সদাচার, সৎ ও সম্পন্নস্বভাব।

সুতরাং চৌর্য্য, তস্করতা, দস্যুবৃত্তি, প্রতারণা প্রবঞ্চনা, ছলনা, কাপট্য প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির সম্পর্ক বা নামমাত্রও ছিল না। কেহ অকালে প্রাণ বিসর্জন করিত না, কেহ অনাথ ছিল না, আতুরা বা পঙ্গু কিম্বা অবশাঙ্গ অথবা বিকলাবয়ব ব্যক্তিরও নাম ছিল না। তথায় কেহ ভিক্ষা করিত না। সকলেই দাতা, বদান্য, ধনধান্যবান্ ও সবিশেষ সৌভাগ্যসম্পন্ন। এই সমস্ত কারণে অবন্তী-নগরী পৃথিবীতলে স্বর্গ বলিয়া অভিহিত হইত। বস্তুতঃ পৃথিবীতে অবন্তীর গৌরবের ও আদরের সীমা ছিল না এবং এই জন্যই অবন্তীনগরীর নাম ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঈদৃশী সুসমৃদ্ধ মহানগরীর অধিপতি পৃথিবীতে যে ধন্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

"সুরপতি যথাসময়ে জলবর্ষণ করিয়া অবন্তীর পরিপালন করিতেন। অন্যান্য লোকপালবর্গও অবন্তীর প্রতি সদয় ও অবন্তীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং সেই মহানগরীতে কদাচ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মূষিক ও পতঙ্গ প্রভৃতি লোকনাশক উপদ্রবের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হইত না। দৈব, কাল, অদৃষ্ট, নিয়তি ও কর্ম্ম সকলের দৃষ্টিই অবন্তীর প্রতি প্রসন্ন ও অনুকূল ছিল। কাজে কাজেই ভ্রমেও কখনও অবন্তীর সুখের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। কোন দেবতা বা কোন গ্রহই অবন্তীর প্রতি বিরুদ্ধ বা অপ্রসন্ন ছিলেন না।

"নরপতি দণ্ডী এতাদৃশ ও অন্যবিধ নানাগুণবিশিষ্ট অবন্তীনগরের রাজপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি নিখিল রাজগুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রজাপুঞ্জের স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মীয়তা অধিকার করিয়াছিলেন। হে ভগবন্! তিনি যেমন সুতনির্ব্বি-শেষে প্রজালোকের পালন করিতেন, প্রজারাও সেইরূপ পিতৃ-নির্ব্বিশেষ ভক্তি করিয়া, তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিত। নরপতি দণ্ডী এপ্রকার সৎস্বভাব ও অসীম প্রভাবসম্পন্ন যে, প্রজা-লোকেরা ধনপ্রাণের ন্যায়, মনেরও প্রভু ছিলেন। তাঁহার শাসনে কাহারও অসন্তোষ জন্মিত না। তিনি শাসনবিষয়ে দ্বিতীয় রাম, তেজে দ্বিতীয় সূর্য্য, সৌম্যতায় দ্বিতীয় চন্দ্রমা, ধৈর্য্যে দ্বিতীয় সমুদ্র ও প্রতাপে দ্বিতীয় যমের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার শাসন কোন কালে কোন স্থানে কোন ব্যক্তিতেই ব্যতিক্রান্ত বা লঙ্ঘিত হইত না। তদীয় বিপক্ষ-পক্ষ ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত ও মিত্রপক্ষ শুক্লপক্ষীয় শশিবৎ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় গৃহের ন্যায় যথাতথা পরিভ্রমণ করিতেন। কুত্রাপি কেহ তাঁহার গতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না। তদীয় গতিসম্বন্ধে প্রাতঃ-সন্ধ্যা, রাত্রি-দিন, আলোক অন্ধকার, কিছুরই বিচার ছিল

না। প্রহরী ও রক্ষী তাঁহার সঙ্গে থাকিত বটে, কিন্তু উহা বাহ্য শোভামাত্র ছিল। নতুবা প্রজালোক সকলেই তাঁহার প্রহরী ও রক্ষীস্বরূপে অবস্থিত ছিল।

"অভাগিনী উর্ব্বশী সুন্দরী তপোনিধি দুর্ব্বাসার অভিশাপে কলুষীকৃত ও অশ্বিনীরূপে পরিণত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ পূর্ব্বক অবশ্যম্ভাবিনী ভবিতব্যতাবশে এই নরপতি দণ্ডীর দিব্য বিহারোদ্যানে নিবসতি করিতে লাগিল। মহর্ষি কৃপাপরবশ হইয়া এই প্রকারে কিয়ৎপরিমাণে শাপের পরিহার করিয়াছিলেন যে, সে দিবাভাগে ঘোটকী ও নিশাভাগে দিব্যরূপ-লাবণ্যবতী রমণী হইবে। ইহাই তাহার শাপের পরিহার এবং ইহাই তাহার প্রবোধের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য। উর্ব্বশী এইপ্রকার নিয়তিবশে অনায়ত্ত হইয়া অগত্যা ঘোটকীরূপে সেই রমণীয় বিহারকাননে অবস্থান করিতে লাগিল! সে পূর্ব্বে যেমন অপ্সরাদেহে নারীকুলের শিরোমণি ছিল, অধুনা সেইরূপ অশ্বিনীশরীরে ঘোটকীসমাজের প্রধান স্থান অধিকার করিল। কিংবা মহানুভব সাধুগণের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্মই এই, তাঁহারা বিপদেও কদাচ নিজস্বভাব পরিত্যাগ করেন না। সূর্যদেব অস্তগমন কালেও তেজোরাগপ্রতাপময়ী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, কমলিনী মুদিত হইবার কালেও ভ্রমরকে সম্পুটমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ইহাই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।"

৭ংশ

দণ্ডীরাজের মৃগয়া যাত্রা ও অশ্বিনী-দর্শন

তাপসপ্রবর শৌনিক কহিলেন, "হে মহামতে সূত! তোমার মধুরবাণী সাক্ষাৎ সুধাধারাস্বরূপ। এই জন্য পুনঃ পুনঃ উহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহলসঞ্চার হইতেছে, তুমি পুনর্ব্বার বর্ণনে প্রবৃত্ত হও।

সূত কহিলেন, "ভগবন্! হরিপরায়ণ নরপতি পরীক্ষিৎ এই বিচিত্র ঘটনা শ্রবণপূর্ব্বক পরমপ্রফুল্ল হইয়া পরমহংসপ্রবর বাদরায়ণিকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! অপ্সরোবরা উর্ব্বশী ঘোটকীরূপে কতকাল সেই নিবিড়-কাননে অবস্থিতি করিয়াছিল এবং কিরূপেই পরিণামে তাহার সেই দুর্ব্বার শাপ-বিমোচন হইল, তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন্।

শুকদেব কহিলেন, "নৃপতে! অবধান করুন। উর্ব্বশী মহর্ষির

অভিশাপে স্বরূপভ্রষ্ট ও অবনীতলে অশ্বিনীরূপে পতিত হইয়া মনের বিষাদে দীনান্তঃকরণে সেই অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কতদিনে অষ্টবজ্র একত্র সমবেত হইবে, কতদিনে ঋষিদত্ত এই দুঃসহ শাপের মোচন হইবে, নিরন্তর তাহার এইমাত্র চিন্তা। তদীয় সহচারিণী অন্যান্য অপ্সরীরা যদিও প্রত্যহ স্বর্গ হইতে তাহার নিকট উপস্থিত হইত, কিন্তু কুযোনিসংক্রমনিবন্ধন তদীয় চিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হওয়াতে সে তাহাদের সহবাসে প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইত না। কতকালে স্বস্থান স্বর্গে পুনঃপ্রত্যাগত হইয়া তাহাদের সহিত সেই প্রকারে পারিজাত-বনে ভ্রমণ করিবে, এই চিন্তায় সে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অনবরত ধাবমান হইত। তাহার তৎকালীন-ব্যস্তভাব-সন্দর্শনে কাননচারী জীবকুল কেহ চকিত হইয়া থাকিত। কেহ বা ভয়ে তথা হইতে উদ্ধর্শাসে পলায়ন করিত।

"অহো! বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। একদা উর্ব্বশী ঐ প্রকার বিহ্বল ও ব্যস্তসমস্তভাবে ইতস্ততঃ সবেগে ধাবমান হইতেছে। কাননবিহারী পশুযূথ সসম্ভ্রমে তাহা সন্দর্শন করিয়া, কেহ স্থিরপদে অবস্থান, কেহ উদ্ধর্শবাসে পলায়ন এবং কেহ বা ন যযৌ ন তস্থৌ এইরূপ অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। ইত্যবসরে নরপতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মহাবীর্য্য দণ্ডী প্রচণ্ড যমদণ্ডবৎ একান্ত ভয়াবহ প্রকাণ্ড কোদণ্ডকরে উচ্চণ্ড-তাণ্ডব-প্রবৃত্ত সৈন্যমণ্ডল সমভিব্যাহারে সেই কাননভূমে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি সমাগত হইয়া উৎসাহভরে অসংখ্য মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব মৃগয়ানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্ততাসহকারে নিরন্তর পশুবধে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল যেন, রুদ্রদেব ভৈরবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় উদরবিবরে সমগ্র সৃষ্টি নিবেশিত করিতেছেন। পশুযূথ তৎকালীন-তদীয়-ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতমনে, ব্যাকুল-আননে ও শুষ্কনেত্রে আশু প্রাণপণে ইতস্ততঃ পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সবেগ পদবিক্ষেপে সমস্ত অরণ্যানী প্রকম্পিত, ভয়ংকর চীৎকারে দশদিক্ প্রতিনাদিত ও সাটোপ উল্লম্ফনে অনন্ত গগনপথে যেন পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তরুরাজির পত্রসকল তাহার প্রতিঘাতে ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতে লাগিল। এবং লতিকামণ্ডলী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া, সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে স্পষ্টই অনুমিত হইল, দুর্ব্বলের বিপদ ও ভয় যেরূপ সহজ, এরূপ আর কিছুই নহে। সিংহ ও ব্যাঘ্রকুল দ্রুতপদে ধাবিত হওয়াতে, ক্ষুদ্রপ্রাণ হরিণ হরিণীরা তাহাদের প্রচণ্ড পদাঘাতে প্রক্ষিপ্ত ও আশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া ইহাই জানাইতে লাগিল

যে, যেখানে প্রবলব্যক্তির অবস্থান, সেখানে দুর্ব্বলের অবস্থিতি সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য ;—শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

"হে ভারত! যখন এইরূপ প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত, তখন অশ্বিনীরূপিণী উর্ব্বশী ম্লানমুখে, শুষ্কনেত্রে ও বিষণ্ণচিত্তে নিতান্ত সন্নিহিত-স্থানে শয়ান হইয়া স্বীয় দুর্দ্দশার পূর্ব্বাপর অনুশীলন করিতেছিল। অকস্মাৎ উদ্বেল সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ ভীষণ মৃগয়াকোলাহল শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অবিলম্বে উত্থিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া সমন্তাৎ চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।—দেখিল, অপার সৈন্যসাগর সমুচ্ছলিত হইয়া তাহার দিকেই সবেগে আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহার হৃদয় ভয়বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'স্বর্গে যেরূপ সম্পদের উপর সম্পদ, পাপ-পৃথিবীতে সেইরূপ বিপদের উপর বিপদ সংঘটিত হয়। স্বর্গে যেমন সত্য ও সদাচারেরই অভ্যুদয়, মর্ত্ত্যে তদ্রূপ মিথ্যা ও অত্যাচারই বলবান্! কি আশ্চর্য্য, মানবগণ জ্ঞান-জীব হইয়াও অজ্ঞান-জীব পশুর সহিত বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কি? এইরূপ প্রভেদ না থাকাতেই মনুষ্য সংসারে নানারূপ শোক দুঃখের আবিষ্কার ও প্রবল-প্রচার হইয়াছে। এ সমস্ত শোক-দুঃখের সহসা বা সহজে প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অথবা শোক-দুঃখ বিধাতার মূর্ত্তিমান্ অভিশাপস্বরূপ। যে সকল হতভাগ্য জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদিগকেই ঐ প্রকার অভিশাপ ভোগ করিতে হয়। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, এই অভিশাপই সাক্ষাৎ নরক। তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র নরক আর নাই।' চিন্তাকুলা উর্ব্বশী আরও ভাবিল, 'মনুষ্য যেরূপ বিষয়ের দাস ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক, এমন আর কোন জীবকেই লক্ষিত হয় না। পশুগণের বরং এবিষয়ে নিবৃত্তি আছে, কিন্তু মানুষের নিবৃত্তি নাই। মানুষ সকল স্থানে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই ব্যগ্র হইয়া, বিব্রত হইয়া, উৎসুক হইয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, লোলুপ হইয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া এবং আগৃহীত ও নিগৃহীত হইয়াও অসার, অস্থির, অস্বর্গীয়, অধর্ম্ম্য ও অযশস্য পাপবিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এবিষয়ে তাহার রাত্রি-দিন জ্ঞান নাই। অধিক কি, স্বপ্নেও তাহার পরিহার নাই। সে স্বপ্নযোগে কোন কোন সময়ে সসাগরা সশৈলা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া অখণ্ড দোদ্দণ্ড-প্রতাপে সকলের শাসন করে। কোন কোন সময়ে দিব্য-লাবণ্য-লাঞ্ছিত, দেব-নর-বাঞ্ছিত, কাঞ্চন-কমনীয়-বর্ণাঞ্চিত বরনারীগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক দেহ শীতল করে। কোন সময়ে প্রভু হইয়া শত শত কিঙ্করের উপরে প্রভুত্ব করে

ও কখন বা লোকের দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্তা হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের ন্যায় বিবেচনা করত অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে জাগ্রৎ অবস্থাতেও কল্পনাবশে শূন্যমার্গে মনোহর নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে অবস্থিতি করে। এইরূপ নানাকারণে নরলোকে সুখের বার্ত্তা অন্তর্হিত হইয়াছে। হায়, কি দুর্ভাগ্য! আমি এইরূপ নরলোকে নিপতিত হইলাম! হায়, কি কষ্ট! সুরপুরবাসী দেবতা হইয়া আমাকে নরলোকের পশু হইতে হইল! হা বিধে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। হা দেব! তুমি সকলই করিতে সমর্থ। হা অদৃস্ট! বুঝিলাম, তুমিই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্। অথবা, তোমাদের দোষ কি? পাপের পরিণামই এইরূপ। পাপ করিলে এইরূপই অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়। এ বিষয়ে দৈব বা অদৃষ্টের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। একমাত্র নিয়তিই বলবতী। ভাগ্যবশে যদি কখনও পরিত্রাণ লাভ করি, তাহা হইলে আর কখনও স্বর্গে গমন করিব না। সুরপুরে থাকিলে পদে পদেই পতনসম্ভাবনা এবং একবার পতিত হইলে পুনর্ব্বার আর সহজে উত্থিত হইতে পারা যায় না। হায়, কি কষ্ট! যে আমি আজন্ম রমণীয় নন্দনকাননে পরিভ্রমণ করিয়াছি, কে জানিত, সেই আমায় এইরূপ অতিঘৃণ্য গহনে ঈদৃশ ইতরপশুরূপে, ঈদৃশী হীনদশায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে হইবে! হা দেবরাজ! হা দেবি শচী! তোমরা কোথায়? হা সখি মেনকে! হা সখি রম্ভা! তোমরা কোথায়? হায়! আমি যে স্বর্গে ছিলাম, এ কথা এখন স্বপ্ন বা কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। অথবা পাপ করিলে সুখসম্পদ সকলই স্বপ্ন বা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে। এই সে দিন নরপতি নৃগকে পাপের ফলে কৃকলাসযোনি প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল; এই সেদিন মহীপতি যযাতি পাপ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন; এই সেদিন সসাগরা ধরার অধীশ্বর দশরথ পাপ করিয়া অপহৃত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী ও প্রায়শ্চিত্ত অপরিহার্য্য। হায়! আমি আর ভ্রমেও পাপপথে পদার্পণ করিব না। হা মহর্ষি দুর্ব্বাসা! আপনার পবিত্র ঋষিশরীরে ও ঋষিচিত্তেও দয়ার উদয় হইল না! অনাথা অবলা বলিয়াও আমি ভবদীয় দয়ার পাত্রী হইতে পারিলাম না! অথবা পাপের অনুষ্ঠান করিলে স্বীয় আত্মাও বিরুদ্ধ হয়, অন্যের কথা কি বলিব! অতএব এখন আর অধীর ও অবশাঙ্গী হইলে কি হইবে? অধুনা ঐকান্তিক ও অম্লানহৃদয়ে এই পাপের ফল ভোগ করিব। সৌভাগ্যবশে অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছি। ভাগ্যবশে নরকের কৃমি বা কীট হইতে হয় নাই।'

"উর্ব্বশী তুরগীবেশে সেই নিভৃতস্থলে কতিপয় হরিণীমাত্রের সহবাসে অবস্থিতি করত মনের এইরূপ আবেগে নানারূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে নরপতি দণ্ডী দণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় মৃগয়া করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তদীয় করে ত্রিলোক-শাসন শরাসন, কটিতটে কৃতান্তরসনার ন্যায় মহাভীম অসি এবং কক্ষে অমোঘ-বাণপূরিত অক্ষয় তূণীর। তাঁহাকে যেন মূর্তিমান্ ক্ষাত্রতেজ বলিয়া বোধ হইতেছে। তদীয় সুকোমল অঙ্গযষ্টি বসন্তকালীন বিকসিত মাধবীলতার ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই নয়নমনোরঞ্জন এবং তাঁহার দৃষ্টি পৌর্ণমাসীয় কৌমুদীবৎ পরমপ্রশান্ত ও সর্ব্বলোকলোভন-গুণসম্পন্ন। এই সমস্ত কারণে তিনি যুগপৎ ভয় ও অভয়ের আস্পদ এবং তজ্জন্য সকলেরই আশ্রয় ও শরণ্য। তিনি ঐরূপ বেশে সহসা নিকটবর্ত্তী হইলে তুরগী উর্ব্বশী তাঁহার দর্শনমাত্র চকিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আশু লুক্কায়িত হইবার জন্য প্রয়াস পাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মনে মনে নানারূপ আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল।

"হে ভারত! উর্ব্বশী পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যের, লাবণ্যের ও রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল শরীরেরই বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছিল। এই হেতু অশ্বিনী-অবস্থাতেও তাহার রূপের ও সৌকুমার্য্যের তুলনা ছিল না। অধিক কি, সে যেমন সুরপুরে নর্ত্তকীর অগ্রগণ্যা ছিল, এখনও সেইরূপ অশ্বকুলের গৌরবস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠপদে অধিরূঢ় হইয়াছে। ধরাধামে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোন কালেই তৎসদৃশ সুরূপ, সুদৃশ্য, সুন্দর, সুশোভন, সুগঠিত, সুকুমার ও সুসদৃশ আকারপ্রকার এবং অপূর্ব্ব-ভাব-বিলাসাদি-বিচিত্রতাময়ী অশ্বিনী জন্মগ্রহণ করে নাই। কেহ কুত্রাপি দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সুতরাং তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মহীপতি দণ্ডী উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই অনুচর সৈন্যগণকে তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন, প্রাণ দিয়াও এই অশ্বিনীকে ধরিতে হইবে। 'তোমরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে ধরিবার জন্য যত্নবান্ হও। সাবধান, অশ্বিনী যেন পলায়ন না করে। যাহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিবে, তাহাকে সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।'

"শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! নরপতি দণ্ডী এইরূপ সুকঠোর আজ্ঞা প্রদান করিলে সৈন্যগণ সাধ্যাতীত যত্ন, প্রয়াস, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক উর্ব্বশীকে ধরিবার জন্য সুসজ্জিত হইল। নৃপতিও নিজে সোৎসাহে, সসম্ভ্রমে, সাবেশে ও সবিস্ময়ে তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

এইপ্রকারে একাকিনী উর্ব্বশীকে ধরিবার জন্য বহুলোক একত্র সমবেত হইলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রাদুর্ভূত হইল। সুরবৃন্দ বিমানে আরূঢ় হইয়া এই বিচিত্র ঘটনা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য দণ্ডীর মৃগয়া-কোলাহল বিনিবৃত্ত হইল। অশ্বিনীকে ধরিবে কি, সকলে স্তম্ভিত, চকিত ও চিত্রিতপুত্তলিকাবৎ, অবস্থিত থাকিয়া তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অতর্কিতপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় ও অপূর্ব্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নৃপতি দণ্ডীও স্বয়ং, মুগ্ধ, স্তব্ধ ও অনারব্ধ হইয়া পড়িলেন। অপ্সরোবরা উর্ব্বশীও এই ঘটনা দর্শনে পদমাত্র চলিত না হইয়া এক স্থানেই অবনতমুখে সাক্ষাৎ স্বর্গভ্রষ্ট উচ্চৈশ্রবস-ঘোটকীয় ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল;—মনে মনে ভাবিল, 'কি পাপে কি ঘটে, কে বলিতে পারে? একবার যে পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাঁহার ফলে এই ঘৃণিত অশ্বিনী-জন্ম প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। ইহার উপর যদি আবার পাপের ভার অধিক হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও অন্যতর ঘৃণিত যোনিতে জন্ম-ধারণ করিতে হইবে। রাজা আমায় ধরিতে না পারিলে, সৈন্যগণের প্রাণদণ্ডের নিশ্চয়ই অনুমতি করিবেন। কারণ, মানুষ লোভের বশবর্ত্তী হইলে ন্যায়-অন্যায়-বিচার-পরিশূন্য হয়। তখন তাহাদের অসাধ্য বা অকার্য্য কিছুই থাকে না। অনায়াসে অতি জঘন্য ঘৃণিত কাজেও প্রবৃত্ত হয়। লঙ্কাধিপতি রাবণ, দানবরাজ সুন্দোপসুন্দ বা শুম্ভ নিশুম্ভ এবং মানব-কুলপাংশুল কীচকাদি দুর্ম্মতিগণ এইরূপ রূপমোহে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল। রাজা দণ্ডীও আমার রূপ দর্শন করিয়া সেইরূপ লোভ-বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি চলিতবুদ্ধি ও চলিতমনস্ক হইয়া প্রকাশ্যেই সৈন্যদিগের প্রাণদণ্ডাবিধি প্রচার করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিলেই এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। কারণ, পলায়ন করিলে আশু সৈন্যদিগের জীবন-সংকট সংঘটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের এরূপ অন্যায্য প্রাণসংকটে আমাকেই গুরুতর পাপপারাবারে নিমগ্ন হইতে হইবে। তখন আমার উপায় কি হইবে? বিশেষতঃ শাস্ত্রে আদিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি পাপ করে, তাহার যত না অপরাধ, তজ্জন্য তাহাকে যত শাস্তি ভোগ করিতে না হয়, যে ব্যক্তি সেই পাপের কারণ, তাহাকে ততোধিক অপরাধে অপরাধী ও ততোধিক শাস্তিভোগ করিতে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পাপের কর্ত্তৃপ, অনুমোদীয়তা ও দ্রষ্টা প্রভৃতি সকলকেই নিরয়-যাতনা ভোগ করিতে হয়। অতএব আমি আর পাপপথে পদার্পণ করিব না। বিধাতা

স্বর্গভ্রষ্ট ও সুরসমাজভ্রষ্ট করিয়া আমার মর্ম্মে মর্ম্মে যে গুরুতর আঘাত করিয়াছেন, তাহার দুঃসহ বেদনা মৃত্যু হইলেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। অধিক কি, আমি যদি অমর না, হইতাম, তাহা হইলে প্রাণবিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই অপার পাপের পরিহার করিতাম। হায়, কি কষ্ট! ঈদৃশী বিসদৃশী তুরগীযোনি অপেক্ষা শতবার মৃত্যু হওয়াও শ্রেয়ঃ। মৃত্যু হইবেই বা কেন? পাপীর মৃত্যু নাই। যদিও থাকে, যতদিন পাপের সমুচিত ফল-ভোগ না হয়, ততদিন কিছুতেই তাহার মৃত্যু ঘটে না। জীবসংহারক কালরূপী শমন কেবলমাত্র সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত।'

"শুকদেব বলিলেন, 'হে মহারাজ! স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশী সুন্দরী এইরূপে বিষাদে পরিবেদনা সহকারে অশেষবিধ চিন্তা করত দৈবী মায়ার প্রকাশ পুরঃসর সৈন্যগণের দৃষ্টিতে যেন ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং নৃপতির সম্মুখ দিয়া সবেগে চপলাগতিতে ধাবমান হইল। তাহা দেখিয়া অভিমানী অবন্তীরাজ দণ্ডী অপ্রতিভ হইয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে দ্রুতপদে তদীয় পশ্চাৎ অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অরণ্যের দূরতর ও গহনতর বিভাগে উপস্থিত হইলেন। তখন পথশ্রমনিবন্ধন তাঁহাকে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইল।

"মহারাজ! লোভ মানুষের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। লোভ অপেক্ষা মানুষের ভীষণ করাল শত্রু আর নাই। উহা শত-বিপদের মধ্যেও তাহাকে চালিত করিয়া পরিণামে তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। রাজা দণ্ডী সেই লোভেরই বশম্বদ হইয়া গলদ্ঘর্ম্ম-শরীরে প্রাণপণে অপার্য্যমাণেও উর্ব্বশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কোনমতেই নিবৃত্ত হইলেন না। উর্ব্বশীও কোন ক্রমে পলায়নে ক্ষান্ত না হইয়া, পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজা দণ্ডী শ্রান্তবাহন ও চলৎশক্তি-বিরহিত হইয়া যখন ব্যাকুল-নেত্রে বিশুষ্কমুখে চিত্রপুত্তলিকাবৎ ইচ্ছা না থাকিলেও অকস্মাৎ পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ধাবমানা অশ্বিনীরূপা উর্ব্বশীর দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন; তখন উর্ব্বশীর সুকুমার-অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতি শিথিল করিয়া অপেক্ষাকৃত অনধিগম্য স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অমৃতায়মান উদারবচনে অবন্তীনাথকে সম্বোধন করত কহিল, 'অয়ি নরশার্দ্দূল! তুমি কে, পরিচয় প্রদান কর। কারণ, সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, আমাকে ধরিতে সমর্থ হয়। আমাদিগকে মানুষের ন্যায় নীচ বা অসার জ্ঞান করিও না : আমরা যার—তার

বশীভূত হইয়া জীবন ও জন্ম কলুষিত করি না, ইহাই আমাদের নৈসর্গিকী ও ইহাই প্রকৃতি ঈশ্বরপ্রদত্ত দৈবীশক্তি।'

"শুকদেব বলিলেন, হে ভারত! অবন্তীনাথ দণ্ডী অশ্বিনীর অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে সেরূপ মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তাহার এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব অমৃতায়মান বাক্য কর্ণগোচর করিয়া ততোধিক বিস্মিত হইলেন। মনে করিলেন, পশুযোনি কদাচ মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে না। পূর্ব্বে পশুপক্ষ্যাদি ইতরজন্তুরাও বাক্প্রয়োগে সমর্থ ছিল। কিন্তু বহ্নিদেবপ্রদত্ত অভিশাপনিবন্ধন তাহাদের সেই বাক্শক্তি অপগত ও রসনা অরিষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে। অতএব এই অশ্বিনী যেরূপ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কহিল, তাহাতে ইহাকে পশু বলিয়া অনুমান করা পশুর কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এই তুরগী মনুষ্যাদির ন্যায় কোন উৎকৃষ্ট জীব। মায়াবশে বা অভিশাপবশে কিংবা অন্য কোন কারণে অশ্বিনীরূপে এই নিভৃত গহনপ্রদেশে এইরূপ সবিলাসে পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব আমি ইহাকে নিশ্চয়ই ধৃত করিয়া কৌতূহল ও আশার নিবৃত্তি করিব। যাহারা অসদ্বস্তুলাভে ইচ্ছা করে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও অজ্ঞান। সেইরূপ যাহারা ইচ্ছাবশে সদ্বস্তুর পরিহার করে, তাহারাও মূর্খ বলিয়া গণ্য। সদ্বিষয়ে উদ্যোগী পুরুষকে কদাচ অবসাদগ্রস্ত হইতে হয় না। সে কখনও নিন্দার ভাগীও হয় না। বস্তুতঃ তাহারা উদ্যোগী না হইলে নিন্দা ও ঘৃণার আস্পদ হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

"দণ্ডীরাজ এই প্রকারে নানা চিন্তা করিয়া অভীতবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'অয়ি তুরগি! কুসুমে যে সৌগন্ধ আছে, কুসুম স্বয়ং তাহা কখনও প্রকাশ করে না। এই দৃষ্টান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাধুজনেরা কখনও স্বীয় মুখে স্বীয় গুণপ্রখ্যাপন করেন না। অতএব আমি কি প্রকারে আত্মগুণ কীর্ত্তন করিয়া মহাপাপে নিমগ্ন হইব? তুমি আকৃতিপ্রকৃতি দর্শনে স্বয়ংই বুঝিয়া লও, আমি একজন নরপতি। অবন্তীনাথ বলিয়া লোকের নিকট অভিহিত হইয়া থাকি। আমার নাম দণ্ডী। আমি স্বীয়-প্রতাপে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সুরপতির দণ্ডবিধান করিতে পারি। এই কারণেই লোকে আমার ঐ নাম প্রথিত হইয়াছে। হে ভদ্রে! তুমি দেবী বা মানুষী, অপ্সরী বা কিন্নরী যেই হও এবং পাতাল বা স্বর্গ কিংবা মর্ত্ত্য, যে স্থানেই অবস্থিতি কর, আমার করে কোন প্রকারেই পরিহার প্রাপ্ত হইবে না। আমাকে যে সে মানুষ বা যে সে ব্যক্তি ভাবিও না যে, আমি যে সে দ্রব্যের কামনা

করিব ! তোমার তুল্য অসামান্য বা অপার্থিব পদার্থ-সকলের অধিকার জন্যই অবনীমণ্ডলে মাদৃশ পুরুষদিগের উদ্ভব হইয়াছে। উত্তম উত্তমেরই অনুসারী হয়, ইহাই শাস্ত্রযুক্তিযুক্ত পন্থা। অতএব আমি কোনক্রমেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আর তুমি প্রাণ থাকিতে পলায়ন করিবে, ইহাও কদাচ মনে স্থান দিও না। এই সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাতে তোমার শিরশ্ছেদন করিব। অতএব যদি কল্যাণ-কামনা কর, তাহা হইলে অসন্দিগ্ধ-হৃদয়ে আমার বশীভূতা হও। দণ্ড সাক্ষাৎ ধর্ম্ম এবং দণ্ডই সাক্ষাৎ স্থিতি। কারণ, একমাত্র দণ্ডেই সকলে রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রমেও কাহার প্রতি অন্যায় দণ্ড প্রয়োগ করিতে নাই। যে ব্যক্তি অন্যায়-দণ্ড বিধান করে, দণ্ড তাহারই শিরোদেশে পতিত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়াই আমি তোমায় এখনও আঘাত করি নাই। আমার আজ্ঞা অমান্য করিলেই অতঃপর এই দণ্ড তখনই তোমার মস্তকে নিপাতিত হইবে। সংসারে কুত্রাপি আমার অনধিকার নাই। সর্ব্বত্রই আমার অপ্রতিহত গতি, ইহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। কেন বৃথা পলায়নে প্রয়াস পাইতেছ ? এ দুরাশা পরিহার কর।'

"শুকদেব কহিলেন, রাজন্ ! দুর্ব্বাশার আদেশ ছিল, নরপতি দণ্ডীর সহবাসলাভ ঘটিলেই শাপবিমোচন ঘটিবে। উর্ব্বশী একাগ্রচিত্তে এযাবৎ তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছিল। সুতরাং নরপতি দণ্ডীর পরিচয় প্রাপ্ত হইবামাত্র অভীষ্টসিদ্ধির আশু সম্ভাবনায় তাহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বিপুল পুলকভরে অবশাঙ্গী হইয়া সে নৃপবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, 'নৃপতে ! সুরধামে যে সমস্ত প্রধানা অপ্সরী আছে, আমাকে তাহাদেরই অন্যতরা বলিয়া জানিবে। আমার নাম অভাগিনী উর্ব্বশী। মহর্ষি দুর্ব্বাসার রোষ উৎপাদন করিয়া তজ্জনিত তদীয় দুরত্যয় অভিশাপে আমার এইরূপ দুর্দ্দশার পরিণামদশা উপস্থিত হইয়াছে ! না জানি, অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে ! কারণ, এই ধরিত্রী মন্দভাগ্য নরলোকের নিবাসভূমি। এখানে রোষ-লোভাদির প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন একমাত্র দুঃখেরই প্রভুত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি ঈদৃশ পাপ-তাপময় নরধামে নিপাতিত হইয়াছি। সুতরাং আমাকে দারুণ ক্লেশানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতে হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি ? যাহা হউক, ভবাদৃশ মহানুভব সাধুজনের সহবাস একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু নরলোকের প্রতি সহজে বিশ্বাস জন্মে না।'

"হে ভারত! এইরূপে আত্মদুঃখকাহিনী বলিতে বলিতে উর্ব্বশী ক্লান্ত হইল। মনোবেগের আতিশয্যনিবন্ধন তাহার বাক্‌শক্তি অকস্মাৎ যেন মায়াবশে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পগতিবৎ রুদ্ধ হইয়া গেল; আর সে কথা কহিতে সমর্থা হইল না। তখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, মাতা অপেক্ষাও পূজ্যতম মাতৃভূমি স্বর্গ-ভূমির তত্তৎ-সুখ-সম্পত্তি স্মরণ হওয়াতে সে নিরতিশয় অসহমানা হইয়া উঠিল। আর ধৈর্য্যসংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। নৃপতে পাপ করিলে পরিণামে এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

উর্ব্বশীর রূপ

শুকদেব কহিলেন, "হে রাজন্! উর্ব্বশী মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তারস্বরে বিলাপ করিতেছে, এদিকে দেবদেবমূর্ত্তি ভগবান্ নলিনীনায়ক স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক যেন শ্রমাপনোদন-কামনায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সর্ব্বজনপূজনীয়া সন্ধ্যা-সতী তদীয় অদর্শনে যেন উৎকট বিরহ অনুভব করিয়াই তিমিররূপ মলিনাম্বর ধারণ করত দর্শন দিলেন। সন্ধ্যা-সুন্দরীকে দিনমণির বিরহে বিধুরা দেখিয়া উড়ুপতি চন্দ্রমার হৃদয় ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষকষায়িতনয়নে যেমন লোহিতমূর্ত্তিতে নভস্তলে উদিত হইলেন, সন্ধ্যাসতী অমনি ভয়বিত্রস্ত-হৃদয়ে পলায়ন করিলেন। এদিকে হাসিতে হাসিতে যামিনীসুন্দরী নবীনা কামিনীর ন্যায় হাবভাব-বিলাস সহকারে নিজপতি হিমাংশুমালীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋষিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা নিবন্ধন উর্ব্বশী আশু সেই অশ্বিনীমূর্ত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিব্যকামিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বোধ হইল, যেন অমানিশার প্রগাঢ় তিমিরে অকস্মাৎ পৌর্ণমাসীর বিচিত্র কৌমুদী-লীলার বিকাশ হইল! অথবা যেন মহাপাপে মহাপুণ্যের আবির্ভাব হইল! তাহার ঐ দিব্য কামিনী-মূর্ত্তির তুলনা নাই, উপমা নাই এবং সাদৃশ্য নাই। উহা বিধাতার রচনা নহে; সুতরাং সংসারে উহার দ্বিতীয় থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাপসগণ ইচ্ছা করিলে অভিশাপ দ্বারা হউক্, বর দ্বারা হউক্, অপূর্ব্ব সৃষ্টি করেন, ইহাই তপস্যার প্রভাব। সংসারে যদি সকলে এই প্রভাব বিদিত থাকিত, তাহা হইলে না জানি, কি সুখেরই হইত। তাহা হইলে রোগ-শোক, তাপ-

পরিতাপ, অপমৃত্যু বা অকালমৃত্যু কিছুরই প্রভাব বা প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইত না। সকলেই সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত! ঐপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতাকেই স্বর্গবাস বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

"নরপতে! তুমি পদ্ম, কুমুদ ও চন্দ্রমা প্রভৃতির বিচিত্রতা দর্শন করিয়াছ। শূন্যমার্গে পৌর্ণমাসী যামিনীতে অপূর্ব্বভাব-বৈচিত্র্যও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানারূপ বৈচিত্র্যও তোমার নেত্রগোচর হইয়াছে। কিংবা তুমি বসন্তকালীন বিচিত্রতাও দেখিয়াছ। উর্ব্বশীর সেই দিব্য কামিনী-মূর্ত্তিতে ঐ সমস্ত বৈচিত্র্য একাধারে শোভা পাইতেছে! এই জন্য উহা সর্ব্বলোকপ্রলোভন ও সর্ব্বলোকসমাদরণীয়। হে ভারত! ঐ মূর্ত্তিতে সুধার অংশ আছে, পারিজাতমঞ্জরীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে এবং কুবের-সরসীর সাররত্ন স্বর্ণপদ্মের মোহময় সৌকুমার্য্য আছে। সেই জন্য সংসারে উহার তুলনা দিতে দ্বিতীয় বস্তু পরিলক্ষিত হয় না। ঐ শান্তিময়ী চিত্তরঞ্জিনী দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলে কামনিবৃত্তি ক্ষয় এবং রতি-ভাবের বিলয় হইয়া যায়। তখন যে ভক্তিবিশেষের ও ভাববিশেষের প্রকাশ হয়, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ। ফলতঃ বিধাতার সৃষ্টিতে কোন অপূর্ব্বরচনা নিরীক্ষণপূর্ব্বক যাহার হৃদয়ে ভক্তিরসের উদ্রেক না হয়, তাহাকে প্রকৃত পশু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রকৃত প্রেমরসিকবৃন্দ নিরন্তরই ঐরূপ ভক্তিযোগ ভোগ ও তজ্জন্য বিনির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অহো! ঐ আনন্দের তুলনা নাই। উহা হৃদয়ে পদগ্রহণ করিবামাত্র, ভক্তের সমস্ত তাপ, সন্তাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ আশু প্রভাকরবিতাড়িত তিমিররাশির ন্যায় অথবা খগরাজ-পীড়িত নাগকুলের ন্যায় সর্ব্বথা দূরদেশে পলায়ন করে। আমার হৃদয়ে কিংবা লোকমাত্রেরই হৃদয়ে যেন জন্মজন্ম ঐরূপ আনন্দযোগ সমুদ্ভূত হয়। ইহাই মাদৃশজনের ঐকান্তিকী কামনা।

"ভারত! প্রথমে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্তিতপূর্ব্ব অশ্বিনী, পরে মনুষ্যের ন্যায় তাহার অসম্ভাবিতপূর্ব্ব বাক্‌শক্তি, তৎপরে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য মানুষীমূর্ত্তি প্রভৃতি ধারাবাহিক আশ্চর্য্যঘটনা দর্শন করিয়া নরপতি দণ্ডীর বুদ্ধিশুদ্ধি বিবেকবিহীন মানবের ন্যায় অথবা উদ্ধতহৃদয় পরিণামবিহীন যুবকের ন্যায় বিস্ময়-নিবন্ধন যেন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। মন যেন শূন্য হইয়া গেল, আত্মা যেন আচ্ছন্ন হইল এবং চিত্ত যেন বিগলিতপ্রায় হইল। তদীয় কর হইতে সশর শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল: তিনি চিত্তপুত্তলিকার ন্যায়, স্তম্ভিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, মৃতের ন্যায়, নিজ্জীবের ন্যায় শূন্যচক্ষে ও শূন্যমনে অবস্থিত রহিলেন। কি বলিবেন,

কি করিবেন এবং কি বলিলে ও কি করিলে মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। একবার মনে করিলেন, 'ইহা তুরগী নহে। কোন দৈবী মায়া মাদৃশ অসার বা ভ্রান্তিচিত্তকে প্রতারিত করিবার জন্য লীলাবশে এই নিভৃতস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছিল; অদৃশ্য হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। কারণ, আমি ভ্রমবশে ঐ মায়ার অনুসরণ করিয়া দেখিতে দেখিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। নিশ্চয়ই অচিরে আমার প্রাণসংশয় ঘটিবার সম্ভাবনা। মনীষিগণ শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে প্রাণসংশয় ঘটিবার সম্ভব, সুধা-ভাণ্ড হইলেও, বিষভাণ্ডজ্ঞানে তাহা দূরে পরিবর্জ্জন করিবে। কারণ, প্রাণ থাকিলেই ভোগ, সুখ, আনন্দ সমস্ত অনুভূত হইয়া থাকে। মৃত্যু হইলে কোন্ ব্যক্তি বিষয়ভোগে সক্ষম হয়? সুতরাং যাহারা ঐ প্রকার মারাত্মক বিষয়ে হস্তার্পণ করে, তাহারই প্রকৃত পশু, তাহারাই অধম এবং তাহারাই কুমানুষ। ফল কথা, তাদৃশ ব্যক্তি দেবতা হইলেও পশুবৎ, সন্দেহ নাই! আমি শাস্ত্রের এই আদেশবাক্য অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বথা একান্ত অসারচেতার কার্য্য করিয়াছি। হায়! এই মুহূর্ত্তে প্রাণসংশয় সংঘটিত হইলে কেই বা এই তুরগী ভোগ করিবে, এ কথা একবারও আমার অসার অন্তরে সমুদিত হয় নাই। সর্ব্বথা আমি যে অন্ধ ও অসার, ইহাতে আর কি সংশয় আছে?'

"ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক নরনাথ দন্ডী পুনরায় মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না মহাবিকার আমাকে আক্রমণ করিল, অথবা ভূতাবেশ বা গ্রহাবেশে আমি অভিভূত হইলাম, কিংবা আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি? নতুবা পরস্পর অতিমাত্র বিসদৃশ ও নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা-সমূহ পুনঃ পুনঃ আমার দর্শনবিষয়ে পতিত হইতেছে কেন?'

শুকদেব বলিলেন, "হে ভারত! মানবজাতির চিত্ত স্বভাবতঃ নিতান্ত ক্ষীণ। এই হেতু অল্পেই কাতর হইয়া পড়ে এবং অবসন্ন ও বিপন্ন হয়। এবিষয়ে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই। সুতরাং মহীপতি দণ্ডীর যে সহসা মোহাবেশ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। মুহুর্মুহুঃ বিস্ময়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। তিনি যখন এইরূপ শোচনীয় দশায় অভিভূত হইলেন, তখন সেই দিব্যকামিনীমূর্ত্তি তাঁহাকে আপনার বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে অপূর্ব্ব মোহনী-মায়ার আবিষ্কার করিল এবং সহাস্য-বদনে মধুরসম্ভাষণে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'মহারাজ! মোহের বশীভূত হইবেন না। আপনার ন্যায় সাধুগণ কদাচ বিস্ময় ও সংশয়ের অধীন হন না।

বিস্ময় ও সংশয় এই দুইটি আত্মসিদ্ধির সাক্ষাৎ মহাবিঘ্ন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে দেহে এই উভয়ের প্রাদুর্ভাব, সে দেহে ও পশুদেহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তাদৃশ দেহ লইয়া কদাচ সংসাররূপ দুষ্পার তমঃপার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব মোহের আবরণ দূর করিয়া জলদাবরণ-বিনিৰ্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় অথবা পরব্রহ্মানন্দে মগ্ন সমাধিনিষ্ঠ যোগীর বিমলচিত্তের ন্যায় স্বীয় স্বাভাবিক সৌভাগ্য লাভ করুন্ এবং বিশদ বিমল শান্তদৃষ্টিতে দর্শন করুন্, আমিই সেই অশ্বিনী। এখন আমি ঈদৃশী দিব্যকামিনীমূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। নরপতে! মোহ অপেক্ষা লোকের ভীষণ শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। অতএব ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, কাহাকেও যেন কখনও সেই মোহ-তিমিরে অভিভূত হইতে না হয়। বস্তুতঃ আপনাকে মোহিত করিবার জন্য যে আমি ঈদৃশী মূৰ্ত্তি ধারণ করিয়াছি, ইহা মনে করিবেন না। মহর্ষির অভিশাপই আমার এই ঘোটকীমূৰ্ত্তি ধারণের কারণ। সেই শাপের পরিণামই এই সুখদুঃখময়ী অবস্থা। ইহাকেই শাপানুগ্রহ বলা যায়। হে রাজন্! পূৰ্ব্বপুণ্যবলে দুৰ্ব্বাসা আমাকে অভিশাপদানান্তে এই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তুমি দিবাভাগে তুরগীরূপে অবস্থান পূৰ্ব্বক নিশাভাগে মোহিনী কামিনীমূৰ্ত্তি ধারণ করিবে।'

শুকদেব বলিলেন, "ত্রিদিব-সুন্দরী উৰ্ব্বশী এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূৰ্ব্বক দিগ্‌বিদিক্ আলোকিত করিয়া, মূৰ্ত্তিমতী দেবীর ন্যায়, সাক্ষাৎ কান্তির ন্যায়, কিংবা ত্রিলোকীস্থ রূপরাশির ন্যায় নরপতিসমক্ষে সবিলাসে, সানুরাগে, সসম্ভ্রমে, সচাতুর্য্যে, সমাধুর্য্যে, সগৌরবে, সাদরে, সপ্রেমে ও সপ্রণয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে নেত্রযুগল মুদিত ও ক্ষণপরে উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে দিব্যকামিনীরূপে রূপ, রস, প্রণয় ও বিলাস প্রভৃতি যেন একত্রে শোভা পাইতেছে এবং তাঁহারে সোৎসাহে, সসংরম্ভে ও সাবেগে যেন আলিঙ্গন করিবার জন্যই সমুদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ঈদৃশ অলৌকিক রূপরাশি ইতিপূৰ্ব্বে কখনও তাঁহার নয়নগোচর, শ্রবণগোচর বা কল্পনাগোচর হয় নাই। স্বপ্নেও তিনি কখনও ভাবেন নাই যে, এরূপ সৌন্দর্য্য, এরূপ লাবণ্য, এরূপ মাধুর্য্য রমণীদেহে বিরাজ করে। সুতরাং তিনি স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া স্থিরনেত্রে উৰ্ব্বশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

"এদিকে রতিপতি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া খরতর পুষ্পবাণ-প্রহারপুরঃসর রাজাকে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় একান্ত বশীভূত করিলে, তিনি মত্তের ন্যায়, উন্মত্তের

ন্যায়, প্রমত্তের ন্যায়, অতিমাত্র হৃতজ্ঞান ও লুপ্তমতি হইয়া গদ্‌গদ্‌বচনে ঐ কামিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'অয়ি মত্ত-মরাল-গামিনি! অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! অয়ি দিব্য-রূপ-বিলাসিনি! অয়ি পূর্ণচন্দ্র নিভাননে! অয়ি পীনোন্নত-পয়োধরে! অয়ি মদনগৃহনিবাসিনি! অয়ি পুংস্কোকিল-কল-স্বনে! তুমি কে? কোথায় অবস্থান কর? আহা! তুমি যে লোকে নিবসতি কর, সেই লোকের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। অয়ি মানময়ি! অয়ি ভাগ্যবতি! যাহার প্রতি তোমার সানুরাগকটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই পুরুষই ধন্য ও সার্থকজন্মা। এ নর-সংসারে তোমার ন্যায় ঈদৃশ মোহনবস্তু যেমন দুর্লভ, সেরূপ আর কিছুই বোধ হয় না। অয়ি মঙ্গলময়ি! তুমি বক্ষঃস্থলে বহুযত্নে ঐ যে কুম্ভবৎ দুইটি পদার্থ বহন করিতেছ, উহা কি, জানিতে ইচ্ছা করি। অয়ি মদিরায়তাক্ষি! যেখানে প্রীতি, প্রেম, প্রণয়, রূপ, সৌন্দর্য্য, বিলাস, বিভব ও বিভ্রমাদি প্রভৃতি সুভগ পদার্থসমূহ বিদ্যমান থাকে, তোমার ঐ বক্ষোগত কুম্ভদ্বয় কি সেই স্থানের মহাসুখসম্পত্তি? আহা! উহার কি মাধুর্য্য! কি সৌকুমার্য্য! কি মোহনীয়তা! উহা চক্ষে দেখিয়াই যখন আমি এরূপ অনুপম অসুলভ সুখ অনুভব করিতেছি, না জানি, স্পর্শ করিলে কতই সুখী হইব! অয়ি বরবর্ণিনি! তুমি উহা বসনাঞ্চলে আচ্ছাদিত করিয়া মেঘাবরণমধ্যগত চন্দ্রমার দশা প্রদর্শন করিতেছ কেন? কল্যাণি! তোমার ঐ মুখকমল সুধারাশিতে পরিপূর্ণ। উহাতে নয়নরূপ ভৃঙ্গ নিরন্তর বিহার করিতেছে। যদিও ঐ মধুকর গুঞ্জন করিতেছে না, কিন্তু উহার শোভা অতুলনীয়। আহা! আমার কি সৌভাগ্য! আমি জন্মান্তরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। কেননা, তুমি স্বর্গের সম্পত্তি হইলেও ধরাতলে আমিই প্রথমে তোমাকে নেত্রগোচর করিলাম। প্রিয়তমে! অদ্য তোমার শুভপদার্পণে ধরিত্রীসতীর গৌরব সংবর্দ্ধিত হইল। স্বর্গ আজি তোমার বিরহে অনাথ হইল! তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গপুরের অতুল সম্পত্তি। কারণ, পাপপূর্ণ অবনীতে যেখানে মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি অসংখ্য পাপজীবেরই অবস্থিতি, সেই পৃথিবীতে ত্বৎসদৃশ দুর্লভ নারীরত্নের আবির্ভাব কদাচ সম্ভব বা সঙ্গত হইতে পারে না। অয়ি দেবি! স্বর্গধামেও বোধ হয়, তোমার দ্বিতীয় নাই। কারণ, সময়ে স্বর্গীয় রমণীও আমার নেত্রপথে পতিত হইয়াছে। অয়ি তরলায়তস্নিগ্ধ-নয়নে! অয়ি পদ্ম-কুমুদ-শশাঙ্ক-রুচি-চৌরে। তুমি ধরাতলে অবতরণ করিয়াছ কেন? তোমার ন্যায় দিব্যকামিনী অসার পৃথিবীতে পদার্পণ করে, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। তোমার ন্যায় নারী-রত্ন সুরধামে

থাকিলেই প্রকৃত শোভা পায়। অতএব যদি অনুকম্পা করিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া বা লীলা করিয়া কিংবা কৌতুকদর্শন ইচ্ছা করিয়া ধরাতলে অবতরণ করিয়াছ, তবে কি জন্য এই জঘন্য নিভৃত বনবাসে একাকিনী বাস করিয়া বৃথা ক্লেশভোগ ও তৎসহকারে আমাদিগকেও ক্লেশ প্রদান করিতেছ? আমার কথা রাখ, অনুরোধ করি, আমার সমভিব্যাহারে আইস। আমি তোমাকে রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন সমর্পণ করিব। তুমি আমার রত্নময়ী অন্তঃশিলায় ইচ্ছানুসারে শয়ন ও উপবেশনাদি করিবে। অথবা যদি অভিলাষ হয়, এই মুহূর্ত্তেই মদীয় হৃদয়াসন অধিকার কর। সুন্দরি! অধিক আর কি বলিব, এই নরপতি দণ্ডী দর্শনমাত্র সমস্ত পৃথিবীর সহিত তোমার আয়ত্ত ও ক্রীতদাসস্বরূপ হইয়াছে। প্রাণান্তেও তোমায় ত্যাগ করিতে পারিবে না। হে ভাবিনি! যে ব্যক্তি ত্বৎসদৃশ অমূল্য দিব্যরত্নে বঞ্চিত হয় বা তাহা ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় মন্দভাগ্য সংসারে আর কে আছে? তাহার জীবিত-প্রয়োজন সর্ব্বথা নিষ্ফল। তাহাকে মানুষ নামের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। যদিও মানুষ হয়, সে নিতান্ত অসার, নিতান্ত হতজ্ঞান, নিতান্ত মূর্খ। কেননা, এ সংসারে রত্নসংগ্রহ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা জ্ঞানের কার্য্য। অতএব আমি কখনও তোমায় পরিত্যাগ করিব না। যদি স্বপ্ন বা ছায়া অথবা কোন প্রকার দৈবী মায়া না হও, আমাকে প্রতারিত কি বঞ্চিত করিয়া কখনই প্রস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তল, বিতল, অতল, সুতল, পাতাল সমুদ্রতল, পর্ব্বত ও ও কন্দর যেখানে হউক্ না কেন, সর্ব্বত্রই আমার গতি অপ্রতিহত ও সুগম বলিয়া জানিবে।

'অয়ি সর্ব্বজন ললামভূতে! যদি হস্তে সশর শরাসন ও সুকরাল করবাল দর্শন করিয়া আমায় কঠিন বিবেচনা কর এবং তজ্জন্য মৎপ্রতি তোমার বিমতিতা হইয়া থাকে, বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই ঐ সকল ত্যাগ করিলাম। আমার গৃহে আর যে শত শত নারী-রত্ন আছে, যাহারা তোমার তুলনায় প্রকৃত-পক্ষেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যদি বিশ্বাস না হয়, তাহাদিগকেও আমি পরিত্যাগ করিলাম; অধিক কি বলিব যদি সর্ব্বত্যাগী হইতেও অনুমতি কর, এই দণ্ডে তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। বস্তুতঃ যে কোন প্রকারে হউক্, তোমাকে আমি গ্রহণ করিবই করিব। তুমি দয়া না কর, আমি নির্দ্দয় হইব। তুমি সহজ না হও, আমি কাঠিন্য প্রদর্শন করিব। তুমি ইচ্ছায় বশীভূত না হও, আমি বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। অথবা আমাকে ভজনা না করার কারণ কি, তাহাও প্রকাশ কর। আমি অখণ্ড মেদিনীর অধীশ্বর.

তুমি যদি সুরপুরবাসিনী হও, তোমাদের অধিপতি দেবরাজ আমায় পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি যদি পাতালবাসিনী সুন্দরী হও, বাসুকিও আমায় জানেন; অধিক কি, ত্রিলোকে আমি কাহারও নিকট অবিদিত বা অসম্মানিত নহি।'

শুকদেব কহিলেন, "হে রাজন্! অবন্তীপতি নরদেব দণ্ডী এইরূপ সরোষ-সগর্ব্ব, অথচ মধুময় বচনবিন্যাসপূর্ব্বক উচ্ছলিত মনোবেগ কোনরূপেই সহ্য করিতে না পারিয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করত সবেগে আলিঙ্গন করিতে যেমন উদ্যত হইলেন, অমনি সেই দিব্যনারীরত্ন কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং অমৃতায়মান উদারবচনে কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! লোকে যাহার লাভে কামনা করে, আপনি প্রার্থনার সামগ্রী। অতএব আমি যদি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কলঙ্কভাগিনী হইব। কিন্তু আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা পালন না করিকে কোনরূপেই আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব না।'

"এই কথা শ্রবণমাত্র রাজার হস্তে যেন স্বর্গলাভ হইল। তিনি সসম্ভ্রমে ও সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, 'অয়ি সরলে! অসাধ্য হইলেও আমি তাহা পালন করিব! কোন্ মতিমান্ পুরুষ তোমার ন্যায় দুর্লভ রত্নসংগ্রহে যত্নবান্ না হয়?'

উর্ব্বশী কহিলেন, 'রাজন্! প্রতিজ্ঞা করুন্, আমায় কখনও ত্যাগ করিবে না?'

'দণ্ডী কহিলেন, 'ইহা তো তুচ্ছ কথা। যদি আরও কিছু থাকে, বল! তাহাও পালনে প্রস্তুত আছি।'

উর্ব্বশী কহিলেন, 'মানুষ স্বভাবতঃ চপলপ্রকৃতি। এই জন্য ভয় হয়, পাছে আপনি প্রতিশ্রুতি পালন করিতে অক্ষম হইয়া পরিণামে বিপরীত কার্য্য করেন।'

নৃপতি কহিলেন, 'অয়ি কল্যাণি! যাহা বলিলে, স্বীকার করি; মনুষ্য চঞ্চল। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের প্রকৃতি সমান নহে। অবশ্য পরিহার আছে, তুমি ভয় বিসর্জ্জন কর।'

উর্ব্বশী কহিলেন 'নৃপতে! সত্য বটে। কিন্তু মৎসদৃশী রূপলাবণ্যবতী কামিনীরা সাধারণের আমিষস্বরূপ। আপনার আত্মদৃষ্টান্তেই ইহা বুঝিয়া দেখুন। এই দেখুন, আমাকে দর্শনমাত্র আপনার জ্ঞানলোপ হইয়াছে। আপনার ন্যায় বীর ও ধীরব্যক্তির যখন এইরূপ দশা, অন্যের কথা আর কি

বলিব ? আমার জন্য নরলোকে মহাসংগ্রাম উপস্থিত ও তুমুল কাণ্ড আপতিত হইতে পারে। ধরিত্রীর যাবতীয় লোক হয় তো আপনার বিপক্ষ বা প্রতিযোগী হইয়া আমারে প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হইবে : তখন আপনি একাকী কি করিবেন ? বলুন্ দেখি, আমি তখন কি করিব, কোথায় যাইব. কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? হে মহারাজ ! এই সকল চিন্তা করিয়া আমি সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতেছি। আমার মনও অগ্রপশ্চাৎ করিতেছে। অধুনা আপনিই এ বিষয়ে আমার একমাত্র প্রমাণ বা অবলম্বন। যাহা হয়, আশু বিধান করুন্। এরূপ যন্ত্রণাময়ী দশায় এরূপ নিভৃত বনবাসে আর আমি কোনমতেই অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না।'

দণ্ডী কহিলেন, 'অয়ি কল্যাণি ! তুমি যাহা যাহা বলিলে, এ সকল সামান্য কথা। যাহারা প্রতিশ্রুতি পালন না করে, তাহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহে, তাহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও হেয়। কেননা, পশুরাও নিজ নিজ সহচর বা সহচরীকে প্রাণ থাকিতে সহজে বা অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে না। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত ও বিশ্বস্তহৃদয়ে আমারে ভজনা কর। দেখ, কোন বিষয় জানিতে না পারিলে কেহ তাহাতে লোভী হয় না। আমি তোমায় সর্ব্বথা যত্নসহকারে এরূপ সাবধানে রক্ষা করিব যে. আমি ব্যতীত আর কেহই তোমাকে চিনিতে বা জানিতে সমর্থ হইবে না। অধুনা তুমি নিশ্চিন্তহৃদয়ে ও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আমার গৃহে চল। তথায় স্বর্গ অপেক্ষাও সুখে ও নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিবে।'

শুকদেব বলিলেন, "হে উত্তরানন্দন। নরপতি দণ্ডী এইরূপ আশ্বাসদান-পূর্ব্বক উর্ব্বশীসমভিব্যাহারে সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। যামিনী-বিগমে পুনরায় রূপান্তর। ঋষিশাপের অবশ্যম্ভাবিতানিবন্ধন উর্ব্বশী সুন্দরী তাদৃশী প্রেয়সীমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বনবিচারিণী তুরগীদেহ পরিগ্রহ করত নরপতি দণ্ডীর শোকসমুদ্র সমুদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন। অবন্তীনাথ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অনুশীলনপূর্ব্বক আপতিত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ ও ধৈর্য্য ধারণ করত সর্ব্বলোকপ্রশাসনী জগন্মোহনী নিয়তির অপরিহার্য্যতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অশ্বিনীকে সযত্নে ও সাদরে সমভি-ব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। সংসারে সম্পদের বিপক্ষ ও প্রতিযোগীর সংখ্যা নাই, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। পাছে কেহ সমস্ত ঘটনা পরিজ্ঞাত হয়, এই জন্য অতি সতর্কতার সহিত ও অতীব সংগোপনে সেই তুরগীকে রক্ষা করিয়া একমনে, একধ্যানে,

প্রাণপণে তাহারই রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিপোষণে অহর্নিশ নিযুক্ত রহিলেন। তিনি যেন আত্মহারা ও আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। রাজা, রাজকার্য্য, প্রজাপুঞ্জ কোন দিকেই দৃষ্টি রহিল না; অশ্বিনীই তাঁহার প্রাণ, অশ্বিনীই তাঁহার ধ্যান, অশ্বিনীই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

অপালনে লক্ষ্মীভ্রংশ

সূত কহিলেন, "হে তাপসবৃন্দ! সর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশীসম্বন্ধীয় এই রূপ করুণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুকুলতিলক পরীক্ষিতের যেন মোহ উপস্থিত হইল। তিনি আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া ব্রহ্মশাপের অনুল্লঙ্ঘনীয় অপরিসীম দুরন্ত-প্রভাব স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন। অবশেষে করুণস্বরে শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমার গতি কি হইবে? আপনারা আর্ত্তজনের বন্ধু, একমাত্র সুহৃদ্! অতএব আমার বিহিত উপায় বিধান করুন্। দুরত্যয় ব্রহ্মশাপ-প্রভাবে আমার যেন বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হইতেছে। কি করিলে অচিরে এই দুঃসহ যাতনার পরিহার হইতে পারে, কৃপাপুরঃসর তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন্। ক্ষতে ক্ষারজল সেচন করিলে যেমন দুঃসহ যন্ত্রণার উদয় হয়, আমার অন্তরে অন্তরে, শিরে শিরে, মর্ম্মে মর্ম্মে ও পঞ্জরে পঞ্জরে তদপেক্ষাও অধিকতর যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে। হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমি মোহমদে অন্ধ হইয়া এ কি করিলাম! হায়, আমি হতবুদ্ধি হইয়া স্বহস্তে দারুণ গরল ভক্ষণ করিলাম! হায়, আমি জানিয়া শুনিয়াও স্বয়ং আপনার মৃত্যুকে আহবান করিলাম! হায়, আমার কি হইল! হায়, আমি হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও অনাথ হইলাম! হা পিতঃ! তুমি কোথায়? হা মাতঃ! তুমি এখন কোথায়? হা পিতামহ! তুমিই বা কোথায় রহিয়াছ? অথবা আমি যে মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাতে আর তোমাদের ন্যায় পবিত্রাত্মা সাধুগণের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহি!'

অভিমন্যুনন্দন নরপতি পরীক্ষিৎ এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে মহাচেতা মহানুভব শুকদেব তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,

'রাজন্! শ্রবণ করুন্। নরপতি দণ্ডী অশ্বিনী লইয়া যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কি দিবা, কি যামিনী, অনুক্ষণ অভীষ্ট-দেবতার ন্যায় অশ্বিনীর পরিচর্য্যা করিয়া যাপন করেন। অশ্বিনীই তাঁহার তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ যে সকল নরাধম ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহাদিগের স্বভাবই এই। তাহারা দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া অপদার্থকেও পদার্থ বোধে পরিচর্য্যা ও তজ্জন্য নানারূপ বিপদ ভোগ করে এবং দুঃখকেও সুখ জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহাকেই মহামোহ বা ব্যামোহ বলা যায়। নরপতি দণ্ডী এই মহা-মোহের আয়ত্ত হইয়া আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অশ্বিনীর সেবায় অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিলেন। তিনি স্বহস্তে পানাহার প্রদান, তাহার গাত্রমার্জ্জনবিধান ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করেন। দিবাভাগে এই সকল কার্য্যেই ব্যস্ত। ক্ষণমাত্রও অবকাশ নাই, ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম নাই। প্রজাগণ আসিয়া রাজদর্শন পায় না, মন্ত্রীরা আসিয়াও কোনরূপ আজ্ঞা বা আদেশ পান না। যামিনী-যোগেও তাঁহার ঐরূপ ভাব ও ঐরূপ অবস্থা। রাত্রি-সমাগম হইবামাত্র অশ্বিনী দিব্য মোহিনী কামিনীমূর্ত্তি ধারণ করে। সেই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র নৃপতির জ্ঞানচৈতন্য তৎক্ষণে যেন মায়াবশে কোন্‌ স্থানে তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি তখন পরমারাধ্যা দেবীর ন্যায়, মূর্ত্তিমতী অভীষ্টসিদ্ধির ন্যায় কিংবা সাক্ষাৎ দৈবী-সাধনার ন্যায় সেই মোহিনীমূর্ত্তির রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচারণে একান্তচিত্তে সমুদ্‌যোগী হন এবং তদুপলক্ষে অনিদ্রায় রাত্রিযাপনে নিরত হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ও প্রাণপণে তদীয় চিত্তবিনোদনে স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তথাপি তাঁহার আশার নিবৃত্তি ও পরিতৃপ্তি হয় না। তিনি পরমযশস্বী, কীর্ত্তিমান্‌ ও প্রতিপত্তিশালী; কিন্তু এই কারণে সেই যশঃ, সেই কীর্ত্তি ও সেই প্রতিপত্তি-লোপের ও বিবিধ বিপত্তির দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবার উপক্রম হইল। তথাপি তাঁহার ঐরূপ মোহময়ী তামসীপ্রকৃতি বিদূরিত হইল না; বরং বিষময়ী বিষমবিকৃতিই উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"মনীষিগণ শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, শারীরিক বল—বল নহে; মনের বলই প্রকৃত বল বলিয়া পরিগণিত; পশুগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সিংহব্যাঘ্রাদি পশুকুলের শারীরিক বল অসীম; কিন্তু মানসিক বলের অভাবনিবন্ধনই তাহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। মদমত্ত বারণের যদি মনের তেজ থাকিত, তাহা হইলে সে কদাচ মানুষের অনুগত কিঙ্করস্বরূপ হইয়া দেহপাত করিত না। বস্তুতঃ মনের তেজ না থাকিলে সকলেরই এইরূপ হীনতা বা

দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে মানুষে ও পশুতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। নরপতি দণ্ডীর মনের তেজ ছিল না; এইজন্য তিনি মদনের কিঙ্কর ও ও ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হইয়া কামিনীর ক্রীড়ামৃগস্বরূপে একান্ত হেয়, জঘন্য ও নগণ্যভাবে জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন। কামজনিত অবসাদনিবন্ধন তদীয় উৎসাহ ভগ্ন, সাহস ভগ্ন ও মন যেন বিলগ্ন হইয়া পড়িল; তিনি আর যেন সে দণ্ডী রহিলেন না! মায়াবশে যেন তাঁহার তেজঃপ্রভাব সমস্তই কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

"হে ভারত! সংসর্গজ দোষগুণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, ভবাদৃশ মহাবুদ্ধি নরপতির নিকট ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। যাহার যেমন প্রকৃতি, সংসর্গবশে তাহার আর সেরূপ থাকে না; অবশ্যই তাহার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। এই জন্য মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বয়ং বিধাতাকেও সংসর্গ-দোষে প্রকৃতিভ্রষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। অসৎপ্রকৃতি শকুনি-দুর্য্যোধনাদির সহবাসে কুরুকুলরত্ন ভীষ্মাদি মহাত্মগণকেও অযশোভাগী হইতে হইয়াছিল। অতএব যাহাতে কুসংসর্গ-বিরহিত হইয়া আত্মার উন্নতি-বিধান করা যায়, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সুষ্ঠু সংসাধিত হয় এবং স্বার্থ ও পরমার্থ রক্ষিত হয়, তাদৃশ সৎসংসর্গে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য। রাজা দণ্ডী ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া বিপরীত হইয়া উঠিলেন। তিনি দিবাভাগে পশু ও যামিনীযোগে কামিনীসংসর্গে থাকিয়া পুরুষের কথা দূরে থাকুক্ স্ত্রী ও পশু অপেক্ষাও নিরতিশয় নীচভাবাপন্ন এক অভূতপূর্ব্ব ইতর-জীবভাবে পরিণত হইলেন। তাঁহার মানুষিক বুদ্ধিশুদ্ধি বিলুপ্ত ও তেজঃপ্রভাব বিদূরিত হইয়া গেল। মানুষ কি পশু, স্ত্রী কি পুরুষ, চেতন কি অচেতন কিছুই স্থির নাই। এইরূপ বিরূপ অবস্থাযোগনিবন্ধন তদীয় অতিমাত্র শোচনীয় দশার উদয় হইল।

"রাজন্! কমলা স্বতঃই নিরতিশয় তেজস্বিনী। যে ব্যক্তি হীনবীর্য্য, হীনতেজা, নিরুদ্যম ও নিঃস্বত্ত্ব, তাদৃশ পুরুষাধমকে তিনি কখনও আত্মদান করেন না। যে ব্যক্তির উৎকর্ষ, পুরুষত্ব, উদ্যোগ, উদ্যম, অধ্যবসায়, উত্তেজনা, বীর্য্য ও তেজ বিদ্যমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিই কমলার পরম প্রিয়পাত্র ও কামনার বস্তু। দেবদেব নারায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট-ভাবাপন্ন এই কারণেই সমুদ্রতনয়া নারায়ণপ্রণয়িনী সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই আশ্রিত, অনুগত, বশীভূত ও প্রণয়প্রীতিমারূপিণী। হে রাজন্! এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই সমস্ত উপলব্ধি করা যায়। আজ মহারাজ দণ্ডী অশ্বিনীরূপা উর্ব্বশী-সহবাসে

ঐ প্রকার তেজোভ্রষ্ট, স্বার্থভ্রষ্ট ও পৌরুষভ্রষ্ট হওয়াতেই কমলা তাঁহাকে ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে গ্রহগণ তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। দৈব প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিলেন এবং অদৃষ্টও যেন রুষ্টভাব ধারণ করিলেন। এই সকল নানাকারণে তাঁহার রাজ্যরক্ষা হওয়া ক্রমে ক্রমে একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি তীর-তরুর ন্যায় পতনোন্মুখ হইলেন। কীট-নিষ্কুশিতের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইলেন। বিকারীর ন্যায় একান্ত অবসাদদশায় পতিত হইলেন এবং মায়াবিদ্ধের ন্যায় বুদ্ধিশুদ্ধিপরিশূন্য হইয়া পড়িলেন। এইপ্রকারে কর্ম্মদোষে ও সংসর্গদোষে তাঁহার নানারূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, সুখ নামমাত্রে সংস্থিত হইল এবং সন্তোষ অস্থিত ও আহলাদ নিতান্ত দুঃস্থিত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু তাঁহার রাজ্য অরাজকপ্রায় নানা-বিপদে সমাকুল হইবার উপক্রম হইল। ধরিত্রীদেবী আর তাঁহারে বহন করিতে সমর্থ হইলেন না। কারণ, তিনি যেন ধরা-সতীর দুর্ভর ভারস্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

চিন্তাশূন্য কে ?

শুকদেব কহিলেন, "হে ভরতর্ষভ! শ্রবণ করুন। দুর্বৃত্তের কোন কালে, কোন স্থানে ও কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। সে রাজা হইলেও দরিদ্র। কৃষ্ণদ্বেষী মথুরাপতি দুরাচার কংসাদির ন্যায় নরপতি দণ্ডীরও প্রবৃত্তিদোষে তাহাই ঘটিল। তত্ত্বাবধান না করাতে তাঁহার কোষ, বল, যান, বাহন প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং প্রজাপুঞ্জ রোগ, শোক, ও অকালমৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে লাগিল। বাল-বিধবা ও ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দস্যুতস্করাদির উৎপীড়নে প্রজাকুল ভয়াকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজ্য ক্রমে ক্রমে অনাথ ও নিরাশ্রয় লোকে সমাকীর্ণ এবং বিপদ্-বিদ্রোহের লীলাভূমি হইয়া পড়িল।

এইরূপ অরাজকভাব সন্দর্শনে লোকপালবর্গ একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া তাহার প্রতিকারকল্পনায় পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উর্ব্বশী-বিরহ স্মরণ করিয়া দেবেন্দ্রের অন্তঃকরণও ঈষৎ চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উর্ব্বশীসুন্দরী স্বীয় বিবিধ গুণে সুরসভার

প্রধান ভূষণ ও অমরনগরীর গৌরবস্থানীয় ছিলেন। নন্দনে যেমন পারিজাত, সুরসভায় সেইরূপ সুন্দরী উর্ব্বশী। কিংবা পারিজাত, সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কল্পলতিকা, কামধেনু, বজ্র ও উর্ব্বশী প্রভৃতি কতিপয় অপ্সরা এই কয়েকটি বিশিষ্ট বা গরিষ্ঠ পদার্থ লইয়াই সুরপরী। বস্তুতঃ যে স্থানে এই সমস্ত শুভ ও গরিষ্ঠ পদার্থের একত্র সমবায়, তাহাকেই স্বর্গ বলা যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত শুভপদার্থের একতরের অভাব হইলে যে স্বর্গের অঙ্গহানি, শোভাহানি ও গৌরবহানি হইবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

"লোকে আপনার অবস্থা ও পদকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিতে অভিলাষী হয়, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। এ বিষয়ে দেব নর প্রভেদ নাই। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বা সর্ব্বলোকপতিত্বও ঐ সমস্ত বস্তুকে লইয়া; এই জন্য উর্ব্বশী-বিরহ, সুরধুনী-বিরহিত সুখময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরবৎ, অপ্রিয়বাদিনী, ভার্য্যা ও কুল-পাংশুল-পুত্রপরিবেষ্টিত গৃহীর গৃহবৎ এবং কীর্ত্তিহীন অসার জীবনবৎ সুরপতির একান্ত দুঃসহ ও যাতনাপ্রদ হইয়া উঠিল। তিনি দিন দিন উর্ব্বশীর চিন্তায় দারুণ অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিতে লাগিলেন। দেবতার বিকার নাই; সেই হেতু তদীয় আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনে যদিও তাহা কাহারও বোধগম্য হইত না, কিন্তু তিনি ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া অহর্নিশ উর্ব্বশীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকমাত্রেই স্বীয় অবস্থা স্বয়ং বিলক্ষণ অবগত থাকে। অন্যের তাহা পরিজ্ঞাত হইবার উপায় বা অধিকার নাই। সংসারে সকলেই সুখের ভাগী, দুঃখের ভাগী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং নিজের দুঃখ নিজে যেরূপ বুঝিতে ও জানিতে পারা যায়, অন্যে কখনও সেরূপ পারে না। উর্ব্বশীর বিরহে সুরপতির অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিয়াছিলেন। অপরে কি বুঝিবে?

"মহারাজ! মহতের সংসর্গে মহতের গৌরব বৃদ্ধি পায়। দেখুন, পূর্ণচন্দ্রমার উদয়ে পূর্ণ আকাশের পূর্ণশোভাই সমুদ্ভূত হয়, ইহা সংসারের সকল ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করিতেছে। উর্ব্বশীর অবস্থিতিতেও সেইরূপ দেবেন্দ্রের ও অমরনগরের গৌরব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অধিকন্তু রাত্রিতে প্রদীপ ব্যতীত যেমন গৃহের শোভা হয় না, উর্ব্বশী অভাবেও সেইরূপ নন্দনাদির শোভা অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই জন্যই শচীপতি তাহার উদ্ধারার্থ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, 'অনেকদিন হইল, স্বর্গের শোভা ও ভূষণরূপিণী উর্ব্বশী ধরাধামে গমনপূর্ব্বক নরপতি দন্ডীর সহবাস-লাভ করিয়াছে। ধরাতল স্বভাবতঃ পাপে পরিপূর্ণ। সুতরাং উর্ব্বশীর সে

স্থানে দারুণ যন্ত্রণা ঘটিবার সম্ভাবনা। সে চিরদিন স্বর্গবাসিনী। স্বর্গে অনুক্ষণ সুখশান্তি বিরাজমান। উর্ব্বশী সুন্দরী স্বপ্নেও দুঃখের মুখ সন্দর্শন করে নাই। অতএব আর তাহাকে ধরাতলে রাখা যুক্তিসিদ্ধ নহে। মর্ত্ত্যলোকে থাকাও তাহার ন্যায় গৌরবিনীর শোভা পায় না। গুরুদেব বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পৃথিবী দ্বিতীয় নরকস্বরূপ। পাপ করিলে নরকভোগ হয় এবং নরকভোগ হইলেই পাপের ক্ষয় ও আত্মশুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব পৃথিবীতে অবস্থিতি করিয়া উর্ব্বশী সর্ব্বথা পাপরহিত ও পুনরায় স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। এখন তাহাকে স্বর্গে আনয়ন করাই উচিত। বস্তুতঃ উর্ব্বশী না হইলেও দেবেন্দ্রের ইন্দ্রত্ব শোভা পায় না।'

"এইরূপ নানাচিন্তায় কিছুকাল অতীত হইলে সুররাজ একান্ত আগৃহীত-হৃদয়ে দেবর্ষি নারদকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র দেবর্ষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন। রাজন্! মহাপুরুষদিগের পবিত্র কলেবরে স্বভাবতই অলোক-সাধারণ দিব্যলক্ষণপরম্পরাদৃষ্ট হইয়া থাকে। আজন্মতপস্বী, সংযত-মানস হরিপ্রেম-রসিক দেবর্ষি নারদ সেই সকল সুলক্ষণে সর্ব্বাবয়বে সুশোভিত। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া নিরন্তর কায়মনে ঐকান্তিকভাবে সত্যপুরুষ নিত্যচৈতন্য ভগবানের আরাধনা করিলে সচরাচর আকার-প্রকারে, কথা-বার্ত্তায়, রীতি-নীতিতে ও আচার-ব্যবহারে যে অলৌকিকতার আবির্ভাব ও সর্ব্বভুবন-মোহন শক্তিবিশেষের আবেশ হয়, দেবর্ষিপ্রবরের তাহাতে কোন অংশেই কিছুমাত্র অভাব নাই। এই হেতু তিনি সমস্ত লোকেরই আত্মীয় ও পরম-প্রীতিপাত্র অকৃত্রিম-সুহৃদ্। কি নর, কি নারী, কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি নৃপতি, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধনী, সকলেরই তিনি পক্ষপাতী ও সকলেই তাঁহার অনুগত। তাঁহার চক্ষে রাজা-প্রজা, লোষ্ট্র-কাঞ্চন, চেতন-অচেতন—সমস্তই সমান। তাঁহার অন্তরে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, রোষ নাই, মালিন্য নাই, কলুষিতা নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই। তাঁহার আত্মা চিদানন্দসাগরে ভাসমান, ব্রহ্মরসে অমৃতায়মান ও তত্ত্বজ্ঞানদীপে দেদীপ্যমান। ফলতঃ, অখিল সংসারই তাঁহার সংসার ও সকল লোকই তদীয় পরিবার। আত্মার প্রতি তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, আদর ও সম্মান, সকলের প্রতিই তিনি সর্ব্বথা সেইরূপ করিয়া থাকেন। কিংবা ভূমানন্দভগবানে ভক্তিযোগ নিয়োগ করিলে, এইরূপ দিব্য অবস্থা ও দিব্য বিভব সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই।"

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ

শুকদেব বলিলেন, "রাজন্! শ্রবণ করুন্। দেবর্ষি নারদ সমুপস্থিত হইলে সুরপতি দেবেন্দ্র যার-পর-নাই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি চন্দ্রমা সন্দর্শনে সরিৎপতির ন্যায় ও সদ্বিবেক-সমাগমে সমৃদ্ধির ন্যায় সমধিক সমুচ্ছলিত ও সমুল্লসিত হইয়া সমুচিত-সভাজন-সহকৃত-সৎকারপুরঃসর বিধানে সপর্য্যাবিধি সম্পাদনপূর্ব্বক সবিনয়বাক্যে দেবর্ষিকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, 'প্রভো! যাহারা ভবাদৃশ ভাগবত সাধুর সন্দর্শন প্রাপ্ত হয়, সংসারে তাহারাই সার্থকজন্মা। অতএব আপনার দর্শনলাভে আত্মাকে পরম অনুগৃহীত ও ধন্য জ্ঞান করিলাম। আপনি বিশ্বাসভক্তির মূর্ত্তিমান্ অবতার ও প্রেম-ভক্তির দেদীপ্যমান আদর্শ। শশাঙ্কোদয়ে আকাশের ন্যায়, বসন্তোদয়ে ভুবনের ন্যায়, যৌবনোদয়ে শরীরের ন্যায়, জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ের ন্যায়, আপনার উদয়ে স্বর্গের পরম শোভা সমুদ্ভূত হইল। আপনি ভগবানের কৃপায় পূর্ণকাম। সুতরাং কোন বিষয়েরই প্রার্থী নহেন এবং তজ্জন্য নিখিল সংসার আপনার নিকট সর্ব্বথা প্রার্থী। এই জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছি। কৃপাপ্রদর্শনপুরঃসর আদেশ প্রদান করিলে নিঃশঙ্কহৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি।'

"নারদ বলিলেন, 'এই মোহময় সংসারের গতি কি বিচিত্র! যাহার কিছুরই অভাব নাই, তাহারও অভাব। হে সুরপতে! বলিতে কি, আজি আপনারে প্রার্থী হইতে দেখিয়া ইন্দ্রপদেও আমি বীতশ্রদ্ধ হইলাম। এই অপার সংসারের প্রতি আমার মহতী ঘৃণার উদয় হইল। ধিক্ সংসার! ধিক্ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য! এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, একমাত্র ভগবৎপ্রেমই সারসর্ব্বস্ব। সেই প্রেমের অধীন হইতে পারিলে নিখিল সংসার আপনা হইতেই অনায়াসে আয়ত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আর প্রার্থয়িতব্য কিছুই থাকে না। এই প্রকারে যে ব্যক্তি কামনার বা প্রার্থনার দাস নহে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত প্রভু বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ঐরূপ প্রভুই প্রকৃত পূজার আস্পদ ও পরম-ভক্তিপাত্র। মনীষিগণ ঐরূপ প্রভুকেই ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

'হে সুরপতে! আমি ত্বদীয় অভিপ্রায় বিদিত হইয়াছি। আমি তাহার

সমুচিত বিধান করিব। উর্ব্বশীরও শাপান্তকাল আসন্ন হইয়াছে। দোর্দ্দণ্ড দণ্ডী নরপতিরও মত্ততা ও প্রমত্ততার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া সর্ব্বথা বিধেয়। ধরিত্রীদেবীরও ভারাপনোদন হওয়া কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে বহুদিন হইল, আত্ম-প্রভু ভগবান্ শ্রীহরির পবিত্র চরণকমল-দর্শনজনিত অতুলিত ব্রহ্মানন্দসন্দোহ সম্ভোগ হয় নাই। ধরাতল অতি কুস্থান। তথায় পতিত হইলে স্বভাবতঃ সকলেরই আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইহাকে অধোলোক বলে। প্রভু অধুনা সুরকার্য্য-সাধনোদ্দেশে লীলাবশে মনুষ্যবেশে দ্বারকাক্ষেত্রে নানাজাতীয় স্ত্রীপুরুষসহবাসে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব দাস আমাদিগকে হয়ত বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সমস্ত নানাকারণে ধরাধামে গমন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি এখন প্রস্থান করি। তুমি চিন্তিত হইও না। ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থিতি কর।'

শুকদেব বলিলেন, "হে ভারত! দেবর্ষি নারদ সুরপতিকে এই বলিয়া বীণায় স্বরসংযোগ করত নিখিল সংসার শীতল ও সুখিত করিয়া নভোমার্গ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈমানিক-সমূহ তাঁহার অনুকরণ করিল। নিখিল সংসারই ভক্তের অনুগত কিঙ্কর। ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা মোহনী শক্তি আর পরিলক্ষিত হয় না। ভক্তপুরুষ পাষণ্ডকেও বশম্বদ করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ ও ধ্রুব প্রভৃতি মহামনা ভাগ্যশীল ভক্তগণের নাম করিলেও, লোকে প্রফুল্ল ও রোমাঞ্চিত হয়। দেবর্ষি নারদও ভক্তকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই হেতু অখিল সংসার তদীয় কিঙ্কর এবং এই হেতু সর্ব্বত্রই তাঁহার অপার ও অতুলনীয় প্রভুত্ব। ভক্তির আর এক গুণ এই, উহা দ্বারা নির্জীব সজীব এবং সজীব চিরজীব হইয়া থাকে। এই জন্য দেবর্ষি ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান সমস্ত কালেই বর্ত্তমান। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সমস্ত স্থানেই অব্যাহত গতিশালী এবং উত্তম, মধ্যম, অধম সকল সমাজেই গণ্য, মান্য ও প্রতিপত্তিশালী। অতএব তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উপর দৃঢ়ভক্তি স্থাপন কর, নিশ্চয়ই মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। হে মহীপতে! ভক্তি অপেক্ষা রক্ষা-কবচ দ্বিতীয় আর লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রের অশনিও ঐ কবচে প্রতিহত হয়। দেবর্ষি এই ভক্তিগুণে জগৎ-মান্য। তদীয় বীণার সুমধুর ঝঙ্কার আকর্ণন-পূর্ব্বক বিমানচারী ভূতবৃন্দ সকলেই সসম্ভ্রমে সমুত্থান পূর্ব্বক সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরসহকারে তাঁহার সমুচিত সভাজন করিতে লাগিল। যে সকল মহাপ্রাণী অবহিত হইয়া স্বর্গদ্বার রক্ষা করে, তাহারা তৎক্ষণে ভীতচিত্তে তাঁহারে স্বর্গদ্বার

মুক্ত করিয়া দিল। আকাশ-রক্ষাধিকৃত পুরুষগণও দর্শনমাত্র নিজ নিজ অধিকার সংকৃত কর্ত্তব্যব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক পথপ্রদর্শন জন্য তদীয় পার্শ্বে, বিপার্শ্বে, পুরোভাগে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল এবং তিনি আদেশ করিলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ নিজ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

"দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে নভোমার্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেবদেব নারায়ণকে একচিত্তে স্মরণ করিতে করিতে অবনীতলের সীমন্তস্বরূপ, নিখিল নগর-নগরীর আদর্শস্বরূপ, সসাগরা ধরণীর অনুকৃতিস্বরূপ, যাবতীয় প্রকৃতির একাধারে অবস্থিতিস্বরূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্য ও শোভাসম্পত্তির কেন্দ্রস্বরূপ, বিশ্ব-কর্ম্মার সাক্ষাৎ নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যস্বরূপ এবং ধরিত্রীর স্বর্গস্বরূপ অলৌকিক সমৃদ্ধি ও অসাধারণ সম্পত্তিশালিনী দ্বারকা নগরীতে পদার্পণ করিলেন! দেখিলেন, মূর্ত্তিমান্ কমলাকান্ত শ্রীহরির সান্নিধ্যনিবন্ধন সাক্ষাৎ বৈকুন্ঠের ন্যায় নগরীর নিরুপম শোভার আবির্ভাব হইয়াছে। স্বয়ং সমুদ্র সুদুর্লঙ্ঘ্য পরিখারূপে উহার রক্ষা করিতেছে। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ বৈকুণ্ঠের অধিবাসীর ন্যায় নিরন্তর প্রীত ও পুলকিত-স্বভাব এবং স্বর্গীয় সুরবৃন্দ অপেক্ষাও যেন তাহাদের আকার-প্রকারে দিব্যভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। নরপতে! যেখানে অমররূপী মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব বা অবস্থিতি, সেখানেও যখন প্রতারণা, পরদার, চৌর্য্য ও তস্করতা প্রভৃতি দোষ ও অত্যাচারের বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, তখন যেস্থলে মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন, তথাকার কথা আর কি বলিব? অতএব আপনা-আপনিই বুঝিয়া লও, দ্বারকা নগরীর কিরূপ দিব্য, সমৃদ্ধিমান্ ও অসাধারণ অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভবদীয় পূর্ব্বপুরুষ পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রধানপুরুষপ্রিয় প্রিয়ধর্ম্ম ধর্ম্মনন্দন লোকনন্দন যুধিষ্ঠিরও যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, তথায়ও এইরূপ দিব্য পবিত্র অসাধারণ অবস্থাযোগ পরিদৃষ্ট হইত। এই জন্যই মহাপুরুষগণ সংসারের পূজনীয়, সম্মানার্হ ও আদরণীয় এবং জগতে কীর্ত্তিমান্, খ্যাতিমান্ ও যশস্বী হইয়া থাকেন। আশীর্ব্বাদ করি, তোমারও যেন এইরূপ মহাপুরুষভাবের সঞ্চার হয়।

"মহাভাগ দেবর্ষি নারদ ঐ প্রকারে নগরীর পরম সুষমা দেখিতে দেখিতে যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব বিরাজমান থাকিয়া লোকব্যবহার পরিদর্শন করেন, সেই সর্ব্বলোকাতিশায়িনী সমৃদ্ধি ও অতুলিত-মহিমাদিতে সুশোভিত সভাগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আদেশপ্রতীক্ষায় স্থিরচিত্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজ! মহাত্মাদের অন্তরে অভিমান নাই! কোন প্রকার দুরহঙ্কারও নাই। যাহাতে লোকস্থিতির মহাবিঘ্ন না ঘটে,

তাঁহারা তজ্জন্য নিরন্তর সতর্ক ও স্বতঃপরতঃ যত্নবান্ থাকেন। বলিতে কি, শত শত অপমান বা অনাদর হইলেও তাঁহারা লোকস্থিতির বিপক্ষে কদাচ অভ্যুত্থান করেন না। দেখুন, দেবর্ষি নারদ সংসারপূজ্য হইলেও রাজনিয়মের অন্যথা‍ৃত্তি-সম্ভাবনায় ইতরপুরুষের ন্যায় আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বয়ং বিশ্বনাথ হরিও যাঁহাকে দেখিলে আশু অকপটচিত্তে সমুত্থান করেন, তিনি অদ্য সামান্যের ন্যায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি আছে বা হইতে পারে? ক্ষুদ্র হীনপ্রকৃতিজনের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা সহজেই আপনাকে অবমানিত ও অনাদৃত জ্ঞান করে এবং তজ্জন্য মহাপ্রলয়সংঘটন হইয়া থাকে। আত্মনাশ ও লোকক্ষয় এই মহাপ্রলয়ের ফল; কালভেদে এই উভয়ই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। নরপতি বলি ও ত্বদীয় পিতৃপুরুষ দুর্য্যোধনাদি কুপুরুষবৃন্দ এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হায়! তুমিও যদি এইরূপ দুরভিমান ও দুরহঙ্কারে অন্ধ ও উদ্ধত না হইতে, তাহা হইলে কদাচ দুরত্যয় ব্রহ্মশাপের দুরত্যয় প্রহারে ঈদৃশী দুরত্যয় মর্ম্মযাতনা প্রাপ্ত হইতে না। কিংবা সকলই বিধাতার বিচিত্র লীলা, সকলই নিয়তির ক্রীড়াবিলসিত! ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবী। কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। যদি তাহা হইত, তবে অযোধ্যাপতি দশরথ হৃদয়নন্দন রামচন্দ্র: বৈদর্ভীপতি মহাত্মা নল অথবা ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষ দেবকল্প যুধিষ্ঠিরাদি ধর্ম্মাত্মগণ রাজকুলধুরন্ধর হইয়াও বনবাসে অশেষ ক্লেশভোগ করিতেন না, সুতরাং যে দিন যাহা হইবে, তাহা নিশ্চয়ই হইবে। কোনমতেই তাহার খণ্ডন বা অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া স্বতঃপরতঃ অবহিতভাবে অবস্থান করে, সেই সকল সদাত্মাদেরই ধ্বংস বা অধঃপতন সুদূরপরাহত হয়, সন্দেহ নাই! রাক্ষসকুল-তিলক বিজিতপুরন্দর দশকন্ধর জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী হইয়াও এই দুরত্যয় ও দুরভিভাব্য নিয়তিবশে জনকনন্দিনী রামদয়িতাকে হরণ করিয়া সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিয়তিবশেই দৈত্যকুলপতি বলিকে পাতালতলে বন্দীভাবে অবস্থান করিতে হইয়াছে। নিয়তির অবশ্যম্ভাবিতা-নিবন্ধনই বীর কার্ত্তবীর্য্যের বাহুসহস্র ছিন্ন হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর অসংখ্য অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখ করিলাম না। এখন প্রস্তুত-বিষয়ের অবতারণা করি, শ্রবণ কর।

"হে রাজন্! ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ মোহনমুরীত দীনবৎসল দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইবেন, ইহা অগ্রেই অবগত হইয়া দেবদেব কমলাকান্ত তাঁহার সভাজনার্থ

সপরিবারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের শ্রদ্ধা, মমতা ও ভক্তির সীমা নাই। এই জন্য তিনি দেবী রুক্মিণী সমভিব্যাহারে কোন নিভৃত পবিত্র স্থানে নারদের সভাজনার্থ পুরোভাগে পবিত্র আসন স্থাপনপূর্ব্বক সমাসীন ছিলেন। একজন প্রতিহারীকেও দেবর্ষির প্রতীক্ষায় যথাস্থলে যোগ্যবিধানে দণ্ডায়মান থাকিতেও অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে ঋষিবর শ্রীমান্ নারদ ভগবানের আজ্ঞা প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইত্যবসরে প্রতিহারী সমীপদেশে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণামপুরঃসর প্রভুর আদেশ বিজ্ঞাপন করিল। নারদ প্রভুর অসীম ভক্তবৎসলতাগুণের শতমুখী মানসিকী প্রশংসা করিতে করিতে প্রতিহারীর সমভিব্যাহারী হইয়া ধীরপদে অবারিত গমন করিতে লাগিলেন এবং ষোড়শ সহস্র রমণীর ষোড়শ সহস্র পুরী লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে ভগবানের অধিষ্ঠিত উল্লিখিত স্থলে উপস্থিত হইলেন।

"দেবর্ষি, ভগবান্ শ্রীহরির প্রধান ভক্ত ও প্রধান পার্ষদ। এই জন্য তাঁহারে দর্শনার্থ অন্তঃপুরমধ্যে মহাজনতা সংঘটিত হইল এবং তত্রত্য বালক-বৃন্দের মধ্যেও মহাকৌতুকজনক ঘটনা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোন বালক নারদের করস্থ দিব্য বীণা দেখিয়া তাহা লইবার জন্য ব্যগ্রচিত্ত ও কেহ কেহ বা ক্রন্দনপরায়ণ হইল। কেহ কেহ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যকমণ্ডলু গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহার কাঞ্চনসদৃশ রমণীয় বর্ণাঞ্চিত কোমল-কান্তি জটাজুট কনক-খচিত ক্রীড়নক চামর বিবেচনায় তাহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রভাবশালীগণের মধ্যে দেবর্ষিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রভাবের সীমা বা তুলনা দৃষ্ট হয় না। তিনি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেরই তুল্যভাবে সন্তোষসাধন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদ্ম, কুমুদ ও চন্দ্রমার ন্যায় সমুল্লাসিনী স্নিগ্ধ-গম্ভীর মধুর-মূর্ত্তি শত্রু-মিত্র সকলেরই চিত্তরঞ্জন ও বশীকরণ-স্বরূপ। দর্শনমাত্র বিশ্বস্তচিত্তে আত্মসমর্পণ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হইয়া থাকে; কিংবা ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরভক্তির এইরূপই স্বভাব। উহা মানুষকে দেবতা ও দেবতাকে মহাদেবভাবে পরিণত করে এবং বিষকে অমৃত ও বিপদকে সম্পদ করে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ভগবচ্চিন্তনে নিরত থাক, তাহা হইলে আর কদাচ তোমাকে জঠরযন্ত্রণা ভোগ ও দুর্ব্বিষহ শাপাগ্নির মহাসন্তাপ সহ্য করিতে হইবে না।

"সূত বলিলেন, ভগবন্! ঋষিদেব এইরূপ আশীষপ্রয়োগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার

বলিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্! শ্রবণ কর। ত্রিলোকবিহারী শ্রীহরির মহিমা অসীম এবং শক্তিও অনন্ত। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাভাগ। দেবর্ষি নারদকে আপনার ও তাঁহার মহিমার অনুরূপে দর্শন দান ও সভাজন করিবার জন্য স্বীয় বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তদীয় ষোড়শসহস্র রমণী এবং তাঁহাদের ষোড়শসহস্র প্রাসাদ। দেবর্ষি নারদ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যখন যে দিকে বা যে অট্টালিকায় গমন করেন, তখন সেই দিকে বা সেই প্রাসাদেই তাঁহাকে নেত্র-গোচর করেন। আবার হৃদয়াভ্যন্তরে চাহিয়া দেখেন, সেখানেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। আবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অন্তঃপুরের সর্ব্বস্থানেই ভগবান্। ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি প্রথমে কাহাকে প্রণতি ও কাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার হর্ষে বিষাদ-সঞ্চার হইল। পরিশেষে তিনি স্বীয় প্রভুকে এক স্থানে দেখিতে যেমন ইচ্ছা করিলেন, তৎক্ষণাৎ দর্শন করিলেন, তদীয় পুরোভাগে অতি সংকীর্ণস্থলে ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র রমণী সমভিব্যাহারে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারে সাদরসম্ভাষণে পুনঃপুনঃ 'আসুন' বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। তখন দেবর্ষি ব্যগ্র হইয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে আপনার পুরোভাগে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই বাসুদেবকে ঐরূপে দেখিতে পান। তদ্দর্শনে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি কমণ্ডলুস্থ বেদময় জলে যথাবিধানে আচমপূর্ব্বক ধ্যানযোগে মুদিতনেত্র হইয়া বক্ষ্যমাণবচনে ভগবানের স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

"দেবর্ষি কহিলেন, 'হে ভগবন্! হে সত্যপুরুষ! হে আনন্দাত্মন্! হে কৃপানিধে! হে গুণময়! হে গুণাতীত! হে অপারবিভব! হে অগাধসত্ত্ব! আমার ন্যায় একান্ত অনুগত দাসানুদাসের ও সেবকানুসেবকের প্রতি যেরূপ করুণা ও অনুকম্পা হওয়া বিধেয়, তোমার তাহাতে কোন অংশে কোনক্রমেই কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। অহো! কি সৌভাগ্য! অহো! কি আনন্দ! আজি আমি মনের সাধে প্রভুরূপ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম! যেন জন্ম জন্ম আমার এই প্রকার ঘটে। প্রভো! ভক্তকে এই প্রকারে বহুরূপে দর্শন-দান করাই যদি উচিত বিবেচনা হয়, তাহা হইয়াছে। কিংবা তুমি ঈশ্বর ও স্থাবরজঙ্গমের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। যখন যাহা কর, তাহাই ভাল ও তাহাই শোভা পায়। অধিক কি, তোমার বিহিত বিপদ ও সম্পদ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, পিতা কদাচ তনয়কে বিপদে পাতিত করেন না। এই কারণে সাধুবৃন্দ তোমার প্রেরিত মৃত্যুকেও সুধাজ্ঞানে আলিঙ্গন করেন। বস্তুতঃ

যে করে জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে, সে করে কদাচ মৃত্যুসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। পিতা কি কোনকালে কোথাও পুত্রকে বিষ প্রদান করিয়া থাকেন? অতএব তুমি যাহা বিধান কর, তাহা আমার ন্যায় স্থূলদর্শী অধমদিগের দৃষ্টিতে কোন অংশে ভাল না হইলেও সর্ব্বাংশেই ভাল ও সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। এই হেতু তুমি এইরূপ বহুরূপে আমারে মোহিত করিলে, ইহাতে আমি আপ্তকাম হইলাম। হে দেব-দেব চক্রপাণি! অধিক কি বলিব, মদীয় এই মোহও আমার আনন্দের কারণ। অহো! আমি যেন জন্ম জন্ম এইরূপ মোহে চিরদিন মুগ্ধ হই। কারণ, ইহাই পারলৌকিক সৌভাগ্য।'

"প্রভো! তুমি যাহা করিতে অভিলাষী হইয়াছিলে, তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। অধুনা ভক্ত আমি, যাহা অভিলাষ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। তুমি স্বীয় এই অগাধরূপিণী অপার-মায়া সংবরণ কর। যিনি বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই পিতামহ পদ্মযোনিও যখন তোমার মায়া-প্রভাবে বিমুগ্ধ হন, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তির কথা আর কি বলিব? অতএব এই দুস্তীর্য্য মায়া সংবরণ কর। অয়ি করুণাবরুণালয়! আমি পূর্ব্বে বহু বহুবার তোমার দর্শনলাভ করিয়াছি, কিন্তু কখনও এরূপ মায়াচক্রে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ এ প্রকারে বিমুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইতে হয় নাই। ইহা তোমারই কৃপা ও অনুগ্রহ; তোমার কৃপা ব্যতিরেকে আমার তাদৃশ সৌভাগ্য ঘটে নাই; কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতে না পাইতেছি, ততক্ষণ কোনরূপেই ভক্ত আমার সন্তোষ জন্মিতেছে না। কিংবা আমি ভ্রান্তিবশে ও দুর্ব্বুদ্ধিদোষে কি বলিতেছি? প্রভুকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখনই আমার চরমতৃপ্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এখন যে জন্য উপস্থিত হইয়াছি, চরণকমলে নিবেদন করিব। ভগবান্ এক হইলেও অনেক এবং অনেক হইলেও এক। অতএব এই বহুরূপী দেব-দেব ভগবান্ অবশ্য আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।

"শুকদেব বলিলেন, 'তত্ত্ববিচক্ষণ দেবর্ষি শ্রীমান্ নারদ এইরূপ বহুমত অভিমতবাণী প্রয়োগপুরঃসর মনে মনে প্রভুকে স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! যেখানে তুমি অধিষ্ঠান কর, সেই মর্ত্ত্যলোকে কি বিষম অত্যাচার দেখ! দুর্ব্বৃত্তগণ অবলীলাক্রমে সৎপথবিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ক্ষুদ্রেরা অনায়াসেই মহতের অবমাননা আরম্ভ করিয়াছে। সারমেয়গণ নির্ব্বিশঙ্কহৃদয়ে যজ্ঞীয় হবি লেহন করিতেছে; দেবতার আর আদর নাই; মহতের আর গৌরব নাই; ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব নাই; ঈশ্বরভক্তেরও আর সেরূপ আদর নাই। নাথ! কতদিন এইরূপে যাইবে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। কতদিন

এরূপ পাপের প্রশ্রয় ও সত্যের পরাজয় হইবে, তাহাও তোমার পাদপদ্মে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

'প্রভো! সে দিন ধরাসতী পাপে তাপে দগ্ধভাবাপন্ন ও গুরুভারে অবসন্ন হইয়া, বিধাতার নিকটে গমনপূর্ব্বক নিজ দুঃখ বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি আমাদের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, কল্যাণি! পরিতাপ বিসর্জ্জন করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান কর; তোমাকে আর অধিক দিন এরূপ সুদুঃসহ ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ তদীয় দুর্ব্বহ-ভারাপনোদনার্থ দ্বারকাপুরে বিরাজিত আছেন। যে দিন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন, সেই দিনই তোমার গুরুভার বিদূরিত হইবে।'

"পদ্মযোনি এই বলিয়া ধরাসতীকে বিদায় প্রদান করিলে, তিনি কথঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া ধৈর্য্যসহকারে নিজ স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। ভগবন্! আমরা স্বভাবতঃ অজ্ঞানতিমিরে সমাহত; এই জন্য জিজ্ঞাসা করি, বিধাতা যে দিনের কথা বলিয়াছেন, সেই শুভ দিন কি অদ্যাপি সমাগত হয় নাই? যাহা হউক, হে ভগবন্! ভক্তের প্রাণে তোমার অবমাননা কোনরূপেই সহ্য হয় না। আশু ইহার সু-উপায় বিধান কর। পাপসংকুল মর্ত্ত্যলোকেও আর তোমার অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। অতঃপর ঘোর কলি সমাগতপ্রায়। দুর্জ্জয় কলি সম্মুখস্থিত হইলে পুরুষের বল-বুদ্ধি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ঐ দেখ, তাহার উপক্রম হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত দণ্ডী দণ্ডত্যাগ করিয়া, অবলীলাক্রমে দেবোপভোগ্য দ্রব্য ভোগ করিতেছে। প্রভো! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; সকলই জানিতেছ এবং কিরূপে পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাও তোমার সম্যক্ বিদিত আছে। অতএব ইহার বিহিত বিধানে আশু অনুমতি হউক,। আমরা বার্ত্তাহরমাত্র। হে প্রভো! এখন স্বস্থানে প্রস্থানে ইচ্ছা করি। অনুমতি কর, প্রসন্ন হইয়া প্রসন্নবদনে বল, দাস আমি বিদায় হই।

শুকদেব বলিলেন, "ভারত। দেবর্ষি নারদ এইরূপ বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রভুপদে প্রণত হইয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অপার দর্শনানন্দ ভোগ করত দণ্ডায়মান হইলেন। ভক্তবৎসল গুণনিধি দেবদেব বাসুদেব তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া, তৎক্ষণাৎ মায়াসংবরণ ও দেবর্ষির কর ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, সহাস্যবদনে মিষ্টসম্ভাষণে কহিতে লাগিলেন, 'দেবর্ষে! এ কি! প্রাকৃত পুরুষেরাই বিস্ময় বা বিমোহের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে; তোমার সেরূপ হওয়া কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। সংসারে যে যেমন পাত্র, তাহাকে সেইরূপে দান করাই বিধি। যদিও আমার নিকটে সকলেই সমান, যদিও কাহারও প্রতি

আমার পক্ষপাত নাই, কিন্তু যে সকল সাধু আমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার ন্যায় তাদৃশ মহাপুরুষগণকে আমি এইরূপ মহাপুরুষ-শরীরেই দর্শন প্রদান করিয়া থাকি। ইহাই আমার স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি এবং ইহাই আমার ভক্তবৃন্দের প্রতি ভূরি অনুগ্রহ। অতএব তুমি বিস্মিত বা বিমুগ্ধ হইও না। স্বস্থচিত্তে ধ্যান হইতে বিনিবৃত্ত হও। হে তাত! যে অভিলাষে লোকে ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তোমার তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। অভীষ্ট-বস্তুর দর্শনই ধ্যানের ফল। তোমার তাহা হইয়াছে। বলিতে কি, আমি ভক্তের কিংকর। ভক্ত ব্যক্তি বাসনা করিলেই, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন আমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয়।

শুকদেব বলিলেন, "মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব এইরূপ দেববাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলে ঋষিদেব নারদ তাঁহার সুকোমল করস্পর্শমাত্র যেন অমৃত-সাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন এবং একান্ত আপ্যায়িত ও কৃতকৃত্য হইয়া, শনৈঃ শনৈঃ ধ্যান হইতে বিনিবৃত হইলেন। যাঁহারা নিরন্তন ঐকান্তিক বা একোদগ্র হইয়া, ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কখন শোক-সন্তাপ সমুদ্ভূত, আধি-ব্যাধি আপতিত ও অন্যবিধ কোনরূপ উদ্রপাতাদি সমুপস্থিত হয় না। তাঁহারা আপ্তকাম, নিত্য পূর্ণচিত্ত, নিরন্তর প্রফুল্লচিত্ত, প্রীতিবিকসিত, সর্ব্বদাই শীতল, সুখিত, স্বচ্ছন্দ, নিরুদ্বিগ্ন, নিরাময়, পরম নির্বৃত ও নিশ্চিন্ত এবং অন্তরে অন্তরে, মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রাণে প্রাণে ও মনে মনে অনুক্ষণ বিমল বিচিত্র অখণ্ডব্যাপ্ত আনন্দ-সন্দোহ উপভোগ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদের আর কোন বিষয়েই কোনরূপ বাসনা থাকে না এবং তজ্জন্য তাঁহারা কোনকালে কোনমতেই আর কিছুরই প্রার্থী হন না। একমাত্র ভগবানই তাঁহাদের কামনা বাসনা ও প্রার্থনার বিষয় হইয়া থাকেন। ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েই তাঁহাদের প্রলোভন জন্মে না এবং কোন বিষয়ই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে, সুখে বা দুঃখে এবং বিষ্ঠা বা চন্দনে তাঁহাদের সমদৃষ্টি ও সমজ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্য তাঁহারা সংসারী হইয়াও সংসারী নহেন, বিষয়ী হইয়াও বিষয়ী নহেন এবং ব্যাপারী হইয়াও ব্যাপারী নহেন। ভক্তবরেণ্য নারদেরও এইরূপ অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। তথাপি, তিনি ভগবানকে দর্শন করিয়াই, সপ্রেমে ও সাবেগে বলিয়া উঠিলেন, অয়ি সত্যপুরুষ আত্মদেব! আজি আমি আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলাম। অদ্য আমার নিখিল কামনা পূর্ণ হইল। অদ্য আমার সকল সাধনা সফল হইল। অদ্য আমার ভক্তির সার্থকতা হইল। কারণ, অদ্য আমি

তোমাকে প্রত্যক্ষ নেত্রগোচর করিলাম। প্রভো! তোমার দর্শনই সৌভাগ্য এবং সাক্ষাৎ অপবর্গ। কোন্ মূর্খ তাহা প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ না করে? কিন্তু কয় জন তাহা প্রাপ্ত হয়? অতএব আমিই ধন্য ও আমিই পূর্ণ। প্রার্থনা করি, ভক্ত মাত্রেরই যেন এইরূপ নিত্য ঘটনা হয় এবং আমি যে জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহাও যেন সুসিদ্ধ হয়।

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীহরি দেবর্ষিকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বীয় আসনে সমাসীন হইয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন, 'ভগবন্! ভাল আছ ত? ভবাদৃশ মহাপুরুষগণের দর্শন পরম প্রীতিকর ও একান্ত প্রার্থনীয়। কারণ, সংসারে উহাই একমাত্র আনন্দ, প্রীতি ও সুখ।'

নারদ কহিলেন, 'হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি তোমার ভক্ত, তাহারা চিরদিন চিদানন্দে ভাসমান হইয়া কল্যাণভাজন হয়। তাহাদের অমঙ্গল কোথায়? তুমি স্বয়ং মঙ্গলময়, সর্ব্ব-অমঙ্গলবিনাশী আদিদেব মহাদেব। অহো! ত্বদীয় মহিমা অসীম! যাহারা তোমার পরিচর্য্যা করে, তাহাদের বল্কলমাত্র বসন, ফলমূলমাত্র অশন, ভূমিমাত্র শয়ন, তৃণমাত্র আসন, পাণিমাত্র ভোজনপাত্র এবং ভস্মমাত্র বিলেপন হইয়া থাকে। এইপ্রকারে তাহাদের কিছুই থাকে না বা সকল বিষয়েরই অভাব সংঘটিত হয়। তাহারা অকিঞ্চন দরিদ্রদশা ভোগ করে। তথাপি, তাহাদের সুখের পরিসীমা নাই। তাহারা নির্ধন হইলেও মহাধনী, দুর্ব্বল হইলেও মহাসহায় এবং নিরাশ্রয় হইলেও আশ্রয়সম্পন্ন। অধিক কি, তাহারা রাজারও রাজা, মহারাজেরও মহারাজ, সম্রাটেরও সম্রাট্ এবং রাজচক্রবর্ত্তী।'

শুকদেব বলিলেন, "ভারত! এইরূপ কথোপকথনান্তে দেবর্ষি নারদ আত্মপ্রভু ভগবান্‌কে প্রণতি পুরঃসর যথেচ্ছ প্রদেশে প্রয়াণ করিলেন।"

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ঈশ্বরের সহিত বিরোধ ভাল নয়

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে পাণ্ডুবংশধুরন্ধর! দেবর্ষি নারদ বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া একজন বিশ্বস্ত দূতকে দণ্ডীনৃপতি-সকাশে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন যে, হে অবন্তীপতে! তুমি যে মায়াঘোটকী প্রাপ্ত হইয়াছ ও এত দিন যাহা অজ্ঞাতসারে ভোগ করিয়া আসিতেছ, আশু ইহার সঙ্গে দ্বারকাপুরীতে মৎসকাশে সেটিকে প্রেরণ করিবে, ইহাতে অন্যথা করিবে না।

আদেশপ্রাপ্তমাত্র দূত অবন্তীনগরীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল এবং রাজা দণ্ডীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভু-প্রদত্ত আদেশবার্ত্তা বিনিবেদনপূর্ব্বক কহিল, 'রাজন্! আমরা বার্ত্তাহরমাত্র; প্রভুর আদেশবহন ও তদুত্তরগ্রহণ করাই আমাদের কার্য্য; আমরা কোন বিষয়ে অপরাধী নহি। অতএব যাহা বিহিত হয়, আশু বিধান করুন্; এখানে দিনমাত্রও অপেক্ষা করিতে প্রভুর নিষেধ।'

দূতের কথা শ্রবণমাত্র রাজা দণ্ডীর ক্রোধানল আহুতিপ্রাপ্ত হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি মূষিক-দষ্ট মার্জ্জারবৎ, মৃগ-দষ্ট মৃগরাজবৎ ও পন্নগ-দষ্ট পতগরাজবৎ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন, যাও, আমি তোমার প্রভুকে চিনি না; দিনমাত্রের কথা দূরে থাকুক, ক্ষণমাত্রও এ স্থানে প্রতীক্ষা করিলে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দণ্ডীর উদ্দণ্ড কালদণ্ডবৎ দারুণ দন্ড দেবরাজের বজ্রদণ্ডের ন্যায় অথবা দিগম্বরের পিনাকদণ্ডের ন্যায় তোমার দেহদণ্ড শতধা খণ্ডবিখণ্ড করিবে।'

দূত আর দ্বিরুক্তি করিল না; মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক 'যে আজ্ঞা মহারাজ!' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং অনতিকালমধ্যেই স্বীয় প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল, 'ভগবন্! দণ্ডী যেরূপ গর্ব্বে গর্ব্বিত ও যেপ্রকার আক্রোশে অন্ধীভূত, তাহাতে সহজে অশ্বিনী প্রদান করে, আমার এরূপ বিবেচনা বা বিশ্বাস হয় না। অধুনা যাহা উচিত বিবেচনা হয়, তাহা করুন্।'

দূতপ্রমুখাৎ সকল ঘটনা শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব ক্ষণকাল অধোবদনে কি চিন্তা করিলেন। অনন্তর বদন উত্তোলনপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অধৈর্য্য কার্য্যসিদ্ধির মহান্ অন্তরায়; সহসা কোন কার্য্য

করা সমুচিত নহে। কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অগ্রে বহু চিন্তা ও বহু গবেষণা করা কর্ত্তব্য। শস্য এক দিনেই পক্ক হয় না, সূর্য্য একবারেই উদিত হন না, মেঘ একবারে বর্ষিত হয় না, ভূধর একদিনে বর্দ্ধিত হয় না অথবা সমুদ্র এককালে বিস্তৃত হয় না ; সেইরূপ গুরুতর বিষয়মাত্রই একদিনে সম্পন্ন করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বা সুসাধ্য নহে। অতএব আমার স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দণ্ডীসকাশে প্রতিপ্রেরণ করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ পরমভাগবত মহামতি উদ্ধবকে নিভৃতে আহ্বান করিলেন এবং তৎসকাশে সকল ঘটনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'মারিষ ! ভবাদৃশ বহুশ্রুত, বহুবিদিত ও বহুদৃষ্ট ব্যক্তিকে কোন কথা বলা বাহুল্যমাত্র। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে, তুমি জ্ঞাতপ্রভাবে আশু এ কার্য্য নিঃসন্দেহ সুসম্পাদিত করিবে। অতএব এখন আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে। তুমি সত্বর অবন্তীপুরে প্রস্থান কর ; তোমার কল্যাণ হউক।'

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে পাণ্ডব ! প্রিয়মাধব মহাবুদ্ধি উদ্ধব কেশবের এইরূপ নির্দেশে আপনাকে একান্ত কৃতার্থম্মন্য ও ধন্য জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডী নৃপতির রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে নানা দেশ, মহাদেশ, জনপদ, পত্তন, নগর, ভূধর ও গ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক অল্পদিনমধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলেন। সভাতলে উপস্থিত হইবার অগ্রে তিনি লোক দ্বারা স্বীয় আগমনসংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে, অবন্তীনাথ দণ্ডী আকার-প্রচ্ছাদন ও ছলনা-পূর্ব্বক পরিহারপ্রাপ্তি-প্রত্যাশায় নিজেই তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। উভয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, নিজ নিজ পদোচিত ও মহিমাসমুচিত সভাজনাদি বিনিময় হইল। অনন্তর ধীমান্, সুবিচক্ষণ, মহাজ্ঞানী ও মহাবাগ্মী উদ্ধব তৎকালোচিত মধুরোদার-বচনে নৃপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'নরপতে ! তুমি মহাবুদ্ধি, ধর্ম্মশীল, সুশীল ও সুবিচক্ষণ। তোমার ন্যায় প্রজাপতি-সদৃশ পরমধর্ম্মশীল ও পুণ্যবান্ নৃপতির রাজশ্রী চিরস্থায়িনী হইয়া বিরাজ করে, ইহা কোন্ ব্যক্তির ইচ্ছা নহে ? আমি সেই অভিলাষসিদ্ধির জন্যই তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। শাস্ত্রে মনীষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ক্রোধে তপস্যার ক্ষয় হয়, অভিমানে আত্মার ক্ষয় হয়, অহঙ্কারে মিত্রতার ক্ষয় হয় এবং ঈশ্বরবিরোধে সর্ব্বস্ব ক্ষয় হইয়া থাকে। ঈশ্বরবিরোধে রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছিল, ঈশ্বরবিরোধে দৈত্যকুল রসাতলে পলায়ন করিয়াছিল, ঈশ্বরবিরোধে দেবকুলও বিত্রাসিত হইয়াছিলেন। অতএব তুমি পরম-ঈশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ না করিয়া আমার হস্তে দিব্য অশ্বিনীটিকে সমর্পণ কর। প্রার্থনা

করি, তোমার, তোমার রাজ্যের ও রাজপদের কল্যাণ হউক। রাজপদ ও রাজমান সামান্য বস্তু নহে; উহাকে তুচ্ছবোধ করিও না; উহা অতীব অসামান্য তুচ্ছ পশুর জন্য তাদৃশ অসামান্যের পরিহার বা ভ্রংশ করা দূরদর্শী বহুদর্শী বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহা বলিলাম, মনে মনে সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মরূপে অনুশীলন কর; তাহা হইলেই আমার কথার সারবত্তা বা ভবিষ্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। দেব-দেব বাসুদেবকে সামান্য ব্যক্তি বিবেচনা করিও না; যদুবংশও সামান্য বংশ নহে, সুদর্শনও সামান্য চক্র নহে, গরুড়ও সামান্য বাহন নহে, দ্বারকাও সাধারণী নগরীর সদৃশী নহে, নারায়ণী সেনাও সামান্য নহে এবং শাম্বপ্রদ্যুম্নাদি কৃষ্ণপুত্রগণও যে-সে পুত্র নহে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য, যানবাহন, রথ-সারথি, সহায়-সম্পদ্, সাধন উপায়, অশ্ব-গজ, পদাতি-রথী প্রভৃতি কোন দ্রব্যই সাধারণ বা সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিও না। আর আমিই যে কেবল বলিতেছি, তাহা নহে; তোমরা সকলেই সমস্বরে সেই বাসুদেবের অসামান্যতা স্বীকার করিয়াছ। অতএব আশু অশ্বিনীর মায়া ত্যাগ করিয়া আমার হস্তে সেটিকে সমর্পণ কর। ইচ্ছা করিয়া মঙ্গলের পথে বিঘ্ন-কণ্টক রোপণ করিও না। ইচ্ছা করিয়া দুরত্যয় দুর্দ্দৈব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিও না; ইচ্ছা করিয়া প্রদীপ্তপ্রভাসম্পন্ন সুখপ্রদীপকে নির্ব্বাপিত করিও না। মহারাজ! অনর্থক মহাপ্রলয় উপস্থিত করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। সত্য বটে, জয় পরাজয় ভাবিতব্যতার হৃদয়ে নিহিত। সত্য বটে অদৃষ্টের গতি ও ভাগ্যের গতি দুর্ব্বোধ; সত্য বটে, সংসারে সম্পদ্ হইতেও বিপদ্ ও বিপদ্ হইতেও সম্পদের উদয় হইয়া থাকে এবং সত্য বটে, তজ্জন্য যুদ্ধেও লাভ হয়; কিন্তু যাহা একান্ত সম্ভব, সুবুদ্ধি ব্যক্তি তাহাই চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে তিনি কদাচ পতিত বা ভ্রষ্ট হন না। দ্বারকানাথ বাসুদেবের প্রভাব ও মহিমা যেরূপ বর্ত্তমানে সাধারণ্যে অসামান্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে সহজে ইহাই অনুমান হয় যে, জয়শ্রী তাঁহারই অঙ্কে বিরাজ করিবে, তুমি মনে মনে নিজেও ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। তুমি বিবেক ও বিচারবান্। তথাপি আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করা ভাল নয়'।"

ত্রিংশ অধ্যায়

মিথ্যা সর্ব্বনাশের মূল

শুকদেব বলিলেন, "হে ভারত! নিস্তেজ পুরুষ মনুষ্যনামের অযোগ্য। যাহার মনের তেজ নাই, তাহাকে সকলে অতি অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। সে অল্পেই ভীত ও শঙ্কিত হয় এবং বঞ্চনা, প্রতারণা, বিড়ম্বনা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। যেখানে বলে কার্য্যসিদ্ধি হইবার উপায় নাই, তথায় লোকে প্রায়শঃ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। দণ্ডীর অবস্থাও তৎকালে অবিকল সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। উদ্ধবের মুখে সমস্ত কথা শ্রবণান্তে তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত অনুশীলন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক যেন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত লোপ হইয়া গেল। কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়াই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। এক একবার বাসুদেবের প্রভাব মনে পড়ে আর উর্ব্বশীকে স্মরণ করিয়া বিকলচিত্ত হন। কোন্ দিক্ রক্ষা করেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে উদ্ধবকে প্রতারিত করাই প্রশস্তকল্প বিবেচনা করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, 'হে মহামতে। বাসুদেবের সহিত দূরে থাকুক্, কাহারই সহিত বিরোধ করা কাহারই কর্ত্তব্য নহে। অনর্থক বিবাদে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটে। বিশেষতঃ বাসুদেব চিরদিন আমাদের প্রভুপক্ষ। আমরা তাঁহার করদ।— অধীন। সুতরাং তাঁহার সহিত বিরোধে আমাদেরই ক্ষতি ও সর্ব্বতোভাবে পরাজয়, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। অতএব অশ্বিনী থাকিলে এই মুহূর্ত্তেই আমি স্বয়ং যাইয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম। আপনার বৃথা আগমনশ্রমে প্রয়োজন হইত না। অথবা আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের বিষয়। বহুদিন হইল, আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ নাই। বিশেষতঃ অনেক দিন হইল, প্রভু বাসুদেবের কোনরূপ সংবাদও প্রাপ্ত হই নাই। তজ্জন্য মন অতিমাত্র ব্যাকুল ছিল। আজি আপনাকে সন্দর্শন ও আপনার মুখে প্রভুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম সুখী ও সন্তুষ্ট হইলাম। হায়! মিথ্যা হইতেও লোকের কল্যাণ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে! দেখুন, অশ্বিনী আমার হস্তগত হয় নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তি প্রতারণার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের নিকট বলিয়াছে যে দন্ডীরাজ একটি ঘোটকী পাইয়াছে।

আপনারা সেই অলীক সংবাদে বিশ্বাস করিয়া আমার রাজ্যে বহুকালের পর পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাতে আমি পরম সুখী হইলাম! জন্মে জন্মে যেন আমার ভাগ্যে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়।

'হে মহামতে! বাসুদেবই লোকের প্রভু ও তিনিই অখিল লোকের সর্ব্বস্ব। অতএব সামান্য অশ্বিনীর কথা দূরে থাকুক্, তাঁহার ইচ্ছা হইলে সমস্ত রাজ্য, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, অধিক কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, কার্য্যে করিয়া দেখুন্। আসুন্, আপনাদের রাজ-প্রাসাদে আগমন করুন্। মন্দুরাভ্যন্তরে যতগুলি অশ্ব আছে, একে একে প্রত্যক্ষে সকলগুলি পরীক্ষা করুন্। অথবা ইচ্ছা হইলে প্রভুর বিশ্বাসোৎ-পাদনার্থ সমস্তই সমভিব্যাহারে লউন। যাঁহার ধন, তিনিই লইবেন, ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি পুনর্ব্বার অশ্ব সংগ্রহ করিব। প্রভুর নিকট হইতে প্রথমে যে দূত আসিয়াছিল, তাহাকেও আমি বিনয়ের সহিত এই কথাই বলিয়া দিয়াছি।'

বাদরায়ণি কহিলেন, "মহীধর! রাজা দণ্ডী এইরূপ মিথ্যা কৌশলজাল বিস্তার করিলে সূক্ষ্ম-সুতীক্ষ্ণ-সহজ-বুদ্ধি, সরলোদার, স্নিগ্ধপ্রকৃতি, মহামতি উদ্ধব কিঞ্চিৎ কোপসহকৃত হাস্যসহকারে কহিলেন, 'রাজন্! তোমার আকার-প্রকার ও কথাবার্ত্তায় আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তুমি জ্ঞাতসারেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। হায়! কি কষ্ট! ত্বৎসকাশে মহাপ্রাণও নিতান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণের কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হইল না! আমি আর কি বলিব? মিথ্যার উত্তর নাই। একমাত্র দেবতারাই তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কোথায় কল্যাণ লাভে সমর্থ হইয়াছে? অতএব তুমি শ্রেয়োভাজন হইতে পারিবে, ঈদৃশী সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এখন আমি বিদায় হই, তুমি সুখে অবস্থান কর। স্মরণ রাখিও, সংসারে পাপের পরিণাম আছে। পাপীর সমুচিত শাস্তি আছে। কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না। প্রার্থনা করি, তুমি যেন অনু-তাপানলে দগ্ধ হইও না।'

'রাজন্! জীবনে কাহারও অমঙ্গল দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে বা অমঙ্গলের কারণ হইতে না হয়, ইহাই আমি দিবানিশি প্রার্থনা করি। বস্তুতঃ ইহাই আমার নিত্য অভীপ্সিত ও একমাত্র অভীষ্ট ব্রত। অতএব আমি প্রভুসকাশে উপস্থিত হইয়া কি বলিব, নির্দ্দেশ কর। আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি, তোমার মন বিচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই যাহা তাহা

বলা সমুচিত নহে। সামান্য বিষয়ে বালকদিগেরই লোভ জন্মে, মূর্খেরাই ক্ষুদ্রবিষয়ে লুব্ধ হয় এবং নারীজাতিই সামান্যের জন্য মিথ্যা কহে, কলহ করে ও বিবাদ করে। তোমারও কি সেই দশা ঘটিয়াছে? অহো! ইহাকেই মতিচ্ছন্নতা বলে। হায়! কি কষ্ট! সুপ্রসিদ্ধ নরপতি হইয়া দণ্ডীরও সামান্যের জন্য মতিচ্ছন্নতা ঘটিল! যাহা হউক, তোমার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, কর। আমি এখন বিদায় হই'।"

একত্রিংশ অধ্যায়

আত্মা সর্ব্বথা রক্ষণীয়

সূত কহিলেন, "হে তাপসবৃন্দ! পরম-নির্ব্বিণ্ণচিত্ত পাণ্ডুবংশাবতংস রাজা পরীক্ষিৎ মহাযোগী বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন বাদরায়ণির বদনরূপ হিমালয়-কন্দর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হরিকথারূপ তরঙ্গিণীতে পুনঃ পুনঃ অবগাহনপূর্ব্বক যার-পর-নাই আপ্যায়িত স্নিগ্ধ ও যেন বীতসন্তাপ হইলেন। সুতরাং নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'ব্রহ্মন্! কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! পুনরায় পাপহারিণী, সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী, অশেষ-কলুষ-মোচন-করণী, কলিমলনাশিনী, ভুক্তিমুক্তিনির্ব্বাণ-জননী, বিনিপাত-নিপাতনী, পরিতাপ-সংশাতনী, পরম-পবিত্রতা-সাধিনী, হরিগুণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া পাষণ্ড আমার, পাপী আমার, পতিত আমার, পামর আমার, পরিতপ্ত আমার উদ্ধার ও শান্তিবিধান করুন্। ভগবন্! আমার আসন্নকাল পুরোবর্ত্তী, আর আমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই। দিনের পর দিন বিগত হইতেছে, রাত্রির পর রাত্রি অতীত হইয়া যাইতেছে, ক্ষণের পর ক্ষণ অতিক্রান্ত হইতেছে এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত সমতীত হইতেছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য চঞ্চল জীবনও ধাবমান হইতেছে। লোকে বুঝিতে পারে না; মনে করে, আমার পরমায়ুর বৃদ্ধি হইতেছে। হায়, কি অন্ধতা! হায়, কি মূর্খতা! হায়, কি মোহ! হায়, কি ব্যামোহ! ধিক্ মানুষ! ধিক্ সংসার! ধিক্ কর্ম্ম! ধিক্ মানুষের বিচারশক্তি!'

বাদরায়ণি কহিলেন, "হে পাণ্ডুকুলতিলক! হরিই প্রাণ, হরিই আত্মা, হরিই চেতনা, হরিই মন, হরিই দেহ, হরিই সর্ব্বস্ব। হরিকথা শুনিতে, হরিনাম উচ্চারণ করিতে এবং হরিগুণ গান করিতে কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছা না করে?

কোন্ বুদ্ধিমান্ উদ্‌গ্রীব, উৎসাহিত ও উত্তেজিত না হয় ? কোন্ বুদ্ধিমানের অন্তর প্রফুল্ল না হয় ? অতএব আমি তাহা কীর্ত্তন করি, পবিত্র-হৃদয়ে শ্রবণ করুন্।'

"মহামতি উদ্ধব দণ্ডীসকাশে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যাহারা ভগবানের বিরোধী, তাহারা সংসারের শত্রু এবং যাহারা মিথ্যা বলে, তাহারা সাক্ষাৎ নরাকার পশু, অথবা পিশাচহৃদয় নরহন্তা দস্যু, সন্দেহ নাই। তাহারা যেখানে অধিষ্ঠান করে, সে স্থান স্বর্গ হইলেও মহানরক বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ স্থান পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা সাধুগণের কর্ত্তব্য। যদি পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা না থাকে, আশু স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ও মহাজনপ্রোক্ত প্রকৃত বিধি বা ব্যবস্থা। অতএব পাপ দণ্ডীর পাপরাজ্যে অবস্থান করা আর আমার পক্ষে অনুচিত। মিথ্যা ছলনা ও বাসুদেবের সহিত বিবাদ করাতে দণ্ডী নিশ্চয়ই পতিত হইয়াছে। পতিতের সহিত একত্র যে ব্যক্তি অবস্থান করে, তাহাকেও পতিত হইতে হয়, সংশয় নাই। অতএব এই দণ্ডেই পিশাচের পাপরাজ্যে অভিশাপ দিয়া প্রভুসকাশে প্রস্থান করি। তাঁহার নিকট যাইয়া তদীয় চরণে আদ্যোপান্ত সমস্ত জানাই। তিনিই যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেন।' এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া মহাভাগ উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

"মহাভাগবত উদ্ধব প্রস্থান করিলে, অবন্তীনাথ দণ্ডী ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায় কি ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিতের ন্যায় বিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যেখানে তাঁহার প্রিয়তমা অশ্বিনী অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! দণ্ডী প্রত্যহ স্বহস্তে তুরঙ্গীকে আহার প্রদান করেন, স্নান ও মার্জ্জন করাইয়া দেন এবং অঙ্গসংবাহনাদি অন্যান্য কার্য্যও স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকেন। আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও সে স্থানে গমন করিতে দেন না। অধিক কি, বায়ুও সেখানে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং চন্দ্র-সূর্য্যও সভয়ে গতিবিধি করেন। এই ভাবে দিবাভাগ সমতীত হয়। যামিনীসমাগমে অশ্বিনী যখন মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ম্মতি অসার অবন্তীপতির অসার হৃদয় বিমুগ্ধ করে, তখন তিনি তাঁহাকে লইয়া প্রাসাদোপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় বিহার করেন। তখনও তিনি ব্যতীত অপর কেহই তথায় গমন করিতে বা তাঁহাদিগকে দেখিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তিনি অশ্বিনীপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সকলেই উপকথাবৎ তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করিয়া থাকে। অশ্বিনীপ্রাপ্তি সম্বন্ধে

কেহই বিশ্বাস করে না। সে কথা কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না।

"হে ভারত! যাহার প্রতি এইরূপ সর্ব্বস্বাধিক আদর, প্রাণাধিক প্রীতি ও আত্মাধিক মমতা, তাহাকে কোন্ ব্যক্তি সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? কোন্ প্রাণে তাহাকে অংকচ্যুত করিতে সমর্থ হয়? মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। সুতরাং মানুষের মন, প্রাণ সকলই দুর্ব্বল। সেই জন্যই সে পদে পদে বদ্ধ, বিপন্ন ও বিষমী দশায় পতিত হয়। এ বিষয়ে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই। তবে দণ্ডীর পক্ষে প্রভেদ হইবে কেন? বরং, অনেকদিনের অভ্যাসনিবন্ধন তিনি আরও বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণেই উদ্ধবের হিতবাক্যও একান্ত অহিতের ন্যায় তদীয় প্রণয়মুগ্ধ অন্তরে বজ্রবৎ আঘাত করিল। উদ্ধবের হিতবাক্য অসহ্য জ্ঞাতি-বাক্যের ন্যায় অথবা ম্লেচ্ছসকাশে বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত উদ্ধতবোধে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে, অন্তরে অন্তরে যেন আহত ও পীড়িত হইয়া উঠিলেন এবং স্থিরসংকল্প হইয়া দৃঢ়স্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহা হয় হউক; প্রাণ থাকিতে, দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত বিদ্যমান থাকিতে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ থাকিতে, প্রাণাধিকা প্রীতিময়ী অশ্বিনীকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া বীরের ন্যায় এইরূপ প্রতিজ্ঞাবন্ধনপূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে তুরগীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তদীয় প্রিয়তমা অশ্বিনী পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লচিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র তদ্গত-প্রাণ, তদ্গত-চিত্ত, তদেকতৎপর ও তদেকবিষয় নরপতি দণ্ডীর শোকসাগর মহাবায়ু-ক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় অথবা প্রচণ্ড-দাবদগ্ধ বনভাগের ন্যায় সমুদ্বেল ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। যতই শোক, যতই বিষাদ বা যতই সন্তাপ থাকুক্, অন্য দিন অশ্বিনীকে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শোক, সেই বিষাদ, সেই সন্তাপ, সূর্য্যোদয়ে নীহার-পুঞ্জবৎ বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু আজি তাহাকে দেখিয়া শোকের উপর শোক, বিষাদের উপর বিষাদ ও সন্তাপের উপর সন্তাপ উপস্থিত হইতে লাগিল। কোনরূপেই তিনি বেগ-সম্বরণে সক্ষম হইলেন না। আশীবিষ-বিষবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়, তিনি যার-পর-নাই অধীর ও অবশ হইয়া পড়িলেন। তুরগীর সেই প্রফুল্ল মুখচন্দ্রমার প্রতি যতবার নেত্রপাত করেন এবং তৎসহকারে তাহার সেই নিশাকালীন কমনীয় মূর্ত্তি যতই স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, ততই তাঁহার শোক-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তখন তিনি অস্থির হইয়া, অধীর হইয়া, আকুল হইয়া, ব্যাকুল হইয়া, শূন্যহৃদয়ে ও শূন্যপ্রাণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি কিরূপে কোন্ প্রাণে এই একমাত্র প্রণয়াস্পদ ও স্নেহপাত্রী প্রিয়তমা অশ্বিনীকে

পরিত্যাগ করিব ? হায়, আমার এ কি ঘটিল ! হায় ! আমি হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও বিনষ্ট হইলাম ! হায়, সংসার অতি বিষম স্থান ! মানুষও যার নাই কঠিন প্রাণ । দৈবেরও মায়া নাই, অদৃষ্টেরও প্রসাদ নাই, গ্রহবৃন্দও অনুকুল নহে এবং ভাগ্যও প্রশস্ত নহে ! হায় ! আমি এখন কোথায় গমন করি, কোন্ পথ অবলম্বন করা যায়, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি, কে আমার এ বিপদ-সাগরে পরিত্রাণ করিবে ? হায় ! ভাগ্যদোষে স্বয়ং বিশ্বনাথও আমার প্রতিপক্ষ হইলেন ! যাঁহার কৃপায় নিখিল সংসার আবহমানকাল বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বাসুদেবও ভাগ্যদোষে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইলেন ! এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই । অতএব আমি কোথায় গমন করিব ? অয়ি প্রাণ-সর্ব্বস্বে প্রণয়িনি তুরঙ্গিণি ! আমি কোন্ প্রাণে তোমাকে বিসর্জ্জন দিব ?'

বাদরায়ণি বলিলেন, "ভারত ! নরপতি দণ্ডী এই প্রকারে গত্যন্তর না দেখিয়া, চিত্ত শূন্যবৎ দেখিয়া, ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিয়া, অনাথা রমণীর ন্যায় অবিরল কেবল রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তদীয় প্রিয়বল্লভা পতিব্রতা রাজমহিষী গবাক্ষরন্ধ্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিতে-ছিলেন । তিনি আশু ত্বরিতপদে স্বামীর নিকটে আলুলায়িতকেশে ভ্রষ্টবেশে উপস্থিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া তৎকালোচিত সারগর্ভ যুক্তিযুক্তবচনে কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ ! বিলক্ষণ বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, কিংবা তোমার দোষ নাই । যে যেরূপ সহবাস করে, সে সেইরূপ রীতিচরিত্র প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই । তুমি সম্প্রতি যেমন নিরন্তর এই পশুর সংসর্গে অবস্থিতি কর, তোমার রীতিচরিত্র ও আচার-ব্যবহারও সেইরূপ পশুর ন্যায়, ভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে । স্বভাব বিপরীত হইলেই, লোকে যার তার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় । তখন ঈশ্বর-অনীশ্বর-বোধ বিলুপ্ত হইয়া যায় । দুর্বৃত্ত রাক্ষসপতি দশানন এইরূপ স্বভাব-দোষেই স্বয়ং ভগবানের সহিত বিবাদ করিয়া পরিণামে সবংশে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল । দুরাচার হিরণ্যকশিপুও এইরূপ স্বভাবভ্রংশ-নিবন্ধন একেবারে লুপ্তজ্ঞান ও ভগবানের বিরোধী হইয়া সামান্য পশুহস্তে ভয়াবহ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল । অনুসন্ধান করিলে এইপ্রকার নানাবিধ দৃষ্টান্ত সংসারে দৃষ্ট হইয়া থাকে । হায়, কি কষ্ট ! তোমারও সেইরূপ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে ! তুমি কি মনে মনে স্থির করিয়াছ, কাহার কথা শুনিয়াছ, কোন্ উপদেশ বা কোন মন্ত্রণায় চলিয়া থাক, কিছুই বুঝিতে পারি না । যার তার সহিত বিরোধ নহে, স্বয়ং বাসু-দেবের সহিত বিরোধ ! উঃ ! ইহা স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে !

'মহারাজ ! কামিনী বলিয়া আমার কথায় হয় ত তুমি উপহাস করিতে পার, হয় ত সে কথা গ্রাহ্যই করিবে না ; কিন্তু তুমিই ভাবিয়া দেখ, এই কার্য্য কি প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে ? মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, একশ প্রদান করিবে, তথাপি বিরোধে প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব একমাত্র তুরগীর কথা দূরে থাকুক, এইরূপ শত অশ্বিনী অর্পণ করিলেও যদি বাসুদেব পরিতুষ্ট হন, এখনই তাহা প্রদান কর ; নচেৎ কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই। সর্ব্বেশ্বর হরির সহিত বিবাদ করিলে একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। সর্ব্বেশ্বর হরির সহিত বিবাদ করিয়া কোন লোকে কোন সময়ে ও কোন পাত্রেই পরিত্রাণ-লাভের আশা নাই। সত্যত্রেতাদি যুগান্তরে কোন্ ব্যক্তি হরির সহিত বিবাদ করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে ? অতএব যদি স্বীয় কল্যাণ কামনা কর, তাহা হইলে স্বয়ং যাইয়া অশ্বিনী প্রদান কর এবং নিজ অজ্ঞানকৃত ত্রুটিজন্য তদীয় চরণ-পদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা কর। মহারাজ ! তুমি কি জান না, দেব-দৈত্য-নরাদিসঙ্কুল জগৎসংসার তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে বিলয় প্রাপ্ত হয় ? তুমি কি জান না, তাঁহার ইচ্ছায় নিমেষমধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় ? তুমি কি জান না, দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দও তাঁহার পদে প্রণতি ও বন্দনা করিয়া থাকেন ? তোমার ন্যায় সামান্য মর্ত্ত্যনরপতির কথা আর কি বলিব ?

'নাথ ! সম্প্রতি তোমার হৃদয়ে প্রবোধ বিধান-মানসে অনুত্তম আত্মগীতা বর্ণন করিতেছি, অবধান কর। শাস্ত্রে লিখিত আছে, সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে রক্ষা করিবে। কারণ, আত্মাকে রক্ষা করিলে সকলই রক্ষিত হয় ; এইজন্য প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ ধন, জন ও কলত্রাদি দিয়াও আত্মাকে রক্ষা করিতে সর্ব্বথা সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন। সংসারে শিষ্ট, শান্ত ও বিনয়ী হওয়া সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোকের যাহাতে হিত সাধিত হয়, প্রাণপণে সাধ্যানুসারে তাহা করিবে। ধর্ম্ম, ন্যায়, শান্তি, অর্চ্চন, সত্য, দয়া, কৃপা, বিরতি, বৈরাগ্য ও উপরতি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি সঞ্চয়ার্থ নিরন্তর কায়মনে যত্নবান্ থাকিবে। প্রধানের প্রতি প্রধান ও সমানের প্রতি সমান সমুচিত ব্যবহার করিবে ; কদাচ উদ্ধত, উগ্র ও অবিনয়ী হইবে না। অহঙ্কার ও অভিমান পরমশত্রু, সর্ব্বদা উহা এবং রোষ ও অমর্ষ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সকলের প্রীতিভাজন ও আত্মীয় হইবার জন্য প্রাণপণে যত্নবান্ হইবে। কাহারও অমঙ্গলচেষ্টা করিবে না, কোন বিষয়েই মিথ্যা বলিবে না, দাম্ভিকতা ও আত্ম-শ্লাঘা বর্জ্জন করিবে, আত্মমুখে আত্মগুণ গান করিবে না, কাহারও স্তুতিনিন্দায় কর্ণপাত করিবে না, ঈশ্বরে অটল ও অকৃত্রিম ভক্তি রাখিবে, প্রভুর প্রতি

অবজ্ঞা প্রদর্শন বা তাহার সহিত প্রতারণা করিবে না, মহৎ জনের মানরক্ষায় সতত যত্নবান্ থাকিবে ; যে যেমন, তাহার মর্য্যাদা রাখিতে উদাসীন হইবে না এবং আপনার ও অন্যের অপকার করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। ক্রোধ মহান্ শত্রু বলিয়া গণ্য, ক্ষমা অপেক্ষা পরম সুহৃদ্ নাই ; ঈশ্বর অপেক্ষা আশ্রয় নাই এবং আত্মা অপেক্ষা প্রিয় নাই, এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া যথাযত ব্যবহারপথে সাবধানে চলিবে ; এই সমস্তই আত্মরক্ষার প্রধান সাধন ও প্রকৃত উপায়।

'নাথ! আত্মাই ব্রহ্ম। যে একমাত্র, শুদ্ধ, শান্ত, সূক্ষ্ম, সনাতন, সাক্ষাৎ চিন্মাত্র, তপস্যার সীমাতীত আত্মা সকলের অন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই অন্তর্যামী, ঈশ্বর, প্রাণ, মহেশ্বর, কাল ও অগ্নি। তাঁহা হইতেই এই প্রপঞ্চ ; তিনিই বেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, আবার তাঁহাতেই লয় পাইয়া থাকে। তিনিই মায়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিবিধ দেহ সৃষ্টি করেন ; তিনি সংসারে প্রবৃত্ত ও প্রবর্ত্তিত হন না ; অথচ নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বতঃই সংস্থিত। তিনি পৃথিবী নহেন, জল নহেন, তেজ নহেন, পরম বলিয়া জ্ঞাত। তিনি প্রাণ নহেন, মন নহেন, ব্যক্ত নহেন, শব্দ-স্পর্শ নহেন, রূপ-রস-গন্ধ নহেন, অহংকর্ত্তাও নহেন ; তিনি বাক্য নহেন, হস্ত নহেন, পায়ু নহেন, উপস্থ নহেন, কর্ত্তা নহেন, ভোক্তা নহেন, প্রকৃতি বা পুরুষ নহেন, মায়া-প্রাণবন্ত নহেন ; তিনি পরমার্থতঃ চৈতন্য। যেমন প্রকাশ ও অন্ধকারের সম্বন্ধ ঘটে না, তেমনি প্রপঞ্চ ও আত্মার ঐক্য বা সম্বন্ধ নাই। যেমন শরীরের ছায়া ও রৌদ্র পরস্পর বিভিন্ন, তেমনি প্রপঞ্চ ও আত্মা যথার্থতঃ ভিন্ন। আত্মা নিত্য, সর্ব্বস্থ, সাক্ষীস্বরূপ এবং দোষহীন। মনীষিগণ তাঁহাকে পরমার্থতঃ অদ্বৈতই কহিয়া থাকেন ; অতএব কি কল্যাণকামী, কি মুমুক্ষু, সকলেই নিত্য, সর্ব্বগত, অব্যয় আত্মারই উপাসনা করেন। হে নাথ! এই আত্মগীতা স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। আমি অবলা, স্বভাবতই হীনবুদ্ধি ; তাই বলিয়া আমার কথায় ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য করিও না।

'মহারাজ! ভবাদৃশ স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, বহুদর্শী, বিচক্ষণ মহাপুরুষকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। সংক্ষেপে যাহা যাহা বলিলাম, এই সকল হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।'

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনীয়

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে পাণ্ডুকুলতিলক! পতিপরায়ণা গুণবতী রাজ-মহিষী এইরূপ বাগ্‌বিন্যাসপূর্ব্বক অশ্রুমার্জ্জন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং পতি কি উত্তর দেন, তৎশ্রবণার্থ প্রতীক্ষা করিয়া অধোবদনে ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলেন। পতির সুখদুঃখে সুখদুঃখ অনুভব করাই পতিব্রতা সতীর প্রধান লক্ষণ। রাজমহিষীর সে বিষয়ে কোন অংশেই কোনরূপ ত্রুটি ছিল না; সুতরাং তিনি হঠাৎ সেস্থল পরিত্যাগ করিয়া নিজকক্ষে গমন করিলেন না।

"অবন্তীনাথও মহিষীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা তাঁহার কথায় অগ্রাহ্য না করিয়া মধুরবচনে বলিলেন, 'দেবি! সংসার অসার, এখানে প্রকৃতপক্ষে সুখ নাই। তথাপি মানুষ বলপূর্ব্বক যাহাকে সুখ বলে বা যাহাকে সুখ বলিয়া চিন্তা করে, সেই সুখের মধ্যে ত্বৎ-সদৃশী প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয়া পত্নীই অন্যতর সুখ। সুখদর্শী মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, পত্নী যদি প্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী হয়, তাহা হইলে স্বর্গে থাকিবার প্রয়োজন কি? কারণ, ঐ প্রকার পত্নী স্বর্গ অপেক্ষাও প্রধানা ও সুখদাত্রী। ভাগ্যগুণে আমি ত্বৎসদৃশী সেইরূপ পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগ্যবশে তোমার ন্যায় সতীত্বের প্রত্যক্ষ আদর্শ, সংসার-দুর্লভ নারীরত্ন আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছে! কি সৌভাগ্য! তুমি আমার স্বর্গসদৃশ আনন্দদাত্রী তাদৃশী সহধর্ম্মিণী! অতএব তুমি যখন যাহা বল, তৎ সমস্তই সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই আমার শিরোধার্য্য।

'প্রিয়তমে! পতি হউক্, নারী হউক্, আত্মীয়স্বজন হউক্, বান্ধবই হউক্ আর নাই হউক্, নিয়ত সকলকে সদুপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। কারণ, সকলে সকল সময় সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই জন্য উপদেষ্টা ও পরামর্শ দাতার শরণ গ্রহণ করিতে হয়। ভাগ্যবশে আমি তোমায় সেই প্রকার সদুপদেষ্ট্রী লাভ করিয়াছি। ভাগ্যবশে তুমি আমায় সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাক। তুমি ভার্য্যা হইলেও এই কারণে আমার পূজনীয়। কারণ, সংসারে সদ্‌বিষয়ের বক্তা অতি বিরল। যে বিষয় বিরল বা যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহারই সমাদর ও সবিশেষ পূজা সংসারে দৃষ্ট

হইয়া থাকে। অতএব আমিও সাদরে তোমায় পূজা করি ; কিন্তু প্রিয়তমে ! সকল কথা সকল সময় সকলের পক্ষেই সুশোভিত বা সুসঙ্গত হয় না ; আমারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। সুসঙ্গত উপদেশ সংসারে সুদুর্লভ ; বিশেষতঃ আদ্যোপান্ত না জানিয়া কথা কহিলে স্বয়ং সুরগুরুকেও অপ্রতিভ ও পর্য্যুদস্ত হইতে হয়। তোমারও তাহাই ঘটিয়াছে। তুমি যাহা যাহা বলিলে, সকলই যুক্তিযুক্ত ও সেবনে পরম আনন্দপ্রদ ; কিন্তু আমার পূর্ব্বাপর অবস্থা না জানাতে উহা অসৎকথার ন্যায় আমার পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অপরিসেব্য হইয়াছে।

'অয়ি মঙ্গলময়ি ! কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া প্রজ্বলিত বহ্নিশিরে হস্তার্পণ করিতে সমুদ্যত হয় ? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা জানিয়া শুনিয়া কালকূট-সেবনে বাসনা করে ? দেবাদিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মহাপ্রলয়কালীন প্রজ্বলিত ভয়াবহ অগ্নিস্বরূপ, যাহাতে সুরপতির বজ্রও সামান্য তৃণের ন্যায় ক্ষণকালমধ্যেই দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা কি আমার অবিদিত আছে ? অয়ি বরাননে ! আর ইহাও আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মস্তকবিহীন, তাহার মস্তকবেদনা যেরূপ সম্ভবিতে পারে না, সেইরূপ যাহার আত্মা নাই, বল দেখি, তাহার আবার আত্মরক্ষা কি ? তোমার নিকট আমি ভ্রমে বা পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বলি না। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, আমি তোমার নিকট সত্যই বলিতেছি, আমারও আত্মা নাই। আমার যদি আত্মা থাকিত, আমি যদি আত্মবান্ হইতাম, তাহা হইলে স্বয়ং আত্মরূপী ও আত্মবন্ধু ভগবান্ কি কখনও আমার বিরোধী হইতে পারেন ? তাহা হইলে কি সামান্য অশ্বিনীতে কখন আমার প্রবৃত্তি বা ঈদৃশ অটল অনুরাগ জন্মিতে পারে ? দেবি ! দৈবই পরম বল, দৈব হইতেই সকল ঘটে,···এ সমস্ত দৈবের বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

'দেবি ! ঘোটকী যে আমার হস্তগত হইয়াছে, এ সংবাদ প্রভুকে কে দিল ? অথবা ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি সকলই জানিতে পারেন। হায় ! প্রভু আমার সর্ব্বেশ্বর। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার কিসের অভাব ? তথাপি এই সামান্য অশ্বিনীর উপর তাঁহার লোভ সঞ্চারিত হইল ! কিংবা সংসারে তাদৃশ ব্যক্তির অভাব নাই, যাহারা অকারণে ও বিনা স্বার্থেও লোকের অহিতচেষ্টায় যত্নবান্ হয় এবং অপরকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পায়। হয়ত কোন দুরাশয় এইরূপ অকারণ শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা প্রকৃতপক্ষেই আমার কোন পূর্ব্বকৃত অপকারের প্রতিশোধপ্রদানে অভিলাষী হইয়া প্রভুকে এইরূপে

পরপীড়নে উত্তেজিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি যে আমার শত্রু নাই, এ কথা বলিতে পারি না, উহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ, কাম বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, মদ বল, মাৎসর্য্য বল, দ্বেষ বল, এ সকলের আমাতে কি না আছে? সকল রিপুই আমাতে বিদ্যমান। যখন এই সমস্ত অন্তর-রিপু অন্তরে বিদ্যমান তখন বাহ্য-শত্রুর অভাব কি? বোধ হয়, আমি কোন সময়ে এই সমস্ত রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও কোনরূপে গুরুতর অপকার করিয়া থাকিব. সেই ব্যক্তিই প্রতিশোধপিপাসু হইয়া প্রভুকে আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

'যাহা হউক, দেবি! এখন আর এ সকল চিন্তায় প্রয়োজন নাই। কারণ, উহাতে কিছুমাত্র সুফল ফলিত হইবে না। মূর্খেরাই ঐরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হয়। বস্তুতঃ না জানিয়া ও পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করিলে ঐরূপ ভাবনাতেই অভিভূত হইতে হয়। প্রাচীন মনীষিগণ ইহাকেই অনুতাপ, অনুশয়, আত্মগ্লানি, অন্তর্দ্দাহ ও চিত্তহানি প্রভৃতি অসংখ্য নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমারও তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব এখন আর বিফল চিন্তা করিয়া কি ফল?'

অবন্তীরাজ দণ্ডী এই বলিয়া ক্ষণকাল অধোবদনে বিরলে অবস্থানপূর্ব্বক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মহিষীকে কহিলেন, 'দেবি! যাহার ধন, তিনি লইবেন, ইহাতে আমার আপত্তি কি, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। অতএব এই দণ্ডেই আমি নিজে যাইয়া প্রভুকে অশ্বিনী প্রদান করিতাম। কিন্তু তাহা পারিতেছি না। কেন পারিতেছি না, তাহা অবধান কর এবং শ্রবণ করিয়া যাহা উচিত হয়, উপদেশ দেও। অয়ি বরবর্ণিনি! মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, প্রতিশ্রুতি-পালনই পুরুষত্ব। প্রতিশ্রুতি অবশ্য-পালনীয়। অতএব ধন, প্রাণ কিংবা যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও প্রতিশ্রুতি-পালন করিবে। নরপতি শিবি আপনার গাত্রমাংস দান করিয়া প্রতিশ্রুতি-পালন করিয়াছিলেন। মহাবদান্য কর্ণ এই সেদিন প্রতিজ্ঞা পালন অনুরোধেই স্বহস্তে পরমস্নেহাস্পদ পুত্রের শিরশ্ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম দাতাকর্ণ বলিয়া সংসারে বিঘোষিত হইয়া রহিয়াছে। দেবি! মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া দেও, সুরগণও প্রতিশ্রুতিপালনে কখনও পরাঙ্মুখ হন না। প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন বলিয়াই দেবদেব শূলপাণি কালকূট হলাহল কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছেন, কোন মতেই ত্যাগ করেন না। মহাভাগ কমঠ বিধাতৃ-সকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়া অবধি গুরুভরা ধরিত্রীদেবীরে

অম্লানবদনে অদ্যাপি স্বীয় পৃষ্ঠদেশে বহন করিতেছেন। নাগপতি বাসুকিও এই প্রতিশ্রুতিপালন-অনুরোধে বসুন্ধরারে স্বীয় শিরোদেশে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ মহানুভব মহাত্মামাত্রেই প্রতিশ্রুতিপালনে দৃঢ়সংকল্প। এই জন্য মনীষিবৃন্দের মতে প্রতিশ্রুতিরক্ষণ মহাত্মা ব্যক্তির অন্যতর প্রধান লক্ষণ। যাহারা স্বভাবতঃ নীচপ্রকৃতি, সেই সকল কাপুরুষেরাই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রয়োগ করে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, ভীষণ যমদূতগণ দেহান্তে তাহাদের জিহ্বা ছেদনপূর্ব্বক প্রদীপ্ত বহ্নিগর্ভে প্রক্ষেপ করে এবং তাহাদের জিহ্বা পুনর্ব্বার তৎক্ষণে সঞ্জাত হইলে আবার ঐ প্রকার করিয়া থাকে। দেবি! এ কথা মনে মনে স্মরণ করিলেও দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং প্রাণের ভিতর দুঃসহ গুরুতর অনুতাপদাবাগ্নি যেন ধু ধু করিয়া জ্বলিতে থাকে।

'দেবি! পুরুষের এক কথা এবং কাপুরুষের দুই কথা। পুরুষেরা কথায় যাহা বলেন, কাজেও তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাপুরুষেরা কথা একরূপ বলে, কার্য্যেও অন্য প্রকার দেখায়। আমি যখন তখন এই সমস্ত চিন্তা করিয়া থাকি এবং প্রাণ দিয়াও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হই। বাস্তবিক পুরুষের প্রকৃতিই এই। সমর্থ হউক্ বা না হউক্, ব্যক্তিমাত্রেরই এই প্রকৃতির অনুসরণ করা সাধ্যানুসারে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; তবে আমি কেন শক্তি বিদ্যমানে এই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইব? আমি প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অশ্বিনীকে ধৃত করিয়াছি। সুতরাং আমার দৃঢ়সংকল্প এই, প্রাণ থাকিতেও ইহাকে পরিত্যাগ করিব না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াই এ যাবৎ ইহাকে রক্ষা করিতেছি। প্রিয়ে! অধিক কি বলিব, ইহার জীবনেই আমার জীবন এবং ইহার মরণেই আমার মরণ। অতএব আমি কোনরূপেই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না। চন্দ্রবদনে! তুমি দুঃখিত হইও না। প্রতিশ্রুতি-পালনই পুরুষের একমাত্র পুরুষত্ব। অতএব আমি যদি সেই প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালনে সমর্থ না হই, তাহা হইলে কেহই কদাচ আমাকে পুরুষমধ্যে গণনা করিবে না। বরং সকলে আমাকে পুরুষাধম বা ক্লীব বলিয়া উপহাস ও বর্জ্জন করিবে। ভদ্রে! তাদৃশ ক্লীব বা পুরুষাধম পতিত ও অপদার্থ স্বামীতে তোমার প্রয়োজন কি?

'কল্যাণি! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিয়া জগৎসংসারে অবস্থান করা বড় সহজ কার্য্য নহে। অতএব আমি অশ্বিনীকে সঙ্গে করিয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী হইব। যদি কখন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ হই, গৃহে

প্রত্যাগত হইব এবং আবার তোমার পূর্ণেন্দুবিনিন্দিত মুখনিস্যন্দিত কথামৃত পান করিয়া শান্তি-সরোবরে মনের সুখে অবগাহন করিব। আর যদি প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে মনে মনে বিশ্বাস রাখিও, তোমার এ কাপুরুষ স্বামী ইহলোকে নাই! বলিতে কি, মরিয়া না গেলেও, আমাকে মৃতবৎ জ্ঞান করিবে। কারণ প্রতিশ্রুতিপালনই পুরুষের জীবন এবং তদভাবই মরণ। কল্যাণি! মৃতপতি লইয়া তোমার কি হইবে? তখন বিধবা হইয়াছ ভাবিয়া এ পামর পতিকে বিস্মৃত হইও।

'অয়ি মঙ্গলময়ি! কোন বিষয়ই অত্যন্ত ভাল নহে এবং কোন বিষয়ে নির্ব্বন্ধ বা আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করাও নিতান্ত অনুচিত। রাক্ষসরাজ দশানন ত্রিভুবনতলে একবীর হইয়াও এইরূপ আগ্রহাতিশয়নিবন্ধন সবংশে নির্ম্মূল হইয়াছিলেন। তিনি যদি রামদয়িতা জানকীপরিহরণে নির্ব্বন্ধ বা আগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে কদাচ কপিকটকের হস্তে পতিত হইয়া অমূল্য জীবন হারাইতেন না। রাজেন্দ্র দশরথ মৃগয়ানির্ব্বন্ধের বশবর্ত্তী হইয়াই মুনি-বালকের বধসাধন ও দারুণ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। পন্নগকুল কশ্যপাত্মজ হইলেও একমাত্র দ্বেষ-নির্ব্বন্ধবশেই কশ্যপনন্দন পতগরাজ গরুড়ের ভক্ষ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র নির্ব্বন্ধবশেই শাপগ্রস্ত হইয়া সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। ফলতঃ, যাহারা নির্ব্বন্ধ করে, তাহাদের এইরূপই অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। ইহাই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর বা নাগলোকে এইরূপ শত শত বা লক্ষ লক্ষ নির্ব্বন্ধবানের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হায় হায়! হতবিধি আমারও অদৃষ্টে হয় ত সেইরূপ ভয়াবহ অধঃপাত বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। নতুবা অশ্বিনী-ত্যাগে আমারও এরূপ নির্ব্বন্ধ বা আগ্রহাতিশয় উপস্থিত হইবে কেন? হায়! সর্ব্বথা আমি হত হইলাম—বিনষ্ট হইলাম! আমার পরিত্রাণের কোন পন্থাই দেখি না। সংসারে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই সেই ভগবান্ বাসুদেবের। অতএব কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে, কাহার নিকট আমি দয়া ভিক্ষা করিব? কেই বা আমাকে আশ্রয় প্রদান করিবে? হায় হায়! সর্ব্বথা আমি অনাথ, অশরণ ও অসহায় হইলাম।

'বরবর্ণিনি! যাহার সহায় নাই, সাধন নাই, সুতরাং যে ব্যক্তির জীবন-মরণের কোন প্রকার নির্দ্ধারণ নাই, দারুপাষাণাদি জড়পদার্থের সহিত তাহার প্রভেদ কি? আমারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। আমি নামমাত্রে মানুষ বা নামমাত্রে জীবিত। প্রকৃতপক্ষে জড়ে ও আমাতে কোন প্রকার ইতর-বিশেষ বা

তারতম্য নাই। এরূপ জড় পতি লইয়া তোমার কি ফল? অতএব হৃদয় হইতে আমার আশা বিসর্জ্জন দেও, আমার মমতা ত্যাগ কর এবং নিশ্চিন্ত হইয়া নিজকক্ষে প্রবেশ কর। দেবগণই নিঃসহায়ের সহায় এবং গুণের পক্ষপাতী। তাঁহারাই তোমার ন্যায় সুশীলা গুণবতী পতিপরায়ণা নিঃসহায়া রমণীরে রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই।

'প্রিয়তমে! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি যদি পলায়ন না করিয়া অবস্থান করি, তাহা হইলে বিনা রণে কদাচ অশ্বিনী দিতে সমর্থ হইব না। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া বা পৃষ্টপ্রদর্শন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অতএব অবশ্যই আমাকে সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রাণরক্ষা করা ইন্দ্রের পক্ষেও কঠিন। এরূপ অবস্থায় আমাকে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, তোমার নিকট এই কথা কহিতে কহিতেই আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন সেই যুদ্ধে আমার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব কল্যাণি! আমার পলায়নই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে হয় ত অনেকাংশে জীবিত থাকিবারই সম্ভাবনা। কারণ, ভীত, পলায়িত, নিরস্ত্র, আশ্রিত প্রভৃতি অবস্থাপন্ন লোককে নিপাত করিতে নাই, ইহা ভগবান্ জ্ঞাত আছেন। আর এক কথা, দেখ, কাল সকলই করিতে পারে। কালের প্রভাবে বহুদিনের বদ্ধমূল বৈরও শিথিল হইয়া যায়। আবার বহুদিনের বদ্ধমূলে প্রণয়ও শিথিল হইয়া ঘোর বৈরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে। অতএব আমি পলায়ন করিলে আমার সন্ধান না পাইয়া ভগবান্ আমায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। সংসারে কতবার কত লোকের এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানে। অতএব আমার কেন না হইবে?

'প্রিয়তমে! দুর্ব্বলের রোষ বৃথা, ক্ষীণের অভিমান বৃথা এবং অসমর্থের অহঙ্কার বৃথা। আমার তৎসমস্তই ঘটিয়াছে। আমি রোষপ্রকাশ করিলে যেমন কৃষ্ণের কিছুই হইবে না, আমারও অভিমান ও অহঙ্কারও সেইরূপ কোনই কার্য্যকর হইবে না। অতএব আমার পলায়নই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। যদি জীবিত থাকি, তবে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। নতুবা এই পর্য্যন্তই উভয়ের শেষ দর্শন। প্রিয়তমে! চিন্তা করিও না, দুঃখিত হইও না, অশ্রুত্যাগ করিও না, অধীর হইও না; পরলোকে পুনর্ব্বার উভয়ে মিলিত হইয়া সুখী হইব।

•'জীবিতেশ্বরি! যাহারা শত্রুভয়ে পলায়ন করে, তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ এবং যাহারা আত্মাকে রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, মরণই তাহাদের আত্মরক্ষার

উপায়। অতএব আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। তুমি আমাকে শেষ আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক সুখী ও সুস্থ কর; তোমার কল্যাণ হউক্।'

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে ভারত! দণ্ডীর এই শেষ কথা কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র রাজমহিষীর মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। তিনি এতক্ষণ নীরবে পতির কথা শুনিতেছিলেন, আর ধৈর্য্য সংবরণ করিতে না পারিয়া সহসা ছিন্নমূলা লতিকার ন্যায় নৃপতির পাদমূলে পতিত হইলেন। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অহো! নারীগণের স্বভাবই এই। পতির জীবনেই তাহাদের জীবন এবং মরণেই তাহাদের মরণ। অবন্তীনাথ প্রিয়তমাকে অতিমাত্র কাতরা দর্শনে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে গাত্রোত্থান করাইয়া মৃদু-মধুর শান্তবচনে কহিলেন, 'ভদ্রে! শোক বিসর্জ্জন কর। সংসারের গতিই এইরূপ বিচিত্র! যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই আবার সংহার করিয়া থাকেন। তজ্জন্য ক্ষুন্ন বা বিষন্ন হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুন্ন হইলেই বা ফল কি? যে দিন যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও। আমি সাধ্যানুসারে প্রাণরক্ষা করিতে যত্নবান্ থাকিব। সংসারে সকলেই কিছু বলিষ্ঠ ও স্বয়ংসিদ্ধ-কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। অবশ্য তাহাকে অপরের সাহায্য ও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমিও প্রথমে সাধ্যানুসারে যথাশক্তি সাহায্য ও আশ্রয়লাভে প্রয়াস পাইব। যদি একান্ত অক্ষম হই, একান্ত বিধি বিমুখ হন, অগত্যা অন্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে।

'দেবি! আমি সংক্ষেপে ভাল-মন্দ সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। যেমন বুঝিব, তদনুরূপ কার্য্য করিব। তুমি স্বীয় কক্ষে গমন কর, আমি বিদায় হই। আর বিলম্ব করা কোনমতে বিধেয় হয় না। ভগবান্ বাসুদেবের প্রেরিত দূত তাঁহার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। স্বীয় আত্মার প্রতি তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, মমতা ও স্নেহ, দূতের প্রতি তদপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস, মমতা ও স্নেহ করিয়া থাকেন। দূতপ্রমুখাৎ সংবাদ পাইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ আমার বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন'।"

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

অবন্তীপতির পলায়ন

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে পাণ্ডুবংশাবতংস! অবন্তীপতি, মহিষীর নিকট এই সকল কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বিনীসমীপে উপস্থিত হইলেন। তদীয় অন্তর দুরন্ত চিন্তাবশে বাতাহত সমুদ্রবৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনি যেন জ্ঞানগোচরবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যেন পশু মানুষ জ্ঞান ছিল না। সেই জন্য তিনি তুরগীকে গাঢ় আলিঙ্গন ও সাবেগ চুম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, 'অয়ি জীবিতবল্লভে! রাজা দণ্ডী তোমার প্রণয়ের অপরিজ্ঞ নহে। প্রতিশ্রুত ছিলাম, প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, তথাপি তোমাকে বিসর্জ্জন করিব না। ইহাই ত্বদীয় প্রণয়ের প্রতিদান। অদ্য তাহার পরীক্ষার দিব্য অবসর উপস্থিত উপস্থিত হইয়াছে। আজি অবন্তীপতি তোমার জন্য সংসারত্যাগী—সর্ব্বত্যাগী হইবে।'

"মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রণয় মহান্ অপূর্ব্ব সামগ্রী। উহার প্রভাবে অন্ধকার আলোকে, অচেতন সচেতনে, বিপদ্ সম্পদে, বন উপবনে, মরু নগরে ও গহন ও সুগমে পরিণত হইয়া থাকে। অকৃত্রিম প্রণয়ের স্থানও অতি বিরল। যেখানে সেখানে সে প্রণয় অধিষ্ঠান করে না। প্রাণের অভ্যন্তরে ও হৃদয়ের অন্তস্তলে যেখানে ক্রুরতা নাই, ঈর্ষা-দ্বেষ নাই, বিশ্বাসঘাতকতা বা অকৃতজ্ঞতা নাই, যেখানে কেবলমাত্র শান্তি প্রভৃতি পারমার্থিক পবিত্রভাবরাশির অধিষ্ঠান, সেই স্থানেই অকৃত্রিম প্রণয় অবস্থিতি করে। ইহা ধনের আকাঙ্ক্ষা করে না, মানের আকাঙ্ক্ষা করে না, রাজ্য বা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করে না এবং দেশাদি কোনরূপ বিভবেরও প্রত্যাশা রাখে না। কেবল হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় লাভ করিতে পারিলেই মনে করে যে, ত্রিলোক তাহার অধিকৃত হইল। এই জন্যই পশুর সহিত মানুষের প্রণয়-সংঘটন হয়। মহর্ষি ভরত অন্তিমকালে হরিণ হরিণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। রাজা দণ্ডীও অশ্বিনীর জন্য প্রাণদানে সমুদ্যত হইলেন। মহারাজ! এই প্রণয়ের বশীভূত হইয়াই লোকে তন্ময়, তৎপ্রাণ, তন্মনা ও তচ্চিত্ত হইয়া উঠে। রাজা দণ্ডীও প্রাণ মন সমস্ত প্রদান-পূর্ব্বক যেন অশ্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে হৃদয় ছিল না, মনে মন ছিল না, অন্তরেও অন্তর ছিল না, তাঁহাতে আর তিনি ছিলেন না। তিনি মানুষ হইয়াও যেন পশুবৎ হইয়া পড়িলেন।

পরীক্ষিৎ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্ ! দণ্ডী তাহার পর কি করিলেন, শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আশু বর্ণন করিয়া উৎকণ্ঠা দূর করুন্। দেখুন, আমার আর বিলম্ব নাই। যতই সেই ভীষণতম দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই যেন আমার বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিতেছে, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, জ্ঞান খর্ব্বীভূত হইতেছে এবং বিবেকশক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আমি যেন শূন্যমার্গে চক্রযন্ত্রে বিঘূর্ণিত হইতেছি। হায়! আমি কি করিলাম! আমার এ কি ঘটিল! আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? ঐশ্বর্য্যেই বা ফল কি? কারণ, এ সমস্তই আমার সর্ব্বনাশের ও ঈদৃশী দুর্দ্দশার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আমি যদি রাজপদের অধিকারী না হইতাম, তাহা হইলে মৃগয়ায় গমন করিতে হইত না বা দুর্নিবার ব্রহ্মশাপও আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত না। এইজন্যই মনীষিগণ রাজপদকে বিষমবিপদের আস্পদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা আমার দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প ছিল।

বাদরায়ণি বলিলেন, "ভারত! অধীর হইবেন না। আশ্বস্ত হউন্। গতানুশোচনায় কোন ফল নাই। এখন হৃদয় হইতে শোক বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অবধান করুন্। অবন্তীরাজ নরপতি দণ্ডী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবেদন করিয়া আশু সেই ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পাছে বিপক্ষ পক্ষ হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় বিদিগ্‌ভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক ত্বরিতবেগে ধাবমান হইলেন। মন্ত্রী বা ভৃত্য কিংবা অন্য কোন অনুচর কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইলেন না এবং রাজমহিষী ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিকেই এ সকল ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানাইলেন না। প্রত্যহ যেমন ঘোটকারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হন, আজিও তদ্রূপ একাকী প্রস্থান করিলেন। রুধিরলোলুপ দুর্জ্জয় ব্যাঘ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলে ক্ষুদ্রপ্রাণ মৃগযূথ যেমন সভয়ে ও সবেগে পলায়ন করে, বৈনতেয়-দর্শনে পন্নগকুল যেমন ভীতিবিত্রস্ত ও বিকম্পিত-হৃদয়ে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধমুখে প্রধাবিত হয়, তিনিও সেইরূপ মহাবেগে দ্রুতগতিতে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান-রহিত হইয়া ধাবমান হইতে লাগিলেন।

'হে ভারত! প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়বস্তু সংসারে আর নাই। প্রাণের মায়া অতীব মহতী। সংসারে কাহাকেও সহসা বা সহজে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায় না। মৃত্যু ভীষণ-মূর্ত্তিতে পুরোভাগে দণ্ডায়মান, এই দণ্ডেই গ্রহণ করিবে। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি লোকে

আরও কত দিন বাঁচিব মনে করিয়া, স্থিরচিত্তে ও নিরুদ্বেগে অবস্থান করে। অধিক কি, পুত্র মহারত্ন। তাহা অপেক্ষা জনক-জননীর প্রাণাধিক আর কেহ নাই। কিন্তু জননী স্বীয় দগ্ধোদরের জন্য ও স্বীয় প্রাণ-রক্ষণার্থ সেই স্নেহাস্পদ পুত্ররত্নকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হন না। ইহা অপেক্ষা প্রাণের মায়া আর অধিক কি হইতে পারে? অতএব স্বার্থপরায়ণ মানুষকে ধিক্! তাহার হতবুদ্ধিকে ধিক্! তাহার জন্মে ধিক্! তাহার মানুষনাম গ্রহণেও ধিক্!

"মহারাজ! দণ্ডী যেমন প্রতিশ্রুতিপরিপালনার্থ স্বীয় প্রাণ পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্যও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। জীবিতেচ্ছা বা বাঁচিবার বাসনা জগতে স্বভাবতই বলবতী। দিন দিন ক্ষণে ক্ষণে জীবগণ শমনসদনে প্রস্থান করিতেছে, তথাপি "আমি মরিব" এ কথা কেহই একবার মনে স্থান প্রদান করে না। সকলেই বাঁচিব বলিয়া অভিলাষ করে এবং বাঁচিবার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াসও পাইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা ঘৃণাকর, উপহাসকর ও বিস্ময়কর নারকী ঘটনা আর কি আছে বা হইতে পারে বলিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী আর্য্য মনীষিগণ শ্রুতিদৃক্‌সম্পন্ন মনুষ্যের ভূয়সী নিন্দাবাদ করিয়াছেন। অতএব দণ্ডীরাজের এ বিষয়ে ব্যভিচার বা পরিহার হইবে কেন? তিনি অধ্যবসায়সহকারে বহুকষ্টে বহুপরিশ্রমে দেশ হইতে দেশ, দ্বীপ হইতে দ্বীপ, রাজধানী হইতে রাজধানী, নগর হইতে নগর, গ্রাম হইতে গ্রাম ও পত্তন হইতে পত্তন অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমাগত নানাস্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি যামিনী, মত্তের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, বাতুলের ন্যায় ক্রমাগত গমন করেন। কিন্তু কোথায় গমন করিবেন, কি করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সামান্য অভিমানীও নহেন, কিন্তু উপায় নাই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিরোধী। অগত্যা তাঁহাকে নারীজাতির ন্যায়, অনাথ, অনাশ্রয় ও অসহায়ের ন্যায় পলায়ন করিতে হইল। হায়! না বুঝিয়া প্রণয় করিলে এইরূপ সর্ব্বনাশই ঘটে।"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ঈশ্বরহীনই অসহায়

অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎ কহিলেন, "হে ভগবন্! আমার বোধ হয়, রাজা দণ্ডী তাদৃশ বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। কেন না, স্বীয় মনকে অথবা স্বীয় অন্তরাত্মাকে যেমন কোন বিষয় গোপন করা যায় না, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিকেও গোপন বা প্রতারণা করিয়া পলায়ন বা কোন স্থানে বাস অথবা কোনরূপ কার্য্য করা মানুষের কথা কি, অমরকুলেরও সাধ্য নহে। তবে তাঁহার পলায়নের কারণ কি? আর পলায়ন করিয়াই বা কোথায় উপস্থিত হইলেন, কেহ তাঁহাকে আশ্রয়প্রদান করিয়াছিল কি না বর্ণন করুন্। দেব। বলিতে কি, আপনার মুখবিগলিত পীযূষ-ময় দণ্ডী-চরিত সম্যক্ আকর্ণন করিয়াও আমার পরিতৃপ্তিলাভ হইতেছে না। বরং উদর-সর্ব্বস্বের লোভের ন্যায়, নিদাঘকাতর চাতকের পিপাসার ন্যায় অথবা সাধুহৃদয়ে পরহিত-চিকীর্ষার ন্যায় আমার শ্রবণলিপ্সা উত্তরোত্তর বলবতী হইতেছে। আপনি পুনরায় শোক-তমোঘ্ন দণ্ডীচরিতের শেষাংশ কীর্ত্তন করুন।"

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে ভরতর্ষভ! যোগ্যপাত্রে দান করিলে দানকর্ত্তার হৃদয় যেরূপ প্রফুল্ল হয়, হৃদয়বান ব্যক্তি সাধুসহবাসে যেরূপ আনন্দলাভ করে এবং মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষলাভে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমিও সেইরূপ তোমার এই সাধুশ্রুত মহোপকারক প্রশ্নে নিরতিশয় আনন্দিত সম্প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়াছি। এক্ষণে ত্বদীয় অভীপ্সিত দেববাঞ্ছিত ভগবল্লীলাপূরিত দণ্ডীচরিত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অনাময়লাভ হইয়া থাকে।

"মহারাজ! শাস্ত্রার্থদর্শী দণ্ডীরাজ যে এ বিষয় বুঝিতেন না, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। তবে বিপদে অভিভূত হইলে, তাহার প্রথম আঘাতে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে প্রাণপণে সেই প্রথম বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহারই কথঞ্চিৎ পরিহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক্, দণ্ডীরাজ এই পলায়ন উপলক্ষ্যে যে যে স্থানে গমন ও যে যে কার্য্য করেন, তাঁহার ভাগ্যে যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা প্রসঙ্গতঃ সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, অবধান কর।

"নানা রাজধানী, নানা দেশ, নানা পত্তন ও নানা গ্রাম পর্য্যটন করিয়া ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্তবেগ ও ভয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে অপেক্ষাকৃত চৈতন্যের সঞ্চারও হইল। তখন অবন্তীনাথ বুঝিতে পারিলেন, 'আমি বৃথা এ কি করিতেছি? দিন নাই, রাত্রি নাই, ক্রমাগত কোন্ স্থানে গমন করিতেছি? এ ভাবে রাজ্যত্যাগী, স্বজনত্যাগী ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া কত দিন পথে পথে, প্রান্তরে প্রান্তরে দীনহীনের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব? শ্রীকৃষ্ণের রক্ষিত গুপ্তচর-সকল বায়ুর ন্যায় সর্ব্বস্থানেই যাতায়াত করিয়া থাকে। এক সময়ে না এক সময়ে নিশ্চয়ই আমারে দেখিতে পাইবে; নিশ্চয়ই আমাকে ধৃত করিবে। তখন আমার দশা কি হইবে? তখন হয় ত আমাকে হতমান, হত-দর্প ও হতপ্রাণ হইয়া তাহাদেরই বশীভূত হইতে হইবে। অতএব এই সময় বিপৎ-প্রতীকারের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এরূপ ছদ্মবেশে, এরূপভাবে দেশে দেশে বিচরণ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কি বাস্তবিকই আশ্রয়স্থান নাই? বাস্তবিকই কি রক্ষাস্থান নাই। সত্য বটে, ঈশ্বর রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? কিন্তু আমি কি এতই নরাধম? এমন কি মহাপাপ করিয়াছি যে, একবারেই ব্রহ্মাণ্ডের বাহির ও ঈশ্বরের বর্জ্জিত হইব? আমার তুল্য বা আমা অপেক্ষাও কত পাপী, কত মহাপাপী ত সুখভোগ করিতেছে; তবে আমি কাপুরুষের ন্যায়, মুর্খের ন্যায়, জড়ের ন্যায় ও অলসের ন্যায় নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও হতাশই বা হই কেন? অনুসন্ধান করিলে এ সংসারে নিশ্চয়ই রক্ষার উপায় মিলিবে; অবশ্যই আশ্রয়স্থান পাইব। শেষে না হয়, প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত প্রধান প্রধান পদার্থ বা ব্যক্তি আছে, তাহাদের আশ্রয়েই এখন উপস্থিত হই; অবশ্য তাহারা সকলে একত্র হইয়া আমারে রক্ষা করিবে। নিজে না পারে, কোন প্রকার পরামর্শও বলিয়া দিবে। কিছুই না পারে, তখন প্রাণ-বিসর্জ্জন বা সংসারত্যাগ, যাহা হয় করিয়া মদীয় আপাত পরিতাপের উপসংহার করিব।'

মহাযোগী শুকদেব বলিলেন, "রাজন্! দণ্ডীরাজ এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া মনে মনে সংকল্প স্থির করত প্রথমে সরিৎপতি সাগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদীয় বেলাভূমে দণ্ডায়মান হইয়া যথাবিধি সভাজন পুরঃসর বাষ্পাকুলনয়নে বিষণ্ণবদনে ও গদ্গদস্বরে, ব্যাকুলচিত্তে ও ভক্তিভাবে স্তববাক্যে বলিতে লাগিলেন, 'হে সলিলাধিপ! সংসারে তুমি ভূতগ্রামের মধ্যে অন্যতর মহাভূতের অক্ষয় আধারস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিদ্যমান আছ

বলিয়াই নদ, নদী, পল্বল ও সরোবর প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে ; তুমি না থাকিলে ইহার কিছুই থাকে না এবং পর্জ্জন্যও বারিবর্ষণ করিতে পারে না। অহো ! তোমার মহিমা অনির্ব্বচনীয় ! তুমি মহাভূত-সৃষ্টির প্রত্যক্ষ আদর্শ-স্বরূপ ; তুমি ধরিত্রীসতীকে অগাধ পরিখারূপে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছ ; আমি পুনরায় তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রচেতঃ ! তোমার বিশালতার সীমা নাই ; তোমার আকৃতি বিশাল, শরীর বিশাল, স্রোত বিশাল, বিস্তৃতি বিশাল, তরঙ্গ বিশাল, গর্জ্জন বিশাল, আস্ফোটন বিশাল, আক্ষেপ বিশাল, সীমা বিশাল, তট বিশাল, কল্লোল বিশাল, উচ্ছ্বাস বিশাল, বিক্ষোভ বিশাল, ঘূর্ণন বিশাল, আবর্ত্ত বিশাল, বিস্ফার বিশাল। বস্তুতঃ তোমার সকলই বিশালভাব, মূর্ত্তিমান্ বিশ্বম্ভর বা বিরাট্‌মূর্ত্তির নিদর্শন, দেখিবামাত্র সকলেরই গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, অহঙ্কার চূর্ণ হয়, অভিমান বিদূরিত হয় ও শ্লাঘা দূর হইয়া আপনা আপনি নম্রতার ও বিনয়ের সঞ্চার এবং তদ্ব্যতীত কতই যে শিক্ষাসম্পত্তি লাভ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। "আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" মনে মনে এইরূপ যাহারা জ্ঞান করে, তাহারা তোমাকে দেখিবামাত্র আশু হতদর্প, হতমান ও হতগৌরব হইরা পড়ে, সংশয় নাই। কারণ, তাহারা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করে, তুমি মহত্ত্বের প্রত্যক্ষ অবতার বা আদর্শ। অথবা যাহারা বিবেচনা করে, আমা অপেক্ষা আশ্রয়দাতা দ্বিতীয় কেহই নাই, তাহারাও তোমার বিশালাকৃতি দেখিবামাত্র হতদর্প হইয়া থাকে। কারণ, তুমি প্রত্যক্ষ আশ্রয়স্বরূপ ; তোমাতে ক্ষুদ্র মহান কত শত, কত সহস্র, কত অযুত, কত নিযুত, কত লক্ষ ও কত কোটি জীব অবস্থিতি করিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ? বহুযোজনায়ত তিমি হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শফরী পর্য্যন্ত অসংখ্য অসংখ্য জীব তোমার আশ্রয়ে তোমারই অন্নে আত্মপোষণ করিতেছে। শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তোমাতে যত জীব অধিষ্ঠান করে, সমগ্র ধরিত্রীতে তাহার অর্দ্ধেক আছে কি না বলা যায় না। আমরা মানুষ—অধম জাতি ; আমরা একমাত্র নিজের উদর-পূরণার্থ অনুক্ষণ ব্যস্ত ; পরের উদরপূরণ কিরূপে করিব ? কিন্তু তোমার মহিমা অত্যদ্ভুত ও বর্ণনাতীত। তুমি অনন্তকোটি জীবকে অবলীলাক্রমে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেছ ; তথাপি তোমার হৃদয়ে বিকার নাই ! কিন্তু ক্ষুদ্র আমরা সামান্য দুই পাঁচজনকে মাত্র মুষ্টিমেয় অন্ন দিয়া আপনা আপনি কতই গৌরব, কতই দম্ভ, কতই আত্মশ্লাঘা ও কতই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকি ! অতএব তোমার সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে ? অয়ি জলদেব ! যে সকল ব্যক্তি আপনা আপনি ধনী বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তোমাকে দেখিবামাত্র

তাহাদেরও সে অহঙ্কার চূর্ণীভূত হইয়া যায়। কারণ, তুমি রত্নের আকর ও ধনের অক্ষয় ভাণ্ডার। ধনাধিপ স্বয়ং কুবেরও তোমার দ্বারে প্রার্থী হইয়া থাকেন। সরিৎপতে! তোমার মহত্ত্বের, গৌরবের ও মহিমার সীমা নাই বলিয়াই আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমারে রক্ষা করিয়া, নিজ অতুলনীয় মহিমার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যশোভাজন হও।'

মহাযোগী শুকদেব বলিলেন, "বিকলহৃদয় অবন্তীপতি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অশ্বিনীসংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে, সরিৎপতি মহামতি সাগর চমকিত হইয়া উঠিলেন। অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়বশে তাঁহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! এ কি বলিতেছ? বরুণ নহেন, ইন্দ্র নহেন, চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, কুবের নহেন, যমও নহেন—সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত বিরোধ! ত্রিলোকশরণ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মাণ্ডপতির সহিত প্রতিকূলতা! এ কথা মনে করিলেও হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় ও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তুমি কি প্রকারে এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে? অহো! আমিই বা কিরূপে ইহা শ্রবণ করিলাম! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে ও মতিচ্ছন্নদশা ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই কারণেই তুমি আপনিই আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছ। যাহারা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা করে, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের শত্রু এবং আপনারও শত্রু; অতএব সংযতচিত্ত হইয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করত সত্বর সেই বিশ্বনাথের পাদমূলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর; তদ্ব্যতীত তোমার পরিত্রাণের অন্য পন্থা নাই। অবন্তীপতে! বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে হৃদয় নাই, তুমি আত্মবিস্মৃত ও অলৌকিকী দৈবী-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়াছ; তাহা না হইলে তোমার মুখে এরূপ বাতুলের প্রলাপ উচ্চারিত হইবে কেন? তুমি আমার যে মহিমা কীর্ত্তন করিলে, বাসুদেবের কৃপাতেই আমার ঐরূপ মহিমার আবিষ্কার হইয়াছে; তোমাকে রক্ষা করি, আমার তাদৃশ সাধ্য নাই।'

শুকদেব বলিলেন, "ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান প্রভৃতি নানা কারণ একত্র হওয়াতে প্রকৃতপক্ষেই দণ্ডীর বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল। লুপ্তবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেরই জ্ঞানচৈতন্য নাশ এবং তৎসহকারে গুরুলঘুগণনা ও বাচ্যাবাচ্যবোধও অন্তর্হিত হইয়া যায়। বাস্তবিক দণ্ডীর তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সরিৎপতির কথা শুনিয়া হতাশ ও দুর্ব্বিষহ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সহসা হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি দুর্ব্বহ মনোবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ না হইয়া কটুবাক্যে জলদেবকে বলিলেন, 'প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন, কেবল আকার

দেখিয়াই কাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। হস্তীর আকৃতি অতি বৃহৎ; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র সার লক্ষিত হয় না। সার নাই বলিয়াই সে অতি ক্ষুদ্রকলেবর মানুষের অধীন হইয়া থাকে। হায়! আমি প্রতারিত হইলাম। সমুদ্রের বৃহৎ বিশালদেহ দর্শনে আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার পরিশ্রমমাত্র সার হইল! হায় হায়! এতক্ষণ যদি এরূপ অসার বা কপটের নিকট সময়-ক্ষেপ না করিতাম, হয় ত অন্যত্র গমন করিলে আমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারিত।

'জলদেব! তোমার প্রতি দোষারোপ করা বৃথা। তুমি স্বভাবতঃ নীচ ও নীচগামি। সেই কারণে বনের বানরেও তোমাকে বন্ধন করিয়াছিল, তুচ্ছ জম্বুকাদি জীবগণও অনায়াসে তোমাকে লঙ্ঘন করিয়াছিল। হায়! আমার ন্যায় অবিবেচককে ধিক্! আমি জানিয়া শুনিয়াও এরূপ নীচের ও নীচগামীর শরণ গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম। মহাতপা ভগবান্ অগস্ত্য এক গণ্ডূষেই যাহাকে পান করিয়াছিলেন, তাহার আবার মহিমা কি, তাহার আবার গৌরব কি এবং পররক্ষণশক্তিই বা কি? যাহা হউক্, এখন আমি অন্যত্র প্রস্থান করিব। রে নীচগামী ও নীচপ্রকৃতি সাগর! তুমি চিরদিন এইপ্রকার হীনাবস্থায় অধিষ্ঠান কর; আমি বিদায় হই।'

শুকদেব বলিলেন, "ভারত! দণ্ডীরাজ বিলুপ্তবুদ্ধি ও হৃতজ্ঞান হইয়া সমুদ্রকে যে সমস্ত নিন্দা করিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেইরূপ বিবেচনা করিও না। সাগরাদির ন্যায় মহান্ পদার্থ-সমূহের প্রকৃত স্বভাব নির্ণয় করা দুরূহ। দণ্ডীর কথায় পাছে তোমার মতিভ্রম ঘটে, এই জন্য সংক্ষেপে এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিতেছি, অবধান কর। সমুদ্র নীচগামী না হইয়া উচ্চগামী হইলে সংসারের স্থিতিবিধান অসম্ভব হইয়া পড়ে; নিশ্চয়ই মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয়কালে সমুদ্রের ঐরূপ উচ্চগতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই মহাত্মারা নীচ বা নম্রভাবে অবস্থিতি করেন। বিশেষতঃ মহাত্মগণ লোকের উপকারার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন, সামান্য বন্ধনাদির কথা আর কি বলিব? বস্তুতঃ সমুদ্র যদি আপনা আপনি কপিকটককৃত বন্ধন স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে ভুবনকণ্টক দশাননের পতন ও তজ্জন্য ব্রহ্মাণ্ডের শান্তি ও স্বস্তিলাভ কদাচ ঘটিত না। মহাত্মগণ পরের উপকারার্থই জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন।"

পাণ্ডুকুলতিলক রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, "আপনি বর্ণন করুন, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। মহতেরাই মহতের মান বুঝিতে পারে। কারণ

তপোনিধি অগস্ত্যের মহিমাঘোষণা অভিলাষে অনেন্দের সহিত সমুদ্র ইচ্ছা করিয়াই এক গণ্ডূষে তাঁহার জঠরবাসী হইয়াছিলেন।”

শৌনক বলিলেন, “হে সূত! মহারাজ পরীক্ষিৎ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন, অত্যন্ত উদ্ধত হইলে সামান্য ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক্, ইন্দ্রচন্দ্রমাদিকেও পতিত হইতে হয়। ভগবান্ অগস্ত্য অত্যুদ্ধত সমুদ্রকে পান করিয়া কৌশলে ভুবনবাসিগণকে ঐ প্রকার শিক্ষাদান করেন। যাহা হউক্, এখন প্রস্তাবিত কথার শেষাংশ কীর্ত্তন কর। তুমি যেমন শুভমতি, সেইরূপ শুভক্ষণেই শুভস্বরূপ শ্রীহরির শুভচরিতবিষয়িণী শুভকথার শুভ-অবতারণা করিয়াছ; তোমার পবিত্রমুখে ঈদৃশ পূতজনীন পবিত্রকথা শুনিয়া আমাদিগের কর্ণ ও আত্মা পবিত্র হইল। হে ভদ্র! তুমি সর্ব্বথা সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ কর।”

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দণ্ডীর পুনঃ প্রত্যাখ্যান

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রহ্মন্! অবন্তীনাথ দণ্ডী অতঃপর কোথায় গমন করিলেন, তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন্। আপনার মুখপদ্মবিনির্গত কথাগুলি পরমশুভাবহ; উহা শ্রবণমাত্র হৃদয় পরম আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। অতএব অবশিষ্টাংশ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন্।”

বাদরায়ণি বলিলেন, “ভারত! অবন্তীরাজ, সরিৎপতির নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘জগতে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল শত্রু আছে, তন্মধ্যে দন্তবক্র, শিশুপাল এবং জরাসন্ধাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি একে একে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইব। অতঃপর এইপ্রকার অনুষ্ঠানই প্রশস্তকল্প, সন্দেহ নাই। যাহার হস্ত নাই, পদ নাই, নেত্র নাই, কর্ণ নাই, সাগর সেই বস্তু; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, অসার ও সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। মানুষ না হইলে মানুষের মর্য্যাদা বুঝিবে কেন? স্বজাতির উপর সকলেরই আদর, মমতা ও স্নেহ হইয়া থাকে; ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। সমুদ্র নদ-নদী প্রভৃতিরই আদর, অবেক্ষা ও রক্ষাদি করিয়া থাকে, ইহা এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। অতএব আমি এখন মানুষেরই শরণ করিব। বন্ধনগ্রস্ত হইয়া অবধি সমুদ্রের আর পূর্ব্বগৌরব নাই। কারণ, বন্ধন বা কিঙ্করত্ব যেরূপ অনায়াসেই হৃদয়ের

সার হরণ করিয়া থাকে, অপদার্থ ও সর্ব্বজন-হেয় করিয়া ফেলে, এমন আর কিছুই নহে। ইহার যুক্তি ও কারণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।'

অবন্তীরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া, চেদিরাজ দন্তবক্রের শরণার্থী হইয়া, তৎসকাশে গমন ও আত্মদুঃখ আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন এবং বিনয়গর্ভবচনে অশ্রুপূর্ণনেত্রে কহিলেন, 'মহারাজ! এই অশ্বিনীই আমার প্রাণ; কখনই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই কারণে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আমারে রক্ষা করিতে হইবে। আপনি কুল, শীল, মর্য্যাদা, বল, বীর্য, শৌর্য্য সর্ব্বাংশেই গরিষ্ঠ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি নিরপরাধী। নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড হওয়া সর্ব্বথা ন্যায়বিরুপ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। আপনারা থাকিতে ঈদৃশ অন্যায় বা অধর্ম্মসংঘটন হইবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?'

দণ্ডীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শিশুপাল ক্ষণকাল অধোবদনে কি চিন্তা করিলেন, অবশেষে কহিলেন, 'মহারাজ! এই অশ্বিনীতে বাসুদেবের অধিকার আছে। কারণ, সেই বনভূমি যদুবংশের অধিকৃত। অধিকন্তু যদুকুল অতি দুর্দ্দান্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত। রাম ও হরি তাহাদের নেতা। হলায়ুধের হলাস্ত্র জগৎ প্রসিদ্ধ, উহাতে কাহারও পরিত্রাণ নাই; বাসুদেবের সুদর্শনও সামান্য অস্ত্র নহে। উহাতে দেবরাজের বজ্রও খণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি এ সমস্তের কিছুমাত্র ভয় করি না। আমার একমাত্র ভয় এই, পাছে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লজ্জা দেন। কোন্ বুদ্ধিমান্ পরের জন্য অকারণে আত্ম-বিচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে? আত্মীয় কখনও শত্রু হয় না। সহস্র শত্রুতা থাকিলেও অন্যের সহিত বিরোধকালে ঐকমত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব আমি তোমারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। তুমি যাহাই মনে কর, আমার দ্বারা তোমার কোনরূপ উপকার হইবার আশা নাই; অতএব তুমি যথেচ্ছ প্রস্থান কর। বলিতে কি, যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, বলবানের সহিত কিংবা কাহারই সহিত তাহাদের বিবাদ করা সমুচিত নহে।'

দণ্ডী বলিলেন, 'মহারাজ! অনধিকারচর্চ্চা মহতের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, অনধিকারচর্চ্চা করিলে সহজেই সর্ব্বত্র উপহাসভাজন হইতে হয়। আমি আপনারে মধ্যস্থ মানিবার জন্য এখানে উপস্থিত হই নাই। বিপদ ঘটিলে সকলেই সকলের নিকট প্রার্থী হইয়া থাকে। সংসার যেরূপ বিষম স্থান, তাহাতে পরস্পর সাহায্য ভিন্ন এক পদও চলিতে পারা যায় না। যাহা হউক্, এখন আমি বিদায় হই; আপনি কৃষ্ণের যেমন অনুবৃত্তি

করিতেছেন, চিরদিন সেইরূপ করিতে থাকুন। বুঝিলাম, কৃষ্ণের ভয়ে আপনার হৃদয় কম্পিত।'

শুকদেব বলিলেন, "অবন্তীরাজ শিশুপালকে এইপ্রকার বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবল জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা এইরূপ ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ এই জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জলগর্ভ আশ্রয় করিয়াছেন; অতএব জরাসন্ধ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গমন পূর্ব্বক আত্মদুঃখ আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। শ্রবণমাত্র জরাসন্ধ ক্ষণকাল অধোবদনে মৌনী হইয়া কি চিন্তা করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বাপর সমস্ত আন্দোলন পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে অবন্তীপতে! তোমার গুরুলঘু বিবেচনা নাই; সেই কারণে তুমি সিংহ হইয়া জম্বুকের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, মণ্ডুক হইয়া অহিপৃষ্ঠে উত্থিত হইবার কামনা করিয়াছ এবং বিষহীন সর্প হইয়া বৈনতেয়কে পরাজিত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। আবার আমাকে নিতান্ত নীচপথে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। কৃষ্ণের বলবিক্রম অসাধারণ বটে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি; বলবান্ বলিয়া গণনা করি না। সামান্য ছিন্ন-তৃণের সহিতও যদুকুলের তুলনা হয় না; কৃষ্ণ আবার সেই বংশের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রের সহিত মাদৃশ ব্যক্তির সংগ্রাম করা কি শোভা পাইয়া থাকে? শাস্ত্রে লিখিত আছে, গুরুজনেরাও এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন যে, মহতের সহিতই বিবাদ করিবে। অতএব তুমি যথেচ্ছ প্রস্থান কর; আমা দ্বারা তোমার উপকারের সম্ভাবনা নাই।'

শুকদেব বলিলেন, "রাজা দণ্ডী জরাসন্ধকর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্ষুণ্ন, বিকলহৃদয়, বিষণ্ণ ও ভগ্নচিত্ত হইলেন। অগত্যা ধীরে-ধীরে অধোবদনে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। গমনকালে কোনরূপ বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। তদবস্থায় তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আর আমি মানুষের দ্বারস্থ হইব না। মানুষ-মানুষের শত্রু। সুতরাং পরস্পরের ভাল দেখিতে পারে না। একজনের ভাল দেখিলে অন্যের চক্ষুতে যেন বাণ বর্ষিত হয়। অতএব আর আমি মানুষের শরণ গ্রহণ করিব না। মানুষের ক্ষমতাই বা কি? সে স্বভাবতঃ কাল, কর্ম্ম ও ও অদৃষ্টের দাস। সুতরাং সে নিজেই যখন অরক্ষিত, সে নিজেই যখন অশরণ ও অক্ষম, তখন অন্যের রক্ষা করিবে কি প্রকারে? আমি না জানিয়া ও না বুঝিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। হায়! কি কষ্ট! মানুষ স্বার্থের

কিঙ্কর, তজ্জন্য নিরন্তর আপনা লইয়াই ব্যস্ত। সে যে কোন কোন সময়ে অন্যের রক্ষা করে ও পালন করে, তাহাও কেবল আপনার স্বার্থানুরোধে। এই স্বার্থের জন্য সে সময়ে সময়ে আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার অনেক সময় এই স্বার্থের জন্য সে অন্যকে আশ্রয় দেওয়া ও রক্ষা করা দূরে থাকুক্, অবলীলাক্রমে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব আমি আর মানুষের আনুগত্য করিব না। আর মানুষের দ্বারস্থ হইব না।'

দণ্ডী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, পর্ব্বতরাজ হিমগিরির নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'অয়ি ভূধরপতে! তুমি ধরিত্রীদেবীকে ধারণ করিয়া আছ। এইজন্য তুমি ভূভৃৎ বা মহীধর নামে অভিহিত হইয়া থাক। অতএব আমাকে ধারণ করিতে তোমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। স্বয়ং মহাদেব মহেশ্বর তোমার অনুগত। অতএব ত্বৎসদৃশ মহাত্মা ও মহাপ্রভাব আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, মহতের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। মহতের আশ্রয়ে প্রাণ-বিসর্জ্জন করাও ভাল, কিন্তু ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে রক্ষা পাওয়াও মরণের তুল্য সন্দেহ নাই, তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও চাতক পল্বলাদির জল পান করিতে ইচ্ছা করে না, ভূপরিমাণে জলদজল পাইলেও তরঙ্গিণীকুল জলদজালকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সাগরসঙ্গলাভে উন্মুখী হয়। ইহাই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইজন্যই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকিলে, লোকে লোকের আশ্রয় হইয়া থাকে, হে পর্ব্বতপতে! তোমাতে তাহার সমস্তই বিরাজ করিতেছে। কোন অংশে কিছুরই অভাব নাই। আমার ন্যায় কত শত ক্ষুদ্র মহৎ প্রাণী নিরন্তর তোমার আশ্রয়ে অবস্থিতি ও জীবন ধারণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অথচ এক দিন মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ কোন অংশেই অসুখী বা অপ্রফুল্ল নহে। ইহা অপেক্ষা তোমার অসাধারণী মহিমা বা গরীয়সী বিভূতি আর কি আছে বা হইতে পারে এবং ইহা অপেক্ষা সর্ব্বলোক-সঙ্গাশ্রয় যোগ্যতাই বা আর কি আছে? এখন আমাকে আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বলোকোত্তর স্বীয় অসীম মহিমা ও অকৃত্রিম উদারতার পরিচয় প্রদান কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার ন্যায় বিপন্ন ব্যক্তিই দানের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র।'

বাদরায়ণি বলিলেন, "অবন্তীনাথ দণ্ডীর এইরূপ স্তব ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভূধররাজ হিমালয় তৎসকাশে আবির্ভূত হইলেন এবং সুস্নিগ্ধ মধুরোদার-বচনে কহিলেন, 'রাজন্! তুমি যাহা বলিলে, সত্য, বাস্তবিকই তুমি আশ্রয়-দানের উপযুক্ত পাত্র। দুঃখীর দুঃখ-বিদূরণ ও বিপন্নের বিপদুদ্ধারই প্রকৃত

সদনুষ্ঠান। কোন্ বুদ্ধিমান্ তাহাতে বিমুখ হইয়া থাকে? কিন্তু তুমি যাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছ, তাঁহারই কৃপায় ও তাঁহারই অনুগ্রহে আমি চিরদিন শক্তিমান্ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিত করিতেছি। তিনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তে আমার এই উচ্চশির সুগভীর গহ্বররূপে পরিণত করিতে পারেন। কতশত জনের আমা অপেক্ষাও অত্যুন্নত মস্তক এই প্রকারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তোমাকে আমি কিরূপে রক্ষা করিব? তোমাকে আশ্রয় দিতে বা রক্ষা করিতে আমার সাধ্য নাই। রাজন্! তুমি ক্ষুন্ন বা দুঃখিত হইও না। এখন যথেচ্ছ প্রস্থান কর। তবে তুমি যার পর নাই বিপদ্‌জালে বিজড়িত, এ সময় তোমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করাই উচিত। বস্তুতঃ সুখ বা দুঃখ যে কোন অবস্থাই হউক্, সকল সময়েই সৎপরামর্শ প্রদান করা মহতের কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। অতএব যদি আপনার কল্যাণকামনা কর, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই বাসুদেবের নিকট যাও, তাঁহার আশ্রয় লও। তিনি দয়াময়, তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। অবশ্যই তিনি তোমারে কৃপা করিবেন। জলের স্বভাবতই শৈত্য। অতএব জল যদি কোন কারণবশে উষ্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, পরক্ষণেই আবার শীতল হইয়া যায়। ভগবান্ অবশ্যই তোমার প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য ও অনুগ্রহ ব্যতীত তোমার পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় বা পন্থা দেখি না। বস্তুতঃ দুঃসময় বা দুর্দ্দৈবকে যেমন কেহই আশ্রয় দান করে না, সেইরূপ অভক্তের বা ঈশ্বরভ্রষ্টের কেহই সহায়তা করে না। তুমি বোধ হয়, সমগ্র ধরণী পর্য্যটন করিয়াছ। কিন্তু কোন স্থানেই সহায়প্রাপ্ত হও নাই। ইহা ভাবিয়াই তুমি সমস্ত বুঝিয়া লও। মর্ত্ত্যলোকের কথা দূরে থাকুক্, স্বর্গে ইন্দ্রও তোমারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। মৃত্যুর ইচ্ছা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ও অনুরোধে তোমাকে তাঁহায় গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব অধিক আর কি বলিব, তুমি সুবুদ্ধি, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী। একটি বিশাল রাজ্য তোমার করে সংন্যস্ত। অধীর বা প্রমত্ত হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায়, অসারের ন্যায় ও অপদার্থের ন্যায় কার্য্য করা তোমার উচিত নহে। আশু বাসুদেবের চরণমূলে গিয়া শরণ গ্রহণ কর। শরণাগতবৎসল, ত্রিলোক-শরণ ভগবান্ বাসুদেবই একমাত্র শরণাগতের রক্ষাকর্ত্তা'।"

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

দুর্য্যোধন-দণ্ডী-সংবাদ

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে ভারত! বিপদ্‌জালে বিজড়িত হওয়াতে দণ্ডী হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ হিতকর বাক্যও তাঁহার নিকট কালকূটবৎ বোধ হইল। তিনি কশাহতবৎ ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়া পর্ব্বতরাজকে সরোষে ও সোপহাসে বলিলেন, 'আমিই ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়াছি। নতুবা পাষাণের আশ্রয় প্রার্থনা করিব কেন? তুমি অচল। সুতরাং তোমা হইতে যে কোনপ্রকার সাহায্য হইবে না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের যেরূপ খাদ্যাখাদ্যবোধ নাই, বিপন্নের সেইরূপ পাত্রাপাত্রবিচার নাই। যাহা হউক, তুমি যেরূপ আছ, এই ভাবেই থাক। আমি এখন বিদায় হই।'

শুকদেব বলিলেন, "অবন্তীরাজ এই বলিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গমনকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা বাম হইলে শত দিকে শত উপায়ও নিষ্ফল হইয়া যায়। আমি ত যত্ন, প্রয়াস ও চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিতেছে না। দেখা যাউক্, আর একবার অদৃষ্টপরীক্ষাচ্ছলে মানুষের দ্বারস্থ হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য কতদূর সিদ্ধকাম ও কতদূর সফলপ্রযত্ন হইতে পারি। নরপতি দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ অভিমানী, মহাবল-পরাক্রান্ত ও শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী। দেখি, তিনিই বা কি করেন ও কি বলেন। সহসা প্রাণবিসর্জ্জন করা বা নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে। পুরুষকার-সহকৃত-প্রযত্ন-সহকারে উদ্যোগ করিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করা না যায়? অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আলস্যই দুঃখের মূল ও সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। অলস ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না, শাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ঃ ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দন্ডীরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎসকাশে স্বীয় দুঃখ ও বিপদের বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, 'কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমার ইচ্ছা নহে, ক্ষমতাও নাই। অতএব আপনি তাঁহারে অশ্বিনীপ্রদান-পূর্ব্বক অচিরে ভাবিষ্যমাণ বিপদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হউন্।'

অবন্তীনাথ বলিলেন, 'হা ধিক্! আপনি ক্ষত্রিয় হইয়াও আমাকে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিতে অনায়াসেই উপদেশ করিতেছেন। রাজন্! ধর্ম্মই জীবন। তুচ্ছ জীবনের জন্য তাদৃশ প্রকৃত জীবনত্যাগ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। পুরুষের একই কথা। ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে সকলই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে সেই ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ করিব? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।'

দুর্য্যোধন বলিলেন, 'রাজন্! তুমি জানিয়া শুনিয়াও যে এ প্রকার বিরূপ ও অননুরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা পরম বিস্ময়ের বিষয়। পতঙ্গ হইয়া কিরূপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত হই? মহারাজ! প্রতিশ্রুতি করিবার অগ্রে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব কি না, চিন্তা করা দুর্ব্বল সবল সকলেরই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি চিরদিনই গৌরববর্জ্জিত। দুর্ব্বল তৃণ অপেক্ষাও লঘু। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না।'

দণ্ডী বলিলেন, 'হে রাজন্! উপদেশ দিতে হয়, তাহা না জানা পরম দুঃখের বিষয় আমি এখন বিপন্ন হইয়া আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। এখন আর উপদেশের সময় নাই। আমারে যদি রক্ষা করিতে সমর্থ হন ত বলুন, নতুবা স্পষ্টই পরিহার দেন। আমি অন্য স্থানে গমন করি। কিন্তু মহারাজ! আমি অন্য স্থানে গমন করিলে আপনি নিন্দা ব্যতীত প্রশংসার ভাজন হইবেন না। কারণ, শরণাগতের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম ও ইহাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমাকে রক্ষা না করিলে আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং পবিত্র কুরুকুলকেও নীতিভ্রষ্ট হইবে। অধিকন্তু আপনার যশোহানি, গৌরবহানি ও পুরুষার্থহানি হইবে, সন্দেহ নাই। যাহার ধর্ম্ম নাই, যশ নাই, পুরুষার্থ নাই, তাহার জীবন মরণ উভয়ই সমান, শাস্ত্রে সে ব্যক্তি মৃত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে কুরুরাজ! যাঁহার রাজ্য অমররাজ্যের ন্যায় চিরকাল সমৃদ্ধ, যাঁহার সভা ব্রহ্মসভার ন্যায় শত শত দেবর্ষি-নরর্ষিগণের অধিষ্ঠানভূমি, যিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় নীতিশাস্ত্রার্থদর্শী ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরাদি মহাত্মগণের ধর্ম্মানুশাসনে অনুশাসিত হইয়া রাজ্যপালন করেন, বীরকুলের অগ্রগণ্য কর্ণ-দুঃশাসনাদির বাহুবল-সহায়ে যিনি সসাগরা বসুন্ধরা একচ্ছত্রিত্বরূপে করগত করিয়াছেন, তাঁহার মুখে এরূপ নিরাশসূচক-বাক্য কতদূর বিসদৃশ, তাহা আপনি স্বয়ংই বিবেচনা করুন।'

দুর্য্যোধন বলিলেন, 'রাজন্! সমস্ত বিষয়ই দুই অংশে বিভক্ত।—

প্রকৃষ্ট অংশ ও নিকৃষ্ট অংশ। অথবা সমস্ত বিষয়েরই দুইটিমাত্র পথ।— মুখ্যপথ ও গৌণপথ। যে সকল ব্যক্তি এই দুই অংশ বা দুইটি পথ না দেখিয়া না শুনিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে প্রায়শঃ প্রবঞ্চিত হইতে হয়। তন্মধ্যে প্রকৃষ্ট অংশ বা মুখ্যপথের আশ্রয় লইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। সত্য, আপনাকে রক্ষা না করিলে অধর্ম্ম হইবে। কিন্তু ভেক বা পতঙ্গ হইয়া, মৃগ বা জম্বুক হইয়া সর্পরাজের বা জ্বলন্ত পাবকের তথবা সিংহ বা শার্দ্দূলের সহিত বিবাদ করা যে সেই অধর্ম্ম অপেক্ষাও অধর্ম্ম, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? এই প্রকার বিবাদে পরিণামে আত্মনাশই একান্ত সম্ভব। কোন্ শাস্ত্রে বা কোন্ বিধানে এই প্রকার আত্মনাশ করিবার বিধান আছে, বলিতে পারেন? বলিতে কি, আত্মরক্ষাই সর্ব্বধর্ম্মের সার বলিয়া উল্লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাকে বৃথা প্রলোভন প্রদর্শন বা উত্তেজনা করিবেন না। ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয়ই আপনাকে রক্ষা করিতাম। বিবেচনা করিয়া দেখুন্, সংসারে যত প্রকার দোষ, যতপ্রকার বিপদ্ বা যতপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য আছে, অসাধ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বা প্রবর্ত্তিত করা তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ ও প্রধান বিপদ্। এই হেতু নির্ব্বোধ পশুরাও ক্ষমতাতীত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আপনি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন্, সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরোধ করা যে নিতান্ত ক্ষমতাতীত, ইহা আপামর সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে; সেই অসাধ্যসাধনে অভিলাষী হইয়াছেন বলিয়াই আপনি এইরূপ বিপদ্-বাগুরায় বিজড়িত হইয়াছেন এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া বায়স ও সারমেয়ের ন্যায় দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতেছেন। আপনার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অসাধ্যসাধনাভিলাষীর অপায়ময় পরিণামের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এই সকল ভাবিয়া আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন্। নতুবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতঙ্গবৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারমাত্রেই প্রাণবিসর্জ্জন করুন্। আপনার তুল্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দুর্ব্বলানুদুর্ব্বল নরাধমকে সংহার করিতে সংহাররূপধারী সংসারপতি যদুকুলবল্লভের বিন্দুমাত্র কি তিলমাত্র আয়াস বা পরিশ্রম আবশ্যক করে না। তদীয় সামান্য ভূভঙ্গীমাত্রে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঘটে।'

বাদরায়ণি বলিলেন, "কুরুপুঙ্গব দুর্য্যোধন এইরূপ সরসচাতুর্য্য-জটিল সরোষবচনে প্রত্যাখ্যান করিলে দণ্ডীর মুখ ম্লান হইয়া পড়িল, হৃদয় অবসন্ন হইল, প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইল; তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া আকাশ পাতাল যেন শূন্য দেখিতে লাগিলেন। জাগ্রদাবস্থাতেই যেন তিনি স্বপ্নাবেশে ঘন-ঘন

মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে হৃদয় রহিল না। অবশেষে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! অসহায়ের জীবনধারণ বৃথা, মৃত্যুই তাহার শ্রেয়ঃ।"

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

দণ্ডীর নির্ব্বেদ

পাণ্ডুকুলতিলক পরীক্ষিৎ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! অবন্তীরাজ দণ্ডী তৎপরে কি করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে কৌতূহল জন্মিতেছে। যুধিষ্ঠির পরদুঃখ কাতর ছিলেন; তিনি কি সেই ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের শরণ গ্রহণ করেন নাই?"

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে ভারত! দণ্ডীরাজ দুর্য্যোধন-সকাশে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'অহো! বুঝিলাম, সংসার সহায়হীন ও আশ্রয়হীন হইয়াছে। যাহা হউক সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, রাজা যুধিষ্ঠির পরমধর্ম্মশীল ও নিঃসহায়ের সহায়। আমি তৎসকাশে গমনপূর্ব্বক তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিব। আমার বোধ হয়, তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি কৃপা করিতে পারেন। না, তাহাও অসম্ভব; কৃষ্ণ ও পাণ্ডব উভয়েই অভেদাত্মা। সুতরাং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমারে আশ্রয় না দিলেও দিতে পারেন। তবে যুধিষ্ঠির পরমধর্ম্মশীল, নীতিবান্ ও ন্যায়বান্; তিনি নিশ্চয়ই আমাদের বিরোধ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। না, তাহা হইবে না। তিনি যদি প্রমাদনিবন্ধন স্বীয় সখা কৃষ্ণেরই পক্ষপাত করেন, তাহা হইলে ত আমাকে অশ্বিনী প্রদান করিতে হইবে। তাহাই বা কিরূপে হয়? আমি প্রতিশ্রুত আছি, প্রাণ থাকিতে অশ্বিনী দিব না। এ কথা অখিল সংসারেই বিঘোষিত হইয়াছে। এখন কি প্রকারে তাহার অন্যথা করিব? যাহা অদ্য বা দশ দিন পরে হউক্, নিশ্চয়ই হইবে; সেই অসার, অনিত্য ও ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করা পুরুষোচিত কার্য্য নহে; উহা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম। সচরাচর নারীজাতিই ক্ষীণপ্রাণ বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ এবং শিশুগণও সেইরূপ বলিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে। আমি কি বলিয়া রমণী সেবিত ও বালোচিত তাদৃশ ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? তবে এখন আমিই কি করি? কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ? সকলেই আমাকে পাপী

বলিয়া ঘৃণা করে, কেহই রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে সম্মত হয় না। আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? অথবা আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, প্রায়শ্চিত্ত করিব?—কিছুই না; তবে কেন অশ্বিনী প্রদান করিব? রাক্ষসরাজ দশানন প্রাণ থাকিতেও জানকীকে প্রদান করে নাই। আমি সেই দৃষ্টান্তে তদনুরূপ কার্য্যই করিব। আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব, তথাপি অশ্বিনীপ্রদান করিতে পারিব না।'

অবন্তীরাজ মনে মনে এই বলিয়া প্রাণসম প্রেমাস্পদ পরমপ্রীতিভাজন অশ্বিনীর প্রতি ব্যাকুল-ব্যাকুল শূন্যদৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক অতীব কাতরবচনে বলিলেন, 'অয়ি প্রাণবল্লভে! তুমি এখন কি করিবে? আমি ত তোমারই জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে চলিলাম। কিন্তু তুমি কোন্ স্থানে গমন করিবে ও কি করিবে, ভাবিয়া আকুল হইতেছি। বহুযত্নে ও বহুসমাদরে তোমায় পালন করিয়াছি। অধিক কি, তুমিই আমার জীবন এবং তুমিই আমার সর্ব্বস্ব আমি প্রাণত্যাগ করিলে তোমার দশা কি হইবে, এই কথা যখন মনে উদয় হয়, তখনই আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। হায়, আমি কি করিলাম! হায়, আমার কি ঘটিল! আমার তুল্য এমন মন্দভাগ্য সংসারে আর নাই। ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে প্রাণের সামগ্রী ত্যাগ করিতে হইতেছে। হায়, আমি কি নরাধম! আমি কাপুরুষ! আমি হতপৌরুষ! আমার আত্মরক্ষার সাধ্য নাই! হে চন্দ্র-সূর্য্য! হে গ্রহ-নক্ষত্র! তোমরা সকলে সাক্ষী। তোমরা দিনযামিনী প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমি নিরপরাধী; আমি অনেক যত্ন করিলাম, অনেক প্রয়াস পাইলাম, অনেক চেষ্টা করিলাম, তথাপি আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না। অতএব তোমাদের সমক্ষে এই পাপ প্রাণ, দগ্ধ প্রাণ, মৃত প্রাণ, বৃথা প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। যে প্রাণে বীর্য্য নাই, যে প্রাণে তেজ নাই, যে প্রাণে ক্ষমতা নাই, সে প্রাণ সারমেয় মার্জ্জারের প্রাণ অপেক্ষাও একান্ত নীচভাবাপন্ন, তাহা কি আর বলিতে হয়? সুতরাং তাহা কি আর রাখিতে হয়? এই হেতু আমি উহা বিসর্জ্জন করিব,—এই দণ্ডেই বিসর্জ্জন করিব। প্রিয়তমে তুরঙ্গিণি! তোমার দশা কি হইবে? তুমি স্বর্গের বস্তু; পাপ মর্ত্ত্যধামে আসিয়া তোমার বড়ই লাঞ্ছনা হইল! হায়, কি কষ্ট! হায়, কি দুরদৃষ্ট! হায়, কি ভ্রষ্টতা ও নষ্টতা! আমার দোষে তোমারও এত বিড়ম্বনা ঘটিল!'

বাদরায়ণি বলিলেন, "হে পাণ্ডুবংশাবতংস! ধীমান্ দণ্ডীরাজ এই প্রকারে বিপদে পড়িয়া হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞানপ্রায় হইয়া কিছুই স্থির করিতে সমর্থ

হইলেন না ; নিরন্তর কেবল পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গ্রহ প্রতিকূল হইলে চিত্তের স্থিরতা থাকে না, ধৈর্য্য থাকে না, দৃঢ়তা থাকে না ; বরং চাঞ্চল্যই বৃদ্ধি পায়। গ্রহ প্রতিকূল হওয়াতেই নিষধরাজ নলকে বনবাসী হইয়া ভিখারীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন ; গ্রহ প্রতিকূল হওয়াতেই মহীপতি শ্রীবৎস সস্ত্রীক রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক অনাথের ন্যায়, দীনের ন্যায়, নিঃসহায়ের ন্যায় হীনজাতিমধ্যে বাস করিয়াছিলেন ; অবশেষে স্ত্রীবিচ্ছেদে তাঁহাকে প্রান্তরে প্রান্তরে, গহনে গহনে, বনে বনে পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। দণ্ডীরও সেই দশা ঘটিয়াছে। ভগবান্ বাসুদেবের চক্রে তাঁহারই কোনরূপ গ্রহের প্রতিকূলতায় তাঁহার ঈদৃশী যন্ত্রণাময়ী দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং মতিগতির ভ্রান্তি হইবে, বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিবে, হিতাহিতবিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা বিচিত্র বা অসম্ভব নহে।

মহাযোগী শুকদেবের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! নিষধাধিপতি নলরাজার বিষয় জ্ঞাত আছি, কিন্তু শ্রীবৎসচরিত কখনও শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই ; কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কি সূত্রে কাহার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ? আর শ্রীবৎসই বা কে, কেনই বা তৎপ্রতি গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ দুর্দ্দশাই বা ভোগ করিতে হইয়াছিল, পরিশেষে কি প্রকারেই বা মুক্তিলাভ করিলেন, এই সমস্ত শ্রবণে নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে ; অতএব সেই অনুত্তম শ্রীবৎসচরিত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

শুকদেব কহিলেন, "হে ভারত! তুমি পবিত্র বংশের পবিত্র প্রদীপ ; তোমার হৃদয় পবিত্র। সুতরাং এই সকল ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করিতে তোমার শ্রুতি-পিপাসা যে বলবতী হইবে, ইহা বিচিত্র নহে অতএব আমি ক্রমে ক্রমে তোমার প্রশ্নের সমস্ত উত্তরই প্রদান করিব। তোমারই পিতামহ ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির যখন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনবাসে অবস্থিতি করেন, সেই সময় নানা চিন্তায় তাঁহার মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার চিত্তে শান্তিজল সেচনাভিলাষে ভগবান্ যদুকুলপতি বাসুদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তৎসকাশে ঐ শ্রীবৎসচরিত ও অন্যান্য নানাবিধ ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ উৎফুল্ল, উৎকণ্ঠিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! পিতামহ যুধিষ্ঠির বনবাসে গমন করিয়াছিলেন কেন, ভগবান্ যদুপতিই বা কিরূপে তৎসকাশে ধর্ম্মকথা-সকল কীর্ত্তন করেন, অগ্রে তৎসমস্ত

কীর্ত্তন করিয়া পরে শ্রীবৎসচরিত বর্ণন করুন্। অধিকন্তু পিতামহ পাণ্ডবগণের পূর্ব্বে কোন্ কোন্ মহাত্মা আমাদিগের পবিত্রবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কোন্ মহাপুরুষ এই বংশের আদি, কিরূপেই বা চিরস্মরণীয় ধর্ম্মশীল পাণ্ডব-গণের জন্ম হয় এবং তাঁহাদিগের জন্মাবধি বনবাসগমন পর্য্যন্ত কি কি অত্যদ্ভূত ঘটনা-সকল সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও অবগত হইতে কৌতূহল জন্মিতেছে।"

পরীক্ষিতের তাদৃশী উৎকণ্ঠা শ্রবণ লিপ্সা ও তাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া মহাযোগী শুকদেব কহিলেন, "হে পৌরব! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ক্রমে ক্রমে তৎসমস্তই বর্ণন করিব। প্রথমে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশানু-কীর্ত্তন শ্রবণ কর। এই বলিয়া ব্যাসনন্দন মহামতি শুকদেব শ্রীহরিকে প্রণতি-পুরঃসর পুরু-বংশ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।"

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

পুরুবংশ-কীর্ত্তন

শুকদেব কহিলেন, "হে নরশার্দ্দূল! অবধান কর। দক্ষপ্রজাপতি হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্যই লোকে তিনি পিতামহ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বীরিণীর গর্ভে তাঁহার পঞ্চাশৎ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে তিনি ত্রয়োদশটি কশ্যপকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের দুই পুত্র;—বৈবস্বত মনু ও যম। এই মনু হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি মানব-জাতি সমুৎপন্ন হয়; এই জন্যই তাহারা মানব নামে প্রসিদ্ধ। মনুর ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রগণের মধ্যে বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্ট এই দশটি প্রধান। ইলার পুত্র পুরূরবা। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও শতায়ু নামে কয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মহামতি আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানবীর গর্ভে মহাত্মা নহুষ জন্মগ্রহণ করেন। নহুষের শাসনগুণে রাজ্য-মধ্যে দস্যুতস্করাদি এরূপ শাসিত ও বশীভূত ছিল যে, তাহারা রাজ্যবাসী তাপসগণকে করপ্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। হে রাজন্! মহামতি নহুষের অলৌকিকী শক্তিমত্তার পরিচয় আর কি দিব, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপস্যাবলে অমরকুলকে পরাজয় করিয়া তাপসগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। নহুষের ছয় পুত্র;—যতি, যযাতি, সংযাতি,

আযাতি, অয়তি ও ধ্রুব। তন্মধ্যে যতি তপস্যা ও যোগপ্রভাবে মুনিবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। যযাতি স্বীয় গুণে ও শক্তিপ্রভাবে সসাগরা সদ্বীপা বসুমতীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

"যযাতি নিরন্তর যাগযজ্ঞ ও ভক্তিসহকারে দেবতা ও পিতৃগণের শুশ্রূষা করিতেন। তাহার দুই পত্নী;—দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা। তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এই দুইটি পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বহুদিন রাজ্যভোগের পর শুক্রাচার্য্যের শাপে রাজা যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইতে হয়; কিন্তু তখনও তাঁহার ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে স্বীয় যৌবন প্রদান কর, আমি সেই যৌবন লইয়া কিছুদিন যুবতীগণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি। তোমাদের মধ্যে যে আমাকে স্বীয় যৌবন প্রদান করিবে, আমার জরা লইয়া তাহাকে কিছুদিন সুখসম্ভোগে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। ভোগসুখের নিবৃত্তি হইলে আমি যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া পুনরায় স্বীয় জরা গ্রহণ করিব।'

মহারাজ! "যদু প্রভৃতি চারি পুত্র পিতাকে স্ব স্ব যৌবন দিয়া জরা-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠা-কুমার পুরু কহিলেন, 'পিতঃ! আমি আপনার জরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, যতদিন অভিলাষ হয়, আপনি আমার যৌবন গ্রহণপূর্ব্বক সুকুমার দেহ আশ্রয় করিয়া ততদিন ইচ্ছানুরূপ সুখসম্ভোগ করুন্।'

"হে পাণ্ডুকুলধুরন্ধর! তখন রাজা যযাতি সেই পুত্রকলেবরে স্বীয় জরা সঞ্চারিত করিয়া তপস্যাপ্রভাবে তদীয় নবযৌবন গ্রহণপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সহ পরম-সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ এইভাবে সমতীত হইল, কিন্তু তাঁহার ভোগসুখের পরিতৃপ্তি হইল না। কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘৃতসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় আরও দিন দিন উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কামের অসারত্ব ও বৈরাগ্যের সারত্ব বুঝিতে পারিয়া মহীপতি যযাতি স্বীয় পুত্র পুরুকে তদীয় যৌবন প্রদানপূর্ব্বক আপনি পুনরায় স্বকীয় জরা গ্রহণ করিলেন। পিতার স্নেহে, পিতার অনুগ্রহে পিতার প্রসাদে, পিতার সম্মতিতে কনিষ্ঠপুত্র পুরুই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহামনা যযাতি কহিলেন, 'বৎস! তুমিই আমার প্রকৃত পিতৃভক্ত উপযুক্ত পুত্র। তোমা দ্বারাই আমার এই বংশ সুরক্ষিত হইবে ও তোমারই নামে এই বংশ পৌরব বংশ নামে প্রথিতি লাভ

করিবে।’ সম্রাট্ যযাতি এই বলিয়া তপস্যাচরণে চিত্তনিবেশ করিলেন। যথা-কালে তিনি সস্ত্রীক স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! যযাতি নন্দন পুরু হইতেই তোমাদের পবিত্র বংশ জগতীতলে পৌরব নাম ধারণ করিয়াছে।

“পুরুর তিন পুত্র,—প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব। পৌষ্টীর গর্ভে ইঁহাদের জন্ম হয়। রৌদ্রাশ্ব মিশ্রকেশীর গর্ভে অনাধৃষ্টি প্রভৃতি দশটি পুত্র উৎপাদন করেন। অনাধৃষ্টির পুত্র মতিনার। তিনি ধর্ম্মশীল, মহাবল, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, সুপণ্ডিত, যাগশীল ও সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যথাকালে তিনি চারিটি ধর্ম্মশীল পুত্র লাভ করেন। তাঁহারা তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্য নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তংসুর যশোরাশি দশদিঙ্মণ্ডলে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ঈলিন নামে এক মহাবল, ধর্ম্মশীল, সর্ব্বগুণভাজন পুত্র প্রাপ্ত হন। এই ঈলিনও যাবতীয় পিতৃগুণ অধিকার করিয়াছিলেন। ঈলিনের ঔরসে রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সর্ব্বগুণ-সমলঙ্কৃত উদারচেতা দুষ্মন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্! সেই শকুন্তলা-কুমার ভরত দ্বারাই তোমাদিগের বংশ ভরতবংশ নামে প্রথিত হইয়াছে; তাঁহার গুণেই তোমাদের বংশের ঈদৃশ গৌরব সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। ভরতের তিন পত্নী। তাঁহাদের গর্ভে ক্রমে নয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়। পিতার অনুরূপ পুত্র না হওয়াতে ভরত ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করেন। অবশেষে মহাতপা ভরদ্বাজের প্রসাদে ভূমন্যু নামে ভরতের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্করিণীর গর্ভে সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবি, সুজয়ু ও ঋচীক নামে ভূমন্যুর ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার ঔরসে ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অজমীঢ় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার তিন পত্নী;—ধূমিনী, নীলী ও কেশিনী। ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী এবং কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ নামে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ।

“হে রাজন্! “ঋক্ষনন্দন সম্বরণ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, রাজ্যমধ্যে ভীষণ ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। অকালে

প্রজাপুঞ্জ ক্ষয় হইতে লাগিল, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জনপদ উৎসন্ন করিয়া ফেলিল এবং অনাবৃষ্টি ও উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া লোকসকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে পঞ্চালপতি চতুরঙ্গিণী সেনাসহায়ে সম্বরণের রাজ্য অবরোধ করিলেন। যুদ্ধ বাধিল, মহারাজ সম্বরণ পরাজিত হইলেন। তখন আর গত্যন্তর না দেখিয়া মহীপতি সম্বরণ অশরণ, অসহায় ও হীনবল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে পুত্রকলত্র ও আত্মীয়স্বজনসহ তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। তিনি সিন্ধুনদের উপকূলবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই নিকুঞ্জমধ্যে একটি গিরিদুর্গ ছিল, রাজা সম্বরণ আত্মীয়-স্বজন-সহ সেই দুর্গে বহুদিন অতিবাহিত করিলেন।

"মহারাজ! সহস্রবর্ষ অতীত হইল, সম্বরণ রাজ্য উদ্ধারের কোন উপায়ই করিতে সমর্থ হইলেন না। একদা ভগবান্ মহাতপা বশিষ্ঠ যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই গিরিদুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্বরণ তাপস-প্রবরকে সমাগত দর্শনমাত্র প্রত্যুদ্গমন, অভিবাদন ও যথাবিধি সভাজনপরঃসর পাদ্যার্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর তাপসপ্রবর সুখোপবিষ্ট হইলে রাজা কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! অতঃপর আমি সাম্রাজ্য উদ্ধারার্থ একটি যজ্ঞানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছি; আপনি পৌরোহিত্যপদে ব্রতী হইয়া আমার অভীষ্টসিদ্ধি করুন্।' ভগবন্ বশিষ্ঠ 'তথাস্তু' বলিয়া নৃপতির প্রার্থনায় সম্মত হইলে রাজাও আশু যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞ যথাবিধি সমারব্ধ ও সুসম্পন্ন হইল। মহারাজ সম্বরণ যজ্ঞপ্রভাবে রাজ্যলাভ করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

"হে পৌরব! তপতীর গর্ভে সম্বরণ কুরু নামে একটি ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র উৎপাদন করেন। মহামনা কুরু বহুদিন যাবৎ কুরুজাঙ্গলে অবস্থিতি করত তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; এই জন্যই ঐ প্রদেশ কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যদুবংশসম্ভূতা শুভাঙ্গীর সহিত কুরুর বিবাহ হয়। কুরুর ঔরসে শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদূরথ নামে একটি মহাবলধর ধর্ম্মশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিদূরথের পুত্র অনশ্বা; সুপ্রিয়ার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। অনশ্বা অমৃতানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করেন; সেই পুত্রের পরীক্ষিৎ। মহারাজ! সুপবিত্র পৌরববংশে আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিৎরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষিতের মহিষী সুযশা যথাকালে ভীমসেন নামে একটি সর্ব্বগুণালংকৃত পুত্র প্রসব করেন। কুমারীর সহিত ভীমসেনের বিবাহ

হয়; সেই পত্নীর গর্ভে ভীমসেন প্রতিশ্রবা নামে একটি মহাবল পুত্র লাভ করেন। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র;—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। এই তিন পুত্রের মধ্যে দেবাপি শৈশবেই বনবাস আশ্রয় করেন; তখন শান্তনু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহার শান্তনুনাম ধারণের গূঢ়-মর্ম্ম ও তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, অবধান কর। কোন জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে তিনি স্পর্শ করিলে সেই জরাতুর বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নবযুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত, অভিনব কান্তি ধারণ করিত, যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল, এইরূপ জ্ঞান করিত; এই কারণেই প্রতীপকুমার শান্তনু নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গার সহিত শান্তনুর বিবাহ হয়; গঙ্গাগর্ভে শান্তনু দেবব্রত নামে একটি পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রই কুরুপিতামহ ভীষ্ম নামে জগতে সুপ্রসিদ্ধ। ভীষ্ম পরম ধর্ম্মশীল, পিতৃভক্তের আদর্শ এবং পিতার একান্ত প্রিয়চিকীর্ষু ছিলেন। পিতার মনস্তুষ্টিবিধানার্থ তিনি সত্যবতীর সহিত পিতার বিবাহ দিলেন। এই সত্যবতীই কুমারিকা-অবস্থায় মহাতপা পরাশরের সংসর্গে গর্ভবতী হইয়া ভগবান্ বেদব্যাসকে প্রসব করেন। অতঃপর বিবাহান্তে শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; একের নাম বিচিত্রবীর্য্য, দ্বিতীয়ের নাম চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবামাত্র গন্ধর্ব্বের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিচিত্রবীর্য্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দুই পত্নী;—জ্যেষ্ঠার নাম অম্বিকা, দ্বিতীয়ার নাম অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্য্য অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন সত্য, প্রজাপুঞ্জের চিত্তরঞ্জন করিয়া সকলের অনুরাগাস্পদ, প্রেমাস্পদ ও সম্মানের আস্পদ হইলেন সত্য, কিন্তু পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া নিরন্তর মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল না; অবশেষে নরপতি কালের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

"মহারাজ! পুত্র লোকান্তরগমন করিলে, সত্যবতী দিন দিন শিশির-নিষিক্ত নলিনীর ন্যায় ক্ষীণা, মলিনা ও ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িলেন। কিরূপে বংশরক্ষা হইবে, কিরূপে পৌরবকুলের অক্ষয়কীর্ত্তি চিরদেদীপ্যমান থাকিবে, কিরূপে শ্বশুরকুল পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, এই চিন্তায় পতি-পরায়ণা সত্যবতী একান্ত ব্যাকুলিনী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মনে মনে কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পুত্র ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবামাত্র ভগবান্ দ্বৈপায়ন জননীসমীপে আগমনপূর্ব্বক তৎপদে প্রণতিপুরসরঃ করযোড়ে দণ্ডায়মান

রহিলেন। তখন সত্যবতী কহিলেন, 'পুত্র! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তরে প্রস্থিত হইয়াছেন; সম্প্রতি তুমি তাঁহার পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক বংশরক্ষা কর। বৎস! ইহাতে পাতকস্পর্শের আশঙ্কা করিও না। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, বহুজ্ঞ ও সর্ব্বগুণে গুণবান্। তুমি অবশ্যই জ্ঞাত আছ, পূর্ব্বকালে কল্মাষপাদ-রাজার মহিষী দময়ন্তী পতির আদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক পুত্রকামনা করিলে, ভগবান্ তাপসপ্রবর তাঁহার গর্ভে অশ্মকনামা মহাবলপরাক্রান্ত এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুত্র! আপৎকালে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে; অতএব তুমি সত্বর আমার আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক আমাকে সুখিনী কর।'

"হে ভারত! জননীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। ভগবান্ দ্বৈপায়ন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মাতার আদেশে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই তিন পুত্রই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে প্রথিত। পুত্র-উৎপাদনান্তে ভগবন্ দ্বৈপায়ন এই বর প্রদান করিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র একশত পুত্র প্রাপ্ত হইবেন। সেই বরপ্রভাবেই ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন—এই চারি পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাসকর্ত্তৃক সমুৎপন্ন দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুই তোমার প্রপিতামহ। পাণ্ডুর দুই পত্নী।—কুন্তী ও মাদ্রী। দেবী কুন্তিভোজরাজের এবং মাদ্রী মদ্ররাজের প্রিয়তমা নন্দিনী। কুন্তীর পবিত্র নাম স্মরণে, উচ্চারণে ও কীর্ত্তনে পরম পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। মহামনা পাণ্ডু নরপতির সেই পত্নীদ্বয়ের গর্ভেই পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি হয়। অতঃপর তাহাও ত্বৎ-সকাশে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয়।"

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম

শুকদেব কহিলেন, "হে ভারত! শ্রবণ কর। কোন সময়ে তোমার প্রপিতামহ পাণ্ডু মৃগয়া করিতে করিতে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম মহারণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে দেখিলেন, এক মৃগযূথপতি কুসুমশরের সম্মোহনশরে সংবিদ্ধ হইয়া তথায় মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে নিমগ্ন রহিয়াছে। মৃগ-মৃগীকে

রমণাসক্ত দেখিয়া পাণ্ডু এককালে তাহাদের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! উহারা প্রকৃত মৃগ-মৃগী নহে। কোন ঋষিপুত্র ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ ধারণ করিয়া রতিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। পাণ্ডুর অব্যর্থ শরাঘাতে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমার তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং আর্ত্তনাদসহকারে বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'মহারাজ! আমি সহধর্ম্মিণীর সহিত রতিসুখ অনুভব করিতেছিলাম তুমি বিনা অপরাধে আমাকে বিনাশ করিলে। অতএব তুমি যখন স্ত্রী-সংসর্গ করিবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু ঘটিবে।' প্রজ্বলিতজ্বলনোপম, তেজস্বী, মৃগরূপী মুনিকুমার, রাজর্ষি পাণ্ডুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

"তখন মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয় কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসেই কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি কেবল বন্য ফলমূলমাত্র আহার দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয় সহ নাগশত, চৈত্ররথ, কালকূট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করত শতশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ, কেহ তাঁহাকে সোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র, কেহ বা পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহাদের সহিত মহারাজ পাণ্ডুর পরম আত্মীয়তা ও সদ্ভাব সমুৎপন্ন হইল।

"একদা তাপসগণ পাণ্ডুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! মানবের স্বভাবজ ঋণ চতুর্ব্বিধ।—দেবঋণ, মনুষ্যঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, অতিথি-সৎকার দ্বারা মনুষ্যঋণ, তর্পণাদি দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঋণ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত না হইলে সুগতিলাভের সম্ভাবনা নাই। আপনি দেবঋণ, মনুষ্যঋণ ও ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করেন নাই। অতএব সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভে প্রযত্ন করুন্। আমরা দিব্যচক্ষু দ্বারা জানিতে পারিতেছি, আপনার দেবোপম পরম সুন্দর ইন্দ্ররূপী পঞ্চপুত্র জন্মিবে।

"পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণ করিলেন সত্য, কিন্তু মৃগশাপ স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইল। অনন্তর তিনি ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেবি! তুমি আমার আদেশক্রমে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। আপৎকালে অন্য দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়।

ইহা শাস্ত্রসম্মত। ইহাতে অধর্ম্ম নাই। দেখ, মদীয় পিতা বিচিত্রবীর্য্যও এইর্‌প আমার ন্যায় নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। পরে কুর্‌কুলবৃদ্ধ ভীষ্মের পরামর্শে ও দেবী সত্যব্রতীর নিয়োগক্রমে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকর্ত্তৃক অম্বিকাগর্ভে আমার ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। বস্তুতঃ পুত্র না হইলে সুগতিলাভের সম্ভাবনা নাই।'

"কুন্তী পতির কথায় প্রথমতঃ অসম্মতা হইলেন ও অনেক তর্ক-বিতর্ক করিলেন। অবশেষে পতির একান্ত আগ্রহে ও আদেশে অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে স্বীকার করিলেন। বাল্যাবস্থায় তিনি পিতৃগৃহে অবস্থিতি-কালে সর্ব্বদা অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত থাকিতেন এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করিতেন। দৈবযোগে একদিন মহাতপা মহাতেজা দুর্ব্বাসা তথায় আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করেন। কুন্তীর অটলা ভক্তি এবং তাঁহার পরিচর্য্যা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাপসপ্রবর দুর্ব্বাসা তাঁহাকে একটি মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন, 'এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন বা সকামই হউন, তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া ত্বদীয় বশবর্ত্তী হইবেন। সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে তুমি পুত্রবতী হইবে।' পতিব্রতা কুন্তী পাণ্ডুরাজের নিকট এখন সেই কথা প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ ইহাতে পাণ্ডুর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি আশু পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে অনুমতি করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়তমে! দেবগণের মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পুণ্যভাজনদিগের মধ্যে তিনিই প্রধান। অতএব তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর।'

"হে মহারাজ! কুন্তী পতিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ধর্ম্মকে আহ্বান করিবামাত্র দেবপ্রবর ধর্ম্ম মেঘসন্নিভ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্যবদনে কুন্তীকে' বলিলেন, 'হে বরারোহে! আমাকে আহ্বান করিবার কারণ কি? তোমার মনোরথ কি, আমার নিকট তাহা প্রকাশ কর। আমাকে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী জানিবে। আমি তোমার প্রার্থনা আশু পরিপূর্ণ করিব।'

"কুন্তী কহিলেন, 'হে দেব! আমি আপনা হইতে একটি পুত্র কামনা করি। কৃপা করিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন্।' ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কুন্তীদেবীর গর্ভে পরমধর্ম্মশীল, পুণ্যভাজন এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। হে রাজন্! সেই পুত্রই মহাযশা, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতচারী, পাণ্ডবংশাবতংস যুধিষ্ঠির।—তোমার পিতামহ।

"ঈদৃশ ধর্ম্মশীল পুত্ররত্ন লাভ করিয়া পাণ্ডু পরম আনন্দলাভ করিলেন এবং পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, 'সুন্দরি! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান হইলেই সম্মানের আদরের ও প্রশংসার পাত্র হইতে পারা যায়। অতএব তুমি আর একটি মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদনে যত্নবতী হও।' স্বামীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুন্তী পুনরায় দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পবনদেবকে আহ্বান করিলেন। স্মৃতমাত্র বায়ুদেব মৃগারোহণে তথায় উপস্থিত হইলে পাণ্ডুপত্নী তৎসকাশে একটি অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্ত প্রকার একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রই দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাত্মা ভীমসেন নামে পরিচিত। ভীমের জন্মদিবসেই গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনের জন্ম হয়।

"দুইটি পুত্র লাভ করিয়াও পাণ্ডুর আশানিবৃত্তি হইল না। তিনি আর একটি সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্রলাভে অভিলাষী হইয়া কুন্তীকে সাম্বৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে আরাধনা করাই ঐ ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। কুন্তী পতির আদেশে নিয়মবতী হইয়া রহিলেন। পাণ্ডু স্বয়ংও প্রত্যহ প্রাতঃকালাবধি সায়ংকালপর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সুররাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বর্ষপূর্ণদিবসে কুন্তী দেবী মহর্ষিপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া দেবরাজকে আহ্বান করিবামাত্র দেবেন্দ্র তৎসকাশে সমুপস্থিত হইলেন। কুন্তীর প্রার্থনায় তিনি তাঁহার গর্ভে মহাভুজ, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অদম্য, কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধিকর একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শূন্যমার্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সুবাসিত করিল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি সমুত্থিত হইল। দিক্‌সমূহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজর্ষি পাণ্ডু এই প্রকারে দেবসদৃশ রূপবান্ পুত্রত্রয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

"মহারাজ! সাপত্ন্য-ঈর্ষা নারীজাতির স্বভাবতই বলবতী। কুন্তী তিনবর্ষমধ্যে তিনটি পুত্র লাভ করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রীর একটিমাত্রও পুত্র নাই। তাঁহার অন্তর পরিতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি পতি পাণ্ডুরাজের নিকট মনোদুঃখ ব্যক্ত করিলে, নরপতি মাদ্রীর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কুন্তীর নিকট অনুরোধ করিলেন। কুন্তীদেবীও সাহ্লাদে সপত্নীর কামনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, 'ভগ্নি! আমি মন্ত্রজপ করিতেছি, তুমি ইচ্ছামত কোন দেবতাকে আহ্বান কর।' এই বলিয়া কুন্তী মন্ত্র জপ করিতে

আরম্ভ করিলে, মাদ্রীসতী মনে মনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিলেন। স্মৃতমাত্র অশ্বিনীকুমারযুগল তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। প্রথমের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব। মহারাজ! এই প্রকারেই তোমার পিতামহ পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা মহাবল, মহাবাহু, মহাবীর্য্য, মহাসত্ত্ব ও মহাপুণ্যভাজন ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক বৎসর অন্তর জন্মধারণ করিলেও তাঁহাদিগকে সমবয়স্কের ন্যায় বোধ হইত। এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিয়া শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে লালিত-পালিত হইয়া পৌর্ণমাসী শশাংক-বৎ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুন ঔরসে সুভদ্রাগর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু বিরাটরাজদুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। কুরুকুলের পরিক্ষীণাবস্থায় উত্তরাগর্ভে অভিমন্যুর ঔরসে আপনিই পরীক্ষিৎরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।”

চত্বারিংশ অধ্যায়

পাণ্ডুর মৃত্যু ও পঞ্চপাণ্ডবের কীর্ত্তি

বাদরায়ণি কহিলেন, “হে মহাভাগ! কুরুকুলধুরন্ধর পাণ্ডু এই প্রকারে দেবোপম সুদর্শন পঞ্চপুত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। এদিকে সর্ব্বভূতমোহকারী ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল। একে বসন্তকাল, তাহাতে অরণ্যের মনোহর সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী রাজীবনয়না মদ্ররাজনন্দিনী একাকিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এই সকল দর্শনপূর্ব্বক নরপতি পাণ্ডু মদনশরে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। মৃগরূপধারী ঋষিকুমারপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অন্তরিত হইল। তিনি অনঙ্গশরে অবশ হইয়া বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপ বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মাদ্রী শোকবিহ্বলা হইয়া তারস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ শ্রবণমাত্র কুন্তী ও শতশৃঙ্গবাসী তাপসবৃন্দ পঞ্চপাণ্ডব সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। বিলাপধ্বনিতে বনভূমি যেন শোকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। মদ্ররাজনন্দিনী পতির সহিত চিতারোহণ করিয়া সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

"হে ভারত ! এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগপূৰ্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান করিলে শতশৃঙ্গবাসী তাপসগণ শিশু পাণ্ডবগণকে ও কুন্তীকে লইয়া হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে পাণ্ডুর অকাল-মৃত্যু শ্রবণে হস্তিনাপুরবাসিগণের শোকের অবধি রহিল না। পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আনন্দভরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিল। তাপসগণ ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রাদি-সকাশে পাণ্ডবগণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনপূৰ্ব্বক অভ্যর্থিত, সম্পূজিত ও সম্মানিত হইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

"এদিকে পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনাপুরে পৈতৃক-ভবনে থাকিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সৰ্ব্বদাই ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুৰ্য্যোধনাদি শতভ্রাতার সহিত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন। বাল্যক্রীড়াতেই তাঁহাদের তেজস্বিতা পরিলক্ষিত হইল। সকল প্রকার ক্রীড়াতেই ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। দুৰ্য্যোধন স্বভাবতঃ ক্রূর দুর্ম্মতি, ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ও পাপাচার। পঞ্চপাণ্ডবের, বিশেষতঃ ভীমসেনের বলবিক্রম দেখিয়া তাহার মন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কি প্রকারে ভীমকে নিপাত করিবে, তাহার পাপ-চিত্তে এই পাপসঙ্কল্পের উদয় হইল। মনে করিল, ভীমকে সংহার করিতে পারিলেই আমি অনায়াসে, সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইতে পারিব। এইরূপ দুৰ্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দুৰ্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করত একদিন ভীমকে বিষমিশ্রিত খাদ্য প্রদান করিল। ভীম তাহা ভক্ষণ করিয়া হতচেতনের ন্যায় নিদ্রিত হইলে, দুৰ্য্যোধন তাঁহাকে লতাপাশে বন্ধনপূৰ্ব্বক গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু তাহাতেও ভীমের প্রাণ বিনষ্ট হইল না। তিনি জলগর্ভে পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগপুরে গমন করিলে, বাসুকি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তথায় অষ্টকুণ্ড অমৃত পান করিয়া ভীম দিব্যকান্তি লাভ করত পুনরায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত হইলেন।

"বিষপানেও ভীমসেন মরিলেন না, দুৰ্য্যোধন অনুক্ষণ দ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে যেন শত বৃশ্চিকে দংশন করিতে লাগিল। পঞ্চপাণ্ডবের নিপাত ভিন্ন জীবনে সুখ নাই, সংসারে সুখ নাই, ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, ইহাই তাহার দৃঢ়-ধারণা হইল। ক্রমে ক্রমে কত শত পন্থা ধরিল, কত চেষ্টা করিল, কত প্রয়াস পাইল, কিছুতেই অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিল না। অবশেষে জতুগৃহনির্ম্মাণপূৰ্ব্বক কৌশলে পঞ্চপাণ্ডবকে কুন্তী সহ তন্মধ্যে রাখিয়া রাত্রিযোগে অগ্নিপ্রদান করিল; কিন্তু করিলে কি হয়, ধৰ্ম্মের জয় সৰ্ব্বত্র,

বিধাতা পুণ্যের সহচর। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে পুণ্য; ভগবান্ স্বয়ং অবহিত হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করেন। ধর্ম্মবলে, পুণ্যবলে, ভাগ্যবলে পঞ্চপাণ্ডব সে বিপদেও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন। জতুগৃহে অগ্নিপ্রদানের পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তাঁহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

"মহারাজ! জতুগৃহ হইতে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়া পঞ্চপাণ্ডব বনে বনে ভ্রমণ করত কত কত বীরত্বের, কত কত গৌরবের, কত কত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভীমসেনের সহিত হিড়িম্বের যুদ্ধ, হিড়িম্বার বিবাহ, ঘটোৎকচের উৎপত্তি, ভীমসেনকর্ত্তৃক বকাসুরবধ, লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক অর্জ্জুনের দ্রৌপদীলাভ, অর্জ্জুনের সহিত নাগ-কন্যা উলুপীর ও মণিপুররাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার বিবাহ, বভ্রুবাহনের জন্ম, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনায় পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের ভূয়সী কীর্ত্তি জগন্মণ্ডলে বিঘোষিত হইল। অবশেষে বহ্নিদেব যখন খাণ্ড-বারণ্য দগ্ধ করিয়া গ্লানিমুক্ত হন, তৃতীয় পাণ্ডব তখন অগ্নিদেবের সাহায্য করিয়া সুরাসুর, দৈত্য, নর, পন্নগ সকলকেই বিস্মিত, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সেই খাণ্ডবদাহই সব্যসাচী অর্জ্জুনের অক্ষয় কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণিত।"

একচত্বারিংশ অধ্যায়

খাণ্ডব-দাহ

শুকদেব-মুখে পবিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুনন্দন রাজর্ষি পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! অগ্নিদেবের গ্লানি, জন্মিবার কারণ কি, কি জন্যই বা তিনি খাণ্ডবারণ্য ভক্ষণ করিয়া ছিলেন, অর্জ্জুনের সাহায্যগ্রহণেরই বা কারণ কি, এই সমস্ত সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন্।"

শুকদেব কহিলেন, "রাজন্! পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। কোন সময়ে তিনি শতবর্ষব্যাপী এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। রুদ্রাংশসম্ভূত মহাতেজা মহামুনি দুর্ব্বাসা সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্‌পদে ব্রতী হন। যজ্ঞকার্য্য যথাবিধানে আরব্ধ হইল। সেই বহুদিনব্যাপী যজ্ঞে ভগবান্ হুতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া দিন দিন গ্লানিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া মনোদুঃখ প্রকাশ

করিলে পদ্মযোনি কহিলেন, 'অগ্নে! বহুদিন ঘৃত উপযোগ করাতেই তোমার তেজের হ্রাস হইয়াছে এবং দিন দিন তুমি গ্লানিযুক্ত হইতেছ; অতএব আমার পরামর্শে সত্বর যাইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ কর, তাহা হইলেই পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে।'

"হে ভারত! বহ্নিদেব ব্রহ্মার আদেশে শীঘ্র যাইয়া যতবার খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন, যতবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, ততবারই অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সেই অরণ্যে ইন্দ্রের সখা পন্নগরাজ তক্ষক পরিবারবর্গের সহিত বাস করেন। বজ্রধারী সুররাজ ঐ বন সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। অগ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেখিলেই ইন্দ্র মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে থাকেন, বহুশীর্ষ সর্পগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া মস্তক দ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করে করিযূথ ক্রোধপরবশ হইয়া শুণ্ডদ্বারা সলিলরাশি আনয়নপূর্ব্বক অগ্নির উপর সেক করিতে থাকে: সুতরাং অনতিকালমধ্যেই দাবদাহের সম্পূর্ণ শান্তি হইয়া যায়।

"হে ভূপতে! বহ্নিদেব ক্রমে ক্রমে সপ্তবার হতাশ, ভগ্নমনোরথ ও অবসন্ন হইয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে কৃষ্ণার্জ্জুনসকাশে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

"অর্জ্জুন অগ্নিদেবের প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বকতৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, 'হে বহ্নিদেব! আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমরা অসম্মত নহি; কিন্তু আপনাকে যুদ্ধোপযোগী কতকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। আমার দিব্যাস্ত্রের অভাব নাই; শত শত ইন্দ্র সমবেত হইলেও আমি সেই সমস্ত অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে পারি; কিন্তু মদীয় ভুজবেগ সহ্য করে, এমন ধনু আমার নাই। আমার যে রথ আছে, তাহাও মদীয় শস্ত্ররাশি-বহনে অক্ষম, অতএব বায়ুগামী দিব্য অশ্ব, একখানি উৎকৃষ্ট রথ ও উপযুক্ত ধনু আমাকে প্রদান করুন্।'

"হে মহারাজ! অগ্নিদেব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া জলাধিপতি বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতমাত্র বরুণদেব তথায় উপস্থিত হইলে অনলদেব কহিলেন, 'হে জলেশ্বর! আমি খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে গিয়া সপ্তবার বিফল-প্রযত্ন হইলাম। সম্প্রতি এই কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে আমার সহায়তা করিবেন। তুমি তোমার ধনু, তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ আমাকে প্রদান কর।'

জলেশ্বর বরুণদেব অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীব শরাসন, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং সুবর্ণালঙ্কারে সমলঙ্কৃত, যুদ্ধোপকরণসমন্বিত, সুরাসুরের

অজেয়, কপিকেতনে বিভূষিত, রমণীয় রথ প্রদান করিলেন। ভগবান্ বহ্নিদেবও কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়া কহিলেন, 'হে মাধব! তুমি এই চক্রপ্রভাবে যুদ্ধে দেব দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর, রাক্ষস প্রভৃতি সকলকেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। তুমি যতবার শত্রুর প্রতি এই চক্র প্রয়োগ করিবে, ইহা ততবারই শত্রুসংহার করিয়া পুনর্ব্বার তোমার করতলে সমুপস্থিত হইবে।' অগ্নিদেব এই বলিলে জলেশ্বর বরুণও পরমপ্রীতিভরে ভগবান যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে বজ্র নির্ঘোষকারিণী, দৈত্যদানবনাশিনী কৌমোদকীনাম্নী অব্যর্থ গদা প্রদান করিলেন।

"হে নররাজ! তখন কৃষ্ণার্জ্জুন কবচ-পরিধান, অস্ত্রধারণ গোধাঙ্গুলিত্রবন্ধন ও দেবগণকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণপুরঃসর বরুণদত্ত দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন অনলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'অগ্নে! আপনি এখন খাণ্ডবারণ্যের চারিদিকে প্রজ্বলিত হইয়া নির্ভয়ে উহা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হউন; আমরা আপনার যথামত সাহায্য করিতেছি। আমরা বিদ্যমানে আপনার এই দাহকার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; নিশ্চয়ই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।'

অনলদেব পার্থকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৈজসরূপ পরিগ্রহ করত খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় সপ্তশিখা বনস্থলীর সমন্তাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যুগান্তকালীন মহাসমুদ্রের মহাগর্জ্জনের ন্যায় বা ঘনঘটার গভীরনির্ঘোষের ন্যায় অগ্নির ভীষণ শব্দ শ্রবণে নিখিল জীবজন্তুর হৃদয় কম্পিত, বিক্ষুভিত ও বিত্রাসিত হইতে লাগিল। অরণ্যবাসী জন্তুগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া যেদিকে পলায়ন করে, কৃষ্ণার্জ্জুনও রথারোহণে বনের পার্শ্বে পার্শ্বে সেই দিকে ধাবমান হইয়া নিশিত শরপ্রহারে তাহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অগ্নিদেব খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে কোন কোন জন্তু দগ্ধচক্ষু, কেহ কেহ স্ফুটিতনেত্র, কেহ কেহ দগ্ধপদ, কেহ কেহ বিশীর্ণদেহ, কেহ কেহ বা বিঘূর্ণিতকলেবর হইয়া ধাবমান হইল; কিন্তু কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইল না; সকলেই অগ্নির ভীষণ জ্বালায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

"সুরপতি ইন্দ্র এই ঘটনা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া তৎক্ষণাৎ খাণ্ডববন-রক্ষার্থে যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া মুষল-ধারে বারিবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অগ্নির তীব্রতাপে দেখিতে দেখিতে দেবরাজ বর্ষিত বারিরাশি বিশুষ্ক হইয়া গেল।

"তখন দেবরাজ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত ভীষণ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শরজালে গগনমণ্ডল ঘোরতমসাচ্ছন্ন হইল; তাহাতে বোধ হইল যেন, মূর্ত্তিমান্ কাল সংহাররূপ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেবরাজের পক্ষে যে সকল দেবতারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মহাবল স্কন্দ শক্তি, বরুদেব পাশ, ধনপতি কুবের গদা এবং কৃতান্ত কালদণ্ড ধারণপূর্ব্বক সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন; কিন্তু অবিলম্বেই কৃষ্ণার্জ্জুনের শরজালে সংবিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সকলকে পলায়ন করিতে হইল। তাঁহাদিগের উভয়ের অসীম বলবীর্য্য ও রণকৌশলদর্শনে সুরপতিও বিস্মিত ও চমকিত হইলেন; অধিকন্তু পরমা প্রীতি লাভ করিয়া মনে মনে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

"মহারাজ! ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, পন্নগরাজ তক্ষক ইন্দ্রের সখা; তিনি ঐ খাণ্ডবারণ্যেই বাস করিতেন। সখাকে রক্ষা করিবার জন্যই সুররাজের আগমন হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধ যখন ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়া উঠিল, দেবগণ যখন কৃষ্ণার্জ্জুনের তীব্র প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলেন, বহ্নির ভীষণশিখা যখন সমগ্র বনভূমি সমাকীর্ণ করিয়া তত্রত্য জীবজন্তুকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, তখন সুরপতি শুনিলেন, তদীয় সখা তক্ষকের প্রাণনাশ হয় নাই; তিনি বনদাহের কিছুদিন পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্র-তীর্থে গমন করিয়াছেন। তখন সুরপতি সমরে নিরস্ত হইয়া স্বদল সহ স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

"মহারাজ! এই প্রকারে বাসুদেব ও পার্থকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দেবদেব অগ্নি পঞ্চদশ দিবসে সমস্ত খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিলেন। তত্রত্য নিখিল জীবজন্তু অগ্নির প্রচণ্ডমুখে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; কেবল অশ্বসেন, ময়দানব ও শার্ঙ্গকচতুষ্টয়মাত্র জীবিত ছিল। ময়দানব অর্জ্জুনের শরণাগত হওয়াতেই তাহার জীবনরক্ষা হয়। পরে এই দানবপতিই প্রতিদানস্বরূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে মোহকরী সুসমৃদ্ধিমতী মহাসভা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

রাজসূয়-যজ্ঞের উদ্‌যোগ

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সূত! তোমার মুখে পৌরাণিকী ধর্ম্মকথা যতই শুনিতেছি, আমাদিগের শ্রবণ-লালসা ততই বলবতী হইতেছে। ইহার মধুরাস্বাদ যতই গ্রহণ করা যায়, তৃপ্তিলাভ দূরে থাকুক্, উত্তরোত্তর নব নব আস্বাদ অনুভূত হয়; সুতরাং আস্বাদলিপ্সা যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীভূত হইয়া উঠে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কেন, আর সেই সভাই বা কিরূপ মনোহর হইয়াছিল?"

সূত কহিলেন, "হে তাপস! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, অভিমন্যু-নন্দন পরীক্ষিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া সাগ্রহে মহাযোগী শুকদেবের নিকটেও ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। তখন ভগবান্ বাদরায়ণি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকদেব বলিলেন, "হে পাণ্ডুকুলধুরন্ধর! শ্রবণ কর। ময়দানব খাণ্ডবদাহ পরিত্রাণ লাভ করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, 'হে পার্থ! আমাকে আপনি দহনোন্মুখ বহ্নি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অতএব আপনার কি প্রত্যুপকার করিব, অনুমতি করুন্।' অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে দানবপতে! আমি প্রত্যুপকারের আশা করি না, তুমি সুখে স্বস্থানে প্রস্থান কর।' ময় কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার-করণাভিলাষে পুনঃপুনঃ আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিলে তখন অর্জ্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, 'হে দানব! তুমি যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটি সভা নির্ম্মাণ করিয়া দেও, যাহা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দেবগণের সভা অপেক্ষাও মনোহারিণী হইবে এবং ঐ সভাতে মানবগণ উপবেশন করিয়াও, চারিদিকে সম্যক্ পরিদর্শন করিয়াও যেন তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ না হয়। এতদ্ব্যতীত দিব্য, মানুষ ও আসুর অভিপ্রায়-সমূহও যেন ঐ মহতী সভায় প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়।

"তখন দানবপতি ময় কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আনন্দসহকারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি পরমসুন্দর সভা প্রস্তুত করিয়া দিল। সভামণ্ডপ চারিদিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ; উহার সমন্তাৎ কাঞ্চন-নির্ম্মিত তরুরাজি পরিশোভিত। সভামণ্ডপের প্রভামণ্ডলীতে দিবাকরের সমুজ্জ্বল প্রভাও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। বোধ হইল, যেন এই মহতী সভা স্বকীয় প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে। যে সভা নবীন জলদসন্নিভ বলিয়া ত্রিভুবনতলে

সুপ্রসিদ্ধ, যাহার বিশালতা ও বিপুলরমণীয়তা দর্শনে ত্রিলোকবাসিগণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়, যে সভা সমন্তাৎ রত্নপ্রাকারে পরিবেষ্টিতা, যাহা পাপনাশক ও ভ্রমাপহারক বলিয়া প্রথিত, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সেই যাদব-সভাও পাণ্ডব-সভার নিকট পরাজিত হইল। দানবরাজ ময় ঐ সভামণ্ডপে এক অপূর্ব্ব সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই সরোবরের সলিলরাশি মহাযোগীর হৃদয়ের ন্যায় সুবিমল ও পঙ্কবর্জ্জিত; উহার পরিসর-বেদিকা-সমূহ মণিময় এবং সোপান-রাজি স্ফটিকে বিনির্ম্মিত। চক্রবাক, সারস, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর-বিহঙ্গগণ ঐ সরোবরের নীরে বিহার করিয়া দর্শকবৃন্দের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল। বিবিধ রত্নে ও মুক্তাজালে উহার সমন্তাৎ সমাচ্ছন্ন। নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই সরোবরসমীপে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না; অধিকন্তু তাঁহারা ভ্রমনিবন্ধন সেই সরসীর উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে সমুদ্যত হইলেন। সেই সরোবরের দুই দিকে নানাপ্রকার উচ্চ উচ্চ সুদৃশ্য তরুরাজি বিরাজিত, সেই সকল পাদপা-বলী ফলকুসুমে পরিশোভিত ও সুস্নিগ্ধ-ছায়াসম্পন্ন। দানবরাজ ময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য চতুর্দ্দশ দিবস পরিশ্রম করিয়া সেই রমণীয় সভাভূমি প্রস্তুত করিল।

"তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যসম্ভারই আয়োজন হইয়াছিল। নানা-দিগ্দেশাগত ব্রাহ্মণগণ পরিতোষরূপে ভোজন করিলে ধর্ম্মনন্দন তাঁহাদিগকে বহুমূল্য বস্ত্র ও মাল্য প্রদানপূর্ব্বক শুভলগ্নে শুভক্ষণে সভাপ্রবেশ করিলেন। সভামণ্ডপে বৈতালিক, সূত, মাগধ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির যথাবিধানে দেবার্চ্চনা-সমাপনান্তে অনুজগণ-সমভিব্যাহারে সেই রমণীয় সভায়, ত্রিদশনাথ শচীপতির ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই মহতী সভাই তোমার পিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভূরিদক্ষিণ রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানের হেতুভূত, সন্দেহ নাই।

"পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! ময়দানব-নির্ম্মিত মহতী সভা পিতামহ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানের হেতুভূত হইল কেন, এ বিষয়ে আমার অন্তরে মহান সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার গূঢ়তত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহের নিরসন করুন্।'

"মহাযোগী শুকদেব কহিলেন, 'হে রাজন্! ময়দানব সভা নির্ম্মাণ করিলে

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনে সেই কথা বিঘোষিত হইল। সকল স্থান হইতেই অসংখ্য অসংখ্য লোক সভাদর্শনার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল। একদা দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সভাদর্শনকামনায় যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যথাবিধি সভাজনপুরঃসর পাদ্যার্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি সুখাসীন হইলে যুধিষ্ঠিরের সহিত নানাবিষয়িণী কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; কথাপ্রসঙ্গে দেবর্ষি রাজসূয়-যজ্ঞের ভুয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।'

"দেবর্ষি কহিলেন, 'হে ধর্ম্মনন্দন! যে সকল রাজা রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমসুখে অমরাবতীতে সুররাজ দেবেন্দ্রের সহিত অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন। রাজসূয়-যজ্ঞের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইতে পারা যায়। দেবগণমধ্যে শ্রীহরি যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নদীমধ্যে গঙ্গা যেমন সরিদ্বরা, বৃক্ষমধ্যে তুলসীবৃক্ষ যেমন প্রধান, সতীগণমধ্যে অরুন্ধতী যেমন অগ্রগণ্যা, যজ্ঞমধ্যেও সেইরূপ রাজসূয়-যজ্ঞই সর্ব্বযজ্ঞোত্তম বলিয়া পরিগণিত। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের সভাতলে এইরূপে রাজসূয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যথেচ্ছস্থলে প্রস্থান করিলেন।

"হে রাজন্! নারদ প্রস্থান করিলে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসূয়-যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ও রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহার মতিগতি হইল। তিনি মুহুর্ম্মুহুঃ চিন্তা করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং মন্ত্রিগণ ও অনুজবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ রাজসূয়-যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; সেই কথার আন্দোলনই একমাত্র সার ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত যেন উৎফুল্ল হইতে লাগিল।

"হে মহীপতে! সভাসদ্গণ ও ভীমাদি অনুজগণ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবজ্ঞাত হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, 'হে কৌরব! ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই অনায়াসে রাজসূয়-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; অতএব আপনি ঐ যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত পাত্র। আমাদের বিবেচনায় আপনার রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার প্রকৃত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে।"

"হে ভারত! সকলের মুখে এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের পরিতোষের পরিসীমা রহিল না; তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া তাহা স্মরণপূর্ব্বক রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তিনি পুনরায় ভগবান্ বেদব্যাস, ধৌম্য, অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ ও

ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান সার্ব্বভৌম-নৃপতির যোগ্য : আমি তাদৃশ দুঃসাধ্য মহান্‌ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অভিলাষ করিয়াছি। আপনারা বলুন, কি প্রকারে আমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে ?’

“তাপসগণ ও ঋত্বিক্‌বর্গ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘আপনি রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ; এই জন্যই আমরা সাগ্রহে আপনাকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেছি।” এই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির মনে মনে ভাবিলেন, সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে ; পরিণাম ভাবিয়া, বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়া, সর্ব্বথা প্রাজ্ঞজনের পরামর্শ লইয়া তৎপরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের হিতৈষী ; তাঁহার নিকট এ বিষয়ে সৎপরামর্শ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব তৎকালে স্বীয় দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দূত আশু তথায় উপস্থিত হইয়া যদুকুলপতি মাধব-সকাশে ধর্ম্মরাজের অভিপ্রায় নিবেদন করিল।

“যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদর্শনে অভিলাষী, সুতরাং বাসুদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া দূতসহ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন। নানা দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির যথাবিধি সভাজনপুরঃসর তাঁহার পূজা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

“অনন্তর ভগবান্‌ জনার্দ্দন কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর আসনে সুখোপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে মাধব! অনুত্তম রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার বাসনা জন্মিয়াছে ; কিন্তু আমি জানি, যিনি সর্ব্বত্র পূজ্য যিনি সসাগরা সদ্বীপা বসুমতীর অধীশ্বর, একমাত্র তিনিই ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমি কি প্রকারে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারি ? ইহার উপায় কি ? আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে ঐ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পরামর্শ দিতেছেন ; কিন্তু তোমার পরামর্শ ব্যতীত ও তোমার নির্দ্দেশ ভিন্ন আমি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।’

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া দেবদেব বাসুদেব সহাস্য বদনে কহিলেন, ‘মহারাজ! জগতে যে সকল গুণ আছে, তুমি তৎসমস্তের আস্পদ ; সুতরাং রাজসূয়-যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অনুচিত নহে। তুমি তাদৃশ মহান্‌ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি কথা আছে, মনোযোগ

দিয়া অবধান কর। সম্প্রতি মগধরাজ জরাসন্ধ নিজ ভুজবীর্য্যবলে নিখিল রাজগণকে পরাজয় করিয়া ভূমণ্ডলে অখণ্ড আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। অখণ্ডবীর্য্য মহীপতি শিশুপাল, মহাপ্রতাপ করূষরাজ বক্র, তোমার পিতৃবন্ধু মহাবল যবনরাজ ভগদত্ত, কুন্তীকুলধুরন্ধর অরিনিসূদন তোমার মাতুল, মহাবল-পরাক্রান্ত কিরাতরাজ পৌণ্ড্রক প্রভৃতি অধিকাংশ নৃপতিই জরাসন্ধভয়ে কিঙ্করের ন্যায় তাহার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন। জরাসন্ধের ভয়ে আমি মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরী আশ্রয় করিয়াছি। হে রাজন্! সম্রাটের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তোমাতে তৎসমস্তই বিদ্যমান। সম্রাট হওয়াও তোমার আবশ্যক; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কদাচ সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে না। সে নিজ ভুজবীর্য্যবলে অনেকগুলি রাজাকে পরাভূত করিয়া, সিংহ যেরূপ গিরিকন্দরে হস্তিগণকে বদ্ধ রাখে, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে সুদুর্গম গিরিদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। হে মহারাজ! যদি তোমার রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধকর্ত্তৃক বন্দীকৃত রাজগণের মোচন ও সেই দুরাচার দুর্দ্ধর্ষ জরাসন্ধের বিনাশসাধনে যত্নবান্ হও। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, তদ্ব্যতীত কদাচ তুমি রাজসূয়-সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।'

"হে রাজন্! তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! যখন তুমি স্বয়ং জরাসন্ধকে ভয় কর, জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারাবতী আশ্রয় করিয়াছ, তখন আমি কি করিয়া তাহাকে নিপাত করিব? আমি কি করিয়া আপনাকে তদপেক্ষা বলবান্ জ্ঞান করিব? তুমি, হলায়ুধ, ভীম ও অর্জ্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে, আমি অনুক্ষণ এই চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমরা আজীবন তোমার মতের অনুগামী যাহা উচিত বিবেচনা হয়, তুমিই তাহার ব্যবস্থা কর।'

"তখন যদুকুলপতি হৃষীকেশ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণান্তে প্রফুল্ল-বদনে কহিলেন, 'মহারাজ! ভীমসেন মহাবলবান্ এবং ধনঞ্জয় আমাদের রক্ষিতা। ইহাঁদের উভয়কে তুমি সামান্য বিবেচনা করিও না, আমি ইহাঁদের উভয়কে সহায় প্রাপ্ত হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে ত্রিলোক অধিকার করিতে পারি। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দাক্ষিণাত্য এই অগ্নিত্রয় একত্র হইয়া যেমন যজ্ঞসম্পাদন করেন, তদ্রূপ আমরা তিনজন একত্র হইয়া জরাসন্ধের নিপাতসাধন করিব। আমরা তিনজন নির্জ্জনে তাহাকে আক্রমণ করিলে অবশ্যই সে আমাদের মধ্যে

একজনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে। অবমাননা তাহার প্রাণে কদাচ সহ্য হইবে না। সে নিশ্চয়ই ভীমের সহিত সংগ্রাম করিবে। মহাবাহু ভীমসেন নিঃসন্দেহ তাহাকে নিপাত করিতে পারিবেন। অতএব হে ধর্ম্মনন্দন! যদি রাজসূয়-যজ্ঞসম্পাদনে তোমার বাসনা হয় ও আমার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে অবিচারে আশু ভীমার্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ কর।'

বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'কৃষ্ণ! তোমার উপর অবিশ্বাস করিব? জগৎ যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার রোমকূপে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে, তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া কে মহানিরয়ে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে? তুমি যাহা বলিবে, কিছুতেই আমার অমত নাই। তুমি ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কার্য্যসম্পাদনে যাত্রা কর। তোমাদের পথের বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হউক্'।"

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

জরাসন্ধবধ

অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎ কহিলেন, "ভগবন্! দেবদেব হৃষীকেশের ও পিতামহ পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর ধৈর্য্যধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি কৃপাপুরঃসর তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সকল বর্ণন করিয়া আমার চিত্তে শান্তিসলিল সিঞ্চন করুন্।

"শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ভীম ও অর্জ্জুনকে সমভিব্যাহারে লইয়া মগধরাজ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তিনজনই স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে সুসজ্জিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ভীমসেন, মধ্যস্থলে ভগবান্ জগদ্বিধাতা জনার্দ্দনরূপী গোলোকপতি ও পশ্চাতে সব্যসাচী ধনঞ্জয়। তাঁহারা অগ্নিত্রয়ের ন্যায় জরাসন্ধবধোদ্দেশে যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া, শত শত লোক আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। তাঁহারা তিনজন দেহকান্তিদ্বারা দশদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর-কুরু, কুরুজাঙ্গল, পদ্মসর, কালকূট, গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা, একপর্ব্বতক, সরযূ, পূর্ব্বকোশলা, মিথিলা, মালা প্রভৃতি দেশ, জনপদ, নদনদী ও সমুন্নত পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক বহুগোধন-সমাকীর্ণ গোচরণ পর্ব্বতে সমুপস্থিত

হইলেন। তথা হইতে মগধপুর তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল।

"মহারাজ! মগধপুরের শোভা অতি রমণীয়। এই রাজ্যে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি সুদৃশ্য অত্যুচ্চ পর্ব্বত বিরাজিত আছে। পর্ব্বতোপরি অসংখ্য অসংখ্য সুপুষ্পিত পাদপরাজি শোভা পাইতেছে। মগধরাজ্য নানাবিধ পশুসমাকীর্ণ বাপীতপ্রাগাদিযুক্ত সুরম্য হর্ম্ম্যরাজিতে সমলঙ্কৃত। তথায় কোনরূপ উপদ্রবই নয়নগোচর হয় না। বিপুলতেজা বাসুদেব মহাবলপরাক্রম ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে সেই মগধপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে নগরচৈত্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ভেরীত্রয় ও চৈত্যশৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া সবলে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।*

"এদিকে রাজ্যমধ্যে নানারূপ দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তদ্দর্শনে নরপতি জরাসন্ধকে জানাইলে তিনি নানাবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও নানারূপ মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সিংহ যেমন গোনিবাস লক্ষ্য করিয়া মহাক্রোধে ধাবমান হয়, কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনও সেইরূপ জরাসন্ধের আবাসভবন লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কক্ষাত্রয় অতিক্রম পূর্ব্বক সাহঙ্কারে মগধরাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। নরপতি জরাসন্ধ স্নাতক-বেশধারী ব্রাহ্মণত্রয় দর্শনমাত্র যথাবিধি অভ্যর্থনাপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কে? আপনাদের বেশ ব্রাহ্মণের ন্যায়, কিন্তু ভুজে জ্যাচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। আকৃতিও ক্ষত্রিয়তেজের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। সত্য করিয়া বলুন, আপনারা কে? আমার নিকট আগমনেরই বা কারণ কি?'

"হে কৌরব! মহামতি বাসুদেব জরাসন্ধকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমরা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। তোমাকে কপটে নিপাত করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই এরূপ স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছি। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর ইহাঁরা দুইজন পাণ্ডুবংশধর ভীম ও মহারথী অর্জ্জুন। তুমি যে সকল রাজাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ, হয় তাঁহাদিগের বন্ধন-মোচন করিয়া দেও, নচেৎ যুদ্ধ করিয়া শমনগৃহে প্রস্থান কর। আর এক কথা, আমাদিগের মধ্যে কাহার সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও জ্ঞাপন কর। তোমার ইচ্ছানুসারেই

* জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ বৃষরূপী কোন দৈত্যকে সংহার পূর্ব্বক তাহার চর্ম্ম দ্বারা তিনটি ভেরী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ ভেরী তিনটি সর্ব্বদা পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত থাকিত এবং উহাতে একবারমাত্র আঘাত করিলে একমাস-ব্যাপী ভীষণধ্বনি সমুত্থিত হইত।

আমাদিগের তিনজনের মধ্যে একজন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইবে।'

"মহাবল মগধাধিপতি জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পুরোহিত মাল্যাদি মাঙ্গল্যদ্রব্যসমূহ এবং মূর্চ্ছাশান্তিকর অগদ ও ঔষধাদি লইয়া মগধরাজ্যের সম্মুখে সমাগত হইলেন। তখন মহাভুজ জরাসন্ধ বিপ্র কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া বর্ম্ম পরিধান করিলেন, কিরীট বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেশবন্ধন করিলেন এবং বেগশালী সাগরের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, 'হে ভীম! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।' মগধরাজ, বৃকোদরকে এই বলিয়া, দুর্দ্দান্ত ত্রিপুর যেরূপ দেবদেব শূলপাণিকে আক্রমণ করিয়াছিল, দুরাচার মথুরেশ্বর কংস যেমন ভগবান্ বাসুদেবকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং মহাবল বলাসুর যেমন সুরপতি দেবেন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ ভীমবল মহাভুজ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন।

"এদিকে পাণ্ডুকুলভূষণ মহাবীর ভীমসেনও ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সমরবাসনায় সহর্ষে মগধরাজ্যের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকারে সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পর জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া একত্র যুদ্ধার্থ মিলিত হইলেন। স্ব স্ব বাহুমাত্রই তখন তাঁহাদের অবলম্বন। দেখিতে দেখিতে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে করগ্রহণ, পাদাভিবন্ধন, কক্ষাস্ফোটন, স্কন্ধে করাঘাত, অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ, মুহুর্ম্মুহুঃ আস্ফালন, কক্ষাবন্ধ এবং ললাটে ললাটে ঘর্ষণ চলিতে লাগিল। তদনন্তর ভুজপাশাদি-বন্ধন পূর্ব্বক পরস্পর মস্তকে পদাঘাত করত মত্তহস্তীর ন্যায় উভয়ে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, মহাক্রুদ্ধ সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন এবং পরস্পর করাঘাত ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধনিরত বীরদ্বয়ের পদভরে ধরাপৃষ্ঠ ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল।

"মহারাজ! মগধপুরে যে সকল লোক বাস করে, প্রায় সকলেই যুদ্ধদর্শনার্থ সকৌতূহলে তথায় উপস্থিত হইল। মহাবল জরাসন্ধ ও বৃকোদর পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা ভীষণ হইতেও ভীষণতর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বৃত্র-বাসবে যেরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, রাবণ-রামে যেরূপ তুমুল-সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, পুর-পুরারিতে যেরূপ লোকভয়াবহ সমর-সংঘটন হইয়াছিল, জরাসন্ধ-ভীমের তুমুল-যুদ্ধও সেইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। উভয়েই বিশালবক্ষ, উভয়েরই দীর্ঘবাহু, উভয়েই সমরে সুদক্ষ। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে সেই

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবিরাম ত্রয়োদশ দিবস অহোরাত্র সমভাবে চলিল। কিন্তু কেহই পরাভূত হইলেন না। চতুর্দ্দশ দিবসের রজনীতে মগধপতি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

"হে রাজন্! অনন্তর মহাবল ভীমসেন জরাসন্ধকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানু দ্বারা আকুঞ্চন করত বৃকোদর মগধরাজের পৃষ্ঠস্থল ভগ্ন ও নিষ্পেষণ করিয়া ফেলিলেন এবং ভীষণ হুঙ্কার সহকারে তাঁহার পদদ্বয় করকবলিত করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন জরাসন্ধ মর্ম্মব্যথিত হইয়া, আর্ত্তস্বরে মগধবাসিদিগকে বিত্রস্ত করিয়া, স্বকীয় পরিজনবর্গকে সুদুষ্পার শোকসাগরে ভাসাইয়া, স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

"হে নৃপতে! জরাসন্ধ যে সমস্ত নৃপতিকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, অনন্তর যদুপতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধন-মোচন করিয়া দিলে, তাঁহারা সকলে রত্নকিরীট অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে বন্দনা করিলেন। তদনন্তর বাসুদেব ভীম, অর্জ্জুন ও সমস্ত রাজগণের সহিত কিঙ্কিণীজালজড়িত, মেঘনির্ঘোষকারী, তারকাসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন।

"তখন বন্ধনমুক্ত নৃপতিগণ স্তুতিবাদসহকারে হৃষীকেশের পূজা করিয়া কহিলেন, 'প্রভো! আমরা ক্লেশ-পঙ্কে পঙ্কিল জরাসন্ধহ্রদে নিমগ্ন হইয়া বহুদিন কষ্টভোগ করিতেছিলাম। আপনি ভীমার্জ্জুনের সহিত শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে এ নরকপুর সদৃশ মগধপুর হইতে উদ্ধার করিলেন। হে মধুসূদন! আমরা আপনার ভৃত্য। আপনার আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য্য। অবিচারে আপনার আজ্ঞা আমরা পালন করিব। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন্।'

"বাসুদেব রাজগণের এইরূপ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে নৃপতিবৃন্দ! রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞসম্পাদনে অভিলাষী হইয়াছেন। আপনারা ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞে সাহায্য করিবেন, তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব।' নৃপতিগণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এদিকে জরাসন্ধনন্দন সহদেব কৃষ্ণপদতলে প্রণতিপুরঃসর তদীয় শরণ গ্রহণ করিলে, যদুপতি তাঁহাকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক মগধসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্ধনমুক্ত নৃপতিবৃন্দকে বিদায় প্রদান করত ভীমার্জ্জুনসমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইলেন। জরাসন্ধবধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অৰ্জ্জুনকে পুনঃপুনঃ স্নেহালিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"হে ভারত! অনন্তর অরিনিসূদন ভগবান্ কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পুরবাসীসকলকে আমন্ত্রণ পূৰ্ব্বক বিদায় লইয়া দ্বারকাপুরীতে প্রস্থান করিলে, অজাত শত্রু ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুরূপ-গুণশীলসম্পন্ন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধৰ্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।"

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

শিশুপাল-বধ

"পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা কহিলেন, 'হে ভগবন্! পিতামহ ভীমসেন মগধরাজ জরাসন্ধকে সংহার করিলে, ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির কিরূপে রাজসূয়যজ্ঞ সমাপন করিলেন, যজ্ঞে আর কি কি ঘটনাই বা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অন্তর অতীব উৎকণ্ঠিত হইতেছে, আপনি তাহা কীৰ্ত্তন করুন্।'

শুকদেব কহিলেন, "হে ভারত! মগধেশ্বর জরাসন্ধকে নিপাত করিয়া ভীম ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইলে যুধিষ্ঠিরের আনন্দের অবধি রহিল না। ভগবান্ কৃষ্ণ বিদায়গ্রহণপূৰ্ব্বক দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির যজ্ঞসম্পাদনকামনায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের আশীৰ্ব্বাদ গ্রহণপূৰ্ব্বক তোমরা শুভযোগে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা কর। যাবতীয় রাজমণ্ডলীর একচ্ছত্রিত্ব ব্যতিরেকে সাৰ্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে পারা যায় না। সাৰ্ব্বভৌমপদবীই রাজসূয় যজ্ঞ-সম্পাদনের উপযুক্ত উপাদান। আমি সে বিষয়ে এখনও কৃতকৃত্য হইয়াছি কি না সন্দেহ। অতএব অবিলম্বেই তোমরা আমার আদেশপালন কর। অচিরেই যথাবিধি রাজসূয়যজ্ঞসম্পাদনে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।'

"যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে, অৰ্জ্জুন সুমহৎ সৈন্যমণ্ডলীপরিবেষ্ঠিত হইয়া বহ্নিপ্রদত্ত দিব্যরথে আরোহণপূৰ্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। বৃকোদর ও যমজ নকুল-সহদেবও ধৰ্ম্মনন্দনকর্ত্তৃক সৎকৃত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সসৈন্যে রাজধানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে রাজন্! ভীম পশ্চিমদিক্, অৰ্জ্জুন উত্তর, নকুল পূৰ্ব্ব ও সহদেব পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। অৰ্জ্জুন ক্রমে ক্রমে কুলিন্দ, কালকুট, আনৰ্ত্ত, শাকল, বিন্ধ্য, প্রাগ্জ্যোতিষ,

কিরাত, চীন প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য রাজ্যের রাজগণকে যুদ্ধে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া সকলেরই নিকট করগ্রহণ করিলেন। এইরূপে ভীম, নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃকও অগণিত রাজগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। অচিরকালমধ্যে সকলে বহুমূল্য রত্নজাত ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া চতুর্দ্দিক জয় করত যুধিষ্ঠিরসকাশে প্রত্যাগত হইলেন। রাজকোষাগারে এত ঐশ্বর্য্য সংগৃহীত হইল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে মানস করিলেন। আত্মীয়স্বজন সকলেও তাঁহাকে কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে উহা আরব্ধ করুন্।'

"হে রাজন্! ইত্যবসরে ভগবান্ বাসুদেব বিপুল ধন ও মহামল্য রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকা হইতে যুধিষ্ঠিরসকাশে উপস্থিত হইলেন। তখন পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণকে যথাবিধি অভিবাদন পুরঃসর আসন প্রদান করিলেন। বাসুদেব পাণ্ডবদত্ত আসনে সুখোপবিষ্ট হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমার প্রসাদে প্রচুর সহায়বল প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার এখন ঐশ্বর্য্যেরও অভাব নাই। এখন তোমার সহিত ও অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজসূয়-সম্পাদনে অভিলাষ করি।'

"কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার ভূরি ভূরি গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি রাজসূয়ে অনুষ্ঠানের প্রকৃত পাত্র। এখন স্বীয় অভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ কর। আমি প্রাণপণে তোমার হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম।'

"হে ভারত! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অসংখ্য দ্রব্য আনীত ও ভাণ্ডারে স্থাপিত হইতে লাগিল। এদিকে নিমন্ত্রণপত্র লইয়া দূতগামী চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে নৃপতিবৃন্দ, ব্রাহ্মণ-গণ ও অন্যান্য কোটি কোটি লোক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে অভ্যর্থিত, সম্পূজিত ও সম্মানিত হইলেন। যথাকালে শুভক্ষণে যজ্ঞ সমারব্ধ হইল। সেই যজ্ঞে মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। সুসামা সামগান আরম্ভ করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্য, পৌল ও ধৌম্য হোতা এবং তাঁহাদিগের শিষ্যগণ ও পুত্রগণ, সদস্য হইলেন। এতদ্ব্যতীত সেই মহাযজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুঃশাসনের প্রতি সমস্ত ভোজ্যসামগ্রীর তত্ত্বাবধানের

ভার অর্পিত হইল, অশ্বত্থামা দ্বিজাতি-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, সঞ্জয় রাজ-পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষণে ও দক্ষিণাদানে নিযুক্ত হইলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে পৌরব! শুভ অভিষেকদিন সমুপস্থিত হইল। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে পিতামহ! সভা-স্থলীতে অনেক মহাত্মাই অর্ঘ্য পাইবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব কে উপযুক্ত পাত্র, কাহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিব, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন্।'

তখন পিতামহ ভীষ্ম নিজ বিবেকশক্তিবলে বাসুদেবকে অর্ঘ্য দিবার উপযুক্ত পাত্র নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, 'বৎস যুধিষ্ঠির! জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ভাস্কর যেমন প্রধান, জলাশয়ের মধ্যে মানসসরোবর যেরূপ শ্রেষ্ঠ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ যেমন প্রধান এবং পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু যেমন সর্ব্বোচ্চ, কৃষ্ণও সেইরূপ ত্রিলোকী-তলে সর্ব্বপ্রধান। অতএব যদুপতি বাসুদেবকেই অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।'

ভীষ্ম এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে মহামতি সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও যথাশাস্ত্র তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন মহাবল শিশুপালের হৃদয় কোপ, ঈর্ষা ও দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি বাসুদেবের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে সকলের সমক্ষেই ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমরা বালক। সুতরাং হিতাহিত বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে? তাহা যদি বুঝিতে, তাহা হইলে এই ঘৃণিত সর্ব্বজন-নিন্দিত কৃষ্ণকে কদাচ অর্ঘ্য প্রদান করিতে না। ভীষ্মের কথা কি বলিব, ইনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, উহাঁর বিবেকশক্তি থাকিবে কেন? যে নরাধম প্রকৃতপক্ষে কখনও রাজা নহে, ইনি কি করিয়া তাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন? যে দুরাত্মা, মহাবল জরাসন্ধ ও হংস-ডিম্ভকাদি মহাসুরগণের প্রাণসংহারের মূল কারণ, সেই দুরাচার হীনব্যক্তিকে কোন্ বুদ্ধিমান্ অর্ঘ্যপ্রদান বা পূজা করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর এই কৃষ্ণ অযোগ্য হইয়া কিরূপেই বা রাজ-সম্মোচিত পূজা গ্রহণ করিল? হে গোপালকৃষ্ণ! তুমি সারমেয় হইয়া হবির্ভোজনে অভিলাষী হইয়াছ, এই সমস্ত নৃপতি বিদ্যমানে অর্ঘ্যগ্রহণে কি তোমার বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ হইল না? রে দুষ্ট! অধিক আর কি বলিব, তোমাকে ধিক্! তোমার জন্মেও ধিক্!'

"হে রাজন্! শিশুপাল ক্রোধে অধীর হইয়া, হিংসায় চঞ্চল হইয়া, দ্বেষানলে

অন্তর্দ্ধান হইয়া, কৃষ্ণের প্রতি শত শতবার সহস্র সহস্রবার কটূক্তি প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ বাসুদেব রোষান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে অরিগর্ব্বনাশক সুদর্শন চক্রাস্ত্রকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র চক্র আসিয়া তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ বাসুদেব সভাস্থ রাজগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে নৃপতিবৃন্দ! আমি পূর্ব্বে শিশুপালের জননীর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, ইহার শতসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করিব। এক্ষণে ইহার শত অপরাধ পূর্ণ হইয়াছে। আর আমার দোষ নাই। এই দুরাচার এখন ইহার কর্ম্মোচিত ফলভোগ করুক্।' এই বলিয়া দেবদেব চক্রপাণি ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ন চক্র দ্বারা চেদিরাজ শিশুপালের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। চেদিরাজ তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত গিরিরাজের ন্যায় ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তদীয় মৃতদেহ হইতে গগনভ্রষ্ট দিবাকরের ন্যায় দিব্য তেজোরাশি সমুদ্গত হইয়া সর্ব্বজনন-মস্কৃত বাসুদেবকে বন্দনা করত তদীয় দেহে বিলয় প্রাপ্ত হইল। এই অভূত-পূর্ব্ব অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সকলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। রাজর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ কৃষ্ণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার স্তুতি-বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে শিশুপালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিধানে সমাহিত হইল। ধর্ম্মরাজ শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

"হে ভারত! জরাসন্ধ ও শিশুপালের পতনে পাণ্ডবগণের চিরকণ্টক উন্মূলিত হইল। বস্তুতঃ মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল, মথুরানাথ কংস এবং ব্রহ্মদত্তনন্দন শাল্বপতি পরম-শৈব হংস ও ডিম্ভকাদি বিশ্ববিজয়ী অরাতিকুল বিনষ্ট না হইলে ত্বদীয় পিতামহ পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রসমরে জয়ী হইয়া অতুল-কীর্ত্তিস্থাপন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কারণ, ঐ সকল দেব-দ্বেষী মহাবীরগণ আজন্ম কৃষ্ণবিদ্বেষী। উহারা অবশ্যই কৃষ্ণবিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পক্ষই অবলম্বন করিত। সে যাহা হউক, এদিকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সুসমারোহে ও যথাবিধানে সুসম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও যথাযথ অভ্যার্থিত, সম্মানিত ও সভাজিত হইয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণগণ পরিতোষরূপে ভোজন ও প্রচুর দক্ষিণালাভে এবং প্রার্থীগণ প্রার্থনাধিক অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবের জয়গান করিল। ভগবান্ কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক আরম্ভ অবধি সমাপ্তিপর্য্যন্ত যজ্ঞের রক্ষাবিধান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞসমাপনান্তে অবভৃথস্নান করিলে, সমাগত নৃপতিবৃন্দ তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজধানীতে প্রতিপ্রস্থান

করিলেন। চক্রপাণি বাসুদেবও সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া গরুড়কেতন-রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারাবতীতে প্রয়াণ করিলে, যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন ও সুবলতনয় শকুনি সেই রমণীয় দিব্যসভায় সমাসীন রহিলেন। হে রাজন্! সেইদিন সেই দিব্যসভাই দুর্য্যোধনের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।"

পাণ্ডবগণের বনবাস

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! যুধিষ্ঠিরের সেই মহতী সভাই দুর্য্যোধনের কালস্বরূপ হইল কেন, তাহার কারণ বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করুন্।"

শুকদেব কহিলেন, "রাজন্! সেই সভাতে অপদস্থ, ভ্রমান্ধ ও বিমুগ্ধ হইয়া এবং রাজসূয়-যজ্ঞে পাণ্ডুবংশধর যুধিষ্ঠিরের তাদৃশী বিপুলশ্রী ও সমৃদ্ধি দেখিয়া ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ হয়, সেই সূত্রেই তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া তাহাকে অপথে প্রবর্ত্তিত করে, সেই সূত্রেই কুরু ও পাণ্ডবের বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। মহারাজ! তৎসমস্ত সবিস্তার বলিতেছি, অবধান কর।

"নরপতি দুর্য্যোধন শকুনির সহিত সভাতলে উপবেশন করিয়া সেই মহতী সভার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাদৃশী অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যশোভা তাঁহার রাজধানীতে নাই। তিনি সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থানে গমনপূর্ব্বক জলভ্রমে পরিহিত বস্ত্র উৎকর্ষণ করত দুর্ম্মনায়মান হইয়া সভা-স্থলীতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে জলভ্রমে স্ফটিকময় মসৃণ স্থানে পদস্খলিত হইয়া নিপতিত হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে নিরতিশয় লজ্জিত হইতে হইল। অনন্তর আবার এক স্থানে স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছসলিলে ও পদ্মরাজি-রাজিত সরসীজলে সবস্ত্র পতিত হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যাস্পদ হইতে হইল। এইপ্রকারে নানারূপে অপদস্থ, হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপভাজন হইয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে হইতে সুবলতনয় শকুনিসহ তিনি স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। কিরূপে পাণ্ডবেরা নির্ব্বাসিত, হতদর্প হতমান অথবা একেবারে নিপাতিত হইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার অন্তরে বলবতী হইল। অনন্তর শকুনির পরামর্শে

তিনি একটি মনোহারিণী সভা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ ও অবশেষে তাঁহাদিগকে সগণে নির্ব্বাসিত করাই দুর্য্যোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুবলতনয় শকুনি অক্ষবিদ্যায় ত্রিভুবনতলে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী : তাঁহার পরামর্শেই কুটিলমতি রাজা দুর্য্যোধন এই পাপপথে পদার্পণ করিলেন।

"হে রাজন্! সভা যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হইলে দুর্য্যোধন তোমার পিতামহ পঞ্চপাণ্ডবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আশু তথায় আনয়ন করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ সভায় সমুপস্থিত হইয়া আসনগ্রহণ করিলে, শকুনি পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়ার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ দ্যূতক্রীড়ার নিন্দা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু দ্যূতবেদী শকুনির আগ্রহ ও কূটযুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া শেষে তাঁহাকে সম্মতিদান করিতে হইল।

"হে ভারত! লোকবিনাশিনী দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি সকলে সভায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শকুনির সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমবারে দুর্য্যোধন স্বকীয় মণিময় হার এবং যুধিষ্ঠির বহুতর মণিমাণিক্য পণ রাখিলেন। তখন সুবলতনয় শকুনি 'আমি জিতিলাম' বলিয়া অক্ষনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল। দ্বিতীয়বারে রাজা যুধিষ্ঠির এক লক্ষ অষ্টসহস্র স্বর্ণকুণ্ডী, অক্ষয়-কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য পণ রাখিলেন, তাহাতেও তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত ধন, রত্ন, মণিমাণিক্য অবশেষে রাজ্য পর্য্যন্ত পণে পরাজিত হইল। তদনন্তর নরপতি যুধিষ্ঠির মহামোহের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পণ রাখিলের। সুবলনন্দন 'জিতিলাম' বলিয়া অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাও জয় করিয়া লইল। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ স্বীয় প্রিয়তমা, ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূতা, পঙ্কজনয়না, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা দ্রৌপদীকে পণ রাখিলে, শকুনি অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকেও জয় করিল।

"হে রাজন্! তখন দুর্য্যোধন স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে কহিলেন, 'এখন দ্রৌপদী আসিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহমার্জ্জন করুক্।' এই কথা শুনিয়া সভামণ্ডলী বিস্মিত, চমকিত ও চিত্রপুত্তলিবৎ স্তম্ভিত হইল। বিদুর ধর্ম্মগর্ভ হিতবাক্যে দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু কোন ফলই হইল না। তখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাতলে

উপনীত করিল। সেই দুরাত্মা 'দাসী দাসী' বলিয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ পূর্ব্বক বিবস্ত্রা করিতে সমুদ্যত হইলে, কৃষ্ণা একান্তমনে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীহরির কৃপায় ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম নানাবিধ বসনে কৃষ্ণাকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাচার ক্রূরহৃদয় দুঃশাসন কৃষ্ণাকে বিবস্ত্রা করিবার জন্য যতই তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ করে ততই বিবিধপ্রকার রাশি রাশি বস্ত্র প্রকাশিত হয়। তদ্দর্শনে সভাস্থ নৃপতিগণ দুঃশাসনকে ভৎর্সনা করিয়া ধর্ম্মের ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের দুর্নীতিদর্শনে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিরতিশয় অসহমান হইয়া পুত্রকে নানারূপে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'অয়ি কল্যাণি! আমি বর দিতেছি, তুমি পতি পঞ্চপাণ্ডব ও পুত্র প্রতিবিন্ধ্যসহ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলে। পাণ্ডবগণ অস্ত্রশস্ত্র, রথাদি ও বিজিত ধনসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, উঁহারা তোমাকে লইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করুন্। ভদ্রে! সর্ব্বথা তোমরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ কর।'

"ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এই কথা বহির্গত হইবামাত্র সভাস্থ অনেকেরই মুখ আনন্দপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এদিকে পাণ্ডবেরাও ধৃতরাষ্ট্রপদে প্রণতিপুরঃসর দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে নিজগৃহে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণ-দুঃশাসনাদির বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ত্বরিতপদে ধৃতরাষ্ট্রসকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সভাসমক্ষে দ্রৌপদীর অবমাননা হইয়াছে, তজ্জন্য পাণ্ডবেরা জাতক্রোধ হইয়াছে; অস্ত্রশস্ত্রবল ও ধনরত্ন সহায় থাকিলে তাহারা আমাদিগকে কদাচই ক্ষমা করিবে না; সমূলে নিপাত করিতেও পারে। অতএব আপনি অনুমতি করুন্, উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া পুনর্ব্বার দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত করি। দ্বাদশবর্ষ প্রকাশ্যে বনবাস এবং একবর্ষ অপ্রকাশ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে, এবার এইরূপ পণ থাকিবে। জয় আমাদের ভাগ্যেই অনুকূল; আমরা দ্যূতক্রীড়ায় জয়শ্রী লাভ করিব, সুতরাং উহারা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলে আর আমাদিগের কোনরূপ বাধা বা বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না; নিষ্কণ্টকে আমরা সমগ্র সাম্রাজ্যভোগ করিতে পারিব।'

"হে রাজন্! কৌরব-ভূপতি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতিদান করিলেন। তখন দুর্য্যোধন

পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করিলেন। কুরু-বংশীয়গণের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াই ধর্ম্মনন্দন পুনরায় দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শকুনি তাঁহাকে কহিল, 'মহারাজ! এবার আর ধনরত্নাদি পণ নহে; পরাজিত হইলে আপনাদিগকে হউক্ বা আমাদিগকেই হউক্, বনবাসে গমন করিতে হইবে। অতএব অগ্রসর হউন, সম্প্রতি দ্বাদশবর্ষ প্রকাশ্যে অরণ্যবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া আমরা ক্রীড়ারম্ভ করি।' ধর্ম্মরাজ সম্মত হইলেন। ক্রীড়া আরম্ভ হইল। শকুনি 'জিতিলাম' বলিয়া অক্ষনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার জয়লাভ হইল।

"হে ভারত! দ্যূতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণকে বনবাসে গমন করিতে হইল। নির্জ্জিত, হৃতসর্ব্বস্ব সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা অজিনোত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যবাসে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের দুরবস্থা দর্শনে প্রজা-পুঞ্জের শোকের, পরিতাপের ও বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তাহারা হাহা-কার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

"শুকদেব কহিলেন, হে পরমভাগবত অভিমন্যুকুমার! তোমার পিতামহগণ এইরূপে রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া নানাস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক কাম্যকবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণের, বিশেষতঃ দ্রৌপদীর কষ্ট দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। একদা তিনি বিষণ্নবদনে, চিন্তাকুলিতচিত্তে অধোমুখে অবস্থিত আছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ যদুপতি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তৎসকাশে বনমধ্যে সমুপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সভাজনপুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিলে, জনার্দ্দন সুখোপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! তোমার চিত্ত খিন্ন, অন্তর বিষণ্ণ ও হৃদয় অধীর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াই আমি এখানে উপস্থিত হইলাম। বিপদে ধৈর্য্যধারণ করাই শাস্ত্রসম্মত, সাধুসম্মত ও ন্যায়সম্মত। বিপদে অধীর হইলে উত্তরোত্তর অবসাদেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে মহারাজ! গ্রহবশেই লোকে দুঃখ পায়, যন্ত্রণা ভোগ করে, অবসাদে অবসন্ন হইয়া দিনপাত করে। আবার যখন গ্রহ অনুকূল হয়, তখন তাহার সুখের, ঐশ্বর্য্যের ও আনন্দের অবধি থাকে না। গ্রহবশে শ্রীবৎসরাজ যেরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, ধৈর্য্যধারণ করিয়া, মনকে অধীর না করিয়া, কষ্টে সৃষ্টে শোকতাপ ভুলিয়া পরিশেষে পুনরায় সুখের মুখ দেখিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া ধৈর্য্য-রজ্জুতে হৃদয়গ্রন্থি বন্ধন কর; কালে নিশ্চয়ই এ দুঃখরজনীর

অবসান হইয়া সুখ-সূর্য্যের উদয়-হইবে।'

"ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, হৃষীকেশের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মাধব। শ্রীবৎস কে? তিনি কিরূপে কোন্ গ্রহের প্রতিকূলদৃষ্টিতে পড়িয়া কি প্রকার দুঃখপরম্পরা ভোগ করিয়াছিলেন? কি প্রকারেই বা পরিণামে পুনর্ব্বার পূর্ব্বশ্রী প্রাপ্ত হন, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল-নিবৃত্তি করুন্।' ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া বাসুদেব তৎসকাশে শ্রীবৎসচরিৎ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীবৎস-চরিত

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! পুরাকালে মহামনা চিত্ররথ সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীবৎস তাঁহার একমাত্র গুণধর পুত্র। শ্রীবৎস একচ্ছত্র নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি রূপে রতিপতি, ক্ষমাগুণে বসুমতী, স্থৈর্য্যগুণে নাগপতি এবং বুদ্ধি-জ্ঞানে সুরগুরু বৃহস্পতি-সদৃশ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাপুঞ্জের আনন্দের ও সুখের পরিসীমা ছিল না; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অহর্নিশ একান্তঃকরণে সর্ব্ব-ময়ের নিকট নরপতির দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করিত।

"অনুরূপা গুণবতী মহিষীর গুণে শ্রীবৎসের রাজসংসার অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। চিত্রসেন-রাজকন্যা চিন্তা তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। তিনি রূপে নিখিল রমণীকুলের এবং পাতিব্রত্যে পতিব্রতাকুলের শিরোমণি বলিয়া প্রথিত। মহীপতি শ্রীবৎস মনের সুখে ধর্ম্মানুসারে মহিষী চিন্তা দেবীর সহিত দিন অতিবাহিত করিতেন।

"হে রাজন্! সুখ-দুঃখ সংসারে প্রতিনিয়ত চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। দুঃখচক্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইতে হয় ত আবার সুখচক্রে সমুত্থিত হইতে পারা যায় এবং সুখচক্রে আনন্দিতচিত্তে ভ্রাম্যমাণ হইতে হইতে হয় ত আবার দুঃখচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয়। সংসারের গতিই এইরূপ। একদা সুরপুরে রবিনন্দন গ্রহরাজ শনৈশ্চরের সহিত ভক্তবিনোদিনী সম্পদ্বিধাত্রী লক্ষ্মীদেবীর বাগ্যুদ্ধ ঘটিল। লক্ষ্মী কহিলেন, 'দেখ শনি! সংসারে আমিই সর্ব্বপ্রধানা; ত্রিভুবনতলে সকলেই আমাকে কামনা করিয়া

থাকে। কিন্তু বল দেখি, ভ্রমেও কি কেহ কখনও তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকে? তোমার দর্শন, স্মরণ ও ছায়াস্পর্শও জগতে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের কারণ।'

"কমলার কথায় শনির হৃদয় ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রোষকষায়িত-নয়নে লক্ষ্মীদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কমলে! অত গর্ব্ব, অত দম্ভ, অত অহঙ্কার কেন? এ প্রকার আত্মশ্লাঘা বা আত্মগৌরব প্রকাশ করিও না। যদি আমি সকলের প্রধান ও তোমা অপেক্ষা সম্মানভাজন না হইব, তবে আমার ভয়ে ত্রিভুবন বিকম্পিত হইবে কেন? অতএব তুমি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্ম-গরিমা প্রকাশ করিলে কি হইবে? লোকে কেবলমাত্র উপহাস করিবে সন্দেহ নাই।'

"উভয়ে এইরূপ বিবাদপরায়ণ হইয়া মীমাংসার্থ মরধামে শ্রীবৎস-রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। নরপতি স্নানের আয়োজন করিতেছেন, ইত্যবসরে পুরোভাগে দেবতাদ্বয়কে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চমকিত ও বিস্মিত হইয়া উঠিলেন ও সসম্ভ্রমে যথাবিধি বন্দনাদি-পুরঃসর করপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন অসময়ে এ নরাধমের নিকট আগমনের কারণ কি? এ আজ্ঞাবহ দাসকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন্।'

"তখন শনৈশ্চর পুরোবর্ত্তী হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলে, বিষম দুশ্চিন্তায় চিন্তাপতির হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে থাকিয়া তিনি কহিলেন, 'অদ্য ক্ষমা করুন্। আগামী কল্য আপনারা সভাতলে সমুপস্থিত হইবেন, আমি স্বীয় বিবেচনা ও বুদ্ধি অনুসারে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব।' নৃপতির এই কথা শ্রবণমাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া সূর্য্যসুত ও সিন্ধুনন্দিনী স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন।

"হে ভারত! এদিকে শ্রীবৎস চিন্তায় চিন্তায় সেদিন অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে সভাগৃহে আগমনপূর্ব্বক অমাত্যবৃন্দ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রণায় স্থির হইল, মুখে কোন কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। সভাতলে দুইখানি আসন সজ্জিত থাকিবে; একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত ও দ্বিতীয়খানি রজতময়। রাজার দক্ষিণপার্শ্বে স্বর্ণাসন ও বামপার্শ্বে রজতসিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক মধ্যস্থলে স্বয়ং শ্রীবৎস অবস্থান পূর্ব্বক দেবদ্বয়ের বিবাদমীমাংসার জন্য অপেক্ষা করিবেন। অনন্তর দেবদ্বয় আগমন-পূর্ব্বক নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে আসনোপবিষ্ট হইলেই আসনের তারতম্যানুসারে

এবং রাজার বাম ও দক্ষিণদিগ্‌ভাগে অধিষ্ঠাননিবন্ধনই তাঁহাদের প্রাধান্য ও অপ্রধান্যের মীমাংসা হইবে। অবিলম্বেই রাজনির্দ্দেশে তদনুরূপ আসনদ্বয় যথাযত সুসজ্জিত হইলে, দেখিতে দেখিতে নভোমার্গে দুইখানি দিব্য বিমান আবির্ভূত হইল। বৈকুণ্ঠবল্লভা দেবী কমলা মোহিনীমূর্ত্তিতে এবং গ্রহপতি সূর্য্যকুমার শনৈশ্চর সাক্ষাৎ অগ্নিমূর্ত্তিতে শ্রীবৎসরাজসমীপে অবতীর্ণ হইলেন। নরপতি শ্রীবৎসও করযোড়ে যথাযথ বন্দনাদিপুরঃসর স্তুতিবাদ করিলে, তাঁহারা উভয়ে সভাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর জলধিনন্দিনী কমলা সানন্দহৃদয়ে রাজাসনের দক্ষিণবর্ত্তী সুসজ্জিত ও সমুচ্চ সুবর্ণাসনে এবং শনৈশ্চর বামভাগস্থিত সুধাকর লাঞ্ছিত রজতাসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল নানারূপ কথোপকথনের পর কুটিলহৃদয় সূর্য্যনন্দন গ্রহরাজ শনৈশ্চর নৃপতিকে সাদরসম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী; আপনার সুবিচার জগৎসংসারে বিশেষরূপেই প্রথিতলাভ করিয়াছে; অতএব আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কে প্রধান, এখন তাহা নির্দ্দেশ করুন্।'

"শনৈশ্চরের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক শ্রীবৎসরাজ অধোবদনে ধীরে ধীরে বিনয়-নম্রবচনে কহিলেন, 'হে দেব গ্রহপতে! আমি সামান্য মনুষ্য; মনুষ্য হইয়া দেবতাগণের পদসমৃদ্ধির বিচার করা হীনবুদ্ধির, মূঢ়বুদ্ধির, অধিক কি, নিতান্ত পশুবুদ্ধির কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আপনারা উভয়ে স্ব স্ব উপবেশনাসনের তারতম্যানুসারে আপনারাই আপনাদিগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের মীমাংসা ও সুবিচার করিয়াছেন। আমার আর বলিবার প্রয়োজন কি?'

"হে পৌরব! নৃপতির এই বাক্য শ্রবণমাত্র স্বতঃক্রূর শনির হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া দশনে দশন পেষণ করিতে করিতে তিনি কহিলেন, 'রাজন্! যেমন অযোগ্যপাত্রে প্রার্থনা করিলে প্রার্থনাকারীকে অবমানিত হইতে হয় এবং অসাধুর নিকট যেমন সদাত্মার অসম্মান ঘটে, সেইরূপ ত্বৎসদৃশ অযোগ্যের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আজি আমাকেও বিলক্ষণ অবমানিত হইতে হইল। মহারাজ! তুমি যেমন চতুরতাবলম্বন পূর্ব্বক আমার অবমাননা করিলে, কলির কোপানলে পড়িয়া নিষধরাজ নলকে যেরূপ শ্রীভ্রষ্ট, রাজ্যভ্রষ্ট ও কান্তিভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে প্রিয়তমা দময়ন্তীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করত বনে বনে অশেষ ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেইরূপ মদীয় অভিরোষে তোমাকেও রাজ্যভ্রষ্ট, সুখভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া মহারাণী চিন্তার বিরহে দগ্ধবিদগ্ধ হইতে হইবে।' এই বলিয়া শনিদেব তৎক্ষণাৎ ক্রোধমুখে

অন্তর্হিত হইলেন।

"আনন্দবিধায়িনী কমলার হৃদয়কমল পৌর্ণমাসীরজনীর নভস্তলবৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি সহাস্যবদনে ও মৃদুমধুরবচনে নৃপতিকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দিন দিন তাঁহার হৃদয়ে যেন বিষম বিষাদের বিষ-কালিমা পড়িতে লাগিল। সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা, সর্ব্বদাই দুর্ভাবনা, সর্ব্বদাই ভয়। না জানি, কুটিলহৃদয় শনি কখন্ কি বিপদে নিপাতিত করেন; প্রতিশোধমানসে কোন্ ছলে কোন্ সংকটে ফেলিয়া প্রতিফল দেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 'হে রাজন্! দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। ক্রোধমতি শনি অনুদিন রাজার ছিদ্র অন্বেষণ পূর্ব্বক অলক্ষিতে তাঁহার নিকটে নিকটে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজা স্নানান্তে সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, ভূপতিত স্নানজল তখনও মার্জ্জিত বা অপসারিত হয় নাই, অকস্মাৎ একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর উপস্থিত হইয়া লেহনপূর্ব্বক সেই জল পান করিতে আরম্ভ করিল। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, স্নানের সময় গাত্রসংলগ্ন জল ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ মার্জ্জন বা অপসারণ করা কর্ত্তব্য; উহা স্পর্শ করিতে নাই। অধিকন্তু সারমেয়াদি অস্পৃশ্য জীবগণ তাহা পান বা স্পর্শ করিলে, স্নাত ব্যক্তিকে অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। সুতরাং রাজার এই ছিদ্র দর্শনমাত্র শনি, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন।

"হে ভারত! ক্রমে ক্রমে রাজ্যমধ্যে দুর্নিমিত্তের অবধি রহিল না। অকস্মাৎ স্থানে স্থানে অগ্নিদাহ, স্থানে স্থানে উল্কাপাত, দিবাভাগে বিনা মেঘে স্থানে স্থানে বজ্রপাত এবং কোথাও বা রক্তবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কোথাও অনাবৃষ্টি কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও শলভ, কোথাও পতঙ্গ, কোথাও মূষিক, কোথাও বা পক্ষীগণ উৎপতিত হইয়া রাজ্যের যাবতীয় শস্যসমূহের বিঘ্ন উৎপাদন করিল। আহা! শনিকোপে রাজা শ্রীবৎস ক্রমে ক্রমে হৃতসর্ব্বস্ব ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদীয় ঐশ্বর্য্যবিভবাদি গজভুক্ত-কপিত্থবৎ অজ্ঞাতসারে যেন দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইল।

"হে রাজন্! রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং দস্যুতস্করাদির দৌরাত্ম্য উপস্থিত হওয়াতে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল; রাজ্য অরাজকপ্রায় হইয়া উঠিল; প্রজাগণ রাজদ্রোহী হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইল; তখন গত্যন্তর না দেখিয়া শ্রীবৎসরাজ ঘোরা তামসী যামিনীযোগে মহিষীসমভি-

ব্যাহারে সকলের অজ্ঞাতসারে রাজ্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অহো! অসূর্য্যম্পশ্যা রাজমহিষী হইয়া গ্রহদুর্ব্বিপাকে চিন্তাকে আজি কণ্টকাকীর্ণপথে পদব্রজে গমন করিতে হইল। সমস্ত রাত্রি নরপতি মহিষী সমভিব্যাহারে প্রান্তর, ভূধর, গহন, বন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অবিরামগতিতে গমন করিতে লাগিলেন।

"হে ভারত! দেখিতে দেখিতে যামিনী প্রভাতা হইল। পূর্ব্বদিক্ অনুরঞ্জিত করিয়া অরুণদেব গগনপটে সুশোভিত হইলেন। কলকণ্ঠ বিহগগণ কলনাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল: বোধ হইল যেন, ঘোরা তামসী নিশীথিনীর সহিত তাহাদের হৃদয়ের ঘোর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল দেখিয়া তাহারা সর্ব্বময় ভগবানের স্তবগানে প্রবৃত্ত হইল; পেচকেরা তস্করের ন্যায়, নিশাবিহারী রাক্ষসের ন্যায়, লম্পটের ন্যায় আত্মগোপন করিবার জন্য কোটরবাস আশ্রয় করিতে লাগিল। ঊষাসতী প্রিয়বল্লভ দিনমণিকে সন্দর্শন করিবামাত্র সোহাগভরে মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন; কিন্তু দিনমণি তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ মাত্র প্রণয়সম্ভাষণ করিয়া অন্যতমা প্রেয়সী পদ্মিনীসুন্দরীর মনোরঞ্জন করিতে সমুদ্যত হইলে, ঊষাসতী মনের দুঃখে, ক্ষোভে ও সপত্নী ঈর্ষায় অধীর হইয়া ক্ষণকালমধ্যে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; পতি-সোহাগিনী তদ্দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া নির্লজ্জা কামিনীর ন্যায় পতিসমক্ষেই হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দুইটি রমণী লইয়া মনের সুখে বিহার করিবেন, দিনদেবের মনে মনে এই সাধ ছিল, কিন্তু কোপনস্বভাবা ঊষাকে সাপত্ন্য-ঈর্ষায় চলিয়া যাইতে দেখিয়া দিনদেবের হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল; তিনি প্রবল-কোপবশে রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কিছুতেই কোপের নিবৃত্তি হইল না, অন্তরের ক্রোধাগ্নি মহাতেজোরূপে বাহিরেও প্রকাশ পাইল। তখন তিনি ক্রমে ক্রমে গগনের উপরিভাগে উত্থিত হইয়া যেন ঊষাসতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন: কিন্তু হায়! নৈসর্গিক গগনাবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত ঊষাদেবীর দর্শনে বিফলকাম হইয়া যেন তপনদেব ক্রমে ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। পদ্মিনীও পতির ক্রোধমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে যেন কৃশাঙ্গী ও ম্লানমুখী হইতে লাগিলেন।

"এইরূপে মহারাজ শ্রীবৎস মহিষী সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে একটি বিচিত্র রমণীয় কাননসমীপে উপনীত হইলেন। কাননের শোভা মন ও নয়নের প্রীতিকর; শাল-তাল-তমাল-পিয়ালাদি তরুকুলের অপূর্ব্ব শ্রেণীবিন্যাস, মল্লিকা-মালতী-বকচম্পকাদি কুসুমকলিকা-কুলের সুরভি সুবিকাশ ও কানন-মধ্যস্থ সরসীবিহারী হংস-কারণ্ডবকুলের মধুর কলনাদ প্রভৃতি দর্শনে ও শ্রবণে

বোধ হইতেছে যেন, ঐ সমস্ত ঋতুরাজ বসন্তের প্রিয়সহচররূপে বিরাজ করিতেছে; বস্তুতঃ উহা দর্শন করিলেই কোন তাপসপ্রবরের শান্তিরসাস্পদ আশ্রমপদ বলিয়া অনুমিত হয়। রাজদম্পতী সেই কাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, অকস্মাৎ পুরোভাগে কতিপয় মৎস্যজীবী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। সেই ধীবর-কুলের স্কন্ধোপরি মৎস্যধারণোপযোগী ক্ষেপণী ও কতিপয় শকুলমৎস্য বিলম্বিত রহিয়াছে। ক্ষুৎপিপাসায় রাজদম্পতীর কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল; লজ্জাঘৃণা পরিহারপূর্ব্বক রাজা ধীবরের নিকট একটি মৎস্যপ্রার্থনা করিলেন। রাজা রাণী উভয়ের দিব্যকান্তিদর্শনে ধীবরেরা চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং মনে মনে স্থির করিল, বোধ হয়, কোন দেবদেবী বনশোভা-সন্দর্শনার্থ এইরূপ ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই ভাবিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ কতিপয় সুস্বাদু শকুলমৎস্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

"মহারাজ! নরপতি শ্রীবৎস মৎস্য প্রাপ্ত হইয়া তথায় একটি তরুমূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন এবং মহিষীকে প্রিয়বাক্যে কহিলেন, 'মহিষি! এই যাচিত মৎস্যকয়টির প্রতি অবজ্ঞা করিও না; ইহাই অদ্য আমাদের প্রাণ-ধারণের একমাত্র সাধন; ইহা রাজযোগ্য উপাদেয় না হইলেও ইহাতেই অদ্য আমাদের দারুণ ক্ষুধানল উপশমিত হইবে। শুনিয়াছি, পুরাকালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আমাদের ন্যায় এইরূপ ক্ষুধানলে দগ্ধ ও হতচেতন হইয়া চাণ্ডালগৃহে কুক্কুরমাংস প্রার্থনা ও তাহা উপযোগ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। অতএব তুমি এই মৎস্যগুলি দগ্ধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, উভয়ে একত্র উপযোগ করিব।' রাজার আদেশপ্রাপ্তমাত্র মহিষী তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া মৎস্যগুলি তাহাতে দগ্ধ করিবামাত্র উহা গাঢ় অঙ্গারমূর্ত্তি ধারণ করিল। চিন্তাসতী নিরতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে সেই দগ্ধমৎস্যগুলি ধৌত-করণার্থ সরোবরতটে উপস্থিত হইলেন। জলক্ষালিত হইলে দগ্ধমৎস্যের উপরিস্থ ভস্মগুলি অপসারিত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! যেমন তিনি মৎস্যগুলি জলমধ্যে লইয়া ধৌত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি সেগুলি সন্তরণ পূর্ব্বক জলগর্ভে বিলীন হইল। না হইবে কেন? বিধি যাহারে বাম, দৈব যাহারে প্রতিকূল, গ্রহ যাহার প্রতি বিরুদ্ধ, কোথায় কোন্ কার্য্যে সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে? কথায় কথায়, পদে পদে, পলকে পলকে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত, বিপজ্জালজড়িত ও অবসাদে অবসন্ন হইতে হয়। দৈববিপর্য্যয়ে অসাধ্য সুসাধ্য ও সুসাধ্যও অসাধ্য হইয়া থাকে। রাবণের গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছিল বলিয়াই বানরে সাগরবন্ধন করিয়াছিল; সমুদ্রবক্ষে শিলাজাত

ভাসমান হইয়াছিল ; সুতরাং দগ্ধ-মৎস্যের এরূপ পলায়ন বা পুনর্জীবন বিচিত্র অথবা অসম্ভব নহে।

"কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! শ্রবণ কর। দগ্ধমীন জলগর্ভে পলায়ন করে, এরূপ অসম্ভবকথা রাজাকদাচ বিশ্বাস করিবেন না, এই আশঙ্কায় মহারাণী চিন্তা নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে করপুটে সকল ঘটনাই বিনিবেদন করিলেন। নরপতি হাস্যসম্বরণ করিতে না পারিয়া মহিষীকে কোন কথা বলিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি দৈববাণী শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইল। 'মহারাজ! আমারে হীন ও অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে সভাতলে উপবেশনার্থ নিম্ন আসন প্রদান করিয়াছিলে এবং বিষ্ণুহৃদয়া লক্ষ্মীকে ত্রিলোকমান্যা জ্ঞানে স্বর্ণাসনে তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলে ; আমার অবমাননা করিয়া সর্ব্বময়ী কর্ত্রীজ্ঞানে যাঁহার পূজা করিয়াছিলে, এখন তিনি কোথায় ? হে শ্রীবৎস ! তুমি সুবিজ্ঞ ও সুবিচারক হইয়া যেমন পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছিলে, এখন তাহার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতেছ।' গ্রহরাজ শনি অন্তরীক্ষে অলক্ষিতে থাকিয়া দৈববাণীচ্ছলে এই সকল কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আকাশপথেই অন্তর্হিত হইলেন।

"হে পৌরব ! আকাশবাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাজা চমকিত ও বিস্মিত হইয়া নির্ব্বেদসহকারে মহিষীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'প্রিয়তমে ! সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি ; আমারই দুরদৃষ্টদোষে ও ভাগ্যফলে দগ্ধমৎস্য জলগর্ভে পলায়ন করিয়াছে। তুমি রোদন কর কেন ? তোমার অপরাধ কি ? হায় ! শনিকোপে আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট ও অবশেষে বনবাসী হইতে হইল ; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই। যাহা হউক্, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন এ পাপদেহে জীবন বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিব না।'

"এই বলিয়া শ্রীবৎসরাজ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে ফল এবং সরসীর বিমলজল আনয়নপূর্ব্বক মহিষীর সহিত তাহা পানভোজন করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসার শান্তি করিলেন। তৃণলতাদি দ্বারা তত্রত্য তরুমূলে একখানি ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করত উভয়ে তাহাতেই অতি কষ্টে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সসাসরা সদ্বীপা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও শ্রীবৎসকে বনবাসে অতি যন্ত্রণায়, অতি অবসাদে কালযাপন করিতে হইল, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ধর্ম্মপথ হইতে অধর্ম্মের পথে পদার্পণ করেন নাই ; মুহূর্ত্তের জন্যও পুণ্যা-

চরণ ভিন্ন পাপের অনুষ্ঠানে তাঁহার মতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই ; মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি জগৎপাতাকে অন্তরে স্থানদানে বিস্মৃত হন নাই। এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় গ্রহরাজ শনির কোপানলে নিয়ত দগ্ধ হইয়া তিনি গহনকাননবাসে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'দেব ! আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ও বৃহদশ্বমুখে শ্রুতিসুখাবহ অনুত্তম রাম-নলোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া যেরূপ আনন্দ ও সুখলাভ করিয়াছিলাম, তোমার মুখে শ্রীবৎসচিন্তার অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ ততোধিক সুখ ও আনন্দলাভ করিতেছি ; কারণ, দুঃখীর নিকট দুঃখ-বৃত্তান্তই মধুর বলিয়া বোধ হয়। হে মধুসূদন ! শ্রীবৎস কি নল, রাম ও আমাদের অপেক্ষাও দুঃখভোগ করিয়াছিলেন ? তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।'

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ ! শ্রীবৎসরাজের তৎপরবর্ত্তিনী দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিলে পাষাণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি যেরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিয়াছিলেন, তোমাদিগের এই ক্লেশ তাহার যোড়শাংশের একাংশও নহে। যাহা হউক্, তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, অবধান কর।'

"হে মহীপতে ! ক্রমে ফলমূলাদির অভাব হওয়াতে রাজা শ্রীবৎস সে বন পরিত্যাগপূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্রগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কাঠুরিয়ার বাস। রাজার স্বতঃসিদ্ধ সৌজন্যাদি গুণদর্শনে কাঠুরিয়ারা তাঁহাকে সমাদরে আশ্রয় প্রদান করিল। তাহাদের রমণীরাও মহিষী চিন্তাকে দেবীজ্ঞানে আদর করিতে লাগিল। রাজা প্রত্যহ কাঠুরিয়াগণের সহিত বনমধ্য হইতে কাষ্ঠসংগ্রহ করত বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারাই কোনরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

"হে ক্ষত্রকুলাবতংস ! এইরূপে কাঠুরিয়া-নিবাসে রাজা শ্রীবৎসের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর সমতীত হইতে লাগিল। যেখানে কাঠুরিয়াদিগের বাস, সেই গ্রামের প্রান্তভাগে উত্তাল-তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী ভগবতী কৌশিকী কলকল-শব্দে যেন নৃত্যপরায়ণা নটিনীর ন্যায় সাগরমুখে ধাবমান হইতেছেন ; তাপসকুল তটোপ্রান্তে সমুপবিষ্ট হইয়া তার-স্বরে ও তন্ময়প্রাণে স্তোত্র-সম্বলিত সাম-গাথা গান করিয়া যেন তরঙ্গিণীর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবতী কৌশিকী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বক্ষঃস্থিত নন্দিনীরূপিণীতরণীকুল সহ যেন আনন্দে অধীরা হইয়া স্থিরভাবে তীরবর্ত্তী তরুশিখরস্থিত কোকিল-কুলের কলকুজন শ্রবণ করিতেছেন।

"হে রাজন্ ! ঈদৃশ নিসর্গসুখাবহ সময়ে এক বণিক্‌প্রবর পণ্যদ্রব্য সহ

তরণীযোগে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার তরণীর গতিরোধ হইল। ইত্যবসরে চতুরচূড়ামণি শনিদেব বৃদ্ধ ক্ষপণকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে আপনার তরণীর গতিরোধের কারণ জানিতে পারিয়াছি। যখন আপনি বাটী হইতে বাণিজ্যযাত্রা করেন, আপনার পত্নী তখন নবগ্রহপূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন; আপনি তাহাতে অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তজ্জন্য আপনার চিন্তা নাই; ইহার উপায় আমি বলিয়া দিতেছি। হে বণিক্প্রবর! এই কাঠুরিয়াগ্রামে অত্রত্য অধিবাসিনী রমণীগণের মধ্যে একটি পতিব্রতা সতী আছেন; তিনি আপনার তরণী স্পর্শ করিলেই উহা পূর্ব্ববৎ গতি প্রাপ্ত হইবে।'

"হে রাজন্! ছদ্মবেশী বিপ্ররূপী শণি এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, বণিক্প্রবর স্বীয় কিঙ্করগণ সহ গ্রামমধ্যে গমন পূর্ব্বক কাঠুরিয়াগণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিপদ্বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। কাঠুরিয়ারাও সম্মত হইয়া আপনাপন রমণীগণকে যাইয়া তরণীস্পর্শ করিতে আদেশ করিল। অনন্তর কাঠুরিয়াকামিনীগর স্ব স্ব অবস্থানুরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। রাজমহিষী চিন্তাও বণিকের স্তুতিবাদে ও প্রার্থনায় অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। রমণীগণ একে একে তরণী স্পর্শ করিল, কিন্তু উহা বিন্দুমাত্রও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইল না; অবশেষে রাজমহিষী চিন্তা যেমন উহা স্পর্শ করিলেন, অমনি পূর্ব্ববৎ গতিপ্রাপ্ত হইয়া স্রোতোবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে দুষ্টমতি বণিকাপসদ একান্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ঈদৃশী রমণী স্বর্গেও সুদুর্লভ; এ নারীরত্ন গৃহে থাকিলে সেই ব্যক্তিই জগতে ধন্য। মনে মনে এই ভাবিয়া তিনি চিন্তাকে আকর্ষণপূর্ব্বক তরণীর উপর উঠাইলেন। বক্ষে করাঘাত করিয়া রাজমহিষী চিন্তা দেবতাদিগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ফলই হইল না; দেখিতে দেখিতে বণিকের বাণিজ্যতরী কৌশিকীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে নেত্রপথের অতীত হইয়া গেল।

"এদিকে রাজা শ্রীবৎস আপন কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শ্রবণমাত্র ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করত উন্মত্তবৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; ঊর্দ্ধমুখে নদীতটে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি পূর্ব্বক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নদীতীর দিয়া

দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই; অবিরাম-গতিতে ধূলিধূসরিতদেহে উন্মত্তের ন্যায় চলিতে লাগিলেন।

"হে ভারত! ক্রমে নানা দেশ, নানা নগর, নানা জনপদ অতিক্রান্ত হইল। কত পর্ব্বত, কত বন, কত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নরপতি একটি দিব্যকাননে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় সুবৃহৎ তরুমূলে উপবিষ্ট আছেন, সহসা অমরধেনু সুরভি তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তরুমূলে মানুষমূর্ত্তি দেখিয়া সুরভির বিস্ময়সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে নৃপতিসকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীবৎসও আত্মপরিচয় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

"হে রাজন্! তখন সুরভিও রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, 'মহীপতে! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার এই দিব্য আশ্রমে বাস কর; আমি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিতেছি, অচিরেই তোমার মহিষী ও রাজশ্রী নারিকেলফলাম্বুবৎ পুনরায় ত্বদীয় অঙ্কগত হইবেন।'

সুরভির প্রবোধবাক্যে রাজার হৃদয় সমাশ্বস্ত হইল। তিনি ধেনুমাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন রত্নপ্রসবিনী সুরভির গর্ভে নন্দিনী নাম্নী নন্দিনীর জন্ম। নন্দিনী মাতৃ-স্তন পান করে, তাহার মুখ হইতে যে দুগ্ধফেন ভূপতিত হয়, রাজা সেই দুগ্ধাসক্ত কর্দ্দম তুলিয়া যত্নের সহিত পট্টশিলা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুগ্ধের গুণে সেই শিলা স্বর্ণে পরিণত হইল; রাজার হৃদয়ে বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর উৎসাহ, দ্বিগুণতর যত্ন ও দ্বিগুণতর অধ্যবসায়ের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্য স্বর্ণশিলা প্রস্তুত করিলেন।

"মহারাজ! একদা শ্রীবৎস আশ্রমপ্রান্তবর্ত্তিনী স্রোতস্বতী কৌশিকীর তীর-প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার অবস্থা ও সংসারের বিচিত্র গতি চিন্তা করিতে-ছেন, ইত্যবসরে একখানি বাণিজ্যতরী তথায় উপস্থিত হইল। কোন বণিক্ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া দেশান্তরে গমন করিতেছেন। বেলা অবসানপ্রায়, তথায় সে রাত্রি অবস্থান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাণিজ্যতরী সন্দর্শন করিয়া শ্রীবৎস-রাজের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। মনে করিলেন, যে সকল স্বর্ণশিলা প্রস্তুত হইয়াছে, দেশান্তরে লইয়া বিক্রয় করিলে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ হইবে ও তাহার সাহায্যে অপহৃতা মহিষীর অনুসন্ধানও হইতে পারিবে; হয় ত ভাগ্যফলে আবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন, এই ভাবিয়া বণিকের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, স্বার্থদাস বণিক্ তৎক্ষণাৎ

সদাশয়তাপ্রদর্শন সুরঃসর সম্মত হইলেন। যামিনী প্রভাত হইল। মহামতি শ্রীবৎসরাজও সুরভি আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাবতীয় স্বর্ণশিলা সহ তরণী-যোগে দেশান্তরে যাত্রা করিলেন।

"যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে কৃষ্ণ! শ্রীবৎসরাজের দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ের গুরুতর বিষাদভারের যেন লাঘব হইতেছে। তুমি তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বর্ণন করিয়া আমার আনন্দবর্দ্ধন কর।'

"বাসুদেব কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! অবধান কর। শ্রীবৎসরাজ তরণী আরোহণে কিয়দ্দূর অতিক্রম পূর্ব্বক সাগরগর্ভে উপস্থিত হইলে, বণিকের হৃদয়ে পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, এই ব্যক্তিকে সংহার করিতে পারিলে সমস্ত স্বর্ণশিলাই আমার হইবে; আমি অতুল ধনের অধিপতি হইব। মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া সেই দুরাচার, নরপতি শ্রীবৎসকে সাগরগর্ভে ফেলিয়া দিল। মহীপতি যখন সমুদ্রসলিলে নিপতিত হন, তখন 'হা চিন্তা! হা সতীশিরোমণি! তুমি কোথায় রহিলে?' এই বলিয়া বিহ্বলচিত্তে তারস্বরে বিলাপধ্বনি করিতে লাগিলেন।

"হে রাজন্! বিধাতার আশ্চর্য্য সংযোগ শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে চিন্তাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, এই দুরাচার বণিক্ই সেই মহাপাপী পরস্ত্রী-হারক। সে যখন শ্রীবৎসরাজকে সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে, চিন্তা তখন সেই তরণীর একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। পতিকণ্ঠের করুণ-বিলাপধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র তিনি প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া আশু একটি উপাধান সাগরগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। নরপতি শ্রীবৎস সেই উপাধানমাত্র অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে সৌতিপুরনগরে উপনীত হইলেন। বণিকের তরণী ক্রমাগত দক্ষিণপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"মহারাজ! সৌতিপুরে রম্ভাবতী নাম্নী এক মালিনী বাস করিত। শ্রীবৎস-রাজ জীর্ণ-শীর্ণ-বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সেই মালিনীভবনে উপস্থিত হইলেন। আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া তিনি মালিনীকে কহিলেন, 'শুভে! বাণিজ্য-তরী লইয়া বিদেশে যাইতেছিলাম, দৈবদুর্ব্বিপাকে তরণীখানি সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে, অতি কষ্টে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এখন কোন আশ্রয়দাতা কৃপা করিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেই আমার জীবনরক্ষা হয়।'

"মালিনী কহিল, 'আহা! তোমার রূপ দেখিবামাত্রই আমার হৃদয়ের অন্তস্তলনিহিত শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তোমার আকৃতির অনুরূপ আমার একটি ভাগিনেয় ছিল; হতবিধি অকালে তাহাকে ইহলোক হইতে লইয়া

গিয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে আমি স্নেহচক্ষে দেখিলাম ; সাধ্যমত যত্নে রাখিব ও সর্ব্বতোভাবে ত্বদীয় মঙ্গলবিধান করিব ; তুমি আমার গৃহেই সুখে অবস্থান কর।' হিতৈষীণী মালিনীর সস্নেহ-মধুরবচন শ্রবণে রাজা শ্রীবৎসের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে আত্মগৃহের ন্যায় রম্ভাবতীভবনে অবস্থিতি করত দিনপাত করিতে লাগিলেন।

"মহারাজ। সৌতিপুরাধিপতি মহাবাহু বাহুদেবের একমাত্র নন্দিনী ; নাম ভদ্রা। কুমারীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ। এ যাবৎ বিবাহ হয় নাই। কুমারী পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে শ্রীবৎসকে পতি কামনা করিয়া প্রত্যহ ভগবতীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। যে দিন শ্রীবৎসরাজ সৌতিপুরে উপস্থিত হন, ভগবতী প্রসন্না হইয়া সেই দিন ভদ্রাকে কহিলেন, 'কল্যাণি! তুমি যাঁহাকে এতদিন পতিকামনা করিতেছ, তিনি এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মালিনী গৃহে বাস করিতেছেন। তুমি স্বয়ম্বরা হইয়া আশু তাঁহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান কর।'

"নরপতে! দেবীর বাক্য শ্রবণে রাজকুমারীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সখীগণের দ্বারা পিতার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে রাজা বাহুদেব অবিলম্বেই বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দূতগণ নিমন্ত্রণপত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে শুভযাত্রা করিল।

"শুভদিনে রাজপুরে স্বয়ম্বরসভা সুসজ্জিত হইল। নানা দিগ্দেশ হইতে নৃপতিগণ ভদ্রালাভের আশায় সৌতিপুরে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলেন। শ্রীবৎসও বিবাহ-দর্শনার্থ দীনহীনবেশে রাজপুরীতে উপস্থিত হইয়া একপ্রান্তে একটি সমুচ্চ কদম্বতরুর মূলদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাত্রিকালে ভগবতী দেবী স্বপ্নযোগে রাজকুমারীকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার আরাধ্য পুরুষকে কদম্বমূলে প্রাপ্ত হইবে।' যথাকালে শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে রাজকুমারী ভদ্রা, সখী সমভিব্যাহারে বিবাহসভায় প্রবেশ করিলেন। রূপের ছটায় সভা সমুদ্ভাসিত হইল। সমাগত নৃপতিমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া অনিমেষ-নেত্রে রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী সখীসহ যখন যে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন, আশার আশ্বাসে, মনের উল্লাসে, সেই নৃপতির বদনকমল অপূর্ব্বকান্তি ধারণ করে ; আবার যেমন রাজবালা তাঁহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক প্রস্থান করেন, অমনি তাঁহার সেই মুখশ্রী যেন বিষাদকালিমায় পরিম্লান হইয়া উঠে। এদিকে কুমারী মৃদুপদসঞ্চারে নৃপতিমণ্ডলী অতিক্রম পূর্ব্বক কদম্ব-মূলে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া চিরবাঞ্ছিত শ্রীবৎসরাজের গলদেশে শুভ বরমাল্য প্রদান করিলেন। তখন সভামধ্যে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক ঘোর কোলাহল সমুত্থিত

হইল। 'রাজনন্দিনী হইয়া একটা হীনপুরুষের করে আত্মসমর্পণ করিল, এরূপ নারীকে ধিক্! রাজা বাহুদেবকেও ধিক্!' এই বলিতে বলিতে সমাগত নৃপতিমণ্ডলী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা বাহুদেবের ঘৃণা, লজ্জা ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি সভাতলে আর মুখ দেখাইতে না পারিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা রাজমহিষী উভয়েই অধোবদনে বিষণ্ণচিত্তে অবস্থিত।

"হে রাজন্! আজি আনন্দনগর সৌতিপুরের সর্ব্বত্রই নিরানন্দ; আজি সৌতিপুর যেন ঘোরা বিষাদপ্রতিমার লীলাভূমি। হাস্য নাই, কৌতুক নাই, উৎসব নাই। সকলেই যেন বিষণ্ণ, পরিম্লান ও ম্রিয়মাণ। রাজা অন্তঃপুর হইতে আর বহির্গত হন না। যাহা হইতে সমাজে ঘৃণার আস্পদ হইতে হইল, যাহা হইতে পবিত্রকুলে কলঙ্করেখা অঙ্কিত হইল, যাহা হইতে মাতা-পিতার হৃদয়ে চিরদিনের মত দুঃখশেল সংবিদ্ধ হইল, তাদৃশী কন্যার মুখদর্শন আর করিবেন না, নরপতি বাহুদেবের এইরূপ অটল প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন সত্য, কিন্তু স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলেন না। রাজপুরীর বাহিরে কন্যাজামাতার অবস্থানের জন্য একটি মধ্যবিধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজার আদেশে জামাতা শ্রীবৎস নগরীর সীমান্তবর্ত্তিনী নদীতীরে শুল্কসংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইলেন। রাজ্যমধ্য দিয়া যে সকল বাণিজ্যতরণী যাতায়াত করিবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট মাশুলগ্রহণ করাই তাঁহার কার্য্য।

"হে ভারত! গ্রহরাজ শনির ভোগকাল দ্বাদশ বৎসর। দেখিতে দেখিতে শ্রীবৎসরাজ দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইতে লাগিল, অন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার নিকট জগৎ যেন আনন্দময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সকল শুভলক্ষণ দেখিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন, অচিরেই দুঃখনিশা প্রভাতা হইবে। তখন আশার আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া তিনি দিনপাত করিতে লাগিলেন।

"একদা নিদাঘঋতুর মধ্যাহ্নকালে নরপতি শ্রীবৎস স্রোতস্বিনীকূলে উপবেশন করিয়া আছেন, সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্লিষ্ট, সন্তাপিত ও পরিম্লান করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্! তুমি আমার পুত্রের অবমাননা করিয়াছ, এখন তাহার সমুচিত ফলভোগ কর।' বস্তুতঃ যে পদ্মিনীসুন্দরী দিনমণির দর্শনকামনায় সমস্ত রাত্রি নেত্র মুদ্রিত করিয়া অন্তরে তৎপাদপদ্ম ধ্যান করে, আবার প্রভাতে আনন্দভরে উল্লাসিনী ও উন্মুখী

হইয়া হেলিয়া দুলিয়া প্রেমপ্রদর্শন করিতে থাকে, তাহারই প্রেম ভুলিয়া তাহাকেই যখন দিননাথ মধ্যাহ্নের প্রখরতেজে দগ্ধবিদগ্ধ, পরিম্লান ও পরিক্ষীণ করেন, তখন পুত্রাবমানকারী মহারাজ শ্রীবৎসকে পরিতপ্ত ও ক্লিষ্ট করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অহো! রবিকর নিরতিশয় সন্তপ্ত হওয়াতে নরপতির মুখমণ্ডলে ও ওষ্ঠপুটে বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি সঞ্জাত হইল; তাহাতে বোধ হইল যেন, মুক্তারাজি নলিনী-আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সংসারকে বলিতেছে, আমার মত ভাগ্যবান্ কেহই নাই, অথবা প্রভাতকালীন নীহারবিন্দু পদ্মদলে বসিয়া যেন আনন্দভরে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। যাহা হউক, নদীতীরে বসিয়া রাজা শুল্ক আদায় করিতেছেন, ইত্যবসরে একখানি বাণিজ্যতরণী তথায় উপস্থিত হইল। যে দুরাচার তাঁহাকে সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তরণীর উপরিভাগে সেই নিষ্ঠুর মনুষ্যহন্তা মহাপাপী বণিক্ উপবিষ্ট রহিয়াছে। দর্শনমাত্র নৃপতি বৎস তাহাকে চিনিতে পারিয়া তরণী অবরোধ করিলেন, অনুচর দ্বারা তরী হইতে স্বর্ণশিলাগুলি উঠাইয়া লইলেন এবং বণিক্‌কে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

"এদিকে জামাতা এক বণিক্‌কে বন্দী করিয়াছেন, তাহার বাণিজ্যদ্রব্যাদিও লুণ্ঠিত হইয়াছে, রাজা বাহুদেবের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। না জানি, কি কলঙ্ক ঘটে, এই আশঙ্কায় রাজা তৎক্ষণাৎ অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নদীকূলে উপস্থিত হইলেন। গ্রহরাজ শনির ভোগকাল পূর্ণ হইয়াছে, শনি রাজশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীবৎসের দেহ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিল। রাজা বাহুদেব তদ্দর্শনে চমকিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তখন নরপতি শ্রীবৎস আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। চিন্তাহরণ হইতে বণিক্ কর্ত্তৃক সাগরগর্ভে নিক্ষেপ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে সৌতিপুররাজ মহামতি বাহুদেব তৎক্ষণাৎ তরণী হইতে চিন্তাদেবীকে সাদরে আনয়ন করিলেন। দুষ্ট বণিক্ আজীবন কারাগৃহে বন্দী থাকিয়া পাপের সমুচিত ফলভোগ করিতে লাগিল।

"এদিকে কমলা দেবী শূন্যভরে অবতীর্ণ হইয়া রাজা বাহুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাজন্! ভাগ্যফলে তোমার ঔরসে ভদ্রাসুন্দরীর জন্ম হইয়াছে, ভাগ্যফলে তুমি রাজাধিরাজ শ্রীবৎসকে জামাতা প্রাপ্ত হইয়াছ, ভাগ্যফলে তুমি আমার দর্শন প্রাপ্ত হইলে। এখন যাও, কন্যাজামাতা লইয়া সুখে কালাতিপাত কর।'

"এই বলিয়া রমা দেবী অন্তর্ধান হইলে গ্রহরাজ রবিনন্দন শনৈশ্চর রাজা শ্রীবৎসের নিকট উপস্থিত হইয়া আশীষ বচনে কহিলেন, 'রাজন্! আমি রোষবশবর্তী হইয়া তোমাকে অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ ও অনেকবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছি; সে সকল কথা মনে করিয়া আর পরিতাপ করিও না। সংসারের গতিই এই। যাহা হউক, আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার এই পবিত্রচরিত ভক্তিসহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, আমার কুদৃষ্টিতে কদাচ ক্লেশ পাইতে হইবে না।'

"হে রাজন্! গ্রহরাজ শনৈশ্চর এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে বাহুদেব কন্যাজামাতা সহ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত ও আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। পত্নীদ্বয় সহ রাজা শ্রীবৎস কিছুদিন সৌতিপুরে অবস্থান পূর্ব্বক পরে নরদেব বাহুদেবের অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে স্বরাজ্যে শুভযাত্রা করিলেন। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈব উপদ্রবে যে রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল, কমলার কৃপায় আবার তাহা দ্বিগুণতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। রাজা শ্রীবৎসপরমসুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! সুখদুঃখ প্রতিনিয়ত চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। তুমিও শ্রীবৎসের ন্যায় ধৈর্য্যশীল হইয়া, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া, ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া অবস্থান কর। কালে অবশ্যই সুখসূর্য্যের উদয় হইবে, হৃদয়কে আনন্দসলিলে সিঞ্চন করিতে সমর্থ হইবে।

"শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! কথাপ্রসঙ্গে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপেই ভগবান্ জনার্দ্দন তোমার পিতামহ ধর্ম্মরাজের নিকট পবিত্র শ্রীবৎসচরিত বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে শ্রী, কীর্ত্তি, বিদ্যা ও ধন এবং অন্তে পরমা গতি লাভ করা যায়।'

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসবৃন্দ! বৃহচ্ছিবপুরাণসংহিতোক্ত শ্রীবৎসচরিত সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল। ভগবতী বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী শ্রীহরিবল্লভা কমলাদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠলোকে বৈকুণ্ঠনাথের নিকট এই পবিত্র, যশস্য ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধন শ্রীবৎসচরিত কীর্ত্তন করেন; বৈকুণ্ঠপতি ইন্দ্রের নিকট বলিলে দেবরাজ, সহস্রশীর্ষ বাসুকির নিকট ও মহাতপা দুর্ব্বাসা-সকাশে ইহা বর্ণন করিয়াছিলেন। তৎপরে অনন্তদেব হইতে পাতালে এবং দুর্ব্বাসা হইতে ক্রমে মর্ত্ত্যের অন্যান্য স্থানে প্রকাশিত হয়। তদনন্তর দ্বাপরের শেষে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ তোমার

পিতামহ যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করেন। হে রাজন্! অতঃপর শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদের অন্যান্য ঘটনা কীর্ত্তন করি, অবধান কর'।"

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

মৃত্যু ও শারীরবিজ্ঞান

"অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎ বিনয়নম্র-বচনে ভগবান্ শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমার কাল আসন্ন। মরণে আমার ভয় নাই, বিষয়ভোগে বাসনা করি না, পৃথিবী অসার, তাহাও জানি; তথাপি মৃত্যুকাল যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই যেন ধৈর্য্যশক্তির বিলোপ হইয়া যাইতেছে, অবসাদের বৃদ্ধি হইতেছে, মন উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে! ভগবন্! শুনিয়াছি, মৃত্যুকালে জীব দারুণ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়, স্মৃতিশক্তির বিলোপ হইয়া যায়, ভগবানের পবিত্রনাম স্মরণেও শক্তি থাকে না। এই সমস্ত স্মরণ করিয়াই আমি নিরতিশয় ব্যাকুল ও কাতর হইতেছি; অতএব মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কি এবং কি জন্যই বা প্রজাগণকে সংহার করে, আপনি কৃপাপুরঃসর ইহা কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহনিরসন করুন্।'

"রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া মহাযোগী বাদরায়ণি মৃদুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, 'রাজন! কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তোমার পিতা মহাবীর অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিরতিশয় কাতর, অধীর ও অবসন্ন হইয়াছিলেন। তখন আমার পিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নারদপ্রোক্ত প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করেন। তাহাতেই মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব কীর্ত্তিত আছে; উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"মহারাজ! সত্যযুগে অকম্পন নামে এক নরপতি ছিলেন। হরি নামে তাঁহার একটি মহাবলবান্, শ্রীমান্ রণদক্ষ পুত্র জন্মে; কোন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই মহাবীর পুত্রের অকাল মৃত্যু হইলে, রাজা অকম্পন পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'রাজন্! ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজাসৃষ্টি করিলে জগৎ-সংসার তদ্দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন কাহারও সংহার হইত না। তদ্দর্শনে ব্রহ্মার হৃদয়ে রোষসঞ্চার হয়। সেই রোষপ্রভাবে

শূন্য হইতে একটি অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। সেই অগ্নির তেজে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ভস্মীভূত হইতে আরম্ভ হইল।

'হে রাজন্! অগ্নিতেজে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া, ভগবান্ রুদ্রদেব কমলযোনির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! প্রসন্ন হও, জগৎ-বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন রোষের পরিহার কর; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া, এখন তাহা বিনাশ করিও না। তুমি ক্রোধাকুল হইয়া যে অগ্নির উৎপাদন করিয়াছ, উহা নদ-নদী, তরু-লতা, তৃণ-উলপ, ভূধর-প্রস্তর প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। অধুনা প্রসন্ন হইয়া যাহাতে রোষের উপশম হয়, তাহা কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিনষ্ট না নয়, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিতাভিলাষপরতন্ত্র হইয়া প্রজাপুঞ্জের প্রতি করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর।

'হে মহারাজ! রুদ্রের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া তখন ভগবান্ পদ্মযোনি প্রজাগণের হিতার্থ পুনর্ব্বার অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ করত অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টিহেতু প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও মোক্ষহেতু নিবৃত্তিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যৎকালে রোষজনিত অগ্নির সংহার করেন, তখন তদীয় নিখিল ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে কৃষ্ণ, লোহিত ও পিঙ্গলবর্ণ, লোহিতজিহ্ব, রক্তাস্য ও লোহিতলোচন, বিমল-কুণ্ডলবিভূষিত, নানাবিধঅলঙ্কারে অলঙ্কৃত একটি রমণী আবির্ভূত হইলেন। সেই রমণী প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে দর্শন পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলেন। কমলাসন পদ্মযোনি তাহাকে মৃত্যু নামে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি মদীয় সংহার-বুদ্ধিপ্রভাবে রোষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, এই হেতু তুমি আমার আদেশক্রমে ধরাতলস্থ নিখিল প্রজাবৃন্দের সংহারে প্রবৃত্ত হও; তাহাতে ধনী নির্ধনী, সবল দুর্ব্বল, পণ্ডিত অপণ্ডিত, কিছুই বিচার করিবার আবশ্যক নাই। আমার আদেশ প্রতিপালন করিলেই তোমার কল্যাণ হইবে।'

"হে ভারত! ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণমাত্র মৃত্যুর নয়নদ্বয় হইতে অবিরল শোকাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বিনীতবচনে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! কেন এ পাপীয়সীর সৃষ্টি হইল? অধর্ম্ম সর্ব্বনাশের কারণ জানিয়াও আমি করূপে ঈদৃশ ক্রূর-কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব? ক্ষমা করুন্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্, আমাকে এরূপ নিষ্ঠুরকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিবেন না। দেখুন, আমি যাহাদিগের প্রাণপ্রিয় পতি, পুত্র, পিতা, বন্ধু, ভ্রাতা প্রভৃতিকে সংহার করিব, তাহারা নিশ্চয়ই আমার

অনিষ্টচিন্তা করিবে! এই সকল ভাবিয়া আমি একান্ত শঙ্কিত হইতেছি। অহো! আমি যাহার প্রাণসংহার করিব, তাহার আত্মীয়স্বজনেরা প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে অনর্গল নেত্রজল নিপাতিত করিবে, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবে, অকারণে আমি তাহাদিগের শোকতাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইব। ভগবন্! করপুটে ও সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, এরূপ নিষ্ঠুরকর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিবেন না; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। আপনি যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, তাহাতে আমাকে যমপুরে অধিবসতি করিতে হইবে। ভগবন্! আমি যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আমি কিরূপে বিলপমান জীবগণের প্রিয়তর প্রাণ হরণ করিব? ব্রহ্মন্ আমাকে অধর্ম্মের অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিবেন না।'

"হে রাজন! মৃত্যুর এই কথা শুনিয়া ভগবান্ পদ্মযোনি পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'যখন প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন যেরূপেই হউক্ ক্ষয় হইবেই হইবে; ইহার অন্যথা কদাচ হইবে না। বিশেষতঃ প্রজাসংহারের জন্যই তোমার উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব তুমি আমার আদেশ পালন কর, ইহাতে জগতে কদাচ তোমার অপবাদ বিঘোষিত হইবে না। অবিচারিতমনে আমার আদেশে তুমি জীবসংহারে প্রবৃত্ত হও। হে নন্দিনি! এই সকল প্রজা সংহার করিলে তোমার বিন্দুমাত্রও অধর্ম্মের আশঙ্কা নাই; আমার বাক্য মিথ্যা বিবেচনা করিও না। তুমি নির্ভয়ে চতুর্বিধ প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত হও। আমার বাক্যে তুমি সনাতনধর্ম্মলাভ করিবে; লোকপাল শমনদেব, ব্যাধিসমূহ ও দেববৃন্দ তোমার সহায় হইবেন। বিশেষতঃ আমিও স্বয়ং তোমার সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। আমার বাক্যে তুমি নিষ্পাপ ও রজোবিবর্জ্জিত হইয়া জগতে খ্যাতিলাভে সামর্থ হইবে।'

"হে নরপতে! তখন মৃত্যু করপুটে কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! যদি আমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে অগত্যা আপনার আদেশপালন করিতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু আমি যাহা প্রার্থনা করি, অবধান, করুন্। মোহ, দ্রোহ, নির্লজ্জতা, অসূয়া, মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, রোষ, লোভ, কাম প্রভৃতি পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যেন জীবগণের দেহ ভেদ করে।'

"মৃত্যুর প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ কমলযোনি তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রসন্নবদনে কহিলেন, 'বৎসে! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। এখন তুমি জীবসংহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধর্ম্মের

আশঙ্কা নাই ; আমিও কদাচ ভ্রমেও তোমার অনিষ্টসাধনের ইচ্ছা বা চেষ্টা করিব না। ইতিপূর্ব্বে তুমি রোদন করাতে তোমার নয়ন হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়াছে, উহা হইতে ব্যাধিগণের উৎপত্তি হইবে ; উহারাই জীবগণের প্রাণসংহারের মূল কারণ হইবে ; তুমি নিমিত্তমাত্ররূপে অবস্থিতি করিবে। তুমি অসাধুগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে এবং সৎপথবর্তী সাধুগণকে সংহারান্তে পরমস্থানে প্রেরণ করিও।'

"হে মহারাজ! এই মৃত্যুই অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণনাশ করিয়া থাকেন। জীবদিগেরই মৃত্যু ঘটে ; জীবগণ হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা তাহারা নিপীড়িত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণত্যাগে জীবের জন্য শোক করা নিষ্ফল। অধিকন্তু শাস্ত্রে উহা পাপের এবং মৃতের অধোগতির কারণ বলিয়া কথিত। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়াও সমুচিত নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাম জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও নিজ নিজ কার্য্য-সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে সেইরূপ অমরবৃন্দও মানুষের ন্যায় পরলোকে যাইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অসীমতেজা, ভীমরূপ, সর্ব্বত্রগামী প্রাণবায়ু কেবলমাত্র শরীরই ভেদ করে, উহার যাতায়াত নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া মৃত্যুর আশঙ্কা পরিত্যাগ করাই বিজ্ঞজনের কর্ত্তব্য।

"ফলতঃ মৃত্যু অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাব্য। কেহই মৃত্যুর হস্ত বা কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ নহে। হে রাজন্! যাঁহার মূত্রপুরীষ হইতে রাশি রাশি সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, যাঁহার রূপে ত্রিভুবন বিমুগ্ধ হইয়াছিল, যিনি দেবর্ষি নারদের বরপ্রভাবে মহারাজ সৃঞ্জয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেই মহামতি সুবর্ণষ্ঠীবীও কালবশে অকালে দস্যুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। যিনি অদ্বিতীয় মহাবীর বলিয়া জগৎ-সংসারে বিখ্যাত, যাঁহার সাক্ষাৎকারপ্রার্থী হইয়া দেবগণও সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন, যিনি ভুজবলে সসাগরা বসুন্ধরাকে ম্লেচ্ছ ও তস্করশূন্য করিয়াছিলেন, সেই একান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। যিনি দশলক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন, যাঁহার সুবিস্তীর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞে হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যপুর ও কাংস্য-দোহনপাত্র সমন্বিত অসংখ্য অসংখ্য সবৎসা ধেনু প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৌরবও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। হে ভারত! সাগরগর্ভে যতসংখ্য জলজীব, গঙ্গায় যতসংখ্য বালুকা, গগনপটে যতগুলি তারা, সুমেরুতে যতগুলি উপলখণ্ড এবং বর্ষায় যতগুলি ধারা আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ততগুলি ধেনু দান করিয়াছিলেন,

সেই উশীনরনন্দন মহারাজ শিবিকেও মৃত্যুর অধীন হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যিনি অখিল ভূমণ্ডল পরাজয় করত ব্রাহ্মণগণকে দশলক্ষ রাজকন্যা প্রদান করিয়াছিলেন, ভাগীরথীতীর কাঞ্চনযূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিত, সেই মহাতপা রাজর্ষি ভগীরথও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন নাই। দেবরাজের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা বিনির্গত হইয়া বাল্যাবস্থায় যাঁহার মুখে নিপতিত হইত, যিনি সুরাসুর-মানবগণের বিজেতা বলিয়া ত্রিভুবনে বিঘোষিত, তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই জিতেন্দ্রিয়, মহাবলশালী, সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ মান্ধাতাকেও মৃত্যুর অধীন হইতে হইয়াছে। মহারাজ! তোমার পিতা মহাবীর অভিমন্যু মহারথী অর্জ্জুনের পুত্র, ভগবান্ জনার্দ্দনের ভাগিনেয় ও স্বয়ং যোদ্ধৃগণের অগ্রগণ্য হইয়াও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। জগতে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

"শুকদেব কহিলেন, রাজন্! নারদের মুখে এই সকল তত্ত্বকথা ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত শুনিয়া রাজা অকম্পন পুত্রশোক সংবরণ করিয়াছিলেন। তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরও ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অন্যায়সমরনিহত ত্বদীয় পিতা বালক অভিমন্যুর শোক বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। অতএব তুমিও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদগতচিত্তে ধর্ম্মকথা শ্রবণ কর। পাপীগণই মৃত্যুর বিষমযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধু, যাঁহারা সৎপথের, ন্যায়ের ও ধর্ম্মের অনুগামী মৃত্যুযাতনা কদাচ তাঁহাদিগকে ক্লেশপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা ইহলোকে যেমন সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করেন, অন্তকালেও সেইরূপ সুখে বিনাক্লেশে প্রাণত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। মহারাজ! জীব যেরূপে জঠর-যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যেরূপে লালিত-পালিত হইয়া বিবেচনাশক্তি লাভ করে, যেরূপে পাপীগণ প্রাণান্তে পাপের ফলভোগার্থ অনন্তনরকে নিমগ্ন হয়, যাঁহারা নিরন্তর তাহা স্মরণ পূর্ব্বক শারীরবিজ্ঞান পরিজ্ঞাত থাকেন, কদাচ তাঁহাদিগকে মৃত্যুর বিষময়ী যন্ত্রণায় অন্তর্দ্দগ্ধ হইতে হয় না; তাঁহারা সুখে পরমেষ্টদেবতার শুভ পরমপদ হৃদয়পদ্মে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজন্! তুমিও সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীপদ ধ্যান করিতে করিতে বিনাক্লেশে দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিবে। যত দিন জগতে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, যত দিন বিধিনিয়মে দিবারাত্রি প্রবর্ত্তিত হইবে, ততদিন তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি

জগতীতলে বিঘোষিত ও চিরস্মরণীয় থাকিবে সন্দেহ নাই।'

"শুকদেবমুখে এই সকল কথা শ্রবণমাত্র গভীরজ্ঞানবিশারদ রাজ পরীক্ষিতের নয়নযুগল হইতে দরদরধারায় অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আমি মহাপাপী, ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া যে পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎপ্রশমনের কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। এই কারণেই মৃত্যুযাতনা স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তর ভীত, বিত্রস্ত ও অধীর হইতেছে। কিরূপে জীবগণ জঠরবাসে যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, কিরূপেই বা দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হয়, এই সকল শারীরতত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করুন্।'

"মহাযোগী বাদরায়ণি কহিলেন, 'হে রাজন্! অবধান কর। শারীরতত্ত্ব অতীব দুর্ব্বোধ। পণ্ডিতগণ জ্ঞানবলে উহা অবগত হইয়া থাকেন। দুঃখ ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিদৈব ও আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ শারীর ও মানসভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শারীর দুঃখ অনেক প্রকার; তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্বাস, কাস, অতীসার, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, অর্শ, গুল্ম, ভগন্দর, শূল, জ্বর, শোথ প্রভৃতি-ভেদে শারীর দুঃখ বহুবিধ। কাম ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, বিষাদ, শোক, পরিতাপ, অবমান প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন মানসদুঃখও অনেক প্রকার। হে রাজন্! এই সকল বহুবিধ দুঃখই অধ্যাত্মিক দুঃখ বলিয়া অভিহিত। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি হইতে মানবগণের যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিভৌতিক কহে। এতদ্ব্যতীত মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা সমুৎপন্ন দুঃখের নাম আধিদৈব।'

'হে ভারত! যে ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলা হইল, ইহা ভিন্ন গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকাদিতেও সহস্র সহস্র প্রকার দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে! ঋতুকালে নারী-সহবাস দ্বারা পুরুষের শুক্র নারীর রজঃসহ মিশ্রিত হইয়া গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। উহাই ক্রমে ক্রমে জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। গর্ভ বহুতর মলমূত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন। উহার মধ্যে সুকুমারদেহ জন্তুগণ উল্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভুগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থি অবস্থায় অবস্থান করে। তৎকালে মাতা অত্যন্ত তাপপ্রদ, অতিশয় অম্ল, কটু, তীব্র, উষ্ণ ও লবণাদি যে সকল দ্রব্য ভোজন করেন, তদ্দ্বারাই জীব অতিকষ্টে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন হস্তপদাদি-সঞ্চালনে ক্ষমতা থাকে না; মলমূত্রমধ্যেই শয়ান থাকিয়া শ্বাসহীন অথচ সচেতনভাবে পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে থাকে।

নিজ কর্ম্মদোষ স্মরণ করিয়া তখন তাহার ক্লেশের অবধি থাকে না।

'অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জীব মলমূত্রাদিলিপ্তদেহ হইয়া প্রাজাপত্য বায়ু দ্বারা নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে; তৎকালে বেগগামী সূতিনামক বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে করিয়া দেয়; তখন জীব দারুণ ক্লেশে জননীজঠর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়ে।

'হে রাজন্! জীব জন্মগ্রহণ করিয়াই মূর্চ্ছিত হয়। পরে বাহ্যবায়ু দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদিত হয় এবং পূর্ব্বসংস্কারসমূহ বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সেই জীব কণ্টক দ্বারা ব্যথিতগাত্র কিংবা বিদারণযন্ত্র দ্বারা বিদারিত একটা কৃমির ন্যায় ভূতলে পড়িয়া থাকে, কোন দিকে ফিরিবার শক্তি থাকে না; দুগ্ধপানাদি যাহা কিছু আহার আবশ্যক, তৎকালে সমস্তই পরের অধীন থাকে। তখন জীব সর্ব্বদা অসুচি অবস্থায় ভূতলে পতিত ও কীট-মশকাদি কর্ত্তৃক দংশিত হইলেও তাহাদিগকে নিবারণ করিবার শক্তি থাকে না।

'মহারাজ! জীব এই প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালে আধিভৌতিকাদি বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। তখন বুঝিতে পারে না, "আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা গমন করিব এবং আমায় স্বরূপই বা কি?" তৎকালে সে কেবল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া বিমূঢ়চিত্তের ন্যায় অবস্থিত করে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধিসহকারে জীব গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়, হস্তপদাদি-সঞ্চালনে সামর্থ্য জন্মে, বাক্‌শক্তি প্রস্ফুটিত হয়; তখন আর পরের অধীন থাকিতে হয় না। এইরূপে জীব সংসারে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ, সুতরাং পশুর সমান মূঢ়বুদ্ধির বসবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞানজন্য বিবিধ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে থাকে। মহারাজ! অজ্ঞান তমোগুণের স্বভাব এবং প্রবৃত্তিসমূহই কার্য্যের আরম্ভক; সুতরাং অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের ক্রমশই কর্ম্মলোপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কর্ম্মলোপ্রবশতঃ নরকপ্রাপ্তি ঘটে; সুতরাং অজ্ঞানীরা ইহকাল পরকাল উভয়ত্র কেবল দুঃখপরম্পরাই ভোগ করে।

'হে ভারত! ক্রমে জীব মানসিকসুখনাশিনী জরাকর্ত্তৃক জর্জ্জরিত হইলে তাহার অবয়ব শিথিল, দশনরাজি বিগলিত, মাংসসমূহ লোল এবং স্নায়ু ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়; নেত্রতারকা কোটরপ্রবিষ্ট হওয়াতে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; নাসিকাবিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং দেহযষ্টি অনুক্ষণ কম্পিত হইতে থাকে। তখন দেহের সমস্ত অস্থি প্রকাশ

পায় এবং দেহ ক্রমে ক্রমে কুব্জ হইয়া আইসে। তৎকালে উদরাগ্নির সেরূপ তেজ থাকে না, উহা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যায়; সুতরাং আহারের পরিমাণ হ্রাস হয় এবং দেহের চেষ্টাসকলও ক্রমে কম হইয়া পড়ে। তখন অন্ধপ্রায় সেই জীব অতিক্লেশেও উথান, উপবেশন, শয়ন ও ভ্রমণ করিতে পারে না; তাহার মুখবিবর হইতে নিরন্তর লালা-নিঃসরণ হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়গ্রাম আয়ত্ত না থাকাতে সে সর্ব্বথাই মৃত্যুতে উন্মুখ হয় এবং তন্মুহূর্ত্তে অনুভূত পদার্থও আর তাহার স্মৃতিপথে বিদ্যমান থাকে না। এইরূপ জরাজীর্ণ অবস্থায় একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করিলেই তাহার নিরতিশয় পরিশ্রম বোধ হয় এবং শ্বাসকাসের দারুণ যন্ত্রণায় নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারে না। কোন বস্তু অবলম্বন না হইলে বা কোন ব্যক্তি না ধরিলে আর তাহার উঠিবার বা উপবেশন করিবার শক্তি থাকে না। তখন পুত্র, কলত্র, ভৃত্য সকলেই অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় আহারেই কেবল জীবের স্পৃহা বলবতী হয়! রাজন! এইরূপ জর্জ্জরিত অবস্থায় জীবের হৃদয়ে যৌবন-আচরিত বিষয়সকল স্মরণ হইতে থাকে; সুতরাং নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্রিয়মাণ-চিত্তে কালযাপন করে। ক্রমে যতই আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হয়, ততই মৃত্যুর নানারূপ ভীষণ ভীষণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে থাকে।*

---

* আয়ুর্ব্বেদসংহিতায় আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি কর্ণরন্ধ্রদ্বয় অঙ্গুলী দ্বারা রুদ্ধ করিলে তখন আর কোনরূপ শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। স্বপ্নযোগে পিশাচ, অসুর কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধ্র, শৃগাল, শূকর, গর্দ্দভ, শ্যেন, বক ও অশ্বতর দৃষ্ট হইয়া থাকে: বোধ হয়, আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি উহাদের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তত্তৎকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বোধ হয়, যেন নিজদেহ গন্ধ, পুষ্প বা বস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইতেছে। বুদ্ধিভ্রংশ, বাক্যের স্খলন, আকাশে দৃষ্টিক্ষেপমাত্র ইন্দ্রধনুদর্শন. রাত্রিতে দুইটি চন্দ্র, দিবসে দুইটি সূর্য্য ও নক্ষত্র এবং রাত্রিতে নক্ষত্রহীন আকাশ, এক সময়ে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু, বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতশিখরে গন্ধর্বনগর, দিবাভাগে পিশাচাদির নৃত্য এই সকল দেখিতে পাইলে আশু মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। স্নানান্তে বক্ষঃস্থল, পদযুগল ও হস্তদ্বয় শুষ্ক হইলেই উহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যখন মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন কর্দ্দমে বা ধূলিতে পদক্ষেপ করিলে পদচিহ্ন খণ্ডিতভাবে লক্ষিত হইতে থাকে। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির মৃত্যু উপলব্ধি করা যায়। যাহা হউক, বৃদ্ধকালে জীব এইরূপে মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে

তৎকালীন যন্ত্রণাদর্শন দূরে থাকুক, স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। তদনন্তর যমকিঙ্করগণের প্রবলপীড়নে সে যন্ত্রণা হইতে অতিকষ্টে পরিত্রাণ লাভ করত নিরয়ভোগের জন্য যাতনাদেহ প্রাপ্ত হয়। ইহাই জীবের মৃত্যু।

'হে রাজন্! মরণান্তে জীবগণ নিরয়মধ্যে নানারূপ দুঃখভোগ করে। প্রথমতঃ যমকিঙ্করেরা পাশদ্বারা বন্ধন ও দণ্ড দ্বারা তাড়না করিতে করিতে যমরাজের নিকট লইয়া যায়। তখন জীব নানারূপ ভীষণ ভীষণ পথ দর্শন করিতে থাকে। হে ভারত। সূতপ্ত বালুকা, বহ্নি, যন্ত্র ও শস্ত্রাদি দ্বারা নিরতিশয় ভয়ঙ্কর নিরয়মধ্যে যে সকল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাও বলি, অবধান কর! ক্রকচ দ্বারা বিদারিদ, কুঠার দ্বারা ছেদিত, ভূগর্ভে নিখাত, শূলোপরি আরোপিত, ব্যাঘ্রমুখে প্রবেসিত, গৃধ্রগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত, করীকুলকর্ত্তৃক পদতলে দলিত, তপ্ততৈলপাত্রে নিক্ষিপ্ত, ক্ষারকর্দ্দমাদি দ্বারা ক্লিষ্ট, উচ্চস্থান হইতে পাতিত এবং ক্ষেপণযন্ত্রদ্বারা সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পাপীগণ নিরয়ে যে সকল যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, তাহা গণনা করিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না।

"মহারাজ! কেবল মনুষ্যদিগকেই যে দুঃখভোগ করিতে হয়, এরূপ বিবেচনা করিও না। সুরপুরবাসিগণকেও সর্ব্বদা সভয়ে সশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতে হয়, তাঁহারাও পতনভয়ে সুখে দিনযাপন করিতে সমর্থ হন না।

পারিয়া ভীত, অবসন্ন ও চিন্তায় পরিম্লান হইয়া উঠে; অবশেষে যেরূপ ভীষণ যন্ত্রণা পায়, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। ক্রমে তাহার গ্রীবা হাঁটু ও হস্ত ভগ্ন হইয়া যায়, দেহ অনুক্ষণ কম্পিত হইতে থাকে, পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইতে থাকে। সেই সময় "আমার এই ঐশ্বর্য্য, ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্র, ভৃত্য গৃহ; আমার অভাবে এ সকলের দুর্দ্দশা কি হইবে?" এই চিন্তায় জীব আকুল হইয়া পড়ে। কঠোর ক্রকচতুল্য মর্ম্মভেদী মহারোগরূপ যমের নিশিত শরপুঙ্খ দ্বারা শরীরের অস্থিবন্ধন-সমূহ বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, নয়ন ঘূরিতে থাকে এবং তালু, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। তৎপরে জীব নিদারুণ যন্ত্রণায় কেবল মুহুর্ম্মুহুঃ হস্তপদ বিক্ষেপ করিতে থাকে। ক্রমে বায়ুপিত্তাদি দোষ সমূহ দ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে নিপীড়িত হয় এবং মহতী ক্ষুধা ও বলবতী পিপাসার যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পাইতে থাকে। এইরূপ অংশের যন্ত্রণাভোগের পর প্রাণত্যাগ করে।

সে যাহা হউক্, জীব নরকভোগের পর পুনরায় গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া জঠরযন্ত্রণা ভোগ ও জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে কালকবলে কবলিত হয়। কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বাল্যকালে, কেহ যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ়বয়সে ও কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুতরাং যেমন কার্পাসতুলারাশি দ্বারা কার্পাসবীজ পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ জীব যাবজ্জীবনই নানারূপ দুঃখক্লেশে পরিবেষ্টিত হইয়া দিনপাত করে।

'রাজন্! সম্পত্তির অর্জ্জন, রক্ষণ ও নাশে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও জীবগণকে নানারূপ দুঃখ উপভোগ করিতে হয়। যে সমস্ত বস্তু মানুষের প্রীতিপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়, পরিণামে সেই সকল বস্তুই দুঃখক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, গৃহ, ভৃত্য, ধন প্রভৃতি দ্বারা পরিণামে মানুষের যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সুখের অংশ তদপেক্ষা সহস্রগুণে কম হইয়া থাকে। মুক্তির পদচ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্রাপি এই সকল ভবযন্ত্রণারূপে দিবাকরসন্তাপে তপ্তচিত্ত মনুষ্যদিগের সুখলাভের সম্ভাবনা নাই।

'হে ভারত! আত্যন্তিক ভগবৎপ্রীতিই সমস্ত দুঃখের পরম ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই হেতু বিচক্ষণ মহাপুরুষেরা নিরন্তর ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন। মহারাজ! কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু। জ্ঞান দ্বিবিধ ;—এক আগমজ, দ্বিতীয় বিবেকজ। আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম এবং বিবেক দ্বারা পরমব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকারবিনাশে সমর্থ, তদ্রূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে বিদিত হইলে কিয়দংশে অজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে ; কিন্তু বিবেকবলে পরব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞান নিঃশেষে দূরীভূত হয়। কারণ, সূর্যদেব প্রকাশিত হইলে কি আর অন্ধকার বিদ্যমান থাকে ? মহারাজ! পরব্রহ্মই ভগবৎশব্দে পরকীর্ত্তিত। সমস্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাতে বাস করেন। এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীহরির স্বরূপ।

"হে পৌরব! তুমি মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না ; ব্রহ্মশাপেও তোমার অসদ্গতির আশঙ্কা নাই। তুমি ন্যায়বান্, ধর্ম্মশীল ও বাসুদেবরূপী শ্রীহরির পরম ভক্ত। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সংযতচিত্তে বিশ্বরূপী নিত্যপুরুষ শ্রীহরির ধ্যান করেন, ত্রিভুবনতলে কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ বস্তু হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা আছে ? যেমন বায়ুসংবর্দ্ধিত প্রদীপ্তবহ্নি শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ চিত্তস্থিত ভগবান্ তোমার ন্যায় মহাপুরুষগণের পাপরাশি ভস্ম করিয়া থাকেন। অতএব নিখিলশক্তির আধার সেই পরমেশ্বর ভগবানে

চিত্তসংস্থান কর ; অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, কামনা পূর্ণ হইবে, অন্তে সেই ভগবানের কোমলক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে। তিনি সর্ব্বব্যাপী, আত্মারও আশ্রয়, ভাবনা-ত্রয়ের অতীত ; তাঁহাকেই চিত্তের শুভ অবলম্বনস্বরূপ জানিবে। সেই পরমাত্মস্বরূপ ভগবানের ভাবনায় নিমগ্ন হইতে পারিলে, তাঁহাকে মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এবং তাঁহাকে ভক্তিরজ্জুতে বন্ধন করিতে সমর্থ হইলেই তাঁহার সহিত অভিন্নতালাভ করা যায়।

'হে রাজন্! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে, দণ্ডী-চরিতপ্রসঙ্গে নানা শাস্ত্র, নানা উপাখ্যান, নানা শিক্ষা ও নানা ধর্ম্মকথাপূর্ণ ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষানু-চরিতকীর্ত্তনসম্বলিত ভারতসংহিতার অংশমাত্র বর্ণিত হইল। সমগ্র ভারত-সংহিতা মদীয় পিতৃদেব বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া দেবলোক, নরলোক, নাগলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশলোকে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে দেবচরিত, রাজচরিত ও ঋষিচরিতাদি-সমন্বিত কত শত অসংখ্য কীর্ত্তনীয় বিষয় কীর্ত্তিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; তদ্ব্যতীত নদ, নদী, সাগর, ভূধর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান : লোকযাত্রাবিধান, রণকৌশল ; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধান ইত্যাদির বিবরণ ; ভূতাদি কালত্রয়ের সংখ্যা-নিরূপণ ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব প্রভৃতির নির্ণয় : ধর্ম্মলক্ষণ, আশ্রমলক্ষণ এবং বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার-সঙ্কলন এই মহাকাব্যে সবিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ত্বদীয় পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কিরূপে ও কতদিনে বনবাস হইতে মুক্ত হন, কি কি উপায়ে, কোন্ কোন্ রাজার সাহায্যে ও কতদিন যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সগণে নিপাত করত তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন, পরে কতদিনই বা রাজ্যশাসন করিয়া, পাপময় কলির আগমন জানিতে পারিয়া ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ও প্রিয়তমা কৃষ্ণার সহিত মহাপ্রস্থান করেন, কুরুকুলের পরিক্ষীণ অবস্থায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক কিরূপে তোমার জীবনরক্ষা হয়, ইত্যাদি নানাবিধ যশস্কর, মঙ্গলকর আয়ুস্কর ঘটনাবলী ইহাতে বিস্তাররূপে বিবৃত হইয়াছে! আমার পিতা মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া ইহাকে "ভারতসংহিতা" বা "পঞ্চমবেদ" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন ; হে পরীক্ষিৎ! আমি এবং পিতার প্রিয়তম শিষ্য বৈশম্পায়ন ভিন্ন এই ভারত-সংহিতার গূঢ়তত্ত্ব অবধারণে কেহই সমর্থ নহেন ; তবে মহামতি সঞ্জয় ইহার অংশমাত্র অবগত আছেন। ইহার মর্ম্ম অতীব দুর্জ্ঞেয়।'

"শুকদেবপ্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা পরীক্ষিতের হৃদয় বিষাদে

পরিতপ্ত হইয়া উঠিল, মুখ পরিশুষ্ক হইল, নেত্রদ্বয়ে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'ভগবন্! আমার গতি কি হইবে? দেখিতেছি, আমার পরিত্রাণের উপায় নাই। বাসনা ছিল, আপনার মুখে অণিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্য-লাভের হেতুভূত, সর্ব্বকল্যাণের আধারস্বরূপ সেই পবিত্র ভারতসংহিতা সম্পূর্ণ শ্রবণ করিয়া অপবিত্র ভারময় পাপদেহকে পবিত্র করিব, আত্মাকে চরিতার্থ করিব, হয় ত পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিব; কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে সে সুখ নাই, সে আনন্দ নাই, সে পুণ্যও নাই। কারণ, আমার সময় আসন্ন; মস্তকের পার্শ্বে দারুণ কাল ব্রহ্মশাপরূপ দারুণ-দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সুতরাং আমার ভাগ্যে ত্বদীয় মুখ-সুধাকর-বিগলিত অমিয়ময় ভারত-সংহিতা-শ্রবণ ঘটিল না! সে দুরাশা হইতে আমাকে হতাশ হইতে হইল। হায়! আমি পাপের উপর পাপ করিলাম! ভারত-সংহিতার অসমাপ্ত শ্রবণনিবন্ধন হয় ত আমাকে পুনরায় প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইল! প্রভো! আমি কি করিলাম!' এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ উন্মূলিত মহামহীরুহবৎ মহাযোগী শুকদেবের চরণমূলে নিপতিত হইলেন।

"সূত কহিলেন; 'হে তাপসবৃন্দ! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে নির্ব্বেদ-সহকারে ঋষিপদতলে প্রণত হইলে মহাযোগী শুকদেব সুদীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা সস্নেহে তাঁহাকে উত্তোলন করত কহিলেন, 'নরনাথ! তুমি সন্দেহ দূর কর, চিত্ত স্থির কর ও আত্মাকে প্রসন্ন কর। তুমি দেব, ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগের এবং আমার আশীর্ব্বাদে সম্পূর্ণ ভারতশ্রবণের মহাফল প্রাপ্ত হইবে। মদীয় পিতা মহামনা ব্যাসদেব উহার ফলশ্রুতি বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মদ্বিরচিত এই ভারত-সংহিতার শ্লোকার্দ্ধ-মাত্র পাঠ বা শ্রবণ করিলেও পূর্ণফল লাভ করা যায় এবং সেই পুণ্যফলে শ্রোতা বা অধ্যেতা তদীয় উদ্ধর্বতন ও অধস্তনপুরুষগণের সহিত মুক্তিলাভ করত বিষ্ণুসালোক্যলাভ করিতে পারেন। "মহারাজ! আপনি আমার মুখে এই ভারতসংহিতার কতিপয় প্রধান ও পবিত্রতম অংশ আকর্ণন করিলেন; অতএব নিশ্চয়ই আপনার পূর্ণ-ভারতসংহিতা-শ্রবণের পূর্ণ-ফল লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।'

"শুকদেব এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, সভাধ্যাসীন মহর্ষি কপিল কহিলেন, 'রাজন্! মহাত্মা ব্যাসদেব ভারত-সংহিতার ফলশ্রুতি-বর্ণনকালে আরও বলিয়াছেন, "মদ্বিরচিত ভারতসংহিতা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, যুগপৎ উর্দ্ধ্বতন পুরুষগণেরও পাঠ শ্রবণ-জনিত ফল লাভ হয়। কেননা, অধস্তন পুরুষই উর্দ্ধ্বতন পুরুষগণের মুখস্বরূপ। অতএব হে মহীপতে! আপনার অভিলাষ

পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তোমার আরও একটি শুভসংযোগের কথা শ্রবণ কর। তক্ষকদংশনে তোমার মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া তোমার পুত্র জনমেজয় পিতৃবৈরনির্য্যাতনে দৃঢ়সংকল্প করতঃ সর্পসত্রের অনুষ্ঠান ও সেই যজ্ঞ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের হিংসা করিবেন; কিন্তু সর্পযজ্ঞে বিফলকাম ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসানিবন্ধন প্রত্যবায়ভাগী হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইতে হইবে। পরে মহর্ষি ব্যাসদেবের নিয়োগক্রমে মহাভাগ বৈশম্পায়নপ্রমুখাৎ ব্যাসরচিত সমগ্র ভারতসংহিতা শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। মহারাজ! ত্বদীয় সম্পূর্ণ ভারতসংহিতা-শ্রবণজনিত পূর্ণ ফললাভের ইহাও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখন তুমি শোক-তাপ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক পবিত্রমনে পুনরায় দণ্ডীচরিত শ্রবণ কর।'

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসবৃন্দ! রাজা পরীক্ষিৎ কপিলঋষির এইরূপ প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলে, শুকদেব পুনরায় অনুত্তম দণ্ডীচরিত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

গঙ্গা-মাহাত্ম্য

"শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! অবন্তীনাথ দণ্ডীকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, অনন্যোপায় ও হতবুদ্ধি হইয়া বালকের ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া অশ্বিনী মনুষ্যবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, 'স্বামিন্! এরূপ করিতেছ কেন? নারীজাতিই বিপৎকালে ক্রন্দন ও পরিতাপ করিয়া থাকে। রোদন সংবরণ কর, স্থির হও, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা কর। বৃথা সময় নষ্ট করা বিবেকিজনের সমুচিত নহে। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি মদনান্ধ হইয়া সে কথায় কর্ণপাত কর নাই; এখন অবশ্যই স্বীয় কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। রাজন্! তোমার যে দশা, আমারও সেই দশা। আমি কখনই তোমা ব্যতীত জীবনধারণে সমর্থ হইব না, বাঁচিতে ইচ্ছাও করি না; পাপ মরধামের পাপযন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। হায়! মহাতপা ক্রোধমতি দুর্ব্বাসা আমার কি করিলেন! অনাথা অসহায়া অবলা ভাবিয়া কৃপা করিলেন না! স্বর্গবাসী হইয়া আমাকে মরধামে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল! আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? অতএব রাজন্! ঐ

দেখ, শিবশিরোবিহারিণী শোকতাপহারিণী পতিত-পাবনী ত্রিপথগামিনী ভগবতী ভাগীরথীর খরতর পবিত্রতাময় স্রোত প্রবলবেগে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে; দেবীর কৃপায় জীব সাক্ষাৎ নিৰ্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চল, আমরা উহাঁরই সুখময় সুস্নিগ্ধ সলিলে হতপ্রাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সকল যন্ত্রণার অবসান করি। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত বা প্রশস্ত পথ আর দেখিতেছি না। সুরধুনীর কৃপায় এবং উহাঁর প্রভাবে কত শত পাপী, কত শত উপপাপী ও কত শত মহাপাপী পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

'মহারাজ! এই ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবী দেবী সৰ্ব্বতীর্থ-প্রসবিনী। ত্রিভুবনে ইহাঁর সদৃশ তীর্থ আর নাই। ইনি সর্ব্বলোকজননী, ধর্ম্মের দেবতা, সর্ব্বগুণে গুণবতী। যে দেশে গঙ্গা বিরাজ করেন, সে দেশ সুখদ, মোক্ষদ ও ভোগদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তথায় শোকের লেশমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। গঙ্গাতীরে বাসই সুখের বসতি। গঙ্গাতীরে বাস করিলে স্বর্গলাভ, সুখলাভ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ধরাধামে যত তীর্থ বিরাজিত আছে, তৎসমস্তই জাহ্নবীর উদরে অধিষ্ঠিত। ভ্রূণহত্যা, গুরুহত্যা অথবা অন্য কোন মহাপাতক করিয়া যে ব্যক্তি জাহ্নবীসলিলে জীবনবিসর্জ্জন করে, গঙ্গাদেবী, মাতার ন্যায় স্নেহে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। রাজন্! গঙ্গার মহিমাসম্বন্ধে আমি স্বচক্ষে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, অবধান কর।

'মহারাজ! একদা যামিনীযোগে আমি চন্দ্রমাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদীয় মনোহরলোকে গমন করিয়াছিলাম। চন্দ্রলোকে চন্দ্রমাসহ পরমসুখে নিশাবিহার করিয়া প্রভাতে স্বগৃহোদ্দেশে শূন্যপথে প্রস্থান করিলাম। পথিমধ্যে ত্রিলোকপাবনী সর্ব্বজনশোকহারিণী লোকজননী মন্দাকিনী আমার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। চন্দ্রমা দর্শনে সাগরের ন্যায়, দেবীকে দর্শনমাত্র আমার হৃদয় আনন্দভরে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তদীয় পবিত্র সলিলে অবগাহনার্থ আমি নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে একটি শ্যেনপক্ষী ক্ষুদ্রকায় এক চটকশাবককে চঞ্চুপুটে ধারণ পূর্ব্বক যেমন নভোমার্গে সমুত্থিত হইয়াছে, অমনি শাবকটি তাহার চঞ্চুপুট হইতে স্খলিত হইয়া গতাসু অবস্থায় সুরধুনীগর্ভে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই পক্ষীশাবক দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এদিকে বিষ্ণুদূতগণ দিব্য বিমান লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাহাকে সাদর-সম্ভাষণে বিমানারোহণে বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গেলেন। অতএব হে রাজন্! দেবী জাহ্নবীর কৃপায় যে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হয়,

ইহা বিচিত্র নহে। অতএব চল, আমরাও ইহাঁর পবিত্রসলিলে দেহপাত করিয়া সকল বিপদের, সকল দুঃখের এবং সকল যন্ত্রণার অবসান করি। হে রাজন! মৃত্যুকামনা আত্মহত্যার সদৃশ মহাপাপ বলিয়া গণ্য, ইহা আমি জানি; আত্মহত্যা করিলে ঘোরনরকে মগ্ন হইব, তাহাও আমার অবিদিত নাই; হয় ত মৃত্যুকামী হইয়া হরিশর্ম্মা ব্রাহ্মণের ন্যায় আমাকে জীবনান্তে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছি; কিন্তু বুঝিয়াও ধৈর্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইতেছি না।”

“অশ্বিনীর এই কথা শ্রবণমাত্র অবন্তীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘প্রিয়তমে! হরিশর্ম্মার কি দশা ঘটিয়াছিল, শুনিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে।’ তখন অশ্বিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

অশ্বিনী কহিল, ‘রাজন্! পূর্ব্বকালে কর্ণাটনগরে দ্বিজহরি নামে এক মহাতপা ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; হরিশর্ম্মা তাঁহারই একমাত্র পুত্র। দ্বিজহরি সাধ্যমত যত্নে, চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু হরিশর্ম্মা অবাধ্য হইয়া নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইল। কালে পিতামাতার মৃত্যু হইলে হরিশর্ম্মা দস্যুবৃত্তি দ্বারা আত্মপোষণ করিতে লাগিল। তাহার উৎপাতে রাজ্যবাসী প্রজাগণের পীড়নের অবধি রহিল না; অগত্যা কর্ণাটরাজ তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

‘মহারাজ! নানা স্থানে নানা দেশে দারুণ কষ্ট পাইয়া অনাহারে হরিশর্ম্মা দিন দিন ক্ষীণ, মলিন ও কৃশ হইয়া উঠিল। আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া একটি ক্ষুদ্র সরোবরে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিল। সেই পাপে তাহাকে ব্রহ্মদৈত্যরূপে বহুদিন একটি শাল্মলীবৃক্ষে অবস্থিতি করিতে হয়। অতএব হে মহীপতে! আত্মহত্যা করিলে যে, আমাদিগকেও তাদৃশী দুর্গতি-ভোগ করিতে হইবে, তাহা জানিয়াও স্থিরসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মৃত্যু ভিন্ন এখন আর অন্য প্রশস্ত পন্থা দেখিতেছি না। অতএব চল, আমরাও এই পুণ্যময়ী সুরধনীজলে প্রাণত্যাগ করি।’

“অশ্বিনী এই কথা বলিলে অবন্তীনাথ তথাস্তু বলিয়া সাশ্রুনয়নে করপুটে ত্রিপথগামিনী গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন।”

“দণ্ডী কহিলেন, ‘হে দেবি! তুমি অনন্তা, নিষ্কলা, উমা, সীতা, শাশ্বতী, পরমাশক্তি, অমলা, শান্তা, মাহেশ্বরী, নিত্যা, অচিন্ত্যা, কেবলা, শিবাত্মা, পরমাত্মিকা, অনাদি ও অব্যয়া। তোমাকে দর্শন করিয়া অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। সমুদয় জগৎ তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ। দেবি! প্রধানাদি

তোমাতে অবস্থিত ; তোমাতেই লয় পায়। তুমিই পরমা গতি ; কেহ কেহ তোমাকেই পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি কহিয়া থাকেন ; হে শিব-সংশয়ে। আর কতকগুলি পরমাত্মজ্ঞ তোমাকে পরমাত্মা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। তোমাতেই প্রধান, পুরুষ, মহতত্ত্ব, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, অবিদ্যা, অদৃষ্ট, মায়া ও কাল প্রভৃতি শত শত উৎপন্ন হইয়াছে। জন্মবিনাশহীন তোমার প্রাণ নামক রূপকে নমস্কার। হে দেবি! জগদাত্মস্বরূপ, বিভিন্নসংস্থ, প্রকৃতির পরবর্ত্তী, কূটস্থ, অব্যক্ত, তোমারই শরীর যে পুরুষনামক রূপ, তাহাকে নমস্কার করি। সকলের আশ্রয়ভূত, জগৎকারণ, সর্ব্বত্রগামী, জন্মবিনাশহীন, মহত্তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট, পুরুষানুরূপ যে রূপ, তাহাকে নমস্কার করি। দংষ্ট্রা দ্বারা ভীষণ, দেবগণের বন্দনীয়, যুগান্তকালীন অনলসংপ্রেক্ষ্য, অশেষ প্রাণী ও অণ্ডের বিনাশের কারণ যে ত্বদীয় কালনামক রূপ, তাহাকে নমস্কার করি। তোমার শেষনামক রূপ ফণাসহস্র দ্বারা বিরাজমান, প্রধান ভোগীন্দ্রগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান, প্রশস্ত এবং জনার্দ্দন উহার তনুতে অধিরূঢ়, তাহাকে নমস্কার। তোমার যে অব্যাহত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ত্রিনেত্র, ব্রহ্মানন্দ ও অমৃতানন্দরসজ্ঞ অদ্বিতীয় এবং যুগান্তের শেষে স্বর্গে নৃত্যমান রুদ্রনামক রূপ, তাহাকে নমস্কার করি। হে দেবি! তোমার এই শোকবিহীন, বিমল, পবিত্র, সুরাসুরবন্দিতপাদযুগল, বিশ্বের আদিকারণ, পুরাণরূপকে নমস্কার করি।'

"হে রাজন্! অবন্তীনাথ দণ্ডী এই প্রকার জাহ্নবীর স্তব করিয়া প্রাণবিসর্জ্জনার্থ প্রিয়তমা অশ্বিনীসহ ধীরে ধীরে সাশ্রুনয়নে পুণ্যজননী ত্রিলোকতারিণী দেবনদী গঙ্গার পুণ্যময় বিমল সলিলগর্ভে অবতরণ করিলেন।"

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দণ্ডীর আশ্রয়

"শুকদেব কহিলেন, হে পাণ্ডুকুলতিলক! দণ্ডী ও অশ্বিনী উভয়ে জীবনবিসর্জ্জনই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প ভাবিয়া জাহ্নবীগর্ভে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, জননী জহ্নুনন্দিনী স্বীয় সুস্নিগ্ধ বারিশীকরসম্পৃক্ত সুখসেব্য সলিলসহায়ে আব্রহ্মস্তম্ব নিখিল সংসার শীতল, সুস্নিগ্ধ, সুস্থ ও সুখী করিয়া সাক্ষাৎ সৌভাগ্য-সম্পত্তির ন্যায়, মূর্ত্তিমতী মুক্তির ন্যায় ও বিগ্রহের আশ্রয়ের বা আশ্বাসের ন্যায় মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছেন! অহো! জননীর কি

অপার মহিমা ! কি লোকাতিশায়িনী সাধীয়সী সমৃদ্ধি ! ভুবনজননী সুরধুনী জগত্তারিণীর শান্তিময়ী প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বকাল সর্ব্বভূতে সমদর্শিনী। তাঁহার কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই, ঘৃণা নাই, রোষ নাই ও দ্বেষ নাই। কি পঙ্গু, কি খঞ্জ, কি অন্ধ, কি কাণ, কি জড়, কি আতুর, কি গলিত, কি স্খলিত, কি পতিত, কি অপতিত, সকলেই তুল্যভাব বা তুল্যদর্শিনী। মানুষ কি পশু, রাজা কি প্রজা, ধনী কি নির্ধন বলিয়াও কাহারে প্রভেদ বা বিমতিতা নাই। তোমারও যেরূপ, আমারও সেইরূপ কিংবাস কলেরই তদ্রূপ। জননী কত পতন, কত উত্থান, কত জীবন ও কত মরণ দর্শন করিয়াছেন এবং কত বলবান্ কত দুর্ব্বল, কত রাজা কত প্রজা, কত পণ্ডিত, কত মূর্খ, এইরূপ কত কত যে অন্ত-সময়ে অনন্তরূপিণীর অভয়কোলে আশ্রয় লইয়াছে, কে বলিবে ? আবার কত রাজ্য, কত রাজধানী, কত নগর, কত দেশ, কত গ্রাম ও পত্তন এবং কত হয়, কত হস্তী, কত মানব, কত দানব জননীর সুদূরবাহী পবিত্র খরপ্রবাহে প্লাবিত, বাহিত, অধোগত ও বিনাশিত হইয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? কত মহাদেশ, কত মহানগর, কত মহাদ্বীপ, কত দ্বীপ ও কত জনস্থান জননীর আশ্রয়ে রক্ষিত, সংবর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সে কথাও কাহারও বলিবার ক্ষমতা বা অধিকার নাই। এইরূপে জননী পুণ্যের পরম আধার ও পাপের সাক্ষাৎ বিনাশস্বরূপ। জননী দর্শনে, স্পর্শনে, অবগাহনে ও স্মরণে সর্ব্বপ্রকারেই শুভফল প্রদান করেন। ঈদৃশী শুভময়ীর শুভক্রোড় কাহার না প্রার্থনীয় ?

"আনুপূর্ব্বিক সকল আন্দোলন করিতে করিতে রাজা দণ্ডীর অন্তঃকরণে অতিমাত্র নির্ব্বেদসঞ্চার হইল। প্রাণের মায়া তাঁহার অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়া গেল। তাঁহার শরীরের মমতা রহিল না, বিষয়বাসনা রহিল না, আর তাঁহার বিভবে স্পৃহাও রহিল না। ফলতঃ রাজ্যে, রাজপদে, প্রভুত্বে, ঐশ্বর্য্যে, কিছুমাত্র অভিলাষ, বাসনা বা অপেক্ষা রহিল না ; ইহাই স্থানমাহাত্ম্য সন্দেহ নাই। হে ভারত ! দণ্ডীরাজ তৎক্ষণে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণয়িনী তুরগীর সহিত প্রাণবিসর্জ্জনে সমুদ্যত হইয়া, ভগবতী হরিপদবিহারিণীর যথাবিধি পূজাবিধি-সমাপনান্তে তদীয় সুবিমল পবিত্রজলে অবতরণ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতরবাক্যে ম্লানমুখে বলিতে লাগিলেন, 'মাতঃ ! আমি পাপে-তাপে একান্ত জর্জ্জরিত, রোগে-শোকে নিতান্ত নিপীড়িত, মোহে-ব্যামোহে পরিতাড়িত ও দুঃখে-ক্লেশে প্রব্যথিত হইয়া, শান্তিপ্রাপ্তি কামনায় তোমার সুস্নিগ্ধ সুবিমল সুখময় সুপবিত্রজলে তাপিত জীবন পরিত্যাগ করিতেছি ;

কৃপাকটাক্ষনিক্ষেপপুরঃসর পরিগ্রহ করিয়া আশ্রয়দানে আমারে সুখী ও স্বস্থ কর। সুখী ও স্বস্থ করাই তোমার প্রকৃতি। জননি! দুঃসহ ভবরোগ অদ্যাবধি আমাকে যে ভূরি ভূরি সন্তাপ প্রদান করিয়াছে, তোমার কৃপায় এত দিনে তাহা প্রশমিত হউক। জননি! অবোধ কুসন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখিও।'

"শুকদেব বলিলেন, অবন্তীরাজ এইরূপ বলিয়া স্বয়ং যথা-বিধানে স্নান-সমাপনান্তে সহচারিণী ঘোটকীরেও তদনুরূপ বিধানে স্নান করাইয়া দিলেন। তৎপরে জীবনবিসর্জ্জনকামনায় আকণ্ঠ জলমগ্ন করিলে, সমন্তাৎ তৎস্থলী লোকে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। সন্নিহিত নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই অত্যদ্ভুত ঘটনা দর্শনার্থ কৌতূহলপরবশ হইয়া তথায় সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে জাহ্নবীর সেই সুবিশাল তটভূমি নিরবকাশ হইয়া উঠিল। নভোমার্গে দেবগণ ও অন্যান্য বিমানচারী সকলেই উপস্থিত হইলেন।

"মহারাজ! বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। বাসুদেবের প্রিয়ভগিনী ও অর্জ্জুনের প্রিয়তমা মহিষী পরমভদ্রা সুভদ্রা দৈবযোগে সেদিন তথায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা দর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয়ে করুণার সঞ্চার হওয়াতে তিনি রমণীস্বভাব নিবন্ধন নিতান্ত অসহমান হইয়া দণ্ডীরাজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত সম্যক্ শ্রবণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর না ভাবিয়াই, তাঁহারে অভয় ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'রাজন্! আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন্, আমি স্বীয় প্রাণ দিয়াও আপনার প্রাণ রক্ষা করিব। আপনি মৃত্যুসংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে আসুন্। আমি আপনার বিপক্ষ বাসুদেবের ভগিনী; নাম সুভদ্রা। আমাকে আপনি বিশ্বাস করিতে না পারেন, কিন্তু বিভীষণের দৃষ্টান্ত স্মরণ করুণ; বিপক্ষপক্ষ হইলেই অসার, অবিশ্বাসী ও অহিতকারী হয় না।'

এই কথা শ্রবণমাত্র দণ্ডীর হৃদয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। তখন তিনি মৃত্যুসংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুভদ্রার অনুগামী হইলেন। পরমভদ্রা সুভদ্রা তাঁহাকে আপন গৃহে আনয়নপূর্ব্বক পরম সমাদরে ও যত্নে বাসস্থান দিয়া, তদীয় রক্ষাবিধির যথাবিধি উপায় চিন্তা করিয়া ধনঞ্জয়ের শরণার্থিনী হইলেন। পার্থ সবিশেষ সকলবিষয় অবগত হইয়া বজ্রাহতবৎ চকিত, কশাহতবৎ উত্তেজিত ও সর্পাহতবৎ বিভ্রান্ত হইয়া সক্রোধে, সাভিমানে ও সবিমর্ষ বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এ কি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ? মহাবিক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ, দণ্ডীর দণ্ড-বিধানার্থ আমারই সহিত মন্ত্রণা করিয়া সম্প্রতি নগরে নগরে, দেশে দেশে, গ্রামে

গ্রামে তাহার অন্বেষণার্থ শত শত চর প্রেরণ করিয়াছেন। আমিও তাহাদের মধ্যে একজন, জানিবে। ধিক্ স্ত্রীত্ব! ধিক্ তোমার তুল্য স্বাধীন পত্নী! যাও, আমা হইতে কোন উপকারের আশা করিও না।'

পরমকল্যাণময়ী দয়াবতী সুভদ্রা অর্জ্জুনের এই কথায় অপ্রতিভ হইলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে একটিমাত্রও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কিছু না বলিয়া মৃদুপদে তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক একবারে মহাতেজা বৃকোদরের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার নিকট সবিনয়ে যথাযথ নিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আপনি তত্ত্বশাস্ত্রে যার পর নাই বিচক্ষণ; সুতরাং সংসারের দাস নহেন এবং তজ্জন্য সাধারণের ন্যায় আপনার মতি-গতিও বিচলিত বা বিপরীত হয় না। এই কারণেই আমি আপনার শরণগ্রহণ করিলাম। প্রতিশ্রুতপালনে অক্ষম হইলে, আমি আপনারই সম্মুখে এই মুহূর্তেই প্রাণবিসর্জ্জন করিব! অবন্তীরাজ দণ্ডী আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন কি না, বলুন্; আপনার আশাই আমার শেষ আশা।'

"বৃকোদর কহিলেন, 'কল্যাণি! তুমি কি জান না, বাসুদেব আমাদের আত্মাস্বরূপ? অতএব প্রথমে আমাদিগকে জানাইয়া দণ্ডীকে আশ্রয় দেওয়াই উচিত ছিল। তুমি অবলা জাতি; কিসে কি হয়, বুঝিতে পার না; এই কারণেই উপস্থিত কার্য্যে স্বাধীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। পতির অনুমতি লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই স্ত্রীজাতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; পতির অভাবে পুত্র বা পিতার অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক্, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন ঘোরতর মহাপাপ-মধ্যে পরিগণিত। আমি সেই মহাপাপের প্রশ্রয় দিতে কখনও কোনপ্রকারেই উৎসাহী বা অভিলাষী নহি। প্রতিজ্ঞারক্ষণই আমার স্বভাব; শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন; অধুনাও এই কার্য্যে নিশ্চয়ই সেইরূপ স্নেহ করিবেন। অতএব দণ্ডীরাজ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। তুমি সুস্থ হও এবং গৃহে প্রতিগমন কর। সতর্ক করিয়া দিতেছি, ভবিষ্যতে যেন আর কদাচ এ প্রকার অবিবেচনার কাজ করিও না; অর্জ্জুনের নিকটে গিয়া আমার কথা জানাইও।'

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

আত্মীয়বিরোধ অনুচিত

"বাদরায়ণ বলিলেন, 'হে ভারত! মহাবল মহামনা ভীমসেন সুভদ্রাকে বিদায় দিয়া, তৎক্ষণাৎ দণ্ডীকে আহ্বানপূর্ব্বক তথায় আনাইয়া সাদর-সম্বোধনে কহিলেক, 'প্রজানাথ! মঙ্গল ত? অনেক দিনের পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহা হউক্, নিজগৃহ বিবেচনা করিয়া এখানে অবিশঙ্কহৃদয়ে অবস্থিতি করুন্।' বৃকোদরের আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া দণ্ডী বিনয়-গর্ভবাক্যে উত্তর করিলেন, 'মহামতে! আপনার তুল্য উদারচরিত উদারাশয় মহাত্মবৃন্দের এইরূপ অপকট আত্মীয়তাসহকৃত কুটুম্বভাব অভিনব, বিস্ময়কর বা আশ্চর্য্য নহে। ঈশ্বরের নিকট কামনা করি, লোকের যেন জন্ম জন্ম এই প্রকার আত্মীয়তা সংঘটিত হয়, এইরূপ মহান্ সংযোগ ঘটে এবং এইরূপ সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ফলতঃ আপনার তুল্য সাধুসংসর্গ সংসারের অন্যতম সুখ। অতএব আজি আমি অতুলনীয় সুখ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলাম।'

"মহাযোগী শুকদেব বলিলেন, উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের দূত উপস্থিত হইয়া করযোড়ে ভীমকে নিবেদন করিল, 'হে বীর! প্রভুর আদেশ, এখনই তথায় উপস্থিত হইতে হইবে।' মহাবল ভীম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবন্তীরাজকে প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত ও তথায় অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া, যুধিষ্ঠিরসকাশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পরমস্নেহময়ী জননী কুন্তী যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রচতুষ্টয়ে সংবেষ্টিত হইয়া, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেন্দ্রবেষ্টিতা ভগবতীর ন্যায়, সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারবেষ্টিতা হংসেশ্বরীর ন্যায় এবং ঋক্-যজুঃ সামাথর্ব্ববেষ্টিতা বেদমাতার ন্যায় মহার্হ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বোধ হইতেছে, স্বয়ং শান্তিদেবী যেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সহিত তথায় বিরাজ করিতেছেন; অথবা নীতি যেন বিনয়, সৌজন্য, শিষ্টভাব ও সৌশীল্য এই গুণ-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান হইতেছেন। মহাবুদ্ধি বৃকোদর তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ আনন্দবিগ্রহের ন্যায় অভ্যুদিত হইলেন। হে ভারত! সংসারে যেরূপ পঞ্চভূত আর প্রকৃতি, কুরুকুলে সেইরূপ পঞ্চ ভ্রাতা আর কুন্তী। এ প্রকার সুখের, শান্তির, সৌভাগ্যের ও ধর্ম্মের সংসার সুরপুরেও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পঞ্চ ভ্রাতা শরীরমাত্রে পৃথক্; কিন্তু একচিত্ত, একহৃদয়, একাত্মা, একপ্রাণ,

একভাব, এককর্ম্মা, একাশয়, একগতি ও একমতি। নকুল ও সহদেব ভিন্নোদর হইলেও আচার ব্যবহার ভাব-ভক্তি, মতি-গতি, রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্র সমস্ত বিষয়েই একতানিবন্ধন সহোদর অপেক্ষাও সমধিক সৌভ্রাত্র ও অকপট আত্মীয়তা-সম্পন্ন। উহাঁদিগকে সহোদর ব্যতীত ভিন্নোদর বলিয়া সহসা বা সহজে অনুধাবন করা অতি দুরূহ। যেখানে পরস্পর অকপট বিশ্বাসসহকৃত প্রগাঢ় প্রণয়, সেই স্থানেই একভাব এবং যেস্থানে একতা, তথায়ই সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি ও সর্ব্বাবয়ব সৌভাগ্য বিরাজ করিয়া থাকে। বিধাতা ইহাই প্রদর্শনার্থ সুকৌশলে সপ্রযত্নে যেন তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

"মহারাজ! স্বভাবতঃ বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানদর্শী ব্যক্তিবৃন্দ অসাধারণ বুদ্ধিবলে উদ্দেশেই সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আহ্বান করিবামাত্রই মহামতি ভীমসেন তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছিলেন যে, দণ্ডীরাজের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। এই কারণে তিনি সবিশেষ অবহিত হইয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কেহই বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনাদিতে কোন অংশেই ন্যূন বা খর্ব্বীভূত নহেন। সকলেই যথাযথ প্রস্তাব যথাযথ মীমাংসা ও যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ এবং সকলেই প্রত্যুৎপন্নমতি ও উপস্থিত প্রতিবক্তা। মহামতি বৃকোদর উপস্থিত হইলে, অর্জ্জুনাদি তিন ভ্রাতা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সবিনয় সভাজন এবং স্বয়ং যুধিষ্ঠির সস্নেহে মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক হৃদয়ের সহিত ও প্রাণের সহিত যথাযথ আশীঃ-প্রয়োগ করিলেন। মহাভাগা দেবী কুন্তীও সেইরূপে অন্তরের সহিত শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া পরম স্নেহাস্পদ পুত্র বৃকোদরের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বর্দ্ধিত ও সৌভাগ্যসমৃদ্ধি সমুদ্ভাবিত করিলেন। তখন ভীমসেন সর্ব্বাগ্রে ভক্তিভরে জননীর চরণবন্দন, পরে জ্যেষ্ঠবন্দন, তৎপরে কনিষ্ঠগণকে সংবর্দ্ধিত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট পবিত্র আসনে একচিত্তে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় সমাসীন হইলেন।

"বৃকোদর যথাসুখে আসন পরিগ্রহ করিলে পরমবুদ্ধিমতী মহাভাগা পাণ্ডবজননী কুন্তিভোজকুমারী সতী-শিরোমণি কুন্তী যুধিষ্ঠিরাদির সম্মুখে প্রীতিবিকসিত হসিতনেত্রে মৃদুমধুর অভীষ্টবচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'বৎস ভীমসেন! সংসারে নারীজাতির যতপ্রকার সুখসৌভাগ্য আছে, তন্মধ্যে সৎপুত্র-সৌভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ, অবলা জাতির ন্যায়, অধম জীব সংসারে আর নাই। ইহাদিগকে চিরজীবন অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়; হস্তপদ থাকিতেও বিধি ইহাদিগকে যেন পঙ্গুপ্রায় করিয়া রাখিয়াছেন।

কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া ইহারা কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ নহে, তাহাতে ইহাদের অধিকারও নাই। ইহাই নারীজাতির সাক্ষাৎ অধমতা। এইজন্য তাহারা চিরদিন অশান্তিতে অস্বস্থভাবে অসুখেই অতিবাহিত করে। একমাত্র সৎপুত্রের প্রসব দ্বারাই সেই অসুখের কথঞ্চিৎ নিরাকরণ ও পরিহার হইয়া থাকে। পুত্রকে দর্শন করিলে, তাহাকে ক্রোড়ে লইলে ও আলিঙ্গন করিলে এবং লোকমুখে তাহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিলে মনে যে সুখ, যে প্রীতি ও যে আনন্দ জন্মে, তাহার তুলনায় ঐরূপ অসুখ নগণ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। সৌভাগ্যবশে ও জন্মার্জ্জিত সুকৃতবলে আমি তোমাদের ন্যায় সৎপুত্রের মাতা হইয়াছি। তোমরা আমার অন্ধের যষ্টি, রোগের ঔষধ, সন্তাপে শীতলক্রিয়া এবং বিকারে প্রকৃতিযোগ। তোমাদিগকে লাভ করিয়া, তোমাদের মুখচন্দ্রমা দেখিয়া, আমি মহারাজ পাণ্ডুর দুঃসহ শোকও বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব জন্ম জন্ম যেন তোমাদের ন্যায় সৎপুত্র প্রসব করি এবং আমায় ন্যায় অন্যান্য নারীও যেন সংসারে এই প্রকার সৎপুত্রের জননী হইয়া সুখের, আনন্দের ও শান্তির মুখ দেখিতে পায়।

'হে তাত! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই দুর্গম ইহ-সংসারের সার। তোমরা সকলেই এই চতুর্ব্বর্গের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া থাক। এই কারণেই তোমরা সকলের শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছ। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। তোমরা নিরন্তর জয়শালী। আবার, যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রেম ইত্যাদি পারমার্থিক ভাব-সমূহ শোভা পায়! তোমাদের তাহাতেও অভাব নাই; বরং অতিরেকই আছে। বস্তুতঃ তোমাদের ন্যায় পিতৃ-মাতৃভক্ত, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, সদনুষ্ঠানে অনুরাগী ও পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপে প্রেমপূর্ণ পুত্র জগৎসংসারে অতি দুর্লভ। আজি আমি তোমাদের জননীভক্তিকেই প্রমাণ করিয়া, যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ কর। ইহা নিশ্চিত অবগত হইও, জননী কদাচ বিষ প্রদান করেন না। বিষ দিলেও তাহা বিষ নহে, অমৃত বলিয়া পরিগণিত হয়। বস্তুতঃ ইহাই ভাবিয়া, তাহা গ্রহণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য। উহা গ্রহণ করিলে, কল্যাণ ব্যতীত কদাচ অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে কালবিশেষে বিষও অমৃতে, আবার অমৃতও বিষে পরিণত হইয়া থাকে; অমঙ্গল হইতেও মঙ্গল ও মঙ্গল হইতেও অমঙ্গলের উদয় হয়। ইহাই চিন্তা করিয়া যাহা বলিব, তাহা অহিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবে। উহাতে নিশ্চয়ই তোমরা মঙ্গলভাজন হইবে, সন্দেহ নাই।'

"স্নেহময়ী কুন্তীদেবী এইরূপ হেতুগর্ভ, যুক্তিসঙ্গত ও অর্থসম্পন্ন উদারবাক্য প্রয়োগ করিলে মহামতি, উদারহৃদয় ও মাতৃভক্তিপরায়ণ বৃকোদর পরমপ্রীতিপূর্ণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্নহৃদয়ে অকপট ভক্তিসহকারে তাহা আকাশবাণীর ন্যায়, বেদবাণীর ন্যায় ও অভীষ্ট বরসম্পদের ন্যায় পরিগ্রহ করিয়া তৎকালোচিত প্রিয়মধুর হৃদয়গ্রাহী বাক্যে উত্তর করিলেন, 'জননি! কেবল গর্ভে ধারণ পোষণ করিলেই জননী বলা যায় না। তাহা হইলে পশুপক্ষ্যাদি ইতরজন্তুর জননীর সহিত মনুষ্যজননীর কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। যিনি স্তনদানসহিত বুদ্ধিদান, জ্ঞানদান ও বিবেকশক্তিবিধান করিয়া পিতার ন্যায় পালন ও ধরিত্রীর ন্যায় ধারণ করেন এবং যাঁহার সদ্দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া পুত্রের ভাবী জীবন উত্তরোত্তর সুখময় হইয়া থাকে, তিনিই প্রকৃত জননীপদবাচ্য। সৌভাগ্যবশে আমরা আপনাকে তাদৃশী জননী পাইয়াছি; সৌভাগ্যবশেই আপনার পবিত্র গর্ভে আমাদের জন্ম হইয়াছে; জন্ম জন্ম যেন আমাদের ভাগ্যে এইরূপ জননীলাভ হয়। অধিক কি বলিব, আপনিই আমাদের পিতা ও মাতা। কারণ, অতি শৈশবসময়েই আমাদের পিতৃবিয়োগ হয়; আপনি তদবধি পিতৃ-নির্ব্বিশেষ স্নেহ ও যত্নে আমাদিগকে লালন-পালন করিয়াছেন। আপনার পালনগুণে আমরা পিতা পাণ্ডুকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। আপনার কথা না শুনিবে, এমন পাষণ্ড, এমন পশু, বোধ হয়, আমাদের মধ্যে কেহই নাই। যে না শুনিবে, সে আমার আত্মা হইলেও অবশ্য বধ্য। অতএব আপনি যাহা ইচ্ছা, অনুমতি করুন্। আপনার আদেশ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। এই যুধিষ্ঠির মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, এই অর্জ্জুন প্রত্যক্ষ ক্ষত্রতেজ এবং এই যমজ নকুল সহদেব সাক্ষাৎ প্রতাপ। আপনি এই লোকপালবিশেষ মহাত্মগণের জননী, আপনার কিসের অভাব?'

"পুত্রবৎসলা কুন্তী প্রিয়পুত্র বৃকোদরের এই সারগর্ভ উদারবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন, 'তাত! ভাল হউক্ মন্দ হউক্, কার্য্য করিবার অগ্রে তাহার পরিণাম-চিন্তা করা উচিত। বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে ভবিষ্যতে পরিতাপ বা অনুতাপ করিতে হয়, তাহা ভাল হইলেও মন্দ। দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া তোমার ভাল কাজ হয় নাই। সুভদ্রা নারীজাতি, না বুঝিয়া নারীর কথায় প্রতিশ্রুত হওয়া পুরুষোচিত কার্য্য হয় নাই। প্রসিদ্ধ আছে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। সত্য বটে, আশ্রিতজনের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; সত্য বটে, প্রতিজ্ঞা রক্ষণ করা লোকমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম; কিন্তু বিবেচনা করিয়া ঐ সমস্তে

প্রবৃত্ত হওয়াও আবার পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ যিনি সখা, সহায়, নিরন্তর প্রাণপণে হিতকারী, চিরকালের আশ্রয় ও একমাত্র গতি এবং এই সমস্ত হেতুতে যিনি প্রাণ অপেক্ষাও আত্মীয় ও প্রীতিপাত্র, হৃদয় অপেক্ষাও বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ এবং আত্মা অপেক্ষাও প্রিয় ও প্রার্থনীয়, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত সর্ব্বথা প্রণয় রাখাও আবার সর্ব্বোতোভাবে প্রতিপাল্য ও পরমধর্ম্ম। তাত! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের তাদৃশ ব্যক্তি। আমরা বরং আত্মার সহিত ও প্রাণের সহিত বিবাদ করিতে পারি, তথাপি কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও সাহস হয় না। তুমিও বহুবার কতজনকে এই বিষয়সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছ, কত শত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তবে অদ্য কেন তাহার বিপরীত কার্য্য করিলে? কিংবা ঋষিরও ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমিও সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছ। লোকে সকল সময় সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, ভ্রান্তি নিশ্চয়ই আত্মার ন্যায় সর্ব্বশরীরে বিদ্যমান আছে; তোমারও তাহাই ঘটিয়াছে। এই হেতুই আমরা উপদেশ প্রদান করিতেছি।

'মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, গুরুতর বিষয়মাত্রই পরামর্শসাপেক্ষ। একাকী কোন বিষয়েরই মন্ত্রণা করিবে না। কারণ, কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে। এই হেতু আত্মীয়ের পরামর্শ ও উপদেশ অবশ্য গ্রহণীয়। আমাদের অপেক্ষা তোমার আত্মীয় কেহ নাই; অতএব পরামর্শ দিতেছি, তুমি দণ্ডীকে পরিত্যাগ কর; না হয়, কৃষ্ণের হস্তে অশ্বিনী সমর্পণ কর। ইহার অন্যেতর আশ্রয় না করিলে মহাপ্রলয় ঘটিবে, সংশয় নাই। তুমি বুদ্ধিমান্, নীতিবিচক্ষণ ও ধর্ম্মশীল; সুতরাং তোমাকে এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতেছি, আত্মীয়ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না! প্রসিদ্ধি আছে, লঙ্কাধিপতি দশানন পরমাত্মীয় বিভীষণের সহিত বিবাদ করিয়া সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার ভ্রান্তিদোষে আমরাও যেন সেরূপ বিপদে পতিত না হই! অত্মীয়বিরোধ সর্ব্বথাই অনুচিত'।"

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিবে

"বাদরায়ণি বলিলেন, মহাভাগা কুন্তী সতী এই প্রকার বাগ্বিন্যাসপুরঃসর মৌনাবলম্বন করিলে, মহামতি বৃকোদর সবিশেষ বিচার সহকারে যথাযথ বিনির্ণয় করিয়া, অর্থগৌরবগুম্ফিত তৎকালোচিত মধুরবচনে বলিলেন, 'জননি!

পুত্রের প্রতি ভবাদৃশী মহাবুদ্ধিমতী জননীর যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহাই করিলেন। অতএব আপনার এই আজ্ঞা ও উপদেশ সর্ব্বতোভাবে আমার শিরোধার্য্য। বলিতে কি, আমি কদাচ আপনার আজ্ঞা বা উপদেশ লঙ্ঘন করি নাই, আজিও লঙ্ঘন করিতে কোনক্রমেই ইচ্ছা করি না। তবে আমি যে কারণে বা যে উদ্দেশে দণ্ডীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি, তাহা অবধান করুন্। কারণ না জানিয়া কথা কহিলে স্বয়ং সুরগুরুও অপ্রতিভ হইয়া থাকেন। অপনারাও যেন সেরূপ না হন।

'শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিবে। কাহাকে বাক্যদাতা হইয়া সেই বাক্য রক্ষা না করাই মৃত্যু। আপনার প্রাণ দিয়াও পরের উপকার করিতে চেষ্টা করিবে। শ্রীকৃষ্ণও গুণের পক্ষপাতী; তিনি দোষের একান্ত বিদ্বেষী। তিনি কদাচ শরণাগতত্যাগরূপ ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠানে আমাকে প্রবর্ত্তিত বা সম্মতি দান করিবেন না। তৎসদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধবুদ্ধ মহান্ বিজ্ঞপুরুষ সংসারে নাই। অধিকন্তু তিনি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ও আত্মীয় এবং আমরাও তাঁহার তদনুরূপ। লোকে সত্যই বলিয়া থাকে, পাণ্ডবে ও যাদবে কোন পার্থক্য নাই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অপেক্ষা তাঁহার আত্মীয়, শরণাগত, অনুগত ও তজ্জন্য অবশ্য প্রতিপাল্যও কেহই দৃষ্ট হয় না। এই সকল নানা কারণে তিনি যখন আমাদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তখন আমাদের অনুরোধে সামান্য অশ্বিনীকেও ত্যাগ করিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমার ইহাও বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে, সুভদ্রা পরমকল্যাণীয়া; তিনি কৃষ্ণের পরমপ্রীতিপাত্রী; নিশ্চয়ই তাঁহার কথা রক্ষা হইবে। আমি এই সমস্ত ও অন্যরূপ নানা চিন্তা করিয়া, আপনাদের অপেক্ষা না রাখিয়া, দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে পারি কি না, আপনারাই আদেশ করুন্।'

"ধর্ম্মনন্দন বলিলেন, 'ভাই। যাহা বলিলে, সত্য; কিন্তু বাসুদেবের সহিত আমাদের যেরূপ আত্মীয়তা, তাহাতে অবন্তীরাজ অশ্বিনী না দিয়া যেন আমাদের বিপক্ষাচরণ করিয়াছেন, এই প্রকার জ্ঞান করা আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আমি যতদূর জানি, তাহাতে যদুনাথের দেহে ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবে। ঈদৃশী অবস্থায় নরপতি দণ্ডীকে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ বলাও অসম্ভব।'

"মহামতি বৃকোদর কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ। ভাল, স্বীকার করিলাম, অবন্তীরাজ, বাসুদেবের বিপক্ষতাচরণ করিয়া আমাদেরও বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন। কারণ, বাসুদেবে ও পাণ্ডবে কোন বিশেষ নাই; কিন্তু ঈদৃশী

অবস্থায় ইহাও অবশ্য বিবেখনা করা যাইতে পারে যে, দণ্ডী যখন আমাদের শরণাগত হইয়াছেন, তখন বাসুদেবেরও শরণ লওয়া হইয়াছে। দণ্ডী প্রকৃত-পক্ষে তাহাই করিয়াছেন। অপরাধীকে ক্ষমা করাই তাহার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। সে যদি আবার স্বয়ং আসিয়া শরণ গ্রহণ করে, শতবার ক্ষমার উপযুক্ত। ইহা ভগবান্ কৃষ্ণের ন্যায় পুরুষোত্তমদিগের গুণ ও মত; তাহা আপনাকে বলা বাহুল্যমাত্র। আমি এই প্রকারে আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিয়াই দণ্ডীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি।'

"ধর্ম্মরাজ বলিলেন, 'ভাই! ভালই করিয়াছ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের অপেক্ষা সকল বিষয়ই অধিক এবং সম্যক্‌রূপ বুঝিতে সক্ষম, তখন দণ্ডীকে আশ্রয় দিবার অগ্রে স্বয়ং যাইয়া বা লোক পাঠাইয়া এবিষয়ে তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত ছিল কি না, তাহা তুমিই বিবেচনা কর। অন্ততঃ আমাদের সহিত মন্ত্রণা করাও উচিত ছিল। পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতে হয়; তুমি বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্, নীতিজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী; তোমাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন'।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কুন্তী-মদন-সংবাদ

"বাদরায়ণি বলিলেন, হে ভারত! যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমস্নেহাস্পদ পুত্র রুক্মিণীনন্দন কামদেব পিতার আজ্ঞানুসারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। বাসুদেবে ও কৃষ্ণে কোনরূপ পার্থক্য নাই; সুতরাং মদন নিজগৃহের ন্যায় অবারিত ও অপ্রতিহত হইয়া পাণ্ডবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। বিশেষ, কামদেব আকারে প্রকারে, শক্তি-সামর্থ্যে, গুণে মানে সর্ব্বাংশেই শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ। তাঁহাকে দর্শমাত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। তদীয় স্বভাবসিদ্ধ রূপের একে সীমা নাই, তদুপরি বিম্বের অনুরূপ প্রতিবিম্বের ন্যায়, সর্ব্বথা পিতৃদেবের তুল্য হওয়াতে তিনি কৃষ্ণ অপেক্ষাও সর্ব্বজনের প্রীতিপাত্র ও যার পর নাই প্রিয়দর্শন। সংসারে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ বস্তু প্রায় দৃষ্ট হয় না! যাহার রূপ আছে, তাহার গুণ নাই; আবার যাহার গুণ আছে, তাহার হয় ত রূপ নাই; আবার রূপও আছে, গুণও আছে, কিন্তু তাদৃশ গুণের হয় ত সেরূপ সমবায় বা

মধুরতা নাই। ভস্মানুলিপ্ত হইলেই যোগী হয় না, বস্ত্রত্যাগ করিয়া বিবসন হইলেই পরমহংস হয় না, বা কাঞ্চনাদির ন্যায় উজ্জ্বলতাদিসম্পন্ন হইলেই রূপবান্ বলা যায় না, ইহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। চন্দ্র এক, দুই নহে; কিন্তু পৌর্ণমাসীচন্দ্রমাই সকলের চিত্ত হরণ করে কেন? রুক্মিণীকুমার কামদেব রূপে সেই পূর্ণিমার চন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক দীপ্তিশীল; এই কারণে সকলেরই সমান প্রীতিভাজন। তিনি মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করের ন্যায় যেমন তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, পূর্ণিমার চন্দ্রমার ন্যায় সেইরূপ সৌম্যস্বভাব। তিনি ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় যেমন তেজস্বী, সুশীতল বিমলবারির ন্যায় সেইরূপ শীতল; তিনি পিতৃগুণে যেমন সকলেরই রক্ষক, মাতৃগুণে সেইরূপ সকলেরই ধারক। তদীয় অমলকমল-বিনিন্দিত মুখমণ্ডল প্রাতঃকুসুমের ন্যায় বিকসিত, পৌর্ণমাসীগগনতলের ন্যায় বিচিত্র শোভাময়, বসন্তকালের ন্যায় অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যবিশিষ্ট এবং বিশ্বাস, আর্জ্জব, স্নিগ্ধতা ও সর্ব্বলোকানুগ্রহতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিমল দর্পণ-স্বরূপ। তাঁহার নীলনয়নদ্বয় সমুজ্জ্বল, সমুৎফুল্ল, সুশুভ্র, সুবিমল, সুস্নিগ্ধ, সুকুমার ও সরলতা-পূর্ণ। দর্শনমাত্র পরমাত্মীয়ের ন্যায়, আত্মদান করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি পুরুষকুলের আদর্শ, সদ্‌গুণাবলীর দৃষ্টান্ত এবং বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির মূর্ত্তিমান্ নিদর্শন। তাঁহাকে নেত্রগোচর করিলে অন্তর প্রফুল্ল হয়, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অন্তর প্রফুল্ল হয়, তাঁহার সহবাস করিলে অন্তর প্রফুল্ল হয়, তাঁহার বিষয় কথোপকথন করিতেও হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই তিনি কামদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি পিতা মাতা উভয়েরই তুল্য প্রীতিপাত্র, শত্রু মিত্র সকলেরই হর্ষবিবর্দ্ধন, নর-নারী উভয়জাতিরই চিত্তহরণ ও নয়নলোভন, আত্মীয় পর সকলেরই হর্ষপ্রদ এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিলোকেরই মন-প্রাণের প্রীতি উদ্বহন করেন। এই জন্যই তিনি কামদেব নামে প্রথিত হইয়াছেন।

"হে ভারত! যেখানে গুণ, সেই স্থলেই গুণের সমাদর হইয়া থাকে। জল জলেই আসিয়া মিশ্রিত হয়। পাণ্ডববন্ধু স্বভাবতঃ গুণসম্পন্ন; সুতরাং এতাদৃশ অশেষবিধ গুণসম্পন্ন কৃষ্ণকুমার মদনকে নিরীক্ষণ করিয়া, সূর্য্যোপরি দর্শনে পদ্মের ন্যায় পরম প্রফুল্ল এবং চন্দ্রমা দর্শনে সাগরের ন্যায় সাতিশয় সমুচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িলেন। অবলাজাতি স্বভাবতঃ মৃদু-প্রকৃতি। অল্পেই দ্রবীভূত হওয়া মৃদুতার চিহ্ন। নবনীত অতি কোমল, এইজন্য সহজেই দ্রবভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। কুন্তী সতীও এই জন্যই পুত্রগণ অপেক্ষাও অধিকতর উল্লাসে অধিকতর আনন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মদনকে

প্রীতিভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ মস্তক আঘ্রাণ ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আপতিত চিত্তবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণপূর্ব্বক তিনি অকপট-স্নেহ-কোমল পরমপ্রীতবচনে কামদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস! ভদ্র! তোমার মঙ্গল ত? আকাশ যেমন চন্দ্রমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ তোমার ভাগ্যবতী জননী ত্বৎসদৃশ সৎ-পুত্রকে উদরে ধারণ করিয়াছেন; যিনি মূর্ত্তিমতী কমলা বলিয়া সর্ব্বলোকে প্রথিত ও পরিপূজিত, সেই দেবী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরঞ্জিনী ও তদীয় মহিষীগণের মধ্যে, তারা-মণ্ডলে চন্দ্ররেখার ন্যায়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরববতী। ত্বদীয় সার্থক-গর্ভধারিণী সেই রুক্মিণীদেবীর মঙ্গল ত? তোমার পিতা ত্রিভুবনের পিতা ও রক্ষাকর্ত্তা; তিনি স্বয়ং পূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ বাসুদেব; তিনি মঙ্গলেরও মঙ্গল-বিধাতা ও সকল মঙ্গলের একমাত্র নিয়ন্তা! তাঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে, মনন করিলে, তদীয় নাম কীর্ত্তন করিলে ও শ্রবণ করিলে, যখন সর্ব্ববিধ কল্যাণলাভ করিতে পারা যায়, তখন তাঁহার মঙ্গল বা কল্যাণবার্ত্তা আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তথাপি আমরা মানুষ, সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ মোহাবৃত; এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনিও অবিদ্যাবশে মনুষ্যবেশে স্বীয় স্বরূপ প্রতিচ্ছন্ন করিয়া; প্রাকৃতজনের ন্যায়, মরধামে বিচরণ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজীবেরই পরম আত্মীয় ও প্রীতিপাত্র আত্মা হইলেও, আমাদের সহিত গুরুতর সম্বন্ধ-বন্ধনে মায়াবশে সংবদ্ধ হইয়াছেন। এই হেতু আমাদের চিত্ত স্বভাবতই তদীয় মঙ্গল-কামনায় ধাবমান হয়। এইপ্রকার চাপল্যই মনুষ্যের স্বভাব। এই কারণে কাতর হইয়া, তোমাদের পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, ত্বদীয় পিতৃদেব আদিদেব সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ত সর্ব্বথা মঙ্গলসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছেন? আহা! ধরিত্রীদেবীর সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। যিনি দেব নর সকলেরই আরাধ্য, সেই দেবদেব ভগবান্ হরি নিজ ধাম ত্যাগ করিয়া, পরমপবিত্র পদার্পণ দ্বারা এই পাপ-ধরণীর পরিতাপ-বিদূরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠনগরী তদীয় চরণ-কমলের পরাগস্পর্শ-বিচ্ছেদে অধুনা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আহা! আমি ও মদীয় এই তনয়গণও ধন্য ও সৌভাগ্যশালী! কারণ, যদিও তিনি সকলেরই, এই হেতু কাহারও প্রতি যদিও তদীয় পক্ষপাতের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু আমাদের প্রতি তিনি বিশেষ প্রীতিমান্ ও করুণাপরায়ণ। মদীয় পুত্রগণ যেমন তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, তিনিও সেইরূপ ইহাঁদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও যেন পরিজ্ঞাত নহেন। যিনি দেববৃন্দের দেবতা, তাঁহার সহিত মানুষ—অধম

মানুষ আমাদের এইরূপ আত্মীয়তা বা একপ্রাণতা পরম ভাগ্যের, পরম পুণ্যের ও পরম তপশ্চরণের ফল, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। আহা! ইহা মনে করিলেও আত্মা বিকসিত হয় এবং শরীরের ভিতর, প্রাণের ভিতর ও অন্তরের ভিতরও যেন সুধার বা ততোধিক অন্য কোন প্রীতিময় ও প্রাণময় বস্তুর সঞ্চার হইতে থাকে। বিলক্ষণ জানিলাম, সংসারে কুরুবংশই ধন্য! সেই কুরুকুলের মধ্যে পাণ্ডুই ধন্য! কারণ, তিনি এতাদৃশ হরিপ্রিয় প্রিয়কুমারগণের জন্মদান দ্বারা আত্মাকে সার্থক ও পরলোকে সুমহৎ স্থান অধিকার করিয়াছেন! আহা! মৎসদৃশী নারীর জন্মও সার্থক। আমি যেমন কামিনীকুলের অধম ছিলাম, অদ্য সেইরূপ উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আহা! আমার রমণী নাম অদ্য সার্থক হইল! কারণ, আমি এবংবিধ বাসুদেবপ্রিয় অমরসদৃশ সৎপুত্রগণের জননী হইয়াছি। আমার যেন জন্ম জন্ম এইরূপ শুভসৌভাগ্য সংঘটিত হয়। তাত! আমার রাজ্য নাই, ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সম্পদ্ নাই; কিন্তু তাহাতে আমার কোনই অনিষ্ট নাই ও দুঃখও নাই। আমি যে কৃষ্ণপ্রিয় পুত্রগণের জননী হইয়াছি; ইহাই আমায় পরম সমৃদ্ধি, সন্দেহ নাই। কোন্ মূর্খ, কোন্ মন্দভাগ্য ঈদৃশী পরম সাধীয়সী, পরমমহীয়সী ও পরমগরীয়সী বা পরমশ্রেয়সী স্বর্গসমৃদ্ধির পরিবর্ত্তে তাদৃশী পরমপাপীয়সী রাজ্যাদি পার্থিব অসার-সমৃদ্ধির অভিলাষ বা প্রত্যাশা করে? বৎস! যদিও রাজপদের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, যদিও আমার পুত্রেরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি কোন অংশেই কোন কালে আমি দুঃখিনী বা বিষাদিনী নহি। আমার এই ধারণা আছে যে, বাসুদেব যাহাদের পক্ষপাতী, তাহারা সামান্য রাজপদ অপেক্ষা অন্য কোন সুরদুরাপ, মনুষ্যদুষ্প্রাপ্য বা সর্ব্বজনদুরাপ পরমপদ লাভের উপযুক্ত বা প্রকৃত পাত্র। এই কারণেই আমি পুত্রগণের রাজপদ প্রার্থনা করি না!

'হে ভদ্র! সংসারে তোমরাই আমাদের একমাত্র আত্মীয়; তোমাদের অপেক্ষা জগতে আমাদের আত্মীয় আর কে আছে? অনেক দিনের পর তোমারে দেখিয়া এককালে অনেক কথাই আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে। প্রথমে কি জিজ্ঞাসা করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক্, সংক্ষেপে যাহা বলি, উত্তর কর। তোমার সহোদর ও সহোদরাগণের মঙ্গল ত? আমার পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গেরা সকলে ত ভাল আছেন? অধিক আর কি জিজ্ঞাসা করিব, সমস্ত দ্বারকার কুশল ত? বাসুদেব যেখানে অধিষ্ঠান করেন, তত্রত্য বৃক্ষ-লতারাও নমস্য সম্ভাষ্য ও অবশ্য জিজ্ঞাস্য, সংশয় নাই। সুতরাং

আমি সমস্ত দ্বারকার মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছি। অথবা বাসুদেবের মঙ্গলেই সকলের মঙ্গল। অতএব বিশেষ করিয়া বল, কৃষ্ণ ত কুশলে আছেন? অথবা আমি নারীস্বভাবনিবন্ধন কি অন্যায় ও অযৌক্তিক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? কৃষ্ণ যাহাদের নেতা ও অধিষ্ঠাতা, তাহাদের আবার অমঙ্গল কোথায়? তাহারা চিরদিনই সৌভাগ্যশালী, সন্দেহ নাই।

'তাত! তুমি কতদিন দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়াছ? কয়দিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে? আগমনকালে পথিমধ্যে তোমার ত কোনরূপ বিঘ্ন বা কষ্ট উপস্থিত হয় নাই? তুমি ত অনায়াসে পাণ্ডবগৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ? কেহ ত তোমার কোনপ্রকার প্রতিষেধ করে নাই? কিংবা তুমি আপন গৃহে উপস্থিত হইয়াছ, কে তোমাকে নিষেধ করিবে?

'শৌর্য্য! আগমনকালে বাসুদেবের সহিত কি তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তিনি তখন কি করিতেছিলেন? আগমনকালে তিনি কি বলিয়া দিলেন? তুমি কি এখানে আপনিই উপস্থিত হইয়াছ? না, তিনি তোমায় প্রেরণ করিয়াছেন? বহুদিন বন্ধুজনের সহিত দেখা হয় নাই; সেই কারণেই কি তুমি উপস্থিত হইয়াছ? না, তোমার আগমনের অন্যপ্রকার উদ্দেশ্য আছে? বৎস! ত্বদীয় জননী আমাদিগের প্রতি যার-পর-নাই স্নেহ প্রদর্শন করেন। তিনি কি বলিয়া দিয়াছেন? বৎস! বধূগণের মঙ্গল ত? তুমি বহুদিনের পর এখানে আগমন করিয়াছ; রিক্তহস্তে আসিয়াছ কেন? কৈ বাসুদেব বা তোমার জননী আমাদের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছেন, দেখি? তাত! তুমি কি আর কোন স্থানে গমন করিতেছ? পথিমধ্যে আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছ? যাহাই হউক্, এখন তুমি কিছুদিন এই স্থানে অবস্থান কর; কিছুদিন তোমার সহিত একত্র বাস করিয়া আমরা সুখী হই; পরে যেখানে ইচ্ছা, গমন করিও'।"

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সংগ্রামঘোষণা

"বাদরায়ণি বলিলেন, 'হে রাজন্! পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী স্বভাবতঃ পিতৃকুলের, বিশেষতঃ আপন পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত পক্ষপাতিনী। বস্তুতঃ প্রিয়জনসম্বন্ধিনী প্রিয়কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ করিতেও স্বতঃই প্রবৃত্তি ও অভিলাষ হইয়া থাকে। এই জন্য তিনি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠিরাদি

ভ্রাতৃগণও নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া অকপট প্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক উদারচেতা মদনকে যথাযথ আপ্যায়িত করিয়া মাতার ন্যায় প্রিয় মধুর উদারবচনে পুনঃ পুনঃ মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের প্রতি তাঁহাদের কাহারই প্রীতির ন্যূনতা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। মহামনা কামদেব সেই ভগবানের প্রিয়পুত্র। সুতরাং পাণ্ডবগণ বাসুদেব-জ্ঞানে কামকে সমধিক আদর ও অনুরাগসহকারে প্রাণাধিক আপ্যায়িত ও সভাজিত করিয়া নিজ নিজ চিত্তকে প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন।'

"ধর্ম্মরাজ বলিলেন, 'বৎস! স্বয়ং কৃষ্ণ, তদীয় পরিজন, পরিবার ও স্বজনবৃন্দ, ফলতঃ তাঁহার অখণ্ড রাজ্য, সকলেরই মঙ্গল ত? তদীয় মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। আমরা বৃক্ষ, তিনি আমাদের মূল। কিংবা আমরা শরীর, তিনি প্রাণ। আমরা নিরন্তর কায়মনে তাঁহারই কল্যাণ কামনা করি। অতএব তদীয় মঙ্গলবার্ত্তা অগ্রে আমাদের নিকট প্রকাশ কর: তৎপরে অন্যান্য সংবাদ শ্রবণ করিব।

'তাত! তুমি উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে সুখী হইলাম। নতুবা আমি স্বয়ং তোমাদের গৃহে যাইতাম। ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমি জননী কুন্তীর সহিত গমনেরই পরামর্শ করিতেছিলাম; ইত্যবসরে তুমি আসিয়া উপস্থিত হইলে। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, যাহার যেমন চিন্তা, সে সেইরূপ সিদ্ধিলাভ করে। তাঁহাদের এই কথা মিথ্যা নহে। আমি ভাবিতেছিলাম, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, আমার ভাবনার অনুরূপ ফলও ঘটিল। তুমি নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলে।'

"মহাযোগী শুকদেব বলিলেন, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া মহাবুদ্ধি মদনকে পুনরায় মৃদুমধুরবচনে কহিলেন, 'বৎস! তুমি স্বভাবতঃ অতীব সুকুমার। বহুপথ পর্য্যটন করাতে নিশ্চয়ই অতিমাত্র পরিশ্রান্ত হইয়াছ; অতএব যথাসুখে বিশ্রাম কর। বিশ্রামান্তে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিও; তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।'

"কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠির যেরূপ আত্মীয়তা করিতেছিলেন এবং ভীমাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও তাহাতে যে প্রকার যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে মদন তাঁহাদিগকে গুরুজনোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য প্রণামাদি করিতে এ যাবং কিছুমাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। এখন ধর্ম্মরাজের কথা ও সভাজনিত শেষ হইলে তিনি অবসর পাইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই যথাযথ প্রণতি ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে বলিতে লাগিলেন, 'আপনারা যাহাদের হিতা-

কাঙ্ক্ষী, তাহাদের আবার অমঙ্গল বা অসৌভাগ্যের সম্ভাবনা কি? আপনাদের কৃপায় ও আশীষে নিখিল দ্বারকানগরী অখণ্ড কুশলসমৃদ্ধি উপভোগ করিতেছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। সম্প্রতি আপনাদের মঙ্গল বিজ্ঞাপিত করিয়া আমারে আপ্যায়িত, অনুগৃহীত ও চরিতার্থ করুন্। পিতা ও মাতা উভয়েই বিশেষ করিয়া আপনাদের সকলেরই মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, "যথায় ধর্ম্ম, তথায় জয় নিশ্চয়"; অতএব আপনারা ধর্ম্মপালনে নিয়ত যেন যত্নবান্ থাকেন। ধর্ম্মের ক্ষয় নাই। সত্য বটে, আপনারা ধর্ম্ম ও সত্যের অবতার; সেই হেতু কদাচ আপনারা অসুখী বা অকুশলী নহেন; তথাপি মানুষের চিত্ত। বিশেষতঃ মর্ত্ত্যলোকে স্বভাবতই পাপে পরিপূর্ণ; ঋষিসদৃশ ব্যক্তিকেও মধ্যে মধ্যে বিকলিত বা স্খলিত হইতে হয়। আপনাদের যেন কোনকালেই তাহা না ঘটে। জনক জননী উভয়েই বিশেষ করিয়া এই সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছেন। আরও যাহা বলিয়া দিয়াছেন, পরে বিজ্ঞাপিত করিতেছি।'

"রুক্মিণীনন্দন মদন এই প্রকার বলিয়া বিশ্রামান্তে সুখাসীন হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথমেই তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও জননী কুন্তী ইহাঁদের সকলের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, 'তাত! অবধান কর। আমি যে উদ্দেশে তোমার পিতার নিকট স্বয়ং গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণন করিব; অবধান পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়, স্থির কর। কারণ, তুমিও আমাদেরই একতর। বাসুদেবের সহিত আমরা দেহমাত্র ভিন্ন; বস্তুতঃ তাঁহার সহিত আমাদের কোনপ্রকার ভিন্নভাব নাই। বলিতে কি, আমাদের আত্মার সহিত বরং কোনকালে কোনরূপ ভিন্নভাব ঘটিবার সম্ভব, কিন্তু বাসুদেবের সহিত কোন প্রকারে কোন সময়ে ভিন্নভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইহা পরিজ্ঞাত থাকিয়াও অবন্তীরাজ দণ্ডী আমাদের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। মঙ্গলময়ী সুভদ্রাও ঐ প্রকার জানিয়াই তাঁহাকে যেমন আশ্বাস দিয়াছেন, বৃকোদরও সেইরূপ ঐ প্রকার জ্ঞানেই সুভদ্রার বাক্যে সম্মতিদান করতঃ দণ্ডীকে রক্ষা করিব বলিয়া বাক্যবদ্ধ হইয়াছেন। যদিও এই সমস্ত ঘটনা আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছে, কিন্তু আশ্রিতকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানে এখন আমরা জানিয়াও বৃকোদরকে এবিষয়ে নিবৃত্ত করি নাই। অধিকন্তু আমাদের বিলক্ষণ ধারণা আছে যে, আমরা জ্ঞাতসারেও সহস্র অপরাধ করিলে পাণ্ডবৈকপরায়ণ ভগবান্ যদুপতি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। এই সমস্ত ও অন্যবিধ নানারূপ আন্দোলন করিয়া দণ্ডীকে

আমরা আশ্রয়দান করিয়াছি এবং এই কথা বলিবার জন্যও স্বয়ং দ্বারকাগমনে কৃতসংকল্প হইয়াছি ; ইত্যবসরেই তুমি সমুপস্থিত হইলে। ইহা ভালই হইয়াছে ; এখন যাহা উচিত বিবেচনা হয়, তুমি কর।'

"বাদরায়ণি বলিলেন, 'ভারত! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, দেবপ্রকৃতি রুক্মিণীনন্দন প্রত্যুত্তরপ্রদানার্থ দেবী কুন্তীকেই অনুনয়-গর্ভবাক্যে বলিতে লাগিলেন, অয়ি ভাগ্যবতি! আমি আজি আত্মীয়ভাবে, বন্ধুভাবে বা স্বজনভাবে এখানে উপস্থিত হই নাই। অদ্য একটি মহান্ দৌত্যভার আমার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে ; সেই দৌত্যভার বহন করিয়া আসিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে। সেই কারণে আপনার জন্য কোন প্রকার প্রিয়বস্তু আনয়ন করিতে সমর্থ হই নাই। পিতা অনেকগুলি অভিমত সামগ্রী দিয়াছিলেন ; সেগুলি আপনাদের প্রত্যেককের হস্তে যথাযথ বিভাগ করিয়া দিবার আদেশ ছিল ; কিন্তু জননীর মত না হওয়াতে তাহা আনয়ন করিতে পারি নাই। এই কারণেই অধুনাও আপনার আজ্ঞাপালনে সক্ষম নহি। আমাকে এখনই প্রতিগমন করিতে হইবে, থাকিবার আর বিন্দুমাত্র অবসর নাই, আদেশও নাই। যে জন্য নাই, তাহাও বলিতেছি, অবধান করুন্।

'অবন্তীরাজ দণ্ডী ন্যায়বর্জ্জিত কার্য্য করিয়া পিতৃদেব বাসুদেবের বিদ্বেষী হইয়াছেন। পিতা তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এ বিষয় আপনাদের অবিদিত নাই। আপনারাও সকলেই এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তথাপি, মধ্যমপাণ্ডব মহাশয় যে অবন্তীপতিকে রক্ষা করিতে বাক্যবদ্ধ হইলেন, ইহা কি নীতিসঙ্গত, ন্যায়সম্মত, ধর্ম্মানুমোদিত বা যুক্তি-যুক্ত? যাহা হউক, আত্মীয়ের উপযুক্ত কর্ম্মই হইয়াছে! যদি দণ্ডীকে রক্ষা করা একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ আত্মীয়তার অনুরোধে পূর্ব্বেই একবার লোকমুখেও পিতৃ-সকাশে এ বিষয় কোনরূপে বিদিত করা বোধ হয় সমুচিত ছিল। আপনাদের সহিত যেরূপ অকপট আত্মীয়তা, অকৃত্রিম বন্ধুভাব ও অচ্ছেদ্য আনুগত্য, যদিও আপনারা তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তথাচ আত্মীয়ৈকপরায়ণ বন্ধুগতপ্রাণ যদুকুলশিরোমণি বাসুদেব নিশ্চয়ই তাঁহার অনুরোধে অবন্তীরাজকে ক্ষমা করিতেন, সন্দেহ নাই। যে স্থলে পরস্পরের একপ্রাণতা, তথায় বোধ হয় অবশ্যকর্ত্তব্যতার অনুরোধে এইরূপ পূর্ব্বপ্রসঙ্গ একান্ত সমুচিত হইয়া থাকে ; আর জ্ঞাতসারে এই প্রকার অন্যায় বা পাতকের আচরণ করিলে যে বন্ধুতার হানি হয়, ইহাও আপনাদের

অবিদিত নাই।

'যাহা হউক্, এ সমস্ত কথা এখন নিষ্প্রয়োজন। পিতৃদেব বাসুদেবের মূল বক্তব্য এই, তিনি আপনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন; বহ্নি জল ও জল বহ্নি হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আপনারা আশু রণসাজে সজ্জিত হউন্। আমি দ্বারকাতে উপস্থিত হইবামাত্র যাদববাহিনী দুষ্পার সাগরের ন্যায় উচ্ছ্বলিত-গমনে ভীষণকলরবে আপনাদের আক্রমণ করিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে, অনুনয়বাক্যে ও অনুরোধবাক্যে বুঝাইয়াছি; কিন্তু বাসুদেব আমাদের অপেক্ষা অনেক বুঝেন। তাঁহার মতে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত; অতএব উভয় পক্ষেরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়া বিধেয়। কিন্তু সংগ্রাম ব্যতীত তাহার আর সহজ উপায় নাই। এই কারণেই দেহ প্রাণে ঘোরদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, করুন্'।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ঈশ্বর যাহা করেন, তাহাতেই মঙ্গল

"বাদরায়ণি বলিলেন, 'হে ভারত! রুক্মিণীনন্দন কামদেব এই বলিয়া আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিলেন না: তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। "পিতার আদেশে এই মুহূর্ত্তেই আমাকে দ্বারকায় প্রতিগমন করিতে হইবে" এই কথামাত্র বলিয়া আশু গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। যথাবিধানে বিদায় গ্রহণ করিতেও তিনি অবসর পাইলেন না। সূর্য্যদর্শনে দিবস যেরূপ প্রফুল্ল ও বিকসিত হইয়া উঠে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া সেইরূপ কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব একান্ত প্রফুল্ল ও বিকসিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন নিতান্ত অনাত্মীয়ের ন্যায় ঐভাবে গমন করিতে দেখিয়া হিমসমাগমে পদ্মের ন্যায় ম্লান ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল কাহারই মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না; সকলেই চিত্তপুত্তলিকাবৎ স্থিরনেত্রে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। কি করিবেন এবং কি করা কর্ত্তব্য, কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন না। রতিপতি কামদেব যে ভাবে উঠিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করাও একান্ত দুঃসাধ্য এবং প্রতিনিবৃত্ত করিলেও কোন সুফল ফলিবে কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই সমস্ত চিন্তা করিয়াও পাণ্ডবগণের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

"পান্ডবজননী কুন্তীদেবী আর স্থির থাকিতে সমর্থ হইলেন না। পরিণামে যাহা ঘটে, ঘটুক্; তাহাতে বিধাতার ইচ্ছাই বলবতী। বিশেষতঃ বাসুদেব অপেক্ষা প্রাণও আত্মীয় নহে; সুতরাং তদীয় কুমারের অনুগমন ও নীরাজন করা অবশ্য উচিত; না করিলে স্নেহের প্রাণে, মমতার হৃদয়ে, কোনপ্রকারে সহ্য হইবে না; ইত্যাদি নানাকারণে দেবী কুন্তী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গাভী যেমন বৎসের অনুগমন করে, সেইরূপ আশু মদনের অনুগামিনী হইলেন। পরমমহামতি রতিপতি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবলে ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কুন্তী কদাচ স্থির থাকিতে সমর্থ হইবেন না। নারীজাতির হৃদয় সহজেই অতিকোমল; সুতরাং পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা বিরহিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া মদন সতর্ক হইয়া ধীরপদসঞ্চারে গমন করিতেছিলেন, সুতরাং কুন্তী কতিপয় পদমাত্র অগ্রসর হইয়াই তাঁহারে প্রসারিত বাহুযুগলে যেমন স্নেহভরে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন, রুক্মিণীনন্দন কামদেব অমনি চকিত হইয়া উঠিলেন।

"অহো! ভাগবতী-মায়ার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! এই মায়া দ্বারাই অখিল সংসার বিজড়িত ও সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই মায়াই লোকে যোগমায়া ও মহামায়া বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। যিনি বজ্রকেও বিদারিত, সমুদ্রকেও শোষিত বা অটলা ধরিত্রীকেও পরিচালিত করিতে সমর্থ, তাঁহারও সাধ্য বা শক্তি নাই যে, এই মোহকরী মায়াকে পরিহরণ করেন। এই মায়াই স্নেহ, মমতা, মায়া, প্রীতি, প্রণয়, অনুরাগ, প্রেম, আসক্তি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আগ্রহরূপে সংসারে বিচরণ পূর্ব্বক শতবেষ্টনে ইহাকে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারী যে দিকে যে ভাবেই গমন করুক্, এই মায়ার দুশ্ছেদ্য বন্ধন বা দুরভিভাব্য অবরোধে নিপতিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কেহই ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ যেস্থলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আতিশয্য সেই স্থানেই যেন এই বন্ধনের অধিকতর দুশ্ছেদ্যতা দৃষ্ট হইতে থাকে। কৃষ্ণকুমার কামদেব মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানের অবতার; সুতরাং ভক্তির অতিমাত্র দাস। জনক-জননী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি তাঁহার অটলা ভক্তি ও অসীম শ্রদ্ধা। তিনি প্রত্যক্ষদেবতার ন্যায় মাতাপিতা ও তাঁহাদের গুরুবর্গকে অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার সংস্কার, ধারণা ও বিশ্বাস এইরূপ যে, সংসারে ঐপ্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধাই মনুষ্যত্বের প্রকৃত চিহ্ন। যাহারা মনুষ্য হইয়া জনকজননীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করে, তাহারাই পশু বা পশু অপেক্ষাও অধম। যে ব্যক্তি পিতৃভক্তিহীন, সে ঈশ্বরভক্তিশূন্য, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন

ব্যক্তিই নাস্তিক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণকুমার কামদেব এই জ্ঞানে মহাগুরুপদবাচ্য পাণ্ডব-জননীকে প্রকৃতপক্ষে অভীষ্টদেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন; সুতরাং তদীয় ভুজপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইলেন না; মায়াবিদ্ধের ন্যায় যেন অবশ হইয়া পড়িলেন, পদমাত্র অগ্রসর হইবার সাধ্য থাকিল না। তদবস্থ কামকে বক্ষে ধারণ করিয়া কুন্তীদেবী স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। দরবিগলিত নয়নাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ ভাসমান হইল। বোধ হইল, তদীয় অন্তর্হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া নয়নবর্ত্মে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছে। ইহাকেই স্নেহের দুর্ভেদ্য বন্ধন বা দুশ্ছেদ্য পাশ বলা যায়। এই দুরভিভাব্য, দুশ্ছেদ্য, দুস্ত্যজ্য বন্ধনে বন্দীভূত লইলেই লোকে লোকের একবারেই ক্রীত-দাসবৎ বশম্বদ ও অনুগত হইয়া পড়ে। জননী যে পুত্রের জন্য স্বীয় জীবনপাতেও কুণ্ঠিত হন না, এই বন্ধনই তাহার মূলীভূত কারণ। যদি মরিতে হয়, তাহাতেও সতী শতবার ও সহস্রবার স্বীকৃত, তথাপি পতির আলিঙ্গনপাশ পরিহার করিতে ভ্রমেও সম্মত নহে। ঐরূপ বন্ধনই ইহার হেতু। সতীকুলশিরোমণি সাবিত্রী মৃতপতিকেও পরিত্যাগ করেন নাই। যিনি নেত্রপথে পতিত হইলে বজ্রও চকিত. ভূধররাজও কম্পিত ও মহাসমুদ্রও যেন শোষিত হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বসংহর মহাভৈরব যমকে প্রত্যক্ষ করিয়াও সেই পতিপ্রাণা সতীর সুকোমল অবলাহৃদয় কিছুমাত্র ভীত, চকিত বা বিচলিত হয় নাই; বরং অপার উল্লাসভরে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপ বন্ধনই ইহার মূল কারণ। হে ভারত! অধিক কি বলিব, সংসারে অন্বেষণ করিলে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ভাগ্যবতী পাণ্ডবজননী কুন্তী এই বন্ধনে দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়াই রুক্মিণীনন্দনকে ভুজপাশে একবারেই বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন; কৃষ্ণনন্দনও এই বন্ধনেই বদ্ধ হইয়া একবারেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এইরূপ স্নেহের সংগ্রামে, মমতার যুদ্ধে, প্রীতির কলহে ও শ্রদ্ধার বিবাদে কেহই জিত বা পরাজিত হইলেন না; উভয়েই মৌনভাবে স্তম্ভিতভাবে ও চকিতভাবে ক্ষণকাল চিত্রিতের ন্যায়, নিস্পন্দের ন্যায়, জীবহীনের ন্যায়, জড়ের ন্যায় ও স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে প্রথমেই দেবী কুন্তীর বাক্স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় গদ্গদবচনে কহিতে লাগিলেন, 'তাত! আমাকে না বলিয়া কোথায় গমন করিতেছ? বাসুদেব কি তোমাকে এইরূপ অস্নেহের ও অভক্তির ব্যবহার করিতে বলিয়া দিয়াছেন? অথবা তোমার নির্দ্দয়হৃদয়া জননীর এরূপ উপদেশ? —না, তাহা নহে। বোধ হয়, বালস্বভাবসুলভ চপলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া

তুমি নিজেই এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাহাই হউক্, তুমি এখন যাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে কোনমতেই ছাড়িব না ; আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের প্রধান বার্ত্তাহর দূতকে বাসুদেবসকাশে প্রেরণ করিতেছি। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, তোমাকে কোনমতেই যাইতে দিব না। আমার দূত যাইয়া কৃষ্ণকে বলিবে, আমি নিজে অবন্তীপতিকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি ; কিংবা আমি এই দণ্ডেই সপরিবারে দ্বারকায় গমন করিব। দেখিব, বাসুদেব কাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। যদি নিতান্ত বিরোধ ঘটে, তোমাকে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। দেখ, যখন যখন যে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ বাসুদেব আমাদের সহায় হইয়া থাকেন। বিপদ আপতিত হইলে আমরা তাঁহাকেই আহ্বান করি এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহাকেই অনুরোধ করিয়া থাকি। তাঁহাতে ও তোমাতে প্রভেদ নাই ; অতএব উপস্থিত বিপদে তোমাকেই আমাদের সহায় হইতে হইবে। তোমরা ব্যতীত সংসারে আমাদের বিপদের বন্ধু আর কেহই নাই।'

"শুকদেব বলিলেন, বুদ্ধিমতি, ভাগ্যবতী ও গুণবতী কুন্তীর কথা শেষ হইতে না হইতেই রুক্মিণীনন্দন কামদেব বিনয়গর্ভমধুরবচনে তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি ! আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে, আপনার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাসুদেব নিজেই আপনাদের সহায় হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সহায় ও বন্ধু, ত্রিলোকে এ কথা সুপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব আপনি বিচলিত বা উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন ? বিপদসমাগমে প্রায়শঃ লোকে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া থাকে ; আপনারও কি তাহাই ঘটিয়াছে ? অথবা আপনি আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন ? দেবি ! বহ্নি কদাচ জল হয় না এবং জলও কদাচ বহ্নিতে পরিণত হয় না। তদ্রূপ ঈশ্বর কদাচ কাহারও অনিষ্ট বা অমঙ্গল করেন না। ইহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন ? বাসুদেব হইতে কোন স্থানে কোন সময়ে কাহারও কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়াছে, ইহা কি কেহ কখনও প্রত্যক্ষ বা শ্রুতিগোচর করিয়াছে ? তিনি অনিষ্ট করিলেও তাহা মহোপকারে পরিণত হয়। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই মঙ্গল। যাহারা ভাগ্যবশে সেই ঈশ্বর কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হইতে পারে, তাহারাই এ সমস্ত বুঝিতে সক্ষম।

'যাহা হউক, আর কি বলিব ? সংক্ষেপতঃ যাহা বলিতেছি, অবধান করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আগমনকালে জননী রুক্মিণীদেবী মদীয় পিতার নিকট বলিলেন, "দেব ! আমার নিকট প্রকাশ করিতে যদি বাধা না

থাকে, আমাকে যদি বলিবার উপযুক্ত পাত্রী মনে করেন, তাহা হইলে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার উত্তর প্রদান করুন্। ত্রিভুবনস্থ সকলেরই বিশ্বাস, আপনি আত্মনাশ করিতে পারেন, তথাপি কদাচ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে অভিলাষী নহেন। বহ্নির শৈত্য যেরূপ অসম্ভব, পাপকর্ম্মার আত্মপ্রসাদ যেরূপ অসম্ভব, অসঞ্চয়ীর সুখ যেরূপ অসম্ভব, অলসের সৌভাগ্য যেমন অসম্ভব, দাসের বা ভৃত্যের বিশ্রাম যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ পাণ্ডববিনাশ আপনার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন ইহার উদ্দেশ্য কি? ভবাদৃশ মহানুভবগণ কদাচ অমঙ্গলব্যাপারে হস্তার্পণ করেন না; যখন যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই কার্য্যেই পরিণামে মঙ্গল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহারই নাম প্রকৃত মাহাত্ম্য। সুরবৃন্দ চন্দ্রমাকে ভক্ষণ করেন এবং অমাবস্যায় যেরূপ একবারেই নিঃশেষ করিয়া ফেলেন, সেইরূপ পূর্ণশশী পূর্ণিমার ষোলকলায় সমুদিত হইয়া নিখিলসংসার আমোদিত ও আলোকিত করেন। আপনারও কার্য্য তদ্রূপ পরিণামে কল্যাণ-ময়। অতএব কৃপাদৃষ্টিপুরঃসর নির্দ্দেশ করুন, আপনার উদ্দেশ্য কি? নাথ! ইহা আমার নিকট প্রকাশ না করিলে আমি কদাচ কামদেবকে তথায় গমনে অনুমতি দিব না।"

"জননী রুক্মিণী এইরূপ বিনয়মধুর-বচনে জিজ্ঞাসা করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, পিতা বাসুদেব সহাস্যবদনে মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'অয়ি মানময়ি! তোমাতে আমাতে প্রভেদ নাই; তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করা নিতান্তই অসম্ভব। আমি কোন সময়ে কোন বিষয় ভ্রমেও তোমার নিকট গোপন করি না; অতএব অবধান কর। অয়ি প্রাণময়ি জীবনসর্ব্বস্বে! তোমার সদৃশ সতীশিরোমণির সুবিমল হৃদয় পতিহৃদয়ের মুকুর স্বরূপ। উহাতে স্বামীর যাবতীয় মনোগতই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য। যে কার্য্য দুরুদর্ক বা যাহার পরিণাম নিতান্ত বিরস, আমি কদাচ তাদৃশ কার্য্যে হস্তার্পণ করি না। আমি যে সংগ্রামঘোষণা করিয়াছি, পাণ্ডবগণের ভাবিমঙ্গলসম্পাদনই ইহার পরিণাম জানিবে। কার্য্যসিদ্ধির পন্থা দুই প্রকার;—এক সবলে, দ্বিতীয় সকৌশলে; তন্মধ্যে দ্বিতীয় পন্থাই প্রধান। প্রথম পন্থাকে মনীষিগণ পশুচেষ্টিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সিংহশার্দ্দুলাদি পশুগণই সবলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে; কিন্তু বুদ্ধিমানেরা কৌশলে তাহা সম্পাদন করেন। পাণ্ডবদিগকে ভবিষ্যতে দুর্দ্দান্ত বৈরীসংহার পূর্ব্বক

রাজপদ গ্রহণ প্রভৃতি বহু বহু গুরুতর কার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইবে। সমস্ত কার্য্যই সবলে সম্পাদন করা কদাচ সম্ভব নহে। বৈরীকে কোন প্রকারে বিভীষিত করিতে সক্ষম হইলে বিনা আয়াসে অভিলষিতসিদ্ধি হইয়া থাকে। সচরাচর নিজপক্ষের বীর্য্যশালিতা ও বলবত্তার পরিচয়প্রদানরূপ আড়ম্বরপ্রদর্শন দ্বারা ঐ প্রকার কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। ইহাকেই সকৌশলে কার্য্যসাধন করা বলা যায়। সকলেই জানে, আমি সর্ব্বলোকাতীত বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও প্রভাবাদির আধার। আমি অশ্বিনীর উপলক্ষে অখিল সুরবৃন্দসহ সমবেত হইয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্ব-ইচ্ছায় পরাভূত হইব। তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের লোকাতীত অসাধারণ গৌরব বিঘোষিত হইবে। বৈরিকুল সহসা আর তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, অনেক শত্রু ভীতিনিবন্ধন বিনা সংগ্রামে আপনা হইতেই তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিবে। বস্তুতঃ সাক্ষাৎ বিধি, বিষ্ণু ও রুদ্র যাঁহাদের নিকট পরাজিত, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী বা অভ্যুত্থিত হইবে? রাক্ষসকুলধুরন্ধর দশাননের নাম শ্রবণ করিয়াও অনেকে আপনা হইতেই তাহার বশীভূত হইয়া থাকিত। বজ্রের আঘাত করিতে হয় না; তাহার কঠোর শব্দ শুনিলেই ত্রিলোকীস্থ লোক বিকম্পিত হইয়া উঠে। অয়ি মঙ্গলময়ি! আমি কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছি; এই জন্যই যুদ্ধের ঘোষণা বিঘোষিত হইয়াছে। তোমার চিন্তা নাই।'

'দেবি! পরমারাধ্যতম পিতা লোকদেব বাসুদেব এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পরমপূজনীয়া জননীর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি আমার অপেক্ষাও আপনাদিগকে অধিকতর স্নেহ ও ভক্তি করেন। তাঁহার তাদৃশ স্নেহ ও ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ ও অকপট। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্। আপনার পুত্রগণ বিশ্ববিজয়ী হইবেন, সংশয় নাই। বাসুদেব সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহা আপনি না জানেন এমন নহে এবং ইহাও যেন আপনার স্মরণ থাকে যে, ঈশ্বর কদাচ অমঙ্গল করেন না'।

"বাদরায়ণি বলিলেন, কৃষ্ণকুমার মদন কুন্তীকে এই বলিয়া অশেষবিশেষে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। স্বজনবল্লভা ও যাদববৎসলা কুন্তী কোনরূপেই তাঁহাকে পরিহার করিতে সমর্থ হইলেন না; শক্ত্যনুসারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদনন্তর তিনি অতি কষ্টে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, রুক্মিণীনন্দন যাবৎ নয়নপথের অতীত না হইলেন, তাবৎ স্থিরনেত্রে পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন। অহো! স্নেহের অসীম মায়া ও অতুলনীয়

প্রভাব ! মদন নেত্রপথের অতীত হইলেও ভাগ্যবতী কুন্তীর নেত্রমার্গে যেন পূর্ব্বের ন্যায় লীলায়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় মধুর মোহিনী মূর্ত্তি যেন তখনও সেইরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনিও একতাননেত্রে উদ্‌গ্রীব হইয়া তখনও সেইরূপেই তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। মহীপতে ! আসক্তি ও অনুরাগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবই এই, উহা স্বীয় অভিমত দ্রব্যকে দূরবর্ত্তী বা নয়নপথের অদৃশ্য হইলেও, নিরন্তরই যেন সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর করে; কিন্তু অনভিমত পদার্থ পুরোবর্ত্তী বিদ্যমান থাকিলেও দেখিতে পায় না। বাসুদেব ও তাঁহার আত্মবৃন্দের প্রতি কুন্তির অনুরাগ ও আসক্তির অবধি ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে না দেখিয়াও নিরন্তরই যেন দর্শন করিতেন। সেই-জন্য তিনি নেত্রপথের অতীত কামদেবকে তখনও সেই ভাবেই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; কোনরূপেই স্নেহভারমন্থর লুব্ধদৃষ্টিকে প্রত্যাহার করিতে সক্ষম হইলেন না। পরে বিমনস্কার ন্যায়, মত্তার ন্যায়, উন্মত্তার ন্যায়, প্রমত্তার ন্যায়, বিকলার ন্যায় বা বিষবেগব্যাহিতার ন্যায় রাজমার্গের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ নিজ বাসভবনের সম্মুখিনী হইয়া সলিলভারমন্থরা জলদঘটার ন্যায়, মৃদুগতি গমন করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুনঃ ভাবিতে লাগিলেন, মদনের কথাই যথার্থ ; ঈশ্বর কদাচ অমঙ্গল করেন না। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই মঙ্গল হয়।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বাসুদেবের রণসজ্জা

"বাদরায়ণি বলিলেন, 'রাজন্ ! দেবদেব যদুপতি স্বীয় পুত্র মদনকে উল্লিখিত-রূপে দৌতকার্য্যে বিনিযোজিত করিয়াই, সংগ্রাম-ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তমাত্র ত্রিলোকবিজয়িনী নারায়ণী সেনা সংগ্রামোদ্দেশে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। শাম্ব, অনিরুদ্ধ, গদ, শারণ, সাত্যকি, হার্দ্দিক্য, অক্রূর প্রভৃতি যদুবীরগণ, ধরিত্রীতলে মহা মহা বীর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উহাঁরা প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্রতেজ বা মূর্ত্তিমান্ রণবীর্য্য কিংবা সাক্ষাৎ সংগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ইহাঁরা বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, ভূধর অপেক্ষাও উন্নত ও দুরধিগম্য, ধরিত্রী অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও ভারবাহী, বহ্নি অপেক্ষাও তেজস্বী ও প্রদীপ্ত ; আবার, সুধাংশু অপেক্ষাও সৌম্য, সলিল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, বেতস অপেক্ষাও নম্র এবং লতা অপেক্ষাও মৃদু-প্রকৃতি। এইপ্রকার স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন বলিয়া ধরাতলে ইহাঁদের তুলনা নাই এবং কুত্রাপি কোন-

প্রকারে পরাজয় বা পরিহারও নাই। ইহারাও নিজ নিজ সৈন্যবৃন্দের সহিত যথাবিধানে চতুরঙ্গদলসহ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অবনীতল অশ্বময়, হস্তীময়, রথময় ও পদাতিময়; গগনতল পতাকাময়, ধ্বজময়, চূড়াময় ও হেতিময় এবং দিঙ্মণ্ডল বৃংহিতময়, হ্রেষিতময়, ক্ষ্বেড়িতময়, গর্জ্জিতময়, চীৎকৃতময় ও ঘর্ঘরিতময় হইয়া উঠিল। সকলের অনুমান হইল, অকালপ্রলয় সংঘটিত হইবে।

"এদিকে কৈলাসধামে দেবদেব শূলপাণি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাঁহার কোমল পাদপদ্ম দিবানিশি হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, সেই অগতির গতি ভগবান্ দেবাদিদেব বাসুদেবের আদেশ; সুতরাং তিনিও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার করে ত্রিলোকবিদারণ ও সর্ব্বসংহরণ মহাশূল এবং তদীয় সমভিব্যাহারে অগণন ভূত, প্রেত, দক্ষ, শঙ্ক ও অন্যান্য উপদেবগণ সমাগত হইল। তাহাদের মূর্ত্তি অতি ভীষণ, প্রকৃতি অতি উৎকট এবং স্বভাবও অতি উচ্চট। তাহারা নানারূপ গর্জ্জনে, নানারূপ বেশে ও নানারূপ বাদ্যনাদ সহকারে শঙ্করের সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ অশ্বমুখ, কেহ হস্তীমুখ, কেহ ব্যাঘ্রমুখ কেহ সিংহমুখ কেহ গো-মুখ, কেহ হরিণমুখ, কেহ দ্বীপিমুখ, কেহ একমুখ, কেহ বহুমুখ, কেহ একচরণ, কেহ দ্বিচরণ, কেহ ত্রিচরণ, কেহ চতুষ্পদ, কেহ ততোধিক-পদ- কেহ কাণ, কেহ পঙ্গু, কেহ খঞ্জ, কেহ একহস্ত, কেহ ভগ্ন, কেহ রুগ্ন, কেহ নগ্ন, কেহ নিরুদর এবং কেহ বা বৃশোদর।

"অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা অক্ষমাল প্রভৃতি এবং দেবরাজ শচীপতিও জয়ন্ত, সম্বর্ত্ত, আবর্ত্ত ইত্যাদি নিজ নিজ মহাবল, মহাকায় ও মহাবাহু গণসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে, জলদেব বরুণ সহস্র সহস্র নদ, হ্রদ ও সাগরাদি সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। এদিকে মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ যক্ষপতি কুবের বিবিধদেহ, বিবিধবেশ ও বিবিধস্বভাব ত্রিমুখ ত্রিশীর্ষাদি যক্ষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যমও স্বয়ং মহিষবাহনে মৃত্যু, কাল প্রভৃতি অনুচরগণ সহ সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিকটাকার ভয়াবহ জ্বর ও মহাজ্বর নামে দুই প্রধান সেনানী এবং সকলের প্রধান বা নায়ক মহামৃত্যু সমাগত হইলেন। অহিপতি বাসুকিও তক্ষকাদি অসংখ্য ভুজগসেনা সমভিব্যাহারে দ্বারকায় আগমন করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও বানরপতি হনুমান্ও স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যদুপুরে সমাগত হইলেন। অধিক কি, ত্রিভুবনের যেখানে যেখানে যত যত মহা বীর ছিলেন, সকলেই

দ্বারকানাথ কৃষ্ণের আদেশ-প্রাপ্তমাত্র পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

"সমাগত বীরমণ্ডলী দর্শন করিয়া অপারকৌশলী কৃষ্ণের অন্তঃকরণে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আজি প্রিয়তম স্নেহাস্পদ পাণ্ডবদিগের ত্রিলোকব্যাপী প্রাধান্য স্থাপিত ও অখণ্ড বিজয়সমৃদ্ধি সমুদ্ভাবিত হইবে। কারণ, আজি ত্রিলোকীস্থ সমস্ত বীর তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি সৈন্যবৃন্দের ভীষণ হলহলা-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও ধরিত্রীমণ্ডল প্রতিনাদিত করিয়া, রণকামনায় পাণ্ডবসমীপে তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই পাণ্ডবগণকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছি; হয় দণ্ডীকে প্রদান কর, নচেৎ সংগ্রামার্থ সজ্জিত হও। ইহার একতর পক্ষ ভিন্ন তোমাদের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা দেখিতেছি না'।"

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পাণ্ডবদিগের রণসজ্জা

"মহাযোগী শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ভারত! কামদেব কুন্তীসকাশে যে সকল গুপ্তকথা কীর্ত্তন করিলেন, বিদায়কালে কুন্তীকে অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তদীয় অনুরোধে কুন্তীদেবী পুত্রগণের নিকট কোন কথা না বলিয়াই, নিজভবনে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া, মহাবীর ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?' কিরীটি বলিলেন, 'কর্ত্তব্য কিছুই নাই; বাসুদেবই যাহা হয় করিবেন।' বৃকোদর কহিলেন, 'সংগ্রামই নিশ্চিত কর্ত্তব্য। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে চিরধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবকুল অবশ্যই বিজয়ী হইবে;—এ বিশ্বাস আমার বিলক্ষণ আছে। আমি যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প।' নকুল ও সহদেব কোন কথাই কহিলেন না; তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয় করিবেন, উভয়ের এইরূপ সঙ্কল্প থাকিল।

"ধর্ম্মনন্দন পুনর্ব্বার ভীমসেনকে বলিলেন, 'ভাই ভীম! তোমার সহায় নাই, সম্পদ্ নাই, সৈন্য নাই, সেনাপতিও নাই; তুমি যুদ্ধ করিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ, ত্রিলোকীস্থ দেবতা ও বীরগণ তাঁহার পক্ষ হইয়াছেন। না হইলেও ক্ষতি নাই। তিনি একাকীই ত্রিলোকের বীর ও

দেবতা, ইহা তুমি না জান, এমন নহে।’

“বৃকোদর পূর্ণসাহসে বলিয়া উঠিলেন, ‘আমি অন্য কোন সহায় বা সম্পদের প্রত্যাশা করি না ; একমাত্র ধর্ম্মকে সহায়সম্পদ্ লইয়া আমি একাকীই যুদ্ধ করিব।’ তখন ধনঞ্জয় বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, ‘যদি যুদ্ধই স্থিরনিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আমার মতে দুর্য্যোধনের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।’ মহামতি নকুল অর্জ্জুনের এই বিসদৃশ বাক্যে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, ‘তাহা কখনই হইতে পারে না ; সে আমাদের চিরবৈরী। তাহার নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করাও শ্রেয়ঃ।’ তখন সহদেব কহিলেন, ‘যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, দুর্য্যোধনের সাহায্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। তাদৃশ ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতেও সমর্থ। ফল কথা, আপনাদের কোন যুক্তিই আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। আমি যুদ্ধ করিব না, কোন পক্ষেরই সহায় হইব না ; জননী কুন্তীর নিকট কেবল বসিয়া থাকিব।’

“ভ্রাতৃগণ পরস্পর মতামত লইয়া এই প্রকারে তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘এ সময়ে বিবাদ করা অনুচিত ; তোমরা শান্ত হও। জননীকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাহা অনুমতি করিবেন, আমরা সেই অনুসারে কার্য্য করিব।’ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া জননীর নিকট গমন ও সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, ‘জননি! যাহারা আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী হিতৈষিণী জননী পাইয়াছে, তাহাদের আবার ভাবনার বিষয় কি আছে ? এখন কর্ত্তব্য কি, আপনি তাহা নির্দ্ধারণ করুন্।’

“কুন্তী কহিলেন, ‘পুত্র! জ্ঞাতিকে যেমন জাতবৈরী জ্ঞান করিতে হয়, সময়ে আবার সেইরূপ পরমমিত্র জ্ঞান করাও উচিত। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট দূত পাঠাইয়া দাও। তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর। বিপদে বিষও অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষরূপে পরিণত হইয়া পড়ে।’

“শুকদেব কহিলেন, ‘হে রাজন্! তোমার পিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জননীর পরামর্শ ও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনসকাশে দূত প্রেরণ করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র দূতমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সভাসীন ভীষ্মাদির নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমতঃ দুর্ম্মতি কুটিল-বুদ্ধি মূর্খ শকুনি প্রতিবচনপ্রদান পুরঃসর কহিল, ‘ভাগ্যবশে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে ; কার্য্যসিদ্ধির এমন সুযোগ আর হইবে না ; ভালই হইয়াছে। কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিলে নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট হইতে

হইবে। অতএব তুমি কৃষ্ণেরই পক্ষে যোগদান পূর্ব্বক শত্রুনিপাত কর। পরহস্তে শত্রুসংহার হইবে, ইহা অপেক্ষা সুখ উল্লাস, আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে ?'

"হে রাজন্! সুবলনন্দনের এই কথা শ্রবণমাত্র ন্যায়পরায়ণ মহামতি বিদুরের হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি সরোষে কহিলেন, 'শতধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনত্ব দূর হয় না : স্নুহীক্ষার (সিজের আঠা) কখনও দুগ্ধের আস্বাদ উৎপাদন করিতে পারে না ; সর্প কখনও সুধা বমন করে না, বিষই উদ্গীরণ করিয়া থাকে : তুমিও সেইরূপ। তুমি স্বভাবতঃ কুটিল-প্রকৃতি : কিছুতেই তোমার প্রকৃতির অন্যথা হইবার নহে ; তুমি আপন প্রকৃতির অনুরূপ বাক্যই বলিয়াছ। তোমার পরামর্শ কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত যুক্তিযুক্ত নহে। শরণাগত শত্রুর আবার গৌরব কি ? তাহার সম্মান বা প্রশংসাই বা কোথায় ? বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ ভ্রাতা ও জ্ঞাতি। বিপদে তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাংশেই সাহায্যদানের যোগ্যপাত্র। তুমি সাহায্য না কর, তাহা তোমার ইচ্ছা ; আমাদিগকে কিন্তু ন্যায় ও উচিত পরামর্শ দিতে হয়, সেই জন্যই এ কথা বলিতেছি ; জানিয়া শুনিয়া যে ব্যক্তি ন্যায়কথা বা উচিত পরামর্শ না বলে, শাস্ত্রবিচারে তাহাকে রৌরব-নরকের কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মিত্র হউক্, শরণাপন্ন হইলে তাহার রক্ষাবিধানই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম।'

"মহারাজ। বিদুরবাক্য দুর্য্যোধনের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিল! পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করাই তিনি শ্রেয়ঃকল্প ভাবিলেন এবং সৈন্যদিগকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া আপনিও ভীষ্মাদি কুরুবীরগণের সহিত সজ্জিত হইলেন।

"অচিরেই চতুরঙ্গিনীসেনা সুসজ্জিত হইল। ভেরীনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত, গজযূথের বৃংহণে বিক্ষোভিত, অশ্বের হ্রেষারবে আকুলিত এবং সৈন্যগণের কোলাহলে সমাকীর্ণ হইল। অনতিকালমধ্যেই দুর্য্যোধন সসৈন্যে সমরযাত্রা করিলেন। তদীয় অনুগত রাজগণও তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এদিকে পঞ্চপাণ্ডবও রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া যাদবসেনার প্রতিকূলে বহির্গত হইলেন। হিড়িম্বানন্দন মহাবীর ঘটোৎকচ জঙ্গম-পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল, পঞ্চ সিংহ যেন একমাত্র শাবকের সহিত গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়াছে অথবা যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গণপতি ও সূর্য্য এই পঞ্চদেব মহাবল কার্ত্তিকের সহিত সুরধাম হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যাদব-পাণ্ডব-যুদ্ধ

"ভগবান্ বাদরায়ণি কহিলেন, 'হে রাজন্! ত্রিভুবনবিদিত পবিত্র কুরুক্ষেত্রই যুদ্ধভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে উভয়পক্ষীয় সেনাদল লম্ফঝম্পে জগৎ বিত্রাসিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্রতেজে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া এবং পদভরে বসুমতী কম্পিত করিয়া সেই পুণ্যপ্রদেশে সমুপস্থিত হইল। তাহাদিগের হলহলাশব্দে দশদিক্ প্রপূরিত হইয়া উঠিল। মানুষের সহিত দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির যুদ্ধ হইবে, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অননুশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা কেহই কোনকালে স্বপ্নেও, ভ্রমেও, প্রমাদবশেও চিন্তা করে নাই। সুতরাং ত্রিলোকের যাবতীয় বীর সমবেত হওয়াতে তৎকালে কুরুক্ষেত্রভূমে এক অভিনব অদ্ভুত দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল।

"হে ভারত! যুদ্ধের উপক্রম। সেনাদল সুসজ্জিত হইয়া আদেশপ্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে কুরুপিতামহ ভীষ্ম অবশ্যকর্ত্তব্য শিষ্টাচারের ও আত্মীয়তার অনুরোধে বাসুদেবসকাশে দূত প্রেরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সকলেই তাহাতে অনুমোদন করিলে, মহামতি বিদুর স্বয়ংই পাণ্ডবগণের দূতরূপে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিদুরকে দর্শনমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বিদুরও অভিবন্দনাদিপুরঃসর আসন-গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! আপনার লীলা বিচিত্র, অদ্ভুত ও সাধারণের দুর্ব্বোধ! আপনি কখন্ কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না; সুতরাং এই যাদব-পাণ্ডবের যুদ্ধ পরিণামে কি ফল প্রসব করিবে, তাহা কিরূপে বুঝিব? যাহাই হউক্, আমাদের ন্যায় হীনবুদ্ধি প্রাকৃত মানুষের বুদ্ধিতে এ যুদ্ধ ন্যায়ানুগত, সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যাহারা চিরদিন অনুগত, শরণাগত ও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় বশবর্ত্তী, আপনি সেই পাণ্ডবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেছেন, ইহা দেখিতে, শুনিতে ও বলিতেও ঘৃণা জন্মে! অতএব এ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা হয়।'

"তখন কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে মহামতে! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। তুমি কি জান না, আমি চিরদিন ভৃত্যের অনুগত, বশীভূত ও ভক্তের নিকট পরাজিত। সুতরাং তোমার ভয় নাই, আজিও আমি পাণ্ডবের নিকট পরাজিত হইব। তুমি সত্বর যাইয়া যুদ্ধঘোষণা কর।'

"মহারাজ! বিদুরের সহিত কৃষ্ণের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে দেবী কুন্তী তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র কৃষ্ণ

যেমন গাত্রোত্থান করিয়াছেন, অমনি পাণ্ডবজননী স্নেহবিহ্বলবশে তাঁহাকে দৃঢ়করে ধারণ করিলেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি! আশীর্ব্বাদ করুন্, আজি যেন পাণ্ডবগণ জয়শ্রী লাভ করেন এবং আমি সগণবাহনে তাঁহাদের নিকট পরাজিত হই। প্রদ্যুম্নের মুখে বোধ হয়, আপনি আমার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছেন। অতএব আপনি আশ্বস্ত, নির্ভয় ও বিশ্বস্ত হইয়া প্রতিগমন করুন্।'

"কুন্তী কহিলেন, 'বৎস! নারীজাতি স্বভাবতই চঞ্চলা। দেখিয়া শুনিয়াও সেই চাঞ্চল্যবশতঃ ক্ষণে ক্ষণে আমি মুগ্ধ, ব্যাকুল ও কাতর হইতেছি। তোমার নামকীর্ত্তনে ও স্মরণে যখন ভীষণ ভীষণ বিপদ ও ভবসাগর অতিক্রম করা যায়, তখন আর কি বলিব? বিশেষতঃ তুমি পাণ্ডবগণের হিতৈষী; কখনও পাণ্ডবের মন্দ চেষ্টা বা মন্দ চিন্তা কর না; সুতরাং তোমার মনে যাহা ভাল ও উচিত বিবেচনা হয়, করিও।'

"রাজন্! এই বলিয়া কুন্তীসতী অতিকষ্টে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহামতি বিদুরের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিদুরও তাঁহাকে নিজস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং ভীষ্মাদিসকাশে বাসুদেবের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন, 'আপনারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন; সন্ধি করিতে বাসুদেবের ইচ্ছা নাই।'

"শুকদেব কহিলেন, 'হে ভারত! মহামতি বিদুর এই কথা বলিতেছেন, এদিকে যাদবপক্ষ হইতে গভীরনাদে দশদিক্ প্রতিনাদিত ও রোদোরন্ধ্র (ভূধরকন্দর) বিদারিত করিয়া ঘনঘোর-গভীর-বিরাবী রণভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিল। তাহার ঘোরগভীর ঘর্ঘরনাদ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র ভীরুগণের ভয় সংবর্দ্ধিত ও বীরবৃন্দের রণোৎসাহ সন্ধুক্ষিত এবং শান্তিপর হিতৈষীজনের অন্তর আকুলিত হইয়া উঠিল। রণমত্ত মাতঙ্গদল ও অশ্বসকল মূত্র-পুরীষ বিসর্জ্জন করিতে করিতে বৃংহিতধ্বনি ও হ্রেষারবসহকারে সবেগে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। তখন রণভূমি ক্ষণকালের জন্য কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত, সাগর আলোড়িত ও বিক্ষোভিত, পর্ব্বত প্রচলিত ও অংশাংশে স্খলিত এবং আকাশ যেন লম্বিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল।

"হে রাজন্! এদিকে সেনাপতি কৃষ্ণনন্দন কাম উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে কার্ম্মুকে ত্রিভুবনমোহন অনন্যসাধারণ সম্মোহনশর সন্ধান করিলেন। তৎক্ষণাৎ রণভূমিস্থিত সমস্ত ব্যক্তির দুর্নিবার মোহাবশের

আবির্ভাব হইল। দেবতা, মনুষ্য সকলেই স্তম্ভিত, স্তিমিতনেত্র ও বিহ্বল-প্রায় হইয়া পড়িলেন। ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহা মহা বীরগণ সকলেই গতিশক্তি-বর্জ্জিতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চিত্রপুত্তলিকাবৎ একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। অকস্মাৎ এরূপ বিসদৃশঘটনার কারণ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

"অনন্তর অন্তর্য্যামী অনন্তশায়ী শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে সম্মোহনাস্ত্রসংবরণে অনুমতি করিলে অনন্তশায়ীর অনন্তস্বরূপ পুত্র রতিনাথ প্রদ্যুম্ন পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ অনঙ্গ-অস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন। তখন বিপক্ষগণ বুঝিতে পারিয়া, একবারে রোষামর্শে অধীর হইয়া, সকলে মিলিয়া সংকুল-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাহবে নিযোজ্যমান মরে-অমরে ঘোরতর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। উভয়দলই সাজে তেজে সমান ও তুল্যপদবীবিশিষ্ট। প্রথমে স্বয়ং দেবদেব শূলপাণি পিতামহ ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূতদেব মহাদেবকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তদীয় অনুচর ভূত, প্রেত, বেতাল প্রভৃতি গণবৃন্দ রোষভরে গর্ব্বভরে ও আক্রোশভরে লম্ফঝম্ফ করিয়া রণমদে উন্মত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ কোকিলমুখের ন্যায়, কতকগুলির মুখ শ্যেনের ও কতকগুলির মুখ তিত্তিরীর মুখের তুল্য। কেহ কেহ নাগানন কেহ কেহ শূকানন, কেহ কেহ বা কৃকলাসবদন। কতকগুলার বদন প্রচণ্ড, কতকগুলার বা প্রশান্ত ; কতকগুলা চীরপরিধারী, কেহ বিরজ-বস্ত্রধারী ; কতকগুলার অঙ্গ কৃশ, উদর স্থূল, গ্রীবা খর্ব্ব, কর্ণ বৃহৎ ; কতক-গুলার গজেন্দ্রচর্ম্ম, কতকগুলার বা কৃষ্ণাজিনবসন ; কতকগুলার স্কন্ধদেশে, কতকগুলার উদরে কতকগুলার পৃষ্ঠে, কতকগুলার হনুপ্রদেশে, অপর কতক-গুলার জঙ্ঘায় মুখ : কেহ কেহ চর্ম্মবাসা, কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ দিব্য-কিরীটধারী, আবার কাহারও বা মস্তকে মুকুট বিদ্যমান ; কেহ ত্রিশিখ, কেহ দ্বিশিখ, কেহ কেহ বা পঞ্চশিখ ; কতকগুলার পৃষ্ঠ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গাত্র খর্ব্ব : কতকগুলার উদর ও শিশ্ন লম্বিত ; কতক বক্রমুখ, কতক বামন, কতক বা কুব্জ ; কতকগুলার হস্তীর, কতকগুলার কূর্ম্মের, অপর কতকগুলার বৃষের ন্যায় নাসা ; কতকগুলার বর্ণ শ্বেত, কতকগুলার লোহিত, কতকগুলার নানাবর্ণ, কতকগুলার প্রভা ময়ূরের ন্যায় ; কতকগুলার হস্তে পাশ উদ্যত, কতকগুলার বদন ব্যাদিত, কতকগুলার বদন প্রখর ; কাহারও হস্তে শতঘ্নী, কাহারও হস্তে পরশু, কাহারও হস্তে মুষল, কাহারও হস্তে দণ্ড, কাহারও হস্তে গদা, কাহারও হস্তে ভুষণ্ডী, কাহারও হস্তে মুদ্গর, কাহারও হস্তে বা তোমর।

এইরূপে মহাবেগশালী মহাবল রুদ্রানুচরগণ ভীষণ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিকটবেশে উল্লম্ফন প্রোল্লাম্ফনের সহিত রণাঙ্গণে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

"এদিকে জহ্নুনন্দিনী ভগবতী সুরধুনী মহাদেবের জটাজূটকোটরে অবস্থান-পূর্ব্বক নির্ম্মল কটাক্ষবিক্ষেপে বিপক্ষপক্ষীয় ভূতগণের বল অপহরণ ও স্বপক্ষীয় কুরুসৈন্যগণের শক্তিসংবর্দ্ধন করিয়া প্রিয়পুত্র ভীষ্মের উৎসাহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ মহেশ্বর অমৃতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তদীয় অনুবল ভূতবৃন্দ মহাতেজে উত্তেজিত ও উন্মত্ত হইয়া কুরুবলবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন কুরুসৈন্যগণ রুদ্রানুচরদিগের উপদ্রবে ও উৎপাতে বিব্রত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বপক্ষীয় বীরবৃন্দের রণশক্তি সংহরণ করিলেন। তখন ভানুভাস্বর ভীষ্মের ভীমযুদ্ধে ভীতপ্রায় হইয়া ত্রিপুরান্তকারী ত্রিলোচন ত্রিজগৎসংহারী স্বীয় ভীষণাস্ত্র মহাশূল করে ধারণ করিলেন।

"এদিকে মহাবল ভীমের সহিত বলদেবের, কর্ণের সহিত কামের, অর্জ্জুনের সহিত স্কন্দের, দ্রোণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের, দুর্য্যোধনের সহিত ইন্দ্রের, শিশুপালের সহিত শাম্বের, দন্তবক্রের সহিত সত্যবানের এবং জরাসন্ধ ও ঘটোৎকচের সহিত অনঙ্গ নন্দন অনিরুদ্ধের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

"দেবসৈন্য মহাতেজে উত্তেজিত ও রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মহারোষে, মহাবলে দৈবাস্ত্রপ্রয়োগপুরঃসর কুরুবল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বাণে বাণে ঘোর ধূমরাশি, ঘোর অন্ধকাররাশি ও ঘোর আলোকরাশি সমুৎপন্ন হইয়া মধ্যে মধ্যে যেন পৃথিবীকে বিলীন করিবার উপক্রম করিল। উভয়পক্ষীয় বীরগণের স্ফোটিতনাদে নাদিত হইয়া সাগর ও মেদিনী ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণের সিংহনাদে ও হুহুঙ্কারে নভস্তল পরিপূর্ণ হইল। বাণে বাণে, খড়্গে খড়্গে, মুষলে মুষলে, পট্টিশে পট্টিশে যুদ্ধ উত্তরোত্তর ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়া উঠিল। দেবসৈন্যগণ হস্ত্যশ্বরথাদিসঙ্কুল, শত শত কিঙ্কিণী নাদে পরিপূরিত, নীলজীমূতসদৃশ প্রভাবশালী, সমুদ্যত অস্ত্রধারী কুরুসৈন্যগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবসেনাগণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া শূল, অসি, শতঘ্নী, পট্টিশ, তোমর ও স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া দেবসৈন্যগণকে সংক্লিষ্ট ও ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল। মহা-মহাবীরগণ যুদ্ধে ক্রুদ্ধ যাদবসেনাগণকে বধ করিতে

লাগিলেন। কেহ কেহ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রথস্থিত, কেহ কেহ বা হস্তীপৃষ্ঠ-স্থিত ও অশ্বারূঢ় সেনাদিগকে দলিত, মথিত ও বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। শৈলশৃঙ্গসদৃশ পাণ্ডবসেনাগণ যাদবসৈন্যগণের প্রতি মুষ্টিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা নিষ্ক্রান্তলোচন ও ভয়ে শুষ্কপ্রায় হইয়া কম্পিত ও পতিত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ত্তিত, ছেদিত, ভেদিত ও বিদারিত রথ, হস্তী, অশ্ব এবং বীরগণের ভূষণবিমণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা রণভূমি পরিব্যাপ্ত, সমকীর্ণ ও সঙ্কুল হইয়া পড়িল।

"এদিকে মৎস্য যেমন নূতন জল প্রাপ্ত হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিতে করিতে তদ্‌গর্ভে প্রবেশ করে, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন দেবসেনানী কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবসৈন্যরূপ মহাসাগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন্ দেবগণ বাসুদেবের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা অমর; অতএব ইহাঁরা যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছেন, অস্ত্রবলে ইহাঁদিগকে সেই স্থানেই প্রেরণ করিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বীরকেশরী পার্থ শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন। রাজধৃত চৌরগণ যেমন গলহস্তিকা দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সুরসেনানী ত্রিভুবনৈকবীর মহামতি কার্ত্তিকেয়ও সেইরূপ সসৈন্যে অর্জ্জুন-প্রক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা নিজ নিজ গৃহে উপস্থাপিত হইয়া বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। মহামতি স্কন্দের ঈদৃশী লজ্জা, ভগ্নোৎসাহ ও নৈরাশ্য জন্মিল যে, আর তিনি তখন পুনরায় সমরক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইলেন না।

"হে রাজন্! অন্যদিকে দ্রোণাচার্য্যের, মহাবীর কর্ণের, দীর্ঘবাহু বৃকোদরের, চেদিরাজ শিশুপালের, মহাবল দন্তবক্রের, মগধেশ্বর জরাসন্ধের, সুমেরুশৃঙ্গসদৃশ সমুন্নত ও ঘোরনাদী ঘটোৎকচের রণকৌশল সন্দর্শনে কামদেব, দেবরাজ ইন্দ্র, শাম্ব, সত্যবান্, অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য যাদবপক্ষীয় বীরগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণ কখন্ শরাসনে শরযোজনা করেন, কখন্ই বা তাহা পরিত্যাগ করেন, কখন্ই বা তূণীরগর্ভ হইতে শরজাল গ্রহণ করেন, কেহই সে অবকাশ দেখিতে পাইল না; কেবল বিপক্ষগণ রণক্ষেত্রে পতিত হইতেছে, দলিত হইতেছে ও বিমর্দ্দিত হইতেছে, ইহাই দর্শন করিতে লাগিল।

"হে রাজন্! যখন যাদবসেনা নিস্তেজপ্রায় হইল, রণে ভঙ্গ দিয়া অনেকানেক মহাবীর পলায়নপরায়ণ হইলেন, তখন জলাধিপতি বরুণদেব রোষপরবশ-

হইয়া নদ, নদী, হ্রদ, তড়াগ, বাপী, কূপ ও সরোবরাদি সকলকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহার প্রবলপ্রবাহে, তরলতর তরঙ্গরাজিতে ও উত্তাল সমুচ্ছ্বাসে সমরভূমি প্লাবিত এবং হয় হস্তী, রথ রথী, পদাতি ও সারথিসহ মহা মহাবীরগণ অনায়ত্ত ভাসমান হইতেছিল, বাসুদেবের মায়ায় আশু তাহাও নিবারিত হইল ; ক্ষণকাল পরে জলেশ্বরও পাণ্ডবহস্তে পরাভূত হইয়া সমরে বিনিবৃত্ত হইলেন।

"মহারাজ! বাসুদেবের মায়ায়, তাঁহার চক্রে এবং তাঁহার লীলাবৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হইয়া, অন্ধপ্রায় হইয়া, আত্মহারার ন্যায় হইয়া, দেবসেনা ও যাদব-সেনাগণ মন্ত্রমুগ্ধ অজগরের ন্যায়, বজ্রাহত মহীরুহের ন্যায় ও ভূতগ্রস্ত জীবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন ; সুতরাং পাণ্ডবগণের বিজয়সমৃদ্ধি ও যাদবপক্ষের পরাজয়লাভ হইল। অধিক কি, স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের হস্তে, দেবদেব ভূতপতি কুরুপতি ভীষ্মের হস্তে, দেবরাজ ইন্দ্র দুর্য্যোধনের হস্তে, বরুণদেব নকুলের হস্তে, যম কৃপাচার্য্যের হস্তে, বায়ু যুধিষ্ঠিরের হস্তে, কাম কর্ণের হস্তে, বলদেব ভীমের হস্তে, শাম্ব শিশু-পালের হস্তে, সত্যবান্ দন্তবক্রের হস্তে, অনিরুদ্ধ জরাসন্ধের হস্তে দেব-সেনাপতি ষড়ানন ধনঞ্জয়ের হস্তে এবং সাত্যকি সহদেবের হস্তে পরাভূত হইলেন। এইরূপ যাদবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরবৃন্দের হস্তে পরাজিত হইলেন।"

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উর্ব্বশীর উদ্ধার

"শুকদেব কহিলেন, 'হে ভারত! মনুষ্যের নিকট সুরসমাজ পরাজিত হইল, ইহা অপেক্ষা লজ্জার ঘৃণার, উপহাসের ও আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া দেবগণের হৃদয়ে একবারে রোষ, অমর্ষ, ক্ষোভ ও আক্রোশ উপস্থিত হইল। আবার তাঁহারা ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায়, পদদলিত মহাসর্পের ন্যায় ও প্রলয়সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়া পুনরায় সংগ্রামমানসে সমুপস্থিত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা শাল্ব-সমরে এবং মৃত্যুপতি যম পাণ্ডুবংশাবতংস যুধিষ্ঠিরের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন ; ইহাঁরা উভয়েই পুনর্ব্বার দ্বিগুণ বীর্য্যে, দ্বিগুণ পরাক্রমে ও দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। আবার দেবদুন্দুভি গভীরনাদে সমর-ঘোষণা

করিল। মহাবীর পার্ব্বতীকুমার সুকুমার কুমার আবার পূর্ণসাহসে, পূর্ণ-বিক্রমে ও পূর্ণ উদ্যমে সৈন্যগণসহ সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। এবার দেবসমাজ প্রাণপণ করিয়া শত্রুপক্ষের সংহার বা আপনাদের পতন নিশ্চয়, এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ অস্ত্র ধারণ করিলেন। ব্রহ্মার অক্ষ, বিষ্ণুর চক্র, শূলপাণির শূল, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, বরুণদেবের পাশ, দেবেন্দ্রের বজ্র এবং মৃত্যুপতি যমরাজের কালদণ্ড, এই সপ্তবজ্র সমবেত হইল। এই সপ্তবজ্রের তেজে ও ভীষণ নিনাদে আকাশ-পাতাল পরিব্যাপ্ত, বসুমতী কম্পিত ও ত্রিভুবন বিত্রাসিত হইয়া উঠিল।

"মহারাজ! এদিকে, পদ্মিনী বিনা সরসীর যেমন শোভা হয় না, চন্দ্রমা ব্যতিরেকে নভস্থলী যেমন নিষ্প্রভ হয় এবং মণিহারা হইলে ফণিনী যেমন মলিনা হইয়া পড়ে, উর্ব্বশী বিনা বহুদিন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনগরী অমরাবতীরও সেই দশা হইয়াছে। স্বর্গের বস্তু স্বর্গে আসুক্, স্বর্গের পরিমল স্বর্গে প্রবাহিত হউক্, স্বর্গের সৌন্দর্য্য স্বর্গেই বিরাজ করুক্, ইহাই দেবগণের, দেবীগণের, বিশেষতঃ দেবরাজের আন্তরিক ইচ্ছা। যাহাতে সেই ইচ্ছা অচিরে পরিপূর্ণ হয়, দেবসমাজ অনুক্ষণ সেই চিন্তায় চিন্তিত, তৎসাধনে সচেষ্ট এবং তদুপায়-নির্দ্ধারণে কৃতসংকল্প। হে রাজন্! অশ্বিনীরূপিণী উর্ব্বশীও মর্ত্ত্যলোকের যন্ত্রণায় অসহমানা হইয়া অনুক্ষণ উদ্ধারলাভাশায় দেবী ভগবতীর বিপদভঞ্জন কমলচরণ ধ্যান করিতেছিলেন। ঋষিশাপে অভিশপ্ত হইয়া উর্ব্বশী সাশ্রুনয়নে স্তুতিবাদ করিলে, মহাতপা দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন, "কালে মর্ত্ত্য-লোকে অষ্টবজ্র সমবেত হইলেই তোমার শাপবিমুক্তি হইবে; তখন তুমি পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বস্বরূপ লাভ করিতে পারিবে।" এখন সপ্তবজ্র একত্র হইল দেখিয়া উর্ব্বশীসুন্দরী একান্তমনে দেবী ভগবতীর ধ্যান ও মনে মনে তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন।

"হে ভারত! কৃপণ যেমন অর্থের, লোভী যেমন ভক্ষ্যবস্তুর এবং বিলাসী-জন যেমন কামের বশীভূত, দেবতারা সেইরূপ ভক্তির বশবর্ত্তী। ভগবতী মাহেশ্বরী চিরদিন উর্ব্বশীকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। উর্ব্বশী-অভাবে অপ্সরোলোক, লক্ষ্মীহীন বৈকুণ্ঠের ন্যায়, গায়ত্রীবর্জ্জিত দ্বিজাতিগৃহের ন্যায় এবং আলোকবিহীন নৃত্যমণ্ডপের ন্যায় শ্রীহীন, বিমলিন ও বিষাদময় হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয় পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল; কিরূপে তাঁহাকে আশু শাপবিমুক্ত করিয়া অমরধামে আনয়ন করিবেন, ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন; ইত্যবসরে অপ্সরোবরা উর্ব্বশীর স্তুতিবাদে তাঁহার অন্তর

আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে প্রধানা সহচরী বিজয়ার মুখে দেবগণের ঐরূপ পরাভব-ঘটনাও শ্রবণ করিলেন। তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্রী, দৈত্য-দানব-দলনী, পাপহারিণী, কলিনিসূদনী, দেবী হৈমবতী ভগবান্ বাসুদেবের অভিপ্রায়সিদ্ধি ও উর্ব্বশীর শাপমোচনমানসে বিপক্ষবিদলন-অসি-হস্তে আলুলায়িতকেশে রণচণ্ডিকাবেশে সহসা সেই বিভীষণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নীলজীমূতসন্নিভ ভীমমূর্ত্তি দর্শনে, বহ্নির সপ্তশিখার ন্যায় লোলরসনা নিরীক্ষণে এবং রুধিরানুলিপ্ত-দশনরাজি অবলোকনে সকলেরই অন্তর ভীত, চমকিত ও বিত্রাসিত হইয়া উঠিল।

"হে রাজন্! দেবী এইরূপে রণচণ্ডিকাবেশে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অট্ট অট্ট হাস্যে দশদিক্ স্তম্ভিত, প্রতিনাদিত ও বিহ্বলপ্রায় করিয়া দেবগণমধ্যে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাকে সমরভূমে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া অশ্বিনী-রূপিণী উর্ব্বশীর অন্তর যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদেবতাও বিজয়শ্রীলাভের আশায় দেবীপদে,* প্রণামপুরঃসর স্ব স্ব সপ্তবজ্র সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডববিনাশার্থ দণ্ডায়মান হইলেন।

"মহারাজ! তখন সর্ব্বমায়ানিকৃন্তনী, ভবপাশচ্ছেদিনী, মায়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়া হুঙ্কারনাদে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া যেমন স্বীয় দিব্য অসি উত্তোলন করিলেন, অমনি একত্র সমবেত অষ্টবজ্র নেত্রপথে নিপতিত হওয়াতে উর্ব্বশীর ঋষিদত্ত অভিশাপের বিমোচন হইল। তিনি তুরগীদেহ বিসর্জ্জনপুরঃসর পূর্ব্বস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া দেবী ভগবতীর পাদমূলে নিপতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, 'জননি! রোষ সংবরণ করুন্। স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া তাহার বিনাশ করা সমুচিত নহে। দেবগণের এই সপ্তাস্ত্রের সহিত আপনার অমোঘ অসি নিক্ষিপ্ত হইলে, পাণ্ডবসেনা দূরে থাকুক্, ত্রিসংসার চিরদিনের মত অতলতলে নিমগ্ন হইবে। অতএব প্রসন্না হইয়া এই ভীমরূপের সংহার করুন্। আপনার কৃপায় আমি এতদিনে বিপ্রশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।'

"হে ভারত! উর্ব্বশীসুন্দরী এই বলিয়া দেবীপদে পুনঃপ্রণাম করত গগনপথে সমুত্থিত হইলেন। এদিকে নভোমার্গ হইতে ভূরি ভূরি দিব্যকুসুম-বৃষ্টি নিপতিত হইয়া রণভূমি সমাকীর্ণ করিল, আনন্দদানে দুন্দুভিনাদ সমুত্থিত হইয়া সকলের হৃদয় উল্লাসিত করিতে লাগিল, দেবীও প্রসন্না হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তিরোহিত হইলেন।

"মহারাজ! উর্ব্বশী গমনকালে দণ্ডীরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! সংসারের বৃথা মায়ায় বিমুগ্ধ হইও না। অসার সংসারকে সার বুঝিয়া, বিলাসসুখকেই সংসারের সারপদার্থ ভাবিয়া, মোহবশে ভ্রমপ্রমাদে মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলে বলিয়াই এতদিন এত যন্ত্রণা, এত ক্লেশ ও এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ; এখন সমস্তই প্রত্যক্ষ হইল। যেখানে সম্পদ, সেইখানেই বিপদ্, যেখানে জন্ম, সেইখানেই মরণ এবং যেখানে মিলন, সেইখানে বিরহ, ইহা ভাবিয়া বুদ্ধিযোগে, জ্ঞানযোগে ও বিবেকবলে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। আমার জন্য চিন্তা, শোকতাপ বা বিষাদ প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির পদে চিত্ত নিবেশ কর, তাহা হইলেই অনন্তসুখে সুখী হইতে পারিবে এবং সেই প্রভুর সুখময় ত্রিতাপনাশন ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে।'

"রাজন্! উর্ব্বশী এই বলিয়া প্রস্থান করিলে অবন্তীরাজ দণ্ডী ক্ষণকাল বিমুগ্ধের ন্যায়, বিস্মিতের ন্যায়, চকিতের ন্যায় ও স্তম্ভিতের ন্যায় অধোবদনে অবস্থানপূর্ব্বক বুদ্ধিবলে, বিবেকবলে ও জ্ঞানবলে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

"হে ভারত! অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় ও অননুভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনে দেবগণ, পাণ্ডবগণ ও যাদবগণ যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ বাসুদেবের কৃপায়, তাঁহার প্রসাদে ও তাঁহার মায়ায় যুদ্ধ বিনিবৃত্ত হইল। যদুপতি কৃষ্ণের অপার-মায়াবশে পাণ্ডবগণ জয়শ্রীলাভ করিলেন; ত্রিভুবনে তাঁহাদিগের মহিমা, গৌরব ও বিক্রমের ভূয়সী প্রশংসা বিঘোষিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষই পরস্পর সপ্রণয় সম্ভাষণ ও সভাজনাদি করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

"শুকদেব কহিলেন, 'হে রাজন্! দণ্ডীচরিত বর্ণনপ্রসঙ্গে ত্বৎসকাশে তোমার পিতামহগণের কীর্ত্তিকলাপ, শ্রীহরির ভক্তবাৎসল্য ও শ্রুতিসুখকর নানাবিধ রাজনীতিসম্বলিত সুমধুর উপাখ্যানাদি কীর্ত্তন করিলাম; এখন তোমারও আসন্নকাল সমীপবর্ত্তী। উর্ব্বশী যেমন বহুকষ্টে, বহু যন্ত্রণা ও বহু লাঞ্ছনা-ভোগ করিয়া পরিশেষে বিপ্রশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আশু যোগাবলম্বনে এই নশ্বরদেহ বিসর্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপ হইতে বিমুক্ত হও। বৎস! ধরিত্রীর ভারাপনোদনার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে সোমনন্দন বর্চ্চা যেমন তোমার পিতা অভিমন্যুরূপে, পঞ্চ ইন্দ্র পঞ্চপাণ্ডবরূপে, দ্যুনামক বসু ভীষ্মরূপে, বিশ্বেদেবগণ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্ররূপে, অরিষ্টানন্দন হংস ধৃতরাষ্ট্র-

রূপে, অত্রিপুত্র বিদুররূপে, সূর্য্য কর্ণরূপে, কলি দুর্য্যোধনরূপে, পৌলস্ত্যগণ দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃবৃন্দরূপে, সিদ্ধি কুন্তীরূপে, ধৃতি মাদ্রীরূপে এবং শচী দ্রৌপদীরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া কিছুকাল এই মর জগতে বহুবিধ সুখসমৃদ্ধি ভোগ করত পরিশেষে দুরন্ত-কলির যাতনাময় প্রতাপ অবিসহ্য জ্ঞানে নিত্যসমৃদ্ধ ও নিত্যসুখময় দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষানুচরিত সুপদবীর অনুসরণ কর। বৎস! তোমার মহাযশা পিতা যেমন বর্চ্চা নামক সোমনন্দন হইতে ইহ-জগতে অভিমন্যুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি ঋষিবর পর্ব্বতের অভিশাপে ইন্দ্রলোক হইতে পরীক্ষিৎরূপে সুপবিত্র পৌরববংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি অমরাবতীসভার প্রধানতম পারিষদ বিদ্যাধরনামা গন্ধর্ব্ব। উর্ব্বশী যেরূপ সুর-সভার রত্ন-রূপিণী, তুমিও সেইরূপ অমরসভার একমাত্র অতুলনীয় রত্ন। ত্বদীয় অভাবে অমরাবতীনাথ দেবেন্দ্র সততই আলোকবিহীন চন্দ্রমার ন্যায় নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। অতএব তোমার শাপাবসান-সময় সমাগত হইয়াছে; তুমি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক এই পূয়শোণিতপ্রপূরিত অসার নরদেহ ত্যাগ করিয়া আশু অমরলোকে গমন কর। বিশেষতঃ সর্ব্বনাশকর, পাপময় দুর্জ্জয় কলি ক্রমেই সংসারে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই কালে যেরূপ ধর্ম্মের ব্যভিচার ও লোকব্যবহারের বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় অবসন্ন, চিত্ত পরিখিন্ন ও দেহ রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। অতএব এ সময় প্রাণ-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পাপপৃথিবী হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প।

"বাদরায়ণির মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা পরীক্ষিৎ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! যে পাপময় কালের সমাগমমাত্রেই জীবের হৃদয় অজ্ঞান-তমসে অন্ধীভূত হয়, যে বিষাদময় কালের আগমন জানিতে পারিয়াই আমার পূর্ব্বপিতামহগণ ঈদৃশ সুখবিলসিত আপাতমনোরম সংসারবিলাসকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, যে দুর্জ্জয় কলির ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার লীলাভূমি বুঝিয়া দেবগণ অপ্সরোবরা উর্ব্বশীকে এই পাপক্ষেত্র হইতে স্বর্গভূমে স্থাপন করিলেন, সেই তমসরূপী শোক-তাপ-প্রবর্ত্তক কলিযুগের ধর্ম্ম স্থিতিকাল ও ভবিষ্যৎক্রিয়াই বা কিরূপ বিপজ্জনক, শ্রবণ করিতে একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে; অতএব কৃপাপুরঃসর উহা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল শান্তি করুন্।'

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসসঙ্ঘ! পাণ্ডুকুলধুরন্ধর রাজা পরীক্ষিৎ সানুনয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ মহাযোগী শুকদেব তৎসকাশে ভবিষ্যকথা

যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমি সেই পাতকহারিণী পুণ্যকথা আপনাদিগের নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন্।”

উনষষ্টিতম অধ্যায়

ভবিষ্য-কীর্ত্তন

“শৌনক কহিলেন, ‘হে মহামতে সূত! ইতিপূর্ব্বে তুমি বলিলে যে, দুরন্ত সর্ব্বপুণ্যসংহারক কলিকে সমাগতপ্রায় দেখিয়াই সুরগণ কৌশলে অবন্তীনাথ দণ্ডী ও উর্ব্বশী প্রভৃতি সকলকে আশু অভিশাপ হইতে বিমোচিত করিয়া স্বর্গধামে আনয়ন করিলেন। তোমার প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আমাদিগের চিত্ত সন্দিগ্ধ ও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াছে। সত্যাদিযুগত্রয়ের সহিত কলির প্রভেদ কি, কলিযুগের মানবগণ কিরূপ আচার-ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইবে এবং কি উপায়েই বা তাহারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ ও কৌতূহল চরিতার্থ কর।’

“সূত কহিলেন, ‘হে তাপসবর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব তাহাই বর্ণন করিয়াছিলেন; আমি আপনার আদেশে সংক্ষেপে উহা বলিতেছি।’

“শুকদেব কহিলেন, ‘হে রাজেন্দ্র! সত্যযুগের পুণ্যবান্ মনুষ্যেরা যোগ-যজ্ঞাদি সাধন করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেন। তৎকালীন লোকেরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাধ্যয়ন, পরমার্থচিন্তা, তপস্যা, দয়া ও দান দ্বারা মহাবলবান্, মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং মর্ত্ত্য হইয়াও দেবলোকে গমন করিতেন। সে সময় সকলেই সত্যবাদী, সাধু ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন; তাঁহারা পরের স্ত্রীকে মাতার এবং পরের পুত্রকে আপনার পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে লোষ্ট্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। অধিক কি, সকলেই স্বধর্ম্মনিরত ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। কেহই মিথ্যাবাদী, প্রমাদী, চোর, পরদ্রোহী ও দুরাশয় ছিল না। কেহই কখনও মাৎসর্য্য, রোষ, লোভ বা কামুকতার হস্তে নিপতিত হয় নাই; সকলেরই অন্তঃকরণ সৎ ও আনন্দময় ছিল। তৎকালে বসুন্ধরা ভূরিশস্যশালিনী ছিলেন, জলদাবলী কালে জলবর্ষণ করিত, গাভীগণ দুগ্ধভারাবনত ও বৃক্ষসকল ফলভরে পূর্ণ ছিল। সে সময়ে অকালমৃত্যু দুর্ভিক্ষ বা রোগভয় ছিল না। সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগ, তেজস্বী ও রূপগুণসমন্বিত ছিল। স্ত্রীগণ

ব্যভিচারিণী ছিল না। সকলেই পতিভক্তিপরায়ণা ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই নির্দ্দিষ্ট আচার-ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইতেন। তাঁহারা আপনাপন জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া নিস্তারপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"সত্যযুগাবসানে ত্রেতাসমাগমে ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অঙ্গহীনতা লক্ষিত হয়। কারণ, তৎকালে মনুষ্যগণ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলেন; তাঁহারা জানিলেন, বৈদিক কার্য্য সমাধা করা নিতান্ত সাধনা-সাপেক্ষ এবং বহুতর ক্লেশ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মানবগণ যখন বৈদিক কার্য্য-সাধনে অপারগ হইলেন, তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল; তাঁহারা বেদোক্ত কার্য্যসাধন বা তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হওয়ায় খিদ্যমান হইলেন। তখন ভগবান্ বেদার্থময় স্মৃতিশাস্ত্র প্রকটন করিয়া তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অক্ষম লোকদিগকে দুঃখ, শোক ও পীড়াদায়ক পাপ হইতে উদ্ধার করেন। সেই ভগবান্ প্রভু ভিন্ন এই ঘোরতর সংসারসাগর হইতে জীবগণকে রক্ষা করিতে আর কে পারে? তিনিই পার্থিব অধম জীবের পালনকর্ত্তা, ভরণপোষণ কর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা।

"অনন্তর যখন দ্বাপরযুগের প্রবর্ত্তনা ঘটিল, তখনই স্মৃতিসম্মত ক্রিয়াদি হ্রাস পাইতে লাগিল। তৎকালে ধর্ম্মের অর্দ্ধলোপ ঘটে। মনুষ্যগণ নানাপ্রকার আধিব্যাধিপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ সংহিতাশাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিলেন।

"হে তাপসবৃন্দ! এক্ষণে সর্ব্বধর্ম্মলোপী দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুরাচার দুষ্প্রপঞ্চ কলির অধিকার সমাগতপ্রায়। এই কালে বেদপ্রভার খর্ব্বীভূত এবং স্মৃতিও বিস্মৃতিসাগরে মগ্নপ্রায়। এ সময়ে নানাপ্রকার ইতিহাসপূর্ণ নানা-পথপ্রদর্শক পুরাণাদির নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকিবে না। সুতরাং সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মবিমুখ হইয়া উঠিবে। কলির জীবগণ উচ্ছৃঙ্খল, মদোন্মত্ত, সর্ব্বদা পাপে লিপ্ত, কামুক, অর্থলোলুপ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, অপ্রিয়ভাষী ও শঠ হইয়া উঠিবে। এই কালের লোকেরা অল্পায়ু, মন্দমতি, রোগশোকসমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকার্য্যপরায়ণ হইবে। এই কালে সকলে নীচসংসর্গে রত, পরস্বাপহারী, পরনিন্দক, পরদ্রোহী, পরগ্লানিতে তৎপর ও খল হইয়া উঠিবে। পরস্ত্রীহরণে ইহারা পাপাশঙ্কা বা ভয় করিবে না। ইহারা নির্ধন, মলিন, দীন ও চিররুগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিবে। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদিবিরহিত হইয়া শূদ্রের ন্যায় আচারবান্ হইবে। তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অযাজ্য-

যাজন করিবে এবং দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবে। ইহারা মিথ্যা-বাদী, মূর্খ, দাম্ভিক ও ঘোরপ্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে; কন্যা বিক্রয় করিবে এবং পাতিত্য ও তপোব্রতভ্রষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিবে। কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা লোকপ্রতারণার উদ্দেশে জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে। কিন্তু অন্তরে উহাদের শ্রদ্ধাভক্তির লেশমাত্রও থাকিবে না। তাহারা ঘোর পাষণ্ড ও পতিতের ন্যায় কার্য্য করিয়াও আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে। তাহাদের আহার, কার্য্য ও আচার জঘন্য হইবে, শূদ্রের পরিচারক হইয়া অনায়াসে শূদ্রান্ন গ্রহণ করিবে এবং শূদ্রাণীগমনে লোলুপ হইয়া উঠিবে। অধিক কি, তাহারা অর্থলোভে নীচজাতীয় ব্যক্তিকে আপনার পত্নী বিনিয়োগ করিবে। তাহারা কেবল বিত্তের জন্য গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। উহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার কিংবা পানাদির কিছুমাত্র নিয়ম থাকিবে না। উহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্লানি ও সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে বিরত থাকিবে। তাহাদের অন্তরে সৎকথার আলাপ কখনই স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

"হে তপোধনগণ! অধিক আর কি বলিব, কলিকালে মনুষ্যজাতির বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তি-সকল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি দ্বারা সাম, ঋক্ বা যজুর্ব্বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপও নিষ্পাদিত হইবে না। কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহপ্রথার লোপ হইবে, গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, পতি ও পত্নীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং হোমাদি ক্রিয়া ও দেবতার্চ্চনা একেবারে লোপ পাইবে। এই ভীষণ যুগে যে সে বংশে জন্মিয়াও বলিষ্ঠ পুরুষ সকলের প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে। ব্রাহ্মণেরা ঘৃণিত উপায় অবলম্বন দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপাচারীরা কেবল সমাজের মনস্তুষ্টিবিধানার্থ যেমনভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে; প্রকৃত-পক্ষে তাহাতে তাহাদের পাপহৃদয়ে ভক্তিভাবের লেশমাত্রও থাকিবে না।

"হে মহারাজ! কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইবে, স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই আরাধনা করিবে এবং ইচ্ছানুসারে সকল আশ্রমে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবিষ্ট হইবে। কি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত, কি ধনদানাদি ধর্ম্ম, কি একাদশ্যাদি উপবাস, যাহাতে যাহার অভিরুচি হইবে, সে ইচ্ছানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। অধিকার অনধিকার বিবেচনা করিবে না। অল্পমাত্র ধনেই কলিযুগের মনুষ্য অহঙ্কারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিবে, হিতাহিত বিবেচনা করিবে না, পৃথিবীকে

যেন করতলগত ক্ষুদ্র শরাবের ন্যায় জ্ঞান করিতে থাকিবে।

"হে ভারত! পুরুষ অপেক্ষা কলিকালের নারীজাতি আরও অধিকতর ভয়ঙ্করী। তাহারা কেবল কেশ দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী জ্ঞান করিবে। তৎকালে তাহারা মণিকাঞ্চনাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার অথবা মহার্হ বস্ত্রাদি প্রাপ্ত না হইলেও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারাই আপনাদিগকে সুসজ্জিত করিবে। একে ত পতির প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ, প্রীতি বা ভক্তি থাকিবে না, তাহাতে যদি পতি ধনহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদদলিত করিয়া বা সারমেয়বৎ ঘৃণার্হ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষান্তরে অনুরাগিণী হইবে। কলি-কালে ধনবান্ হইলেই সেই পুরুষ নারীগণের পতি হইবার উপযুক্ত পাত্র হইবে। মনুষ্যদিগের মধ্যে যে যাহাকে অধিকপরিমাণে অর্থদান করিতে সমর্থ হইবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভুপদবাচ্য হইয়া উঠিবে। সৎকুলজাত শিষ্টব্যক্তির প্রভুতা, সমাদর ও সম্মান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। গৃহাদিনির্ম্মাণ ও গৃহসামগ্রী সংগ্রহের জন্য সকলে অকাতরে অর্থব্যয় করিবে, কিন্তু ধর্ম্মার্থে কপর্দ্দকমাত্র ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবে। মানবচিত্ত অহর্নিশ অর্থোপার্জ্জনের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিবে। ভ্রমেও একবার পরকালের চিন্তা করিবে না। আপনার সুখভোগ বা চিত্তবিনোদনের জন্য লোকে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিবে, কিন্তু অতিথিসৎকারের জন্য একটি কপর্দ্দক ব্যয় করিতেও যেন তাহার দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইবে। কলিকালে অন্যায়, অধর্ম্ম ও ঘৃণিত উপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে কেহই সঙ্কুচিত হইবে না। রূপবান পুরুষ নেত্রপথে পতিত হইলেই রমণীগণ কামার্ত্তা হইয়া তৎসকাশে অভিলাষিণী হইবে। আত্মীয়স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ, অধিক কি গুরুদেব অনুরোধ করিলেও কলিকালে কেহ আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না।

"হে মহামতে! গাভী দেবতা, গাভী ভগবতীসদৃশী পূজনীয়া, গাভী ত্রিভুবনের আরাধ্যা, কলিকালে মনুষ্যের হৃদয় হইতে এই জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হইবে। 'গাভীগণ দুগ্ধ প্রদান করে বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য' সকলের মুখেই কেবল এই কথা উচ্চারিত হইবে এবং 'ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই' কলির শূদ্রগণ অনুক্ষণ সর্ব্বসমক্ষে এই কথা বলিয়া আত্মগরিমা প্রদর্শন করিবে। এই কালে প্রায়শঃ সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে; সুতরাং প্রজাবৃন্দ সতত আকুল, ক্ষুধায় প্রপীড়িত ও তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একদৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে; অতিকষ্টে কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি ভক্ষণ

করিয়া তাপসের ন্যায় দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবে। সেই সময়ে মানব ধনহীন সুখহীন ও আনন্দবিহীন হইয়া অনুক্ষণ কেবল দুর্ভিক্ষরূপ ক্লেশ উপভোগ করিতে থাকিবে। কলিকালে মানবগণ অস্নাত অবস্থায় আহার করিতে সংকুচিত হইবে না। দেবতা, অতিথি ও অগ্নির পূজা পরিত্যাগ করিবে এবং ভ্রমেও একবার পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে না।

"হে রাজসত্তম! কলিকালের মনুষ্যগণের দেহ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে এবং সকলেরই অন্তঃকরণ লোভের বশবর্ত্তী হইবে। নারীগণ বহু ভোজনশীল হইবে, বহু সন্তান-সন্ততির জননী হইবে এবং দুর্ভাগ্যবতী হইয়া পড়িবে। স্বামী কোন আদেশ করিলে রমণী দুই হস্ত দ্বারা মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে অম্লানবদনে তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে। তাহারা ক্ষুদ্রাশয় হইয়া নিরন্তর আত্মদেহ-পরিপোষণেই ব্যগ্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা কঠোর ও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ দ্বারা পতির মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত প্রদান করিবে। এই কালে কুলস্ত্রীগণ দুঃশীলা হইয়া অসদ্বৃত্ত পুরুষে ইচ্ছাবতী হইবে এবং অনুক্ষণ অসদাচারেই প্রবৃত্ত থাকিবে। বিপ্রবালকেরা আচারবিহীন হইয়া ব্রহ্মচারীবেশ পরিগ্রহ করত স্বাধ্যায় পাঠ করিবে এবং গৃহস্থেরা হোমাদিক্রিয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দানধর্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠিবে। এদিকে আবার বনবাসী ভিক্ষুগণ গ্রাম্য আহারবিহারে নিরত হইয়া মিত্রাদির সহিত স্নেহসূত্রে সংবদ্ধ হইবে।

"হে কুলতিলক! কলিকালে রাজারাই মূর্ত্তিমান্ পাপস্বরূপ লোকভয়াবহ হইয়া উঠিবে। তাহারা প্রজারঞ্জন বা যথান্যায়ে প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবে। কলিকালে যাহার গৃহে হয়, হস্তী, গো প্রভৃতি থাকিবে, সেই ব্যক্তিই রাজা বলিয়া সম্মান পাইবে; ধনহীনেরা অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলেরা দাসত্বভার মস্তকে বহন করিতে থাকিবে। এই কালে বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিল্পাদি শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং নিকৃষ্ট শূদ্রজাতি তাপসবেশ পরিগ্রহ করিয়া ভিক্ষাব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত হইবে। ব্রাহ্মণগণ সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডসংশ্রিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না এই দুরন্তযুগে পৃথিবী লোহময়ী হইবে; এককালে সপ্তসূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হইবে; তাহাতে নদহ্রদাদি জলভাগ ক্রমশই ক্ষীণ হইবে, সুতরাং পৃথিবী শুষ্কপ্রায় হইয়া বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে; তখন কলির জীব জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জীবন্মৃতবৎ হইবে।

"হে পাণ্ডুবংশাবতংস! কলিকালে মনুষ্যগণ রাজকর, ব্যাধি, দস্যুভয়,

দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ও প্রপীড়িত হইয়া দেশদেশান্তরে পলায়ন করিবে, গিরিকন্দর আশ্রয় করিবে; কেহ কেহ বা কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা দ্বারা যাতনার শেষ করিবে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত হওয়াতে লোকসকল পশুপ্রায় হইয়া উঠিবে, ক্রমশঃ অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সুতরাং জীবগণ স্বল্পায়ু হইয়া পড়িবে। এইকালে মনুষ্যেরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তপস্যাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে এবং রাজার দোষে অহরহঃ অকালমৃত্যু সংঘটিত হইবে।

"মহারাজ! যখন কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে, তখন অষ্টম, নবম ও দশম-বর্ষীয় পুরুষের ঔরসে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইবে? এই কালে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমেই মনুষ্যেরা বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে; বিংশতি বৎসরের অধিক কেহ জীবিত থাকিবে না। এই কালে মনুষ্যের বুদ্ধি-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, অন্তঃকরণ অপবিত্র হইবে, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি কুৎসিত হইয়া উঠিবে; সুতরাং স্বল্পবয়সেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে পাষণ্ডগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হইতে থাকিবে।

"হে রাজন্! যখন ধাম্মিকবৃন্দের ক্রিয়ারম্ভ অবসাদপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, বেদমার্গানুসারী সৎপুরুষবৃন্দের হানি পরিলক্ষিত হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে, কলির প্রাধান্য উপস্থিত হইয়াছে। যখন সংসারে নারায়ণের পূজা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, বেদবাক্যে কাহারও বিন্দুমাত্রও প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ড-গণের উপদেশে সকলে অটল-বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তখনই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন। তখন পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ ও বিশ্বস্ত হইয়া মনুষ্যেরা অম্লানবদনে বলিবে, 'দেবতা আবার কোথায়? পরলোক আবার কি? ব্রাহ্মণদিগের কি ক্ষমতা? জলাদি দ্বারা শৌচ করিবার প্রয়োজন কি?' মহারাজ! তাহাদিগের ঐরূপ প্রলাপবাক্য স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে।

"হে রাজন্! কলিকালে জলদজাল প্রচুর-পরিমাণে জলবর্ষণ করিবে না সুতরাং শস্যরাজি স্বল্পমাত্র ফল প্রসব করিবে এবং ফলসমূহেও অতি অল্পপরি-মিত সার দৃষ্ট হইবে। এই কালে সকল বস্ত্রই প্রায় শণসূত্র দ্বারা নিম্মিত হইবে, সকল তরুই শমীতরুর সদৃশ হইবে এবং সকল বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত গোসমূহ ছাগী-পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিবে, ধান্যসকল ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া আসিবে এবং উশীরই মনুষ্যের অনুলেপন হইবে। মহারাজ! এই কালে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের অনুলেপন হইবে। মহারাজ! এই কালে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা কায়িক, মানসিক ও বাচিক দোষরাশি দ্বারা অভিভূত

হইয়া মুহুর্মুহুঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। শ্বশুর ও শাশুড়ীই সকলের প্রধান গুরুস্বরূপ হইয়া উঠিবে এবং শ্যালকেরাই প্রধান বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফল কথা, শ্রীভ্রষ্ট, অপবিত্র ও সত্ত্ববর্জ্জিত মানবগণের যাহা যাহা দুঃখের, কলিকালে সে সমস্তই ঘটিবে, সন্দেহ নাই। পরন্তু কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটি পরমশ্রেষ্ঠ মহান গুণ বিদ্যমান আছে।

"পরীক্ষিৎ শুকদেবমুখে এই কথা শ্রবণমাত্র সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! যে কলি সমস্ত দোষের আস্পদ, যাহার প্রভাবে নিঃশেষে ধর্ম্মের বিলোপ হইয়া যায় এবং যে কলি মনুষ্যকে ঘোরতর যন্ত্রণাময় নরকের অন্তস্তলে নিক্ষেপ করে, তাহার আবার গুণ কি? ইহা ত নিতান্তই অসম্ভব।'

"মহাযোগী শুকদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! শ্রবণ কর। সত্যযুগে কঠোর তপস্যা দ্বারাও যে পুণ্য অর্জ্জিত না হয়, কলিতে অতি অল্পমাত্র পরিশ্রম করিলেই তাহা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। এই বিষয়ের একটি অনুত্তম তত্ত্বোপাখ্যান বলিতেছি, অবহিতচিত্তে অবধান কর।'

"রাজন্! কোন্ সময়ে ধর্ম্ম অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে। এই বিষয় লইয়া ঋষিগণমধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন আমার পিতা ভগবান্ দ্বৈপায়ন অর্দ্ধ-স্নাত অবস্থায় গঙ্গাজলে অবস্থিত ছিলেন। ঋষিগণ জাহ্নবীতীরবর্ত্তী তরুমূলে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমার পিতা স্নানানন্তর সলিলগর্ভ হইতে উত্থানকালে "কলিকালই শ্রেষ্ঠ, হে কলি! তুমিই ধন্য" বলিতে বলিতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তাপসগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া যথাযথ আসনে উপবেশন করিলে, মদীয় পিতা ভগবান্ ব্যাসদেব কহিলেন, 'হে তাপসগণ! আমি তোমাদের আগমন-কারণ জানিতে পারিয়াছি। আমি স্নানানন্তর উত্থানকালে যে কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা দ্বারাই তোমাদের সন্দেহ বিদূরিত হইবে। "কোন্ সময়ে ধর্ম্ম অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে?" এই বিষয় জানিবার জন্যই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ; আমিও তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়াছি। যদি আমার বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইয়া থাকে, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দশবর্ষ, ত্রেতাযুগে একবর্ষ এবং দ্বাপরে একমাস পরিশ্রম-সহকারে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য বা জপাদি করিলে যে ফল হয়, কলিকালে এক দিবা-রাত্রির পরিশ্রমেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই জন্যই আমি কলিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছি। হে ঋষিগণ! সত্যযুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যানযোগ

দ্বারা, ত্রেতায় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা এবং দ্বাপরে বহুতর পূজাদি দ্বারা যেফল হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা এবং নিষ্কামভাবে দান, তীর্থগমন কি অভাবতঃ এতদুভয়ের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিলেও কলির মনুষ্য সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। কলিকালে মানবগণ অত্যল্প আয়াসস্বীকার করিয়াই বিপুলধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে; হে তাপসবৃন্দ! এই জন্যই আমি পরিতুষ্টচিত্তে কলির প্রশংসা করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি।'

"হে মহারাজ! পিতার মুখে এইরূপ সদুত্তর পাইয়া ঋষিগণ অভিবাদন-পুরঃসর পুলকিতচিত্তে স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভবিষ্যকথা সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। তোমারও সময় আসন্ন শাপ-কাল পূর্ণপ্রায়, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠান কর।"

"সূত কহিলেন, হে তাপসবৃন্দ! শুকদেবমুখে এই কথা শ্রবণমাত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, 'ভগবন্! আমার সময় আসন্ন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আপনার সুধাময় বদনবিগলিত বেদসার পুরাণরূপ অমিয় গাথা যুগসহস্র শ্রবণ করিলেও আমার আশার নিবৃত্তি হইবে না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তীর্থ ও দান মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া আমার দেহ-মন পবিত্র করুন্। রাজার এবম্বিধ সুপবিত্র প্রশ্ন-শ্রবণ পূর্ব্বক পরমপুলকিত-হৃদয়ে মহাযোগী শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন'।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

তীর্থ ও দান-মাহাত্ম্য

"ভগবান্ শুকদেব কহিলেন, 'মহারাজ! তীর্থফল সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যাহার দুই হস্ত, দুই পদ ও মন সুন্দররূপে সংযত এবং যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। পুরুষের বিশুদ্ধ মন, নির্ম্মল বচন, ইন্দ্রিয়দমন এবং তপস্যা এই সকলই শরীরজ তীর্থ; পণ্ডিতেরা বলেন, এই সকল তীর্থই স্বর্গের পথ। অন্তর্গত চিত্ত দূষিত হইলে কদাচ তীর্থস্নানে তাহার শোধন হয় না। যেমন শতভার জল দিয়া প্রক্ষালন করিলেও সুরাপাত্র কদাচ শুচি হইতে পারে না, অশুচিই থাকে, সেইরূপ যাহার অন্তঃকরণ মলিন, তীর্থস্নানেও সে শুচি হইতে পারে না। অধিক কি বলিব, যাহার আশয় দুষ্ট, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যথিত, তাহাকে তীর্থ, দান, ব্রত, আশ্রম কিছুই পবিত্র করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্য ইন্দ্রিয়দমন করিয়া যে কোন স্থানে

বাস করেন, সেই স্থানই তাঁহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র সমান এবং পুষ্করতীর্থের তুল্য।

'হে রাজন্! পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, ধর্ম্মবন, ধেনুক, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, কাঞ্চী, অবন্তী, মায়াপুরী, সাগরসঙ্গম, সেতুবন্ধ, সৈন্ধবারণ্য, দণ্ডকারণ্য, গয়া, চিত্রকূট, রূপতীর্থ, চক্রতীর্থ, যোগতীর্থ, হংসপাদ, পুণ্ডরীক, ভদ্রবন, ব্রহ্মাবর্ত্ত, দশাশ্বমেধিক, কেদার, পঞ্চনদ, কৃষ্ণতীর্থ, বটমূলক, গোপ্রতার, প্রভৃতি এই সকল তীর্থে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যে ব্যক্তি স্নান করে এবং দেবতা, পিতৃগণ ও ঋষিগণের উদ্দেশে তর্পণ করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। তীর্থক্ষেত্রে তিন রাত্রি সংযতভাবে বাস করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তীর্থে বাস, তীর্থে দান, তীর্থে জপ ও তীর্থে হোমাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অক্ষয়-ফলপ্রদ হইয়া থাকে। পরন্তু তীর্থে পাপ করিলে সে পাপ হইতে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

'মহারাজ! তীর্থের ন্যায় দানের মাহাত্ম্যও ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ কলিযুগে হরিনামসংকীর্ত্তন ও দানই পরমাগতিলাভের একমাত্র সুপন্থা। সৎপাত্র দেখিয়া দান করাই উচিত। সৎপাত্রে দান যেমন অক্ষয় পুণ্যের হেতু, সেইরূপ অসৎপাত্রে দান পরলোক নরকভোগের একমাত্র কারণ, সন্দেহ নাই। শ্রোত্রিয়, যোগী, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সদাচারী, পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ ও শান্ত প্রকৃতি ব্রাহ্মণকেই-দান করিবে। ব্রতচ্যুত, রোগী, ন্যূনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, পৌনর্ভব, কাণ, কুণ্ড, গোলক, মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, নিরাকৃতি, অভিমানী, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, কন্যাদূষয়িতা, চিকিৎসক, গুরুত্যাগী, পিতৃত্যাগী, বেদনাধ্যাপক, শূদ্র, অন্যপূর্ব্বা স্ত্রীর পতি, বেদত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, শূদ্রাপত্য ও অন্যান্য বিরুদ্ধকর্ম্মা ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতাকে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয় এবং তাহার উপরিতন ও অধস্তন বিংশতিপুরুষ নরকগামী হইয়া থাকে। হে রাজন! এতদ্ব্যতীত অতিথি, অন্ধ, পঙ্গু, দীনহীন ও আর্ত্তব্যক্তিও দানের উপযুক্ত পাত্র। সকল প্রকার দানের মধ্যে অন্নদান, জলদান ও বস্ত্রদান প্রশস্ত; কিন্তু অভয়দান তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যপ্রদ, সন্দেহ নাই। অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র ও জলহীনকে জল দিলে যে পুণ্য হয়, ভীত ব্যক্তিকে অভয়দান পূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিলে তৎসমস্ত পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

'হে মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, কোন্ ব্যক্তি দানমাহাত্ম্য ও তীর্থ-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা শেষ করিতে পারে? সহস্রাস্য অনন্তও তৎ-

কীর্ত্তনে সমর্থ নহেন। এই তীর্থমাহাত্ম্য ও দানমাহাত্ম্য শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া অনুত্তমপদবী লাভ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডুকুলধুরন্ধর! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে সংক্ষেপে আমি তোমার নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম।'

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসবৃন্দ! ভগবান্ বাদরায়ণি নরপতি পরীক্ষিতের নিকট এইরূপ তীর্থ ও দানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক বিনিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অবন্তীরাজ দণ্ডীকে ও অপ্সরোবরা উর্ব্বশীকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য যেমন ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেইরূপ পরীক্ষিৎরূপী গন্ধর্ব্ববর বিদ্যাধরকেও অমরপুরে লইবার জন্য একান্ত ব্যাকুলিত, চিন্তিত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।' তখন মহাযোগী শুকদেব পুনরায় কহিলেন, 'হে রাজন্! পিতার আদেশে তোমার পারলৌকিক মুক্তির জন্য এই পবিত্রগাথা কীর্ত্তন করিলাম। এখন তুমি এ পাপপৃথিবী পরিত্যাগের আশু আয়োজন কর।' ভগবান্ শুকদেব এই বলিয়া যথেচ্ছস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ ও জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসবৃন্দ! দেখিতে দেখিতে সপ্তমদিবস উপস্থিত হইল। এদিকে রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষকদংশন হইতে পুনর্জ্জীবিত করিবার অভিলাষে মহাতপা কাশ্যপ হস্তিনাপুরে আগমন করিতেছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া নাগ-রাজ তক্ষক ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছেন?' কাশ্যপ কহিলেন, 'হে বিপ্র! শুনিলাম, নাগপতি তক্ষক অদ্য পাণ্ডুবংশাবতংস পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, তাঁহাকে আরোগ্য করিবার ইচ্ছায় আমি এরূপ সত্বরপদে হস্তিনা-নগরে গমন করিতেছি।'

তখন তক্ষক কহিলেন, 'হে তাপস! তোমার মহা ভ্রম ঘটিয়াছে। তক্ষক-দংশনে কি কেহ প্রতীকার করিতে সমর্থ হয়? আমিই তক্ষক। ভাল, আমি এই সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষটিতে দংশন করি, তুমি উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেই তোমার অদ্ভুত মন্ত্রৌষধিবিদ্যার পরীক্ষা হইবে।' নাগরাজ এই বলিয়াই পুরোবর্ত্তী বটবৃক্ষে দংশন করিবামাত্র সেই বনস্পতি দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইল। তখন মহাতপা কাশ্যপও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তদ্দর্শনে তক্ষকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে আমার দংশনে কখনই রাজার মৃত্যু ঘটিবে না ; আমি যতবারই দংশন করিব, এ ব্যক্তি বিদ্যা-বলে ততবারই পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিবে ; এদিকে ব্রহ্মশাপও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব যাহাতে এ ব্যক্তিকে রাজগৃহগমনে নিরস্ত করা যায়, তাহা করাই এখন কর্ত্তব্য। নাগপতি মনে মনে এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাশ্যপকে কহিলেন, 'মহর্ষে! আপনি ধনলাভের আশায় রাজভবনে গমন করিতেছেন। আপনি যত ধন আকাঙ্ক্ষা করেন, আমি দিতেছি ; আপনি স্বগৃহে প্রতিপ্রস্থান করুন।' তক্ষক এই বলিয়া মহামূল্য রত্নরাশি প্রদান করিবামাত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি উহা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে স্বগৃহে প্রতি-প্রস্থান করিলেন।'

"হে তাপসবৃন্দ! মহাতপা মহর্ষি কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে নাগরাজ তক্ষক দ্রুতগতি হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শুনিয়া-ছিলেন, কৌরবরাজ পরীক্ষিৎ বিষনাশন মন্ত্র ও দিব্য ঔষধিসমূহ সংগ্রহ করত অতি সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন মায়াবলে রাজাকে বঞ্চিত করাই নাগরাজের উদ্দেশ্য হইল। তিনি মনে মনে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া অন্যান্য সর্পগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমরা বিপ্রবেশে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ফল, ফুল, কুশ ও জল প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত আশীষ প্রয়োগ করিবে।'

"হে ঋষিগণ! তক্ষককর্ত্তৃক আদিষ্ট হইবামাত্র নাগগণ বিপ্রবেশে রাজার নিকট গমন করত ফলপুষ্পাদি প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিল। রাজাও তৎসমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিদায় প্রদান করিয়া অমাত্যবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে সম্বোধন করত কহিলেন, 'আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া মুনিজনপ্রদত্ত এই সকল ফল উপভোগ করি।'

'হে তাপসবৃন্দ! আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধি ঘটে ; দুর্দ্দৈবনিবন্ধন বিপ্ররূপী ভুজঙ্গগণপ্রদত্ত ফলভক্ষণে রাজার প্রবৃত্তি জন্মিল। উহার একটি ফলের মধ্যে নাগরাজ তক্ষক গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধবশতঃ, ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিতাবশতঃ এবং নিয়তির অপরিহার্য্যতাবশতঃ রাজা স্বয়ং সেই ফলটি ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিলেন। ফলটি ভগ্ন করিবামাত্র তদভ্যন্তর হইতে একটি অনুপরিমিত শোণিতবর্ণ কীট বিনিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ। রাজা সেই কীটটিকে হস্তে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'দেখ, দিনমণি সমস্ত দিবা পরিশ্রম করিয়া বিশ্রামার্থ অস্তাচলমন্দিরে প্রস্থানোদ্যত হইতেছেন। অদ্য আর আমার বিষভয়ের আশঙ্কা

নাই। সম্প্রতি, এই ক্ষুদ্র কীটটি তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক্; তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ হইবে, শাপেরও মোচন হইয়া যাইবে।'

"হে মুনিবৃন্দ! তখন সচিববৃন্দও কালপ্রেরিত হইয়া রাজার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সেই কীটটিকে আপন গ্রীবার উপর স্থাপন করিয়া অবজ্ঞা-সহকারে হাস্য করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই কীটরূপী নাগরাজ তক্ষক ক্রমে ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তদীয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; দ্বিখণ্ডিত লহ লহ সুক্কাররসনা ঘন ঘন বহির্গত হইয়া যেন ত্রিভুবন বিষানলে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইল। তখন নরপতি পরীক্ষিতের চৈতন্য জন্মিল। কীটরূপী তক্ষক দেখিতে দেখিতে স্বীয় বিপুল আভোগ দ্বারা রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। নাগপতি ভীষণ গর্জ্জনে ও ভয়াবহ বিষনিশ্বাসে সভাস্থলী বিকম্পিত করিতে লাগিলেন।

"হে তাপসগণ! দাবাগ্নি যেমন বিশাল তরুরাজি বিরাজিত বনভূভাগ পরিব্যাপ্ত করে, প্রলয়কালীন পয়োধিজল যেমন অখিল সংসার পরিবেষ্টন করে, নাগপতি তক্ষক সেইরূপ স্বীয় বিশাল-বিলম্বিত-দেহ দ্বারা মুকুটাঙ্গদাদি-বিরাজিত নৃপতিরাজ পরীক্ষিতের কলেবর আবেষ্টন করিলে অমাত্যবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন বিষণ্ণবদনে ও দুঃখিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তক্ষকের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সকলেরই হৃদয় থর থর কম্পিত হইতে লাগিল; ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে সকলেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে ঋষিসঙ্ঘ! তখন নরপতি পরীক্ষিতের হৃদয় দিব্যজ্ঞানে বিকাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তদ্গতচিত্ত, তদেকপ্রাণ ও তন্ময় হইয়া বিপদভঞ্জন, ত্রাণকারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বময় ভগবানের অভয়পদ ধ্যান করিতে লাগিলেন। যাঁহার নামে শোক, দুঃখ, তাপ, সন্তাপ, ক্লেশ, দ্বেষ, রাগ, বিরাগ, মান. অভিমান সমস্তই বিদূরিত হয়, যাঁহার অভয়-চরণকমল একান্তভক্তের চিরপ্রার্থনা পূর্ণ করে, সেই ভগবান শ্রীহরির কমলপদ ধ্যান করিতে করিতে রাজরাজ পাণ্ডুকুলতিলক পরীক্ষিতের অন্তর প্রসন্ন হইল, চিত্ত প্রফুল্ল হইল, দেহও তন্ময় হইয়া উঠিল। তিনি তখন দিব্যযোগাসনে সমাসীন হইয়া মুদিতনেত্রে সেই ভবভয়নিবারণ, শমনশাসন-নিকৃন্তন, বিশ্ববিমোক্ষণ পদকমল ধ্যান করিতে করিতে যোগবলে ষটচক্রভেদ করিলেন। তদীয় চিত্ত, মন ও অন্তঃকরণ যোগপ্রভাবে মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে ষট্চক্রভেদ পূর্ব্বক মস্তকোপরি সহস্রারে পরমশিবে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার দেহ অপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অননুভূতপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল ; বদন অভূতপূর্ব্ব দিব্যহাস্যে বিরাজিত হইল, সুকোমল কলেবর হইতে দিব্যকুসুমগন্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে নাগপতি তক্ষক গ্রীবা ও মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক যেমন নরপতিকে দংশন করিলেন, অমনি পরীক্ষিতের দেহ হইতে একটি দিব্য তেজ বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া দশদিক্ আলোকিত করিতে করিতে শূন্যমার্গে বিলীন হইল। তাঁহার মৃতদেহ বজ্রাহত গিরিরাজের ন্যায়, অস্ত্রচ্ছেদিত মহীরুহের ন্যায় এবং বাত্যাবিতাড়িত কদলীতরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

"সূত কহিলেন, হে তাপসবৃন্দ! পাণ্ডুবংশাবতংস রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপনিবন্ধন এই প্রকারে তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে অমাত্যগণ ও রাজপুরোহিতেরা সমবেত হইয়া যথাবিধানে তদীয় পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। তখন পরীক্ষিতের একমাত্র পুত্র জনমেজয় অত্যন্ত শিশু। রাজসিংহাসনে রাজা সমারূঢ় না থাকিলে রাজ্য অরাজক হইয়া উঠে; সুতরাং পরীক্ষিতের মৃত্যুর অত্যল্পদিন পরেই মন্ত্রিবৃন্দ ও পুরবাসী সকলে একত্র হইয়া শিশু জনমেজয়কে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে মুনিবৃন্দ! যথাকালে কাশীপতি সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা লোকললামভূতা বপুষ্টমার সহিত জনমেজয়ের বিবাহ হয়। রূপবতী, গুণবতী, অনুপমা মহিষী পাইয়া রাজা জনমেজয় সানন্দচিত্তে ধর্ম্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে ও রাজনীতি অনুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে অচিরেই প্রজাপুঞ্জ পরীক্ষিতের শোক বিস্মৃত হইয়া গেল। হে মুনিবৃন্দ! পুণ্যবিদ্বেষী পাপময় দুরন্ত কলিকে সমাগত দেখিয়া দেবগণ যেরূপ কৌশলে পাণ্ডুকুলধুরন্ধর পরীক্ষিৎকে, মহামনা উদারাশয় অবন্তীরাজ দণ্ডীকে ও অমরাবতীসুশোভিনী উর্ব্বশী সুন্দরীকে অভিশাপ হইতে বিমোচিত করিয়া স্বর্গধামে আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আনুপূর্ব্বিক আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। মহামতি বেদব্যাস এই দণ্ডীপর্ব্ব রচনা করিয়া ইহার যেরূপ ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, এখন তাহা শ্রবণ করুন্।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ফলশ্রুতি

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসগণ! অপূর্ব্ব শুকপ্রোক্ত সুপবিত্র দণ্ডীচরিত সমস্তই আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহাতে পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীহরির অপূর্ব্ব লীলা, মাহাত্ম্য ও গুণগরিমা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস ছয় সহস্র শ্লোকে এই দণ্ডীপর্ব্ব পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

এই দণ্ডীপৰ্ব্বরূপ মহাসাগরে অনেক বিচিত্র বিচিত্র আখ্যানরত্ন বিরাজ করে। যিনি সংযত হইয়া প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্ন-সময়ে ইহা সম্পূর্ণ বা ইহার অর্দ্ধেক শ্রবণ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। মহাভারতের শতশ্লোক পাঠে বা শ্রবণে যে ফল হয়, ইহার একটিমাত্র শ্লোক দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ঋষিবৃন্দ! এই যশস্কর, পুণ্যজনন, পবিত্র হইতেও পবিত্রতম গ্রন্থ পাঠ না করিলে, কদাচ কেহ ভারতপাঠের ফল লাভ করিতে পারে না। ইহাকে মহাভারতের আদি বা প্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই, তিনি গর্ভ হইতেও বহির্গত হন নাই; ভ্রূণ যেরূপ, তাঁহাকেও তদ্রূপ জ্ঞান করিবে। এই দণ্ডীপৰ্ব্ব শ্রবণ করিলে আর পুনরায় জঠরে প্রবেশ করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। হে রাজন্! কোন সময়ে ব্রহ্মা তুলাদণ্ডের একদিকে চতুর্ব্বেদ ও অপরদিকে এই দণ্ডীপৰ্ব্ব রাখিয়া তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই দণ্ডীপৰ্ব্বই অতিরিক্ত হইয়াছিল।

'হে তাপসগণ! ভগবান্ বেদব্যাসের জ্ঞানরূপ সাগর হইতে এই মহারত্ন দণ্ডীপৰ্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীহরিতে অচলা ভক্তি সমুৎপন্ন হয়; যুদ্ধে জয়লাভ হয় এবং পুণ্যতীর্থস্নান ও সৰ্ব্বযজ্ঞের মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই পবিত্রতম দন্ডীপৰ্ব্বে বর্ণধৰ্ম্ম, রাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি এবং সৰ্ব্বভূতময় আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির অপূর্ব্ব লীলা বর্ণিত আছে। মানবগণ যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার নামস্মরণ করিলেও সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু সেই ভগবান্ হরি ভক্তের জন্য যে সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; ভক্তই যে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, এই দণ্ডীপৰ্ব্বে পাণ্ডব যাদব যুদ্ধপ্রসঙ্গে তাহা সবিস্তার কীৰ্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে যে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধি হইবে এবং ইহার প্রসাদে সেই ভগবানের সামীপ্যলাভ হইবে, ইহা বিচিত্র বা অসম্ভব নহে।

'হে তাপসগণ! ব্রতশালী হইয়া ইহা কীৰ্ত্তন বা শ্রবণ করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাগর ও মহাগিরি যেমন রত্ননিধি বলিয়া প্রথিত, এই দণ্ডীপৰ্ব্বও সেইরূপ ধৰ্ম্মশাস্ত্রমধ্যে সৰ্ব্বোত্তম রত্ন বলিয়া পরিগণিত ও পরিকীৰ্ত্তিত। এই দণ্ডীচরিত লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমগ্রা বসুমতীদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

"সূত কহিলেন, 'হে তাপসবৃন্দ! মহাযোগী শুকদেব পিতৃনির্দ্দেশে অভিমন্যুনন্দন পাণ্ডুবংশাবতংস রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া যেরূপে

বেদব্যাসপ্রণীত দণ্ডীপর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমিও সেইরূপে তাহা বর্ণন করিলাম। আপনারা দীর্ঘসত্রে নিরত আছেন, যজ্ঞাবসরে সৎকথার আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। আমি কোন বিশেষ কারণে নারায়ণাশ্রমে গমন করিব। অবসরক্রমে অচিরেই পুনর্ব্বার এখানে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের নিকট আবার হরিলীলা-বিষয়িণী পবিত্র পুরাণগাথা কীর্ত্তন করিব। এখন যিনি ত্রিগুণাত্মক হইয়াও গুণত্রয়ের অতীত, যিনি মায়াসংশ্লিষ্ট হইয়াও মায়ার অতীত 'যিনি জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অবস্থিত, যিনি সংসারসৃষ্টির একমাত্র কারণ, আমি সেই অব্যাকৃত, অজর পরমাত্মার স্বরূপকে নিয়ত বন্দনা করি। যিনি ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্তস্বরূপ, যিনি স্থূলবিশ্বরূপে প্রকাশমান হইয়াও পরমসূক্ষ্মস্বরূপ যিনি সর্ব্বঘটে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও নির্লেপস্বরূপ, সেই অনাদিনিধন, অক্ষয়, অব্যয় পরমপুরুষকে নমস্কার। যিনি এক হইয়াও বহুতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, যিনি সমস্ত ভূতগ্রামের বিভূতিকর্ত্তা, যিনি জন্মজরাদিরহিত, সেই অব্যয় পুরুষকে প্রণাম করি। যাঁহার উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, নাশ নাই এবং পরিণামও নাই, সকলের আদিপুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার।

"হে মুনিবৃন্দ যিনি বেদবিভাগ করিয়া, ভারতরচনা করিয়া, দণ্ডীচরিত কীর্ত্তন করিয়া জগতে চতুর্ব্বর্গসিদ্ধির পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সত্যবতীসুত ব্যাসদেবকে প্রণাম করি। যাহাদের অধিষ্ঠানে অরণ্যমধ্যে হিংস্র শ্বাপদেরাও পরস্পর বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, যাঁহাদের অবস্থানে বনস্থলী কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, মদ, মোহ, ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি রিপুপরিশূন্য হইয়া একমাত্র শান্তিরসাস্পদ হইয়াছে, সেই হরিপরায়ণ, বিমলচেতা, বিপ্রবংশাবতংস, পুণ্যদর্শন আপনাদিগের পদে ভক্তিভাবে প্রণাম করি। এখন প্রার্থনা করি, প্রকৃতি-পরমাত্মময়, নিত্য, সনাতন শ্রীহরির কৃপায় বসুমতী শস্যপূর্ণা হউন্ জলদজাল যথাকালে বারিবর্ষণ করুক্ এবং জীবগণ জন্মজরাদিরহিত সিদ্ধিলাভ করুক্:

"পুরাণবিৎ, সর্ব্বসদ্‌গুণালঙ্কৃত, গুণগ্রামের আদর্শস্বরূপ, বিনয়াদিবিভূষিত, শান্তপ্রকৃতি লোমহর্ষণনন্দন সূত এই বলিয়া শৌনকাদি ঋষিগণপদে প্রণতি-পুরঃসর বিদায়গ্রহণ করত হরিপদ ধ্যান করিতে করিতে তীর্থভ্রমণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।"